Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.09.27 14:00:35 +06'00'

হাক্‌ল্‌বেরি ফিনের দুঃসাহসিক অভিযান

মার্ক টোয়েন

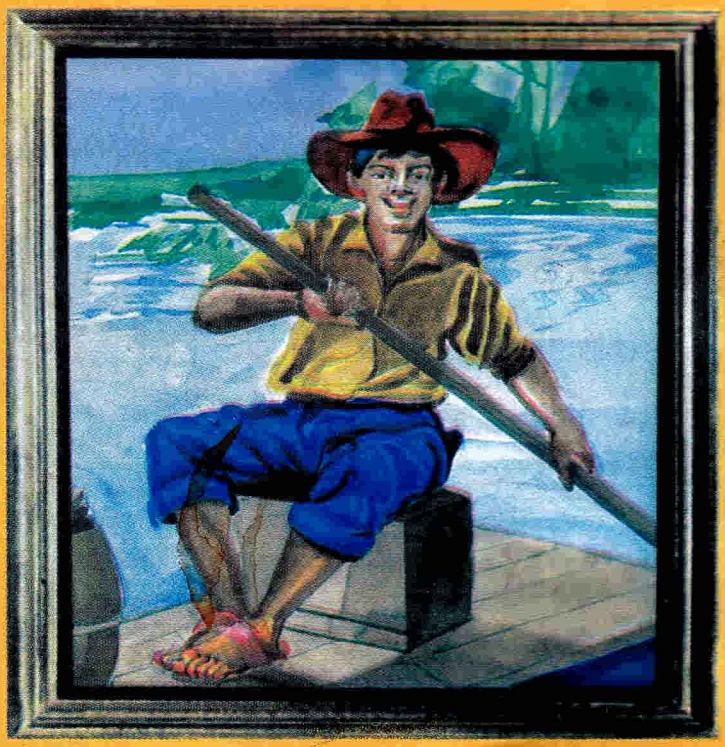

সূচীপত্র

প্রকাশক সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২/ক, বাংলাবাজার (৩য় তল) ঢাকা ১১০০. ফোন : ৭১১৩৮৭১.
বইয়ের নাম হাকলবেরি ফিনের দুঃসাহসিক অভিযান
লেখক মার্ক টোয়েন
অনুবাদ নুরুল মোমেন
সূচীপত্র প্রকাশনা ১৫২
স্বত্ব প্রকাশক
সূচীপত্র প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১
প্রচ্ছদ মাসুদ কবির
কম্পিউটার কম্পোজ সূচনা কম্পিউটার্স ৪০/৪১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রক অমি প্রিন্টার্স ১৪৭/এ আরামবাগ ঢাকা ১০০০.
মূল্য ৳ ২০০.০০ মাত্র

Title HACKELBERI FINER DUSSAHASIK AVIJAN
Author Mark Towen
Translation Nurul Momen
Publisher Saeed Bari
Chief Executive, SUCHEEPATRA
38/2/Ka Banglabazar (2nd Floor) Dhaka 1100.
Fax : (880-2)7100873. E-mail : ami@bangla.net
Price Tk. 200.00 only. US$ 10.00 only.

ISBN 984-8106-88-X.

সূচি

টীকা টিপ্পনী
একটি সতর্কবাণী
আমি হযরত মুসা এবং বুলরাশারদের আবিষ্কার করলাম ৯
আমাদের দলের কালো শপথ ১৩
আরবদের জন্যে আমরা ওত পাতলাম ১৯
চুলের গুটির দৈববাণী ২৪
বাপজী আবার নতুন জীবন শুরু করলেন ২৮
যমদূতের সঙ্গে বাপজীর ধ্বস্তাধ্বস্তি ৩৩
বাপজীকে ফাঁকি দিলাম এবং পালিয়ে এলাম ৪০
আমি মিস ওয়াটসনের চাকর জিমকে রেহাই দিলাম ৪৮
মৃত্যু-গৃহ ভেসে চলে গেল ৬১
সাপের চামড়া ছোঁয়ার ফল ৬৫
তারা আমাদের পিছু নিয়েছে ৬৯
'মন্দডারে একলা থাকতি দ্যাও" ৭৭
ওয়ালটার স্কট থেকে সাধুভাবে লুণ্ঠন ৮৫
সোলেমান কি জ্ঞানী ছিলেন? ৯১
বুড়ো জিমকে বোকা বানানোর কথা ৯৬
র‍্যাটল সাপের চামড়া তার কাজ করলো ১০৩
গ্র্যানজারফোর্ডগণ আমাকে গ্রহণ করলো ১১৩
হ্যুরনি কেন ঘোড়ায় চড়ে তার হ্যাটের খোঁজে ছুটে গেল ১২৪
ডিউক এবং ডফিন ভেলায় এলো ১৩৭
পার্কডিলের জন্যে রাজ্যবর্গ কি করেছিল ১৪৬
আরকানস—অ-তে জটিল ঘটনা ১৫৬
জনতা খুন করতে সক্ষম হোল না কেন ১৬৭
রাজারা কতো মামুলী ১৭৩

রাজাবাহাদুর পাদ্‌রী সাজলো ১৮০
হাসি কান্নার দোলায় ১৮৭
রাজার লুটের মাল আমি চুরি করলাম ১৯৪
মৃত পিটার তাঁর মোহর ফিরে পেলেন ২০৩
অতি চালাকের গলায় দড়ি ২১০
আমি ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম ২২০
মোহর চোরদেরকে বাঁচালো ২৩০
মিথ্যা দিয়ে প্রার্থনা করা যায় না ২৩৪
আমার নতুন নাম হলো ২৪৩
রাজন্যবর্গের শোচনীয় পরিণতি ২৫০
আমরা জিমকে উৎসাহ দিলাম ২৫৭
একটি রহস্যময় গভীর পরিকল্পনা ২৬৩
জিমকে সাহায্য করার চেষ্টা ২৭১
জিম ডাইনী পিঠা পেয়ে গেল ২৭৬
"এখানে একটি বন্দীর হৃদয় চূর্ণ হয়েছে" ২৮৩
টম 'বেনামী' পত্র লিখলো ২৯০
হ-য-ব-র-ল করে কেমন কার্যোদ্ধার ২৯৬
"নিশ্চয়ই কোন ভূতপ্রেত" ৩০২
তারা জিমকে ফাঁসি দেয় নাই কেন ৩০৯
আর কিছু লিখবার নাই ৩১৮

টীকা

এই বইয়ে কতকগুলো ভিন্ন এলাকার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন মিসৌরীর নিগ্রো ভাষা, দক্ষিণ-পশ্চিম ঘন জঙ্গল এলাকার চরম আঞ্চলিক ভাষা, পাইক অঞ্চলের ভাষা এবং এই শেষটির সামান্য পরিবর্তিত চারটি উপভাষা। এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন আবোল-তাবোলভাবে, কিংবা অনুমান করে করা হয় নাই। যত্ন করে, উপদেশ নিয়ে এবং সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হয়ে করা হয়েছে।

আমি এই টীকা এই জন্যে দিচ্ছি যে এটা ছাড়া অনেক পাঠকই মনে করবেন যে চরিত্রগুলো একই ধরনের কথা বলছে। কিন্তু তাতে কৃতকার্য হচ্ছে না।

—লেখক

টিপ্পনী

আমার পক্ষ থেকে ঐ টীকার উপর টিপ্পনী না কাটলে ওটা এ অনুবাদে অর্থহীন বলে মনে হবে, সুতরাং আমিও বলছি :

এই পুস্তকে কতকগুলো আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যথা : যশোরের পূর্বাঞ্চল, ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল ও বিক্রমপুরের কিছু অংশের ভাষা দেওয়া হয়েছে। তবে ফরিদপুরের মধ্যে প্রবাহিত মধুমতীর তীরের মিষ্টি চরম গ্রাম্য ভাষা ও তার তিন চারটি প্রকারভেদ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এটা লক্ষ্যহীন কিংবা অনুমানসাপেক্ষ করে করা হয়নি। অধ্যবসায় সহকারে এবং বিশ্বস্ত উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তা করা হয়েছে। আমি এই টিপ্পনী এই জন্যে প্রদান করছি যে এ-ছাড়া অনেক পাঠকই মনে করবেন যে, চরিত্রগুলো একই রকম কথা বলছে এবং তাতে কৃতকার্য হচ্ছে না।

—অনুবাদক

একটি সতর্কবাণী

যে-সব ব্যক্তি এই বিবরণের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন, তাঁদেরকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হবে; যে-সব ব্যক্তি নীতিমূলক কিছু এতে খুঁজবেন তাঁদেরকে বনবাস দেয়া হবে; যে-সব ব্যক্তি এই বিবরণের মধ্যে গল্পের কোন প্লট খোঁজার চেষ্টা করবেন, তাঁদেরকে গুলী করা হবে।

লেখকের আদেশক্রমে
জি. জি. অস্ত্র বিভাগের সর্বময় কর্তা
কর্তৃক প্রদত্ত

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি হযরত মুসা এবং বুলরাশারদের আবিষ্কার করলাম

টমসয়্যার-এর দুঃসাহসিক অভিযান-এর কথা পড়া না থাকলে আমার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবেন না। যাক, তাতে কোন পরওয়া নাই, ওটা লিখেছিলেন মার্ক টোয়েন সাহেব, আর তিনি মোটামুটি সত্যি কথাই বলে গেছেন। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাপার তিনি টেনেটুনে বাড়িয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন বটে, তবুও তিনি যা বলেছেন তা ধরতে গেলে মোটামুটি সত্যিই। তাতে কি আসে যায়। আমিতো এমন লোক দেখি নাই যিনি এক সময়ে কিংবা অন্য সময়ে মিথ্যা কথা কন নাই। অবশ্য এর উল্টো ছিলেন পলি খালাম্মা, কিংবা সেই বিধবাটি, কিংবা হতে পারে মেরীও। পলি খালাম্মা,—মানে টমের পলি খালা, ইনি তিনিই—আর মেরী, আর ডগলাস সাহেবের বিধবা, এদের কথাও ঐ বইটায় বলা হয়েছে। বইটায় অবশ্য সত্যি কথাই বলা হয়েছে, তবে যেমন আগে বলেছি, একটু টেনেটুনে বাড়ানো কথাও বলা আছে।

এবার শুনুন—ঐ বইটায় গল্পটাকে এই ভাবে গুটিয়ে শেষ করা হয়েছে; ডাকাতগুলো গুহার মধ্যে যে টাকা-কড়ি রেখেছিল টম আর আমি তা পেয়ে গেলাম এবং অনেক টাকা-পয়সার মালিক হলাম। আমরা প্রত্যেকে ছ' হাজার ডলার করে পেলাম—সব সোনা। এগুলো তুঁজ করে রেখে দেখলে সে এক ভয় পেয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার মনে হোত। থাকগে, জজ সাহেব থ্যাচার তা নিয়ে গেলেন, এবং সুদে লাগালেন, তাতে করে ওটা থেকে আমরা রোজকে রোজ এক ডলার করে সারা বছর পেতে থাকলাম। এক ডলার রোজ, কম টাকা নয়—একটা লোক কি করে এত টাকা খরচ করতে পারে তা তাঁর পক্ষে বলাই মুশকিল। ডগলাস সাহেবের বিধবা পত্নী আমাকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করলেন, এবং আমাকে ভদ্র করে গড়ে তোলার ইচ্ছেও জানালেন; কিন্তু জীবনটা সেখানে বড্ড কড়াকড়ির মধ্যে ছিল। কারণ, বিধবাটির সব কাজই খুব নিয়ম-মাফি কেতাদুরস্ত ভাবে করার ঝোঁক ছিল। সুতরাং আমি যখন তা সহ্য করতে আর পারলাম না তখন সেখান থেকে সট্‌কে পড়লাম। আমি আমার পুরনো ছেঁড়া কাপড় পরলাম এবং গলায় চিনির পাত্রটি ঝুলিয়ে খুব স্বাচ্ছন্দ অনুভব করলাম এবং মনটা বেশ খুশী হোয়ে উঠলো। কিন্তু টমসয়্যার আমাকে গরু-খোঁজা করে বের করলো এবং বললো সে একটি ডাকাত দল তৈরি করার চেষ্টায় আছে এবং

আমি যদি সেটায় যোগ দিতে ইচ্ছে করি, তাহলে আমার ওখানে ফিরে যেতে হবে এবং ভদ্দরভাবে বসবাস শিক্ষা করতে হবে, অগত্যা আমি ফিরে গেলাম।

আমায় পেয়ে বিধবার সে কি কান্না। আমাকে ফিরে পাওয়ায় আমাকে হারানো ভেড়ীর বাচ্চা এবং আরও কত কি বলে বিধবা ডাকলেন। কিন্তু এতে কিছু খারাপ তিনি মনে করেন নাই। তিনি আবার আমাকে নতুন কাপড় পরালেন। আমার আর কিছু করার ছিল না, বসে বসে ঘামতে লাগলাম এবং চারদিক থেকে কাপড়ের খেঁচুনি ধরার ভাবটা অনুভব করতে লাগলাম। আবার সেই পুরানো কাণ্ড শুরু হলো। অর্থাৎ রাত্রের খানার সময় বিধবাটি বেল বাজাবেন, আর তোমার সময় মতো আসতে হবে। আর যখন তুমি টেবিলে বসবে, চট করে খেতে পারবে না। তোমার অপেক্ষা করতে হবে সে পর্যন্ত যে পর্যন্ত বিধবা তাঁর মাথাটি খাদ্যগুলোর উপর নিচু করে ঘুরিয়ে সেগুলোর সম্বন্ধে বিড় বিড় করে কিছু না বলবেন। অবশ্য এ-সবের কোন অর্থ ছিল না। কারণ খানাগুলোর পাক আপছে-আপ যা হবার তাই হোত। আর নানা রকম জিনিস একত্র হলে মিলেমিশে যে একটা রসাল ভাব হয় তাতে শেষ পর্যন্ত চলে যায়। এও তেমনি চলতো। রাতের খানার পর বিধবা তাঁর পুস্তকখানা বের করতেন আর আমাকে হযরত মুসা ও বুলরাশারদের সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে থাকতেন। এবং এই জ্ঞান দেয়ার ঠেলায়, মুসার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানতে গিয়ে একেবারে ঘেমে উঠলাম। আস্তে আস্তে তাঁর কথায় বেরিয়ে এলো যে, মুসা বহুদিন আগে মারা গিয়েছেন। সুতরাং তখন তাঁর সম্বন্ধে আমি আর গ্রাহ্য করলাম না। কারণ মরা মানুষের খবর জানার আমার কোন আগ্রহ হয় না।

বেশ শিগগীরই আমার তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হোল। আমি মিস ওয়াটসনের অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দেওয়ার পাত্রী ছিলেন না। তিনি বললেন, এ অত্যন্ত নোংরা অভ্যেস এবং পরিচ্ছন্ন নয়। আমি যেন আর এটা অভ্যেস করার চেষ্টা না করি। এই রকমই কিছু লোকের স্বভাব দেখা যায়, যেটা তারা জানে না সেটার উপরও দখল ফলানোর চেষ্টা করে। এইতো হযরত মুসাকে নিয়েই তাঁর কাণ্ডটা দেখ! আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, কারো কোন কাজে লাগবে না, কারণ তিনি সেই কবে মারা গেছেন; সেটা বাদ দিয়ে আমি একটা ভাল কাজ করতে চাইলাম, কিন্তু তিনি সেটায় দোষ ধরে বসলেন, আর তিনি যে নস্য নিতেন—তার কি? অবশ্য সেটা ঠিক কাজই ছিল, কারণ তিনি সেটা নিজে করতেন কিনা তাই।

তার বোন মিস ওয়াটসন মাঝারি লম্বা-পাতলা বয়সী কুমারী, চোখে রঙিন চশমা পরা—তাঁর সঙ্গে থাকতে এলেন এবং আমাকে ধরে বানানের বই নিয়ে বসতে লাগলেন। তিনি মাঝারি ধরনের একটা কঠিন চাপের মধ্যে আমাকে একটি ঘণ্টা ধরে রাখতেন। তারপরে বিধবাটি এসে তাঁকে একটুখানিক বিশ্রাম দিতেন। এ আমার সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠতো। তারপর এই যে এক ঘণ্টা, এ

www.boiRboi.blogspot.com

মৃত্যুর মতো নিরানন্দ ছিল, এবং আমিও খুব অস্থির থাকতাম। মিস ওয়াটসন বলতেন, "তোমার পা'টা ওখানে রেখো না আর অমনি কুট কুট করে কিছু খেয়ো না, সোজা হয়ে বসো।" আবার কিছুক্ষণ পরে বলতেন, "অমনি করে হাইতুলে পা ছড়িয়ে বসো না, হাকলবেরী—ভদ্রভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা কর না কেন?" তারপর তিনি যতসব খারাপ জায়গা আছে, সে সবের কথা বলতেন। এবং আমি বলতাম, "আহা! আমি যদি সেখানে যেতে পারতাম!" এ শুনে তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন। আমার কিন্তু এ বলার মধ্যে কোন নষ্টামি ছিল না। আমি শুধু চাইতাম, যেখানেই হোক না কেন, কোনখানে যেতে পারলেই হোত। মোট কথা, আমি একটা পরিবর্তন চাচ্ছিলাম। কোন বিশেষ জায়গা সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি বলতেন, আমি যা বলেছি, তা খুব খারাপ কথা; বলতেন, গোটা পৃথিবীটাকে দিয়ে দিলেও এ রকম কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না। তিনি বলতেন, বাস করার মতো কোন ভাল জায়গায় তিনি যাবেন। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে সে জায়গায় যাওয়াটা খুব সুবিধে মনে করতাম না। তাই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, আমি যাব না। কিন্তু আমি তা তাঁকে বলি নাই। কারণ এতে বিরক্তি বাড়ানো বৈ তো নয়। আর এতে কারো কোন লাভ হোত না।

তারপর তিনি নতুন ভাবে অন্য কথা শুরু করলেন। এবং ভাল জায়গা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তিনি বলতেন যে এই জায়গায় লোকের সম্পূর্ণ কাজ হবে ঘুরে ঘুরে চিরকাল গান গেয়ে এবং বেহালা বাজিয়ে কাটিয়ে দেয়া। এটা আমার খুব মনঃপুত হয় নাই, কিন্তু আমি তাঁকে সে কথাও বলি নাই। আমি শুধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি কি মনে করেন টমসয়্যার সেখানে যেতে পারবে? তিনি উত্তরে বললেন, যতদূর দেখা যায় এমন আশা নাই। এ শুনে আমি ভারি খুশী হলাম। কারণ, আমি চাচ্ছিলাম সে আর আমি যেন এক সঙ্গে থাকতে পারি।

মিস ওয়াটসন আমাকে ঠুকেই চললেন, আর আমি এতে অত্যন্ত ক্লান্তি ও নিজেকে একাকী বলে অনুভব করতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে এমন হোল যে ওঁরা চাকরদেরও ডেকে আনতেন, তারপর সবাই একত্রে প্রার্থনা করতেন এবং যে-যার বিছানায় চলে যেতেন। আমি উপরে আমার কামরায় এক টুকরো মোমবাতি নিয়ে যেতাম আর আমার টেবিলের উপর সেটা রাখতাম, তারপর জানালার কাছে একখানা চেয়ার নিয়ে বসতাম এবং আনন্দময় কিছু চিন্তা করতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোন ফল হোত না। আমি এমন একাকী অনুভব করতাম যে আমার ইচ্ছে হোত আমি মরে যাই। দেখতাম, আকাশে তারা ঝলমল করছে আর জঙ্গলে গাছের পাতাগুলো ঝরঝর শব্দ করছে। সবই বিষাদময় লাগত। শুনতাম, একটা পেঁচা, অনেক দূরে কেউ হয়তো মারা গেছে তার জন্যে হুঁ হুঁ করছে। একটা হুপোবিল পক্ষী, আর, একটা কুকুর, কেউ মারা যাবে বলে

চিৎকার করছে; বাতাসও আমার কানে ফিসফিস করে কি যেন বল্‌তে চাচ্ছে আর আমি তা বুঝতে পারছি না। তাই আমার সারা গা দিয়ে একটা শিরশির ভাব বয়ে যেতো। আবার ভূতে যখন মনের কথা বলতে চায় কিন্তু বলতে না পেরে অস্থির হয়ে কবরে থাকাকালীন যে রকম শব্দ করে তেমনি কান্নার মতো শব্দ প্রতি রাত্রে কখনো কখনো দূরে জঙ্গলের মধ্যে শুনতাম। সুতরাং আমি এত মনমরা এবং ভীত হয়ে যেতাম যে ইচ্ছে হোত, কাউকে আমি সঙ্গী হিসাবে পাই। এর অল্প পরেই একদিন একটি মাকড়সা আমার কাঁধ বেয়ে উঠলো। আমি হাত ছুঁড়তেই সেটা মোমবাতিটার উপর্ পড়ে গিয়ে জ্বলে গেল। আমি কিছু করার আগেই কুঁকড়ে গেল। কেউ আমাকে না বল্‌লেও আমি জানতাম যে এটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ এবং এটা আমার দুর্ভাগ্য আনবে। আমি এত ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমার গায়ের কাপড়গুলো ঝেড়েঝুড়ে একাকার করলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের মধ্যে তিনপাক ঘুরে এলাম এবং প্রত্যেক পাক ঘোরার সময় আমার বুকের মধ্যে ক্রসচিহ্ন দেওয়ারও ইঙ্গিত করলাম। তারপর আমার এক-গোছা চুল নিয়ে ডাইনীদের তাড়ানোর জন্যে সুতো দিয়ে বাঁধলাম। এ সব করলাম বটে কিন্তু এর উপর আমার ভরসা করার বিশ্বাস ছিল না। তার কারণ হোল : আমি শুনেছি যদি কেউ ঘোড়ার পায়ের বাঁকা নাল পেয়ে সেটা দরজার উপর লোহা দিয়ে আটকিয়ে না রেখে সেটাকে হারিয়ে ফেলে তাহলে এসব করলে তাদের বিপদ কাটে। কিন্তু মাকড় মারলে কি করে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু শুনি নাই।

আমি আবার বসলাম। শরীর থর থর করে কাঁপছে। তামাক খাওয়ার জন্যে আমার পাইপটি বের করলাম। কারণ আমি জানতাম যে বাড়িটি এখন মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ রয়েছে। সুতরাং বিধবাটি জানতে পারবে না। অনেকক্ষণ পর আমি শুনলাম দূরে শহরে গুম গুম করে ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা পড়লো। তারপর আবার সব চুপচাপ—আরও বেশি চুপচাপ হয়ে গেল যেন। একটু পরে শুনলাম, গাছগুলোর মধ্যে একটি ছোট ডালা ভেঙে গেল—কিছু যেন ঘটছে। আমি চুপচাপ বসে শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিচে মিউ মিউ শব্দ শুনতে পেলাম। আ! বাঁচলাম। যতটা মোলায়েম করে হয় আমিও বললাম, "মিউ, মিউ" এবং তারপর বাতি বন্ধ করে জানালার ভিতর দিয়ে নিজেকে গলিয়ে চালা-ঘরটার উপরে গিয়ে উঠলাম। সেখান থেকে বেয়ে জমিতে নামলাম। এবং গাছগুলোর ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আর গিয়ে দেখলাম, ঠিকই, টমসয়্যার আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের দলের কালো শপথ

আমরা পায়ের আঙুলে ভর করে করে সাবধানে গাছগুলোর ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি বিধবার বাগানের শেষ দিকটায় চলে গেছে সেই রাস্তা দিয়ে গাছের ডালগুলোর আঁচড় থেকে মাথা বাঁচিয়ে উবু হয়ে চলতে লাগলাম। যখন আমরা বাবুর্চিখানার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি একটি গাছের শিকড়ে বেঁধে পড়ে গেলাম এবং তাতে শব্দ হোল। আমরা দুজন তখন মাটির উপর শুয়ে পড়ে চুপচাপ রইলাম। মিস ওয়াটসনের লম্বাচওড়া "জিম" নামের নিগ্রো চাকরটি বাবুর্চিখানার দরজায় বসেছিল; আমরা তাকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। কারণ, তার পিছনের দিকে বাতি ছিল। সে উঠে দাঁড়াল এবং এক মিনিট গলাটা যতদূর পারে বের করে দিয়ে শুনলো, তারপর বললো :

'কেডা রে?'

সে আরও কিছুক্ষণ শুনলো। তারপর পায়ের আঙুলের উপর ভর করে করে চুপি চুপি এগিয়ে এল এবং অন্ধকারে আমাদের দুজনের মধ্যে এসে এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেল যে আমাদের গায়ের সাথে তার গায়ের ছুঁই-ছুঁই ভাব। বেশ কয়েক মিনিট ঠায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছি, নিশ্চুপ। আমার পায়ের গোছায় চুলকানি লাগছিলো। কিন্তু আমি সাহস করে চুলকাতে পারছিলাম না; তারপর আবার কানও চুলকাতে শুরু করল। তারপর পিঠ—ঠিক দুটো কাঁধের মাঝখানটাতে। মনে-হোল চুলকাতে না পারলে মরেই যাব। দেখুন, সেই দিনকার পর থেকে আমি বহুবারই এটা লক্ষ্য করেছি : ধরুন, আপনি যদি কোন ভাল সমাজে যান কিংবা ধরুন জানাজাতেই কিংবা ধরুন ঘুমুতে যাচ্ছেন, অথচ ঘুম আসছে না—কিংবা ধরুন না কেন, যে-কোন জায়গায় যেখানে নাকি চুলকানো চলবে না—সেখানেই দেখবেন আপনার সারা শরীরে হাজার বারেরও বেশি আপনি চুলকানি অনুভব করবেন। অল্প পরেই জিম বললো :

"কুত্তা বিলাইর দোয়াই, আমি একটা আওয়াজ শুনছি—কেডা কোহানে আছ, কথা কও—নাইলি আমি জানি আমি কি করবো। আমি এই যে এই হ্যানে বসলাম। আর আবার আওয়াজ না শোনা পর্যন্ত বইসাই থাকপো।"

সুতরাং সে টম ও আমার মাঝখানে একটা গাছের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসল। এবং পা'টা এমনি ভাবে ছড়িয়ে দিল যে তার একটা পা আমার পা ছোঁয়-ছোঁয়। আমার নাক চুলকাতে লাগল, আর তা এমনভাবে চুলকাতে লাগল যে চোখে পানি এসে গেল। কিন্তু আমার চুলকাবার সাহস হোল না। তারপর সেটা আবার ভিতর থেকে চুলকাতে শুরু করল। তারপর নিচের থেকে। আমি বুঝতে পারলাম না, কি করে আর চুপচাপ বসে থাকা যাবে। এ দুরবস্থা ছয় কি সাত মিনিট চললো, কিন্তু সময়টা আরও বেশি মনে হোল। আমার দেহের প্রায়

এগারটি জায়গায় এই সময় চুলকাচ্ছিল। আমার মনে হোল, আর এক মিনিট এ চুলকানি সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত শক্ত করে চেপে ধরলাম এবং চুলকানির জন্যে একরকম তৈরি হলাম, ঠিক ঐ সময় জিম গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শুরু করলো—তারপর নাক ডাকা শুরু করে দিলো। একটু ক্ষণেই আমি আবার সোয়াস্তি অনুভব করলাম।

টম,—সে আমাকে ইশারা দিল—একটুখানি মুখের আওয়াজের মতো একটা কিছু করলো—তারপর আমরা গুটিসুটি মেরে হাত পায়ের উপর ভর করে এগিয়ে গেলাম। যখন ফুট দশেক গিয়েছি এমন সময় টম আমাকে ফিসফিস করে বললো, জিমকে গাছের সাথে বাঁধতে পারলে বেশ মজা হোত! কিন্তু আমি বললাম, না সে জেগে যেতে পারে এবং গোলমাল করতে পারে, তাহলে তারা ধরে ফেলবে যে আমি ভিতরে নাই। তারপর টম বললো, তার কাছে বেশি মোমবাতি নেই। সে ফুড়ুৎ করে রান্নাঘরে কিছু মোমবাতি নিয়ে আসতে চায়। সে এটা চেষ্টা করুক তা আমি চাইলাম না। আমি বললাম যে জিম উঠে যেতে পারে এবং এসে যেতে পারে। কিন্তু টম এ বিপদ গ্রহণ করতে চাইলো। সুতরাং আমরা চুপ করে ঢুকে পড়ে তিনটি মোমবাতি নিলাম, এবং টম দাম হিসেবে পাঁচটা সেন্ট টেবিলের উপর রাখলো। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়ার জন্যে আমি ঘেমে উঠেছিলাম; টমের কোন কিছুতেই বাধা নাই। সে যেখানে জিম ছিল সেখানে হাত পায়ের উপর গুটিসুটি মেরে এগিয়ে গেল; তার উপর কোন একটা কাণ্ডকারখানা করবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং মনে হোল বেশ খানিকক্ষণ হবে। সব কিছু স্তব্ধ এবং নিরালা মনে হচ্ছিল।

যেই টম ফিরে এল, অমনি আমরা বাগানের বেড়ার পাশ দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে চললাম এবং ক্রমে বাড়িটার উল্টো দিকে যে পাহাড়টা ছিল, তার উঁচু মাথায় গিয়ে পৌছলাম। টম বলল, সে জিমের মাথার হ্যাটটি শাখার সঙ্গে বেঁধে ঠিক তার মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। জিম একটু নড়াচড়া করেছিল বটে, কিন্তু জাগে নাই। পরে জিম বলেছে যে, ডাইনীরা তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে সারা দেশ ঘুরিয়ে আবার গাছের নিচে এনে রেখে গিয়েছিল এবং 'তেনারা' তাদের সে কীর্তি দেখানোর জন্যে হ্যাটটাকে অমনি করে গাছের শাখায় ঝুলিয়ে রেখেছিল, আর শাখায় যে ওটা ঝুলে আছে তাতেই বোঝা যায়, ওটা তেনারাই করেছেন। এরপর সে আবার কিছুটা বাড়ালো এবং বললো যে ওরা তাকে নিয়ে গিয়েছিল নিউ অরলিন্স। এরপর যতবারই সে এটা বলতে লাগল ততবারই বাড়িয়ে বলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে শেষ পর্যন্ত গিয়ে বললো যে ডাইনীরা তাকে সারা পৃথিবীটাই ঘুরিয়ে এনেছিল। এবং তাকে মরার মতো ক্লান্ত করে ছেড়েছিল আর ঘোড়ার জিন চড়ার ফলে তার পিছন দিকটা ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে জিম খুব অহংকারী হয়ে উঠলো। এমন কি সে অন্য নিগ্রোদের পাত্তাই দিত না। নিগ্রোরা বহুদূর থেকে তার এই গল্প শুনতে আসতো এবং তাদের চোখে তার

www.boiRboi.blogspot.com

স্থান অনেক উঁচুতে উঠে গেল। অপরিচিত নিগ্রোরা হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর এমন ভাবে তাকে দেখতো যেন সে একটা বিস্ময়কর কিছু। নিগ্রোরা সব সময়ই ডাকিনী-যোগিনীদের কথা আলাপ-আলোচনা করতো। এবং যখনই কেউ এভাবে আলাপ করতে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইত এবং তক্ষুণি যদি জিম হঠাৎ এসে যেত তো বলতো, "হু! তুমি বাপু ডাইনীদের সম্বন্ধে কি জান!" তক্ষুণি সে নিগ্রোটি সংকুচিত হয়ে যেত আর পিছনে গিয়ে বসতো। জিমের গলায় পাঁচ সেন্টের একটি ফুটো পয়সা সুতো দিয়ে ঝুলানো ছিল। সে বলতো এটাতে ফুস-মন্তর দেয়া আছে এবং স্বয়ং শয়তান নিজ হাতে তাকে দিয়েছে, আর তাকে বলেছে যে সে এটা দ্বারা যে-কোন ব্যক্তিকে আরোগ্য করতে পারে। এটার কাছে একটা মন্ত্র পড়ে যখন-ইচ্ছে ডাইনী আনতে পারে, কিন্তু সে কখনই বলে নাই কি মন্ত্রটা পড়তে হয়। নিগ্রোরা চারদিক হ'তে সেখানে আসতো এবং ঐ ফুটো পাঁচ সেন্টটি দেখার জন্যে তাদের কাছে যা-থাকতো তা তাকে দিত, কিন্তু তারা এটা স্পর্শ করতো না। কারণ স্বয়ং শয়তানের হাত এটাতে ছিল। চাকর হিসাবে জিমের দশা প্রায় রফার মতো হয়ে এল। তার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো, কারণ সে শয়তানকে দেখেছে এবং ডাকিনীরা তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

সে যাক্, টম আর আমি যখন পাহাড়টির চূড়ার কিনারার দিকে গেলাম তখন দূরে নিচের দিকের গ্রামটিকে দেখলাম, তিন-চারটে আলো মিটমিট করে জ্বলছে, হয়তো সেখানে কেউ অসুস্থ ছিল; আমাদের মাথার উপর তারাগুলো ঝিকমিক করে আলো দিচ্ছিল; এবং নিচের গ্রামের পাশ দিয়ে মাইলখানেক চওড়া নদীটা ভীষণভাবে স্তব্ধ এবং সুন্দর লাগছিলো। আমরা পাহাড় বেয়ে নিচে নামলাম এবং দেখলাম—জো, হারপার, বেন রজার্স এবং আরও দু-তিনটে ছেলে চামড়ার কারখানার আঙিনাতে লুকিয়ে আছে। আমরা সকলে মিলে একখানা বাঁধা নৌকা খুলে নিলাম। এবং নদীর মধ্যে আড়াই মাইল টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর পাহাড়ের গায়ে ক্ষতচিহ্নের মতো যে জায়গাটা, সেখানে গিয়ে পাড়ে উঠলাম।

আমরা একটি গাছের ঝোপের নিকট গেলাম এবং টম আমাদের প্রত্যেককে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে প্রতিজ্ঞা করালো। তারপর পাহাড়ের ভিতরে, যেখানে ঝোপটা খুব ঘন, সেখানে একটি গুহা দেখাল। আমরা মোমবাতি জ্বালালাম এবং হাত-পায়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চললাম। দুশো গজ গিয়েছি এমন সময় হুট করে একটা গুহার উপরে এসে পড়লাম। টম রাস্তাগুলোর এদিকে-ওদিকে খুঁজে দেখতে লাগল এবং চট করে মাথাটা নিচু করে দেখল যে সামনের দেয়ালের নিচের ভাগেই এমনভাবে গুহাটা রয়েছে, যে হঠাৎ দেখলে ওটাকে গুহা বলে চেনাই মুশকিল। আমরা একটুখানি সরু জায়গা দিয়ে এগিয়ে

গেলাম এবং ঘেমে ভিজে, ঠাণ্ডা হয়ে কামরার মতো একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। আর সেখানেই সবাই থাকলাম। টম বললো :

"আমরা এবার এই দস্যুদল গঠন করছি আর এর নাম রাখছি টমসয়্যারের দস্যুদল। যারাই এই দলে যোগ দিতে চায় তাদেরকে শপথ নিতে হবে, আর তাদের নাম রক্ত দিয়ে লিখতে হবে।"

প্রত্যেকেই উৎসুক ছিল। তাই টম এক-তা কাগজ গ্রহণ করলো, আর তার উপর শপথটি লিখে আমাদের কাছে পাঠ করলো। এই শপথে বলা হোল যে : প্রত্যেকেই এই দলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়িত থাকবে এবং এর গোপন কথা ফাঁস করবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি এই দলের কোন বালককে কিছু করে তা'হলে যে বালককেই আদেশ দেওয়া হবে সে সেই লোকটিকে আর তার পরিবারবর্গকে খুন করতে দ্বিধা করবে না। আর যে-পর্যন্ত সে তা না করতে পারে সে-পর্যন্ত তাকে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতে হবে। হত্যা করার পর মৃতব্যক্তির বুকে তাদের দলের চিহ্ন এঁকে দিতে হবে। যে সব ব্যক্তি এই দলের নয়, তারা উক্ত চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবে না। আর যদি করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে হবে এবং তারপরও যদি করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর এই দলের কেউ যদি এর গোপন কথা ফাঁস করে তখন তার গলা কেটে ফেলা হবে। এবং তার মৃতদেহকে জ্বালিয়ে তার ভস্ম চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এবং রক্ত দ্বারা লিখিত নামের তালিকা হতে তার নাম অপসারিত করা হবে। অতঃপর তার নাম আর কোন সময় উল্লেখ করা হবে না। তাকে কঠিনভাবে অভিশাপ দিয়ে চিরকালের জন্যে ভুলে যেতে হবে।

প্রত্যেকেই বলল হ্যাঁ, এটা একটা চমৎকার এবং খাঁটি শপথ-নামা। এবং তারা টমকে জিজ্ঞাসা করলো, এটা তার নিজের মাথা থেকে বের করেছে কিনা। টম বললো, হ্যাঁ, এর কতকটা তাই বটে, কিন্তু বাকীটা দস্যু-ডাকাতদের সম্বন্ধে লিখিত বইপত্র থেকে নেয়া হয়েছে এবং সম্ভ্রান্ত সব দস্যুদলেরই শপথনামা এই রকম।

কেউ কেউ মনে করলো, যে-সব বালক গোপনীয় কথা প্রকাশ করবে তাঁদের পরিবারবর্গকেও হত্যা করা ভাল হবে। টম বললো যে এ খেয়ালটা মন্দ নয়। সুতরাং সে একটি পেনসিল নিল এবং কাগজে তা লিখলো।

এরপর বেন রজার্স বললো, হাকফিন। "এই যে ধর, যার পরিবারবর্গ নেই তাহলে তার সম্বন্ধে কি করবে?"

"কেন, তার কি বাপও নেই!" টমসয়্যার বললো।

"হ্যাঁ, তার বাপ আছে।" আমি আমার কথাই বললাম, "তাঁকে আজকাল আর খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁকে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে শূকরগুলোর সঙ্গে চামড়ার গুদামের আঙিনায় কোন এক সময় শুয়ে থাকতে দেখা যেত বটে, কিন্তু বছর

www.boiRboi.blogspot.com

খানেক হোল তাঁকে এ অঞ্চলে আর দেখা যায় নাই, এক্ষেত্রে তাঁর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যাবে? এ ছেলেটির কাকে হত্যা করা হবে?"

তারা এ নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করলো এবং আমার কথাটাকে বাতিল করে দেয়ার চেষ্টা করলো, কারণ তারা বললো, প্রত্যেক বালকেরই হত্যা করার জন্যে কোন পরিবারবর্গ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন, যদি তা না থাকে তাহলে অন্যের উপর সেটা সুবিচার এবং ন্যায়সঙ্গত হবে না। কেউ কোন সুরাহা করতে পারছিল না। সবাই চুপসে গিয়েছিল এবং চুপচাপ বসেছিল। আমার প্রায় কান্না আসার অবস্থা। হঠাৎ মনে হোল, হ্যাঁ! উপায় তো একটা আছে এবং মিস ওয়াটসনকে পরিবার হিসেবে পেশ করে বললাম, তারা তাঁকে হত্যা করলেও তো চলতে পারে। তখন সকলেই বললো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি হলেও চলবে, ঠিক আছে, হাক আমাদের দলে যোগ দিতে পারে।"

তারপর তারা সকলেই একটি পিন নিয়ে রক্ত বের করে লেখার জন্যে আঙুলে খোঁচা দিল, এবং আমি আমার চিহ্নটা কাগজের উপর দিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা!" বেন রজার্স বললো, "এই দলের কার্যপদ্ধতি কি হবে?"

"কিছুই না, শুধু ডাকাতি এবং নরহত্যা—ব্যাস এই মাত্র।" টম বললো।

"আমরা কার উপর ডাকাতি করবো—বাড়ি -ঘরের উপর কিংবা পশুটশুর উপর—"

"ধেৎ, পশুটশু অপহরণ—এই সব কাজ কি দস্যুবৃত্তি! এটা স্রেফ চুরি।" টম বললো, "আমরা চোর নই, চুরি কোন উচ্চাঙ্গের কাজ নয়, আমরা হলাম রাহাজান-দস্যু। আমরা সব মুখোশ পরে যান-শকটা চড়াও করবো। লোকদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের ঘড়ি ও পয়সা-কড়ি লুট করবো।"

"আমাদের কি লোকহত্যা করাই দরকার?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! এটাকেই সবার শ্রেষ্ঠ ধরা হয়। বিশারদদের মধ্যে এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই মনে করেন যে হত্যা করাটাই শ্রেয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বন্দীকে গুহায় আনাও যেতে পারে এবং যে-পর্যন্ত-না তার জন্যে উদ্ধার-মূল্য প্রদত্ত হয় সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা যেতে পারে।"

উদ্ধার-মূল্য! সে আবার কি?"

"আমি নিজেও জানি না। তবে এটাই তারা করে, আমি বইতে তাই দেখেছি। এবং অবশ্য আমাদেরও তা করতে হবে।"

"কিন্তু আমরা যদি না-ই জানি ব্যাপারটা কি, তাহলে কি করে করবো?"

"না জানি, নাই জানলাম। এ নিয়ে নিজেদেরকে দোষারোপ করে লাভ কি। এটাতো আমাদের করতেই হবে। আমি কি বলি নাই যে বই-এ রয়েছে? বই-এ যা আছে তা ছেড়ে অন্য রকম কাজ করতে চাও কেন? সবকিছু উল্টেপাল্টে দেয়ার জন্যেই কি?"

"হ্যাঁ, এ রকম কথা বলা খুবই সোজা টমসয়্যার, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে উদ্ধার-মূল্য যদি দেশের সকলে না জানে আর আমরাও না জানি, তাহলে এ কাজ করা হবে কি করে? আমার জানার উদ্দেশ্যও এইটুকুই। এখন বল, এর মানেটা তুমি কি কোন রকম আন্দাজ করতে পার?"

না, পারি না। তবে আমরা যদি ওদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রাখি তাহলে উদ্ধার-মূল্য জানার মতো একটা কিছু ঘটবেই এবং তা ঘটলেই জানাটা সহজ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ! এবার একটা কাজের কথা বলেছ বটে। এতে উত্তরটা পাওয়া গেল। এ কথাটা তুমি আগে বল নাই কেন? উদ্ধার-মূল্য যে কি সেটা যদি না ঘটে, তবে তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রাখতে হবে। অবশ্য এও কম ঝামেলার হবে না। কারণ তারা খেয়েখুয়ে সাবাড় করবে। তারপর আবার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করবে।"

"কি যে বল, বেন রজার্স! তাদের জন্যে কি প্রহরী থাকবে না? তাদের যে-খুঁটোয় বাঁধা হবে সেটা এদিক-ওদিক সরাতে গেলে কি গুলি করবে না?"

'প্রহরী! হ্যাঁ, কথাটা বেড়ে বলেছ; কিন্তু তাহলে তো কাউকে সারারাত বসে জেগে তাদেরকে পাহারা দিতে হবে। আমার মনে হয় এটা বোকামি হবে। আচ্ছা, ওদের কি কোন ক্লাব বা সঙ্ঘ থাকবে না? তা থাকলে তাদেরকে সেখানে নিয়ে গেলে কি উদ্ধার-মূল্য জিনিসটা ঘটতে পারে না?"

"না, পারে না। কেননা সে কথা বইয়ে লেখা নাই। দেখ বেন রজার্স, কাজটা নিয়মমাফিক করতে চাও? না, চাও না? সেই হচ্ছে সার কথা। এটা কি তুমি বুঝতে পার না, যে লোকগুলো বই তৈরি করেছে তারা কিভাবে ঠিকমতো কাজ করতে হবে তা জানে? তুমি কি মনে কর, তুমি তাদের শেখাতে পার? না, বেশি কিছু শেখাতে পার না? না হে, আমরা ঠিক মতোই চলবো এবং যে নিয়ম রয়েছে সেভাবেই কাজ করবো।"

"বেশ, তাই হোক। আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যে ভাবেই হোক না কেন এটা বোকার মতোই কাজ হবে। যাকগে, এবার বলো আমরা মহিলাদেরও খুন করবো কি?"

"দেখ বেন রজার্স, তোমাকে আমি যদি অজ্ঞ না জানতাম তা হলে এ প্রশ্ন উঠাতে দিতাম না। মেয়েদেরকে খুন করা হবে? না; কেউ কোন দিন বই-এ এরকম জিনিস দেখে নাই। তুমি তাদের গুহায় নিয়ে আসবে এবং মিষ্টি আলুর মতোই তাদের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করবে। ক্রমে ক্রমে তারা তোমাকে ভালবাসবে এবং কখনো বাড়ি যাওয়ার নাম করবে না।"

"দেখ, এই যদি ব্যাপার হয়, তা হলে তোমার মতে অবশ্য আমি রাজী আছি। তবে এসব ব্যাপারে আমি কোন হাত দেব না। কারণ অল্প দিনের মধ্যেই গুহাটি মেয়ে মানুষ এবং আর উদ্ধার-মূল্য-ওয়ালা সব লোক দিয়ে ভরে উঠবে।

www.boiRboi.blogspot.com

এবং সেখানে ডাকাতদের কোন স্থানই থাকবে না। বেশ তুমি এগিয়ে যাও। তবে আমি এতে কিছু বলতে চাই না।"

ছোট টমি বারনেস ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা যখন তাকে ডেকে তুললো তখন সে ভয় পেয়ে গেল, এবং চীৎকার করে কেঁদে বললো, সে বাড়িতে তার মা'র কাছে যাবে, সে আর ডাকাত হতে চায় না।

সুতরাং তারা সকলেই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগলো। তাকে বললো কাঁদুনে শিশু। এটা তাকে ভয়ানক চটিয়ে দিল। এবং সে বললো সোজাসুজি গিয়ে সব গোপন কথা বলে দেবে। টম তখন তাকে পাঁচ সেন্ট দিয়ে ঠাণ্ডা করলো। এবং বললো আমরা সবাই এখন বাড়ি চলে যাব, আগামী সপ্তাহে আবার একসাথে মিলবো; অতঃপর কারো উপর দস্যুবৃত্তি করবো এবং কোন লোককে হত্যা করবো।

বেন রজার্স বললো যে, রবিবারে তার বিশেষ কিছু কাজ করার থাকে না। তাই আগামী রবিবারেই আরম্ভ করা যাক। কিন্তু অন্যান্য বালকেরা বললো যে, রবিবারে এ কাজ করা অন্যায় হবে। এবং সেটাই কথাটাকে খতম করে দিল। তারা সব মিলে তখন ঠিক করলো যে যত শীঘ্র হয় তারা একত্রে বসবে এবং একটা দিন ঠিক করবে। তারপর আমরা সবাই মিলে, টমসয়্যারকে আমাদের দস্যুদের প্রথম ক্যাপটেন এবং হারপারকে দ্বিতীয় ক্যাপটেন নিযুক্ত করলাম। তারপর সব বাড়ি-মুখো হলাম। আমি চালা-ঘরটা বেয়ে উঠলাম এবং গুটি মেরে জানালার মধ্যে দিয়ে ঠিক সকাল হওয়ার একটু পূর্বেই ঢুকে পড়লাম। আমার নতুন কাপড়-চোপড় সব চর্বিতে ভর্তি এবং কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরবদের জন্যে আমরা ওত পাতলাম

সকালবেলায় আমার উপর দিয়ে বেশ খানিকটা গেল। মিস ওয়াটসন আমার কাপড়গুলোর জন্যে খুব বকলেন। কিন্তু বিধবা কিছুই বললেন না। শুধু কাপড় থেকে চর্বি এবং কাদা পরিষ্কার করে ফেললেন। তবে তাঁকে এত বিমর্ষ দেখা যাচ্ছিল যে আমি চিন্তা করলাম, অন্তত কিছুকাল যদি পারি ভালভাবে থাকবো। তারপর মিস ওয়াটসন আমাকে তাঁর খাস কামরায় নিয়ে গেলেন এবং প্রার্থনা করালেন। কিন্তু প্রার্থনার কোন ফল হোল না। তিনি প্রতিদিন আমাকে প্রার্থনা করতে বলতেন এবং বলতেন যে, প্রার্থনা করে আমি যা চাই তাই পাব। কিন্তু তা ঠিক নয়, এ আমি চেষ্টা করে দেখেছি। একবার মাত্র কিছুটা ছিপের সুতো পেয়েছিলাম, এই পর্যন্তই। কিন্তু তাতে আবার কোন বঁড়শি ছিল না, বঁড়শি ছাড়া

সুতোর কি দাম আছে। তাই বঁড়শির জন্যে আমি তিন-চারবার প্রার্থনা করলাম, কিন্তু কোন ভাবে তা কাজে আনা গেল না। ক্রমে ক্রমে আমি একদিন মিস ওয়াটসনকে আমার জন্যে চেষ্টা করতে বললাম, কিন্তু তিনি বললেন আমি একটি আহাম্মক। তিনি বলেন নাই—-কেন? আর আমিও তার কোন হদিস বের করতে পারি নাই।

একদিন জঙ্গলের ভিতরে বসে বিষয়টা সম্বন্ধে লম্বা চিন্তা করতে লাগলাম। নিজেকে বললাম, যদি কেউ সত্যই প্রার্থনা দ্বারা কিছু পেতে পারে, তাহলে পাদ্রী উইল শূকরের মাংস কেনার দরুন যে টাকাটা হারালেন, সেটা ফিরে পেলেন না কেন? এবং বিধবা-টিই-বা কি কারণে তাঁর হারানো নস্যির বাক্সটি ফিরে পেলেন না? আর মিস ওয়াটসনই-বা মোটা হতে পারলেন না কেন? না, আমি নিজেকে বললাম, প্রার্থনায় কিছুই নাই। মিস ওয়াটসন বললেন যে, প্রার্থনায় যা পাওয়া যায় তা হোল আধ্যাত্মিক দান। এ আমার পক্ষে বোঝা বড় শক্ত মনে হোল। তবে তিনি যা মনে করেন সেই ভাবে আমাকে বললেন যে, আমি অন্যান্য লোককে সাহায্য করবো, তাদের জন্যে যতদূর করার তা করবো। আর তাদের ভালোর জন্যে সব সময় আমাকে চিন্তা করতে হবে এবং নিজের জন্যে কোন চিন্তা করবো না। আমার মনে হোল যাদের জন্যে আমাকে চিন্তা করতে হবে বলা হোল তাদের মধ্যে মিস ওয়াটসনকেও ধরা হয়েছে। আমি জঙ্গলে গেলাম এবং অন্য লোক ছাড়া যে নিজের কথা চিন্তা করা যাবে না, এটা বার বার আমার মনের মধ্যে উল্টেপাল্টে দেখলাম।—শেষ পর্যন্ত এই ঠিক করলাম যে, এ সম্বন্ধে আর চিন্তা না করাই ভাল। সুতরাং ও-চিন্তা ছেড়েই দিলাম। কোন কোন সময় আমাকে বিধবাটি এক দিকে নিয়ে যেতেন এবং সব সৃষ্ট জীবের প্রতি খোদার করুণার কথা এমন রসাল করে বলতেন যে, আমার জিভে পানি এসে যেত। আবার এমনও হোত যে পরের দিন মিস ওয়াটসন আমাকে ধরতেন এবং ধারণাটাকে আবার উল্টোভাবে ঠুকে ভেঙেচুরে দিতেন। আমার বিচারে আমি তখন খোদার দুরকম করুণা যেন দেখতাম। বিধবা খোদার যে করুণার কথা বলতেন তা শুনে একটা গরীব ছেলে দুঃখ-কষ্টের বোঝা অনেকটা সহ্য করতে পারতো। কিন্তু মিস ওয়াটসনের কথা শুনে মনে হোত যে, তার আর কোন গতি ছিল না। আমি মনে মনে চিন্তা করে দেখতাম বিধবাটি যে শ্রেণীর লোকের কথা বলেন, খোদার দয়ার জন্যে আমি তেমন লোকই; কিন্তু মিস ওয়াটসনের কথায় মনে হোত আমার মতো বোকা, নীচ ও সাধারণ ধরনের একজন যে নিজেকে অন্যের চেয়ে উন্নত করতে পারে না, সে আরো ভালো হবে কি করে?

আমার বাপজীকে বছরখানেক হল কেউ আর এক এলাকায় দেখে নাই। এবং সেটাই আমার মনের শান্তির কারণ ছিল। আমি আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কারণ তিনি যখনই হুঁশে থাকতেন এবং আমাকে হাতের কাছে পেতেন, তখনই উত্তম-মধ্যম দিতেন। যদিও তিনি উপস্থিত থাকলে আমি প্রায়ই

www.boiRboi.blogspot.com

বন-জঙ্গলেই আশ্রয় নিতাম। যখনকার কথা বলছি, এই সময়টায় তাঁকে এক-দিন নদীতে নিমজ্জিত অবস্থায় শহরের বারো মাইল দূরে পাওয়া গিয়েছিল। লোকেরা তাই বলেছে। যাই হোক, তারা বিচার করে ঠিক করেছিলো যে, লোকটি তিনিই হবেন, কারণ যিনি ডুবে মারা গিয়েছিলেন, তার আকার তাঁর মতোই ছিল। এবং মাথার চুলও অসাধারণভাবে লম্বা ছিল। ঠিক যে রকম বাপজীর ছিল, কিন্তু মুখ দেখে কেউ বিশেষ কিছু বুঝতে পারে নাই। কারণ বহুক্ষণ পানিতে থাকায় মুখটা আর মুখের মতোই ছিল না। লোকেরা বলেছিল যে তিনি চিৎ হয়ে ভাসছিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে নদীর পারের উপরেই মাটি দিয়েছিল। কিন্তু এ শুনেও আমি মনের শান্তি খুব বেশি দিন পাই নাই। কারণ হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এসে ঢুকেছিল। সেটা হোল, আমি জানতাম যে, পুরুষ মানুষ ডুবে মরলে চিৎ হয়ে ভাসে না, ভাসে উপুড় হয়ে। সুতরাং আমি মনে করলাম, তিনি বাপজী নন। তিনি নিশ্চয়ই পুরুষের পোশাকে একটি মেয়েমানুষ ছিলেন। আমি আবার অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, কারণ মনে করলাম যে বুড়ো একদিন আস্তে আস্তে এসে উপস্থিত হবেন। যদিও আমি চেয়েছিলাম তিনি যেন আর কোনদিন না আসেন।

আমরা মাসখানেক প্রায় ডাকাত ডাকাত খেললাম। তারপর তাতে ইস্তফা দিলাম। সকল বালকই দিল। আমরা কারো উপর রাহাজানি করি নাই, কোন লোককে খুনও করি নাই। শুধু সেই রকম ভাব দেখিয়েছি। আমরা জঙ্গল থেকে হুস করে বেরিয়ে এসে শূকর-চালকদের কিংবা মেয়েরা যারা বাগানে কাজ করার দ্রব্যাদি বাজারে নিয়ে যেত, তাদের উপর হামলা করতাম। কিন্তু কখনও তাদের ক্ষতি করি নাই। টমসয়্যার শূকরগুলোকে সোনা বলতো। আর গাজর এবং বাজারের অন্য জিনিসগুলোকে বলতো অলঙ্কার। আমরা গুহায় ফিরে এসে যে কাজ করেছি তার উপর খুব বাহাদুরি করতাম এবং কত লোক খুন করে রেখে তাদের উপর আমাদের মার্কা মেরে এসেছি, সে কথা বলতাম। কিন্তু এগুলো করে যে কোন লাভ হচ্ছিল তা মনে হোল না। টম একদিন একটি ছেলেকে একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে দৌড়ে শহরে পাঠালো এবং বললো যে এটা একটা সঙ্কেত (দলের দস্যুদেরকে একত্র হওয়ার জন্যে) এবং একটু পরে সে বললো যে, তার গুপ্তচরের নিকট হতে গোপনে সংবাদ পেয়েছে পরের দিন স্পেনের বনিক এবং ধনী আরবদের সম্পূর্ণ একটি দল শূন্য গুহাটিতে অবস্থান করতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে থাকবে দুশ' হাতি, ছয়শ' উট আর এক হাজার ভারবাহী খচ্চর। সবগুলো হীরে-বোঝাই থাকবে। তাদের সঙ্গে এমন কি চারশ' সৈন্যের নয়, এমন একটি গার্ড থাকতে পারে। আমরা প্রত্যেকে তৈরি থাকবো এবং তাদের উপর হামলা করে, সকলকে খুন করে পণ্য-দ্রব্যাদি নিয়ে পালিয়ে আসবো। সে আমাদেরকে তরবারি এবং বন্দুক বাগাতে এবং তৈরি হতে বললো। তার কাজের তরিকা এমন ছিল যে একটি গাজরের গাড়ি আক্রমণ করতে হলেও বন্দুক

বাগিয়ে যেতে হোত। যদিও এই বন্দুক এবং তরবারি, কাঠের বাতা আর ঝাড়ুর শলা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তবুও তোমার না হেরে-যাওয়া পর্যন্ত এগুলো উঁচিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে। এগুলো অবশ্য আসলে যা তাই ছিলো, তবে এ নিয়ে মুখে বাগাড়ম্বর করতাম আর কি? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারলাম না যে, এদিয়ে আমরা এত বড় একটা আরব ও স্পেনীয় দলকে কি করে হারাতে পারবো। কিন্তু সে যাক, আমি উট ও হাতিগুলো দেখার জন্যে উদগ্রীব ছিলাম। সেই জন্যেই পরের দিন শনিবারে ওঁত পেতে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হলাম। আমি তার হাতের কাছেই ছিলাম। আমরা 'হুকুম পেলাম' এবং সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম না ছিল স্পেনবাসী, না আরববাসী; আর হাতি ও উটও ছিল না। স্কুলে রবিবারের বনভোজনের জন্যে আগত একটি দল ছাড়া এরা আর কিছুই ছিল না। তাও নিচের ক্লাশের দল। আমরা মহা হুঙ্কার তুললাম এবং শিশুর দলকে তাড়না করে নিচে পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। আর কিছু কাগজী বাদাম ও একটুখানি জেলী ছাড়া আমরা কিছুই পেলাম না। অবশ্য বেন রজার্স একটি কাপড়ের পুতুল এবং জো হারপার একটা ধর্মসঙ্গীতের বই এবং একটি পুস্তিকা পেয়েছিল। তারপর মাস্টার এসে আমাদেরকে আচ্ছা করে শাসালেন। আমরা সব কিছু ফেলে রেখে কেটে পড়লাম। আমি কোন হীরে-মুক্তো দেখি নাই এবং সে কথা আমি টমসয়্যারকে বললাম। সে বললো, যে করেই হোক সেখানে বোঝাই-করা হীরে-মুক্তো ছিল, এবং সে আরও বললো যে, আরবরাও ছিল, আর হাতি এবং অন্যান্য জিনিসও ছিল। আমি বললাম, তাহলে আমি দেখতে পাই নাই কেন? সে বললো আমি যে রকম নালায়েক সে রকম নালায়েক যদি না হতাম, আর যদি আমি ডন কুইকসট বলে যে বইখানা আছে তা পড়তাম, তাহলে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই বুঝতাম। সে বললো, সব কিছু ভোজবাজি দ্বারা অমন করা হয়েছে। সে বললো যে ওখানে শত শত সৈন্য ছিল, হাতি ছিল, ধনরত্নও ছিল, এবং এ সবই ছিল, কিন্তু আমাদের শত্রুও ছিল। তারা হোল যাদুকর। আর তারাই আমাদের উপর ঘৃণা করে তাদেরকে রবিবারে স্কুলের ছেলের দলে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। আমি বললাম, তাই মানলাম; তাহলে আমাদের কাজ হবে ম্যাজিশিয়ানদের পাকড়াও করা। টমসয়্যার বললো, আমি একটি আহাম্মক।

"কেন?" সে তা ব্যাখ্যা করে বললো, "একজন যাদুকর বহুত দৈত্য-দানব ডেকে আনতে পারে। এবং মুখ থেকে কথা পড়তে না পড়তে তোমাকে পিষে তাল করে দিতে পারে, কারণ দৈত্য-দানবগুলো গাছের মতো লম্বা এবং গীর্জার মতো মোটাসোটা।"

"বেশ?", আমি বললাম, "তাহলে আমরাও কিছু দৈত্যের সাহায্য পেতে পারি, তাহলে কি আমাদের দৈত্য দিয়ে ওদের দলকে হারিয়ে দিতে পারব না?"

"তুমি সেটা কি করে পেতে যাচ্ছ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"তা জানি না। তারা কি করে পায়?"

"কেন, তারা পুরানো টিনের বাতি কিংবা লোহার আংটি ঘষে পায়। ঘষলেই দৈত্যগুলো চারদিকে বজ্র ও বিদ্যুৎ চিরে ধোঁয়া ছড়িয়ে, হু হু করে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে যাই বলা যায় তাই করে। এমন কি দুর্গের বুরুজগুলো গোড়ার থেকে টেনে তুলে ফেলাকে কিংবা রবিবারে স্কুলের মাস্টার কিংবা যে-কোন ব্যক্তিকে বেল্ট বেঁধে তার মাথায় উঁচিয়ে রাখাকে তারা এমন কিছু শক্ত কাজ মনে করে না।"

"তাদের এমনি হু হু করে আনতে পারে কে?"

"কেন? যে কেউ ঐ বাতি কিংবা আংটি ঘষে, সেই আনতে পারে। কারণ যারাই ঐ বাতি কিংবা আংটি ঘষে ওরা তাদেরই গোলাম। তাদেরকে যা বলা হবে, তারা তাই করবে। যদি তারা তাদেরকে চল্লিশ মাইল লম্বা একটা হীরার রাজপ্রাসাদ বানাতে বলে এবং সেগুলো চুয়িংগাম কিংবা যা-কিছু দিয়ে ভরে ফেলতে বলে, কিংবা যদি রাজার মেয়েকে চায়না থেকে বিয়ে করবে বলে আনাতে চায়, তাহলে এসব তাদেরকে করতেই হবে। এবং পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই তা তাদেরকে করতে হবে। আরও আছে : তারা সেই রাজপ্রাসাদকে, তুমি যেখানে চাও, সেখানেই উড়িয়ে নিয়ে রেখে আসতে পারে।"

"আচ্ছা", আমি বললাম, "আমার মনে হয় এই দৈত্যেরা সব বেয়াক্কেলের দল। কারণ বাড়িটা নিজেরা না রেখে এমনিভাবে বোকার মতো তা দিয়ে যা-তা করে কেন? আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, আমি যদি দৈত্যদের কেউ হতাম তাহলে ঐ রকম পুরোনো টিনের বাতির ঘষায়, কাজ ফেলে দৌড়ে আসার আগে, শয়তানের আস্তানায় গিয়ে কারো সাথে পরামর্শ করে আসতাম।"

"হাক ফিন! তুমি একি কথা বলছো? যখন সে বাতিটা ঘষতো, তখন তোমাকে আসতেই হোত, সেটা তুমি চাও আর না চাও।"

"কি বললে, যে-আমি গাছের মতো উঁচু আর গীর্জার মতো মোটাসোটা বড়, সেই আমি অমনি করে ছুটে আসবো? বেশ ভাল কথা, মানলাম আমি আসবো, কিন্তু এও বলছি যে আমি সেই লোকটিকে দেশের সবচাইতে উঁচু গাছটির উপরে চড়িয়ে ছাড়বো।"

"ধ্যাত! তোমার সাথে কথা বলে কোন লাভ নাই, হাক ফিন! তুমি কোন একটা জিনিস বুঝে উঠতে পার না—ভারি আহাম্মক।"

আমি এই নিয়ে দু-তিন দিন খুব চিন্তা করলাম। তারপর স্থির করলাম, এর মধ্যে সত্যি কিছু আছে কিনা, দেখবো। আমি একটা পুরোনো টিনের বাতি ও লোহার একটা আংটি সংগ্রহ করলাম এবং জঙ্গলে গিয়ে খুব ঘষতে লাগলাম। কারণ মনে করেছিলাম, একটি রাজপ্রাসাদ বানিয়ে সেটা বিক্রি করবো। কিন্তু ঘষতে ঘষতে আমি ভূতের মতো ঘেমে উঠলাম, তবুও কোন দৈত্য-দানব এলো না। তখন বিচার করে দেখলাম যে, এই সব ব্যাপার টমসয়্যারের আর একটা

মিথ্যে ফাঁকি। আমি ভেবে দেখলাম তার কাছে দলটি হয়তো হাতি-সহ আরবদের দল বলে মনে হচ্ছে। তবে আমার ধারণা তার থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ মনে হোল, কারণ দলটির যে সব লক্ষণ দেখলাম তাতে স্থির করলাম, ওটা রবিবারের স্কুলের দল-ছাড়া আর কিছুই নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চুলের গুটির দৈববাণী

এর পরে তিন-চার মাস পার হয়ে গিয়ে সময়টা ঠিক শীতের মধ্যখানে প্রায় এসে পড়লো। আমি এই সময়টা বেশির ভাগই স্কুল করলাম এবং বানান করতে, লিখতে আর পড়তেও কিছুটা শিখলাম। নামতাও পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত শিখেছিলাম। আমার মনে হোল চিরকাল বেঁচে থাকলেও অঙ্কে এর চাইতে বেশি যে তরক্কী করতে পারবো, সে ভরসা নাই। মোট কথা অঙ্কটার হালচাল সম্বন্ধে আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না।

প্রথমে আমি স্কুলকে ঘৃণা করতাম। ক্রমে ক্রমে আমার অবস্থা এমন হোল যে আমি এটা সহ্য করতে পারতাম, যখন স্কুল অসম্ভব ক্লান্তিকর বলে মনে হোত, তখন আমি হুকি খেলতাম এবং পরের দিন তার জন্যে পিঠের উপর কিছু কিল গুঁতো পড়লে শরীরটা আবার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠতো। আমি যতই বেশি করে স্কুলে যেতে লাগলাম, ততই স্কুলটা আমার কাছে সহজ হয়ে উঠতে লাগলো এবং বিধবারাও যে অভ্যেসটভ্যেসগুলো ছিল তাতেও বেশ কিছুটা রপ্ত হয়ে উঠলাম। সেগুলো আর আমাকে ততটা উত্যক্ত করতো না। ঐ বাড়িতে থেকে আর চারপাশ দিয়ে শক্ত করে গুঁজে-দেয়া বিছানায় ক্রমান্বয়ে শুয়ে শুয়ে শোওয়াটাও দুরস্ত হয়ে এলো। তবে শীতকাল আসার আগে সময় করে বেরিয়ে পড়তাম এবং বনজঙ্গলে গিয়ে কখন কখন ঘুমিয়ে নিতাম। সেটা আমার কাছে খুব আরামপ্রদ লাগতো। আমি পুরানো পন্থাই পছন্দ করি বেশি, কিন্তু আমার অভ্যেস ক্রমেই এমনভাবে বদল হচ্ছিল যে, নতুন পন্থাগুলোও কিছু কিছু পছন্দ করতে লাগলাম। বিধবাটি বললেন যে, বিলম্ব হলেও নিশ্চিতরূপে আমি ঠিক হয়ে আসছি এবং আমার কায়-কারবার বেশ সন্তোষজনকই হচ্ছে। তিনি বললেন যে, তিনি আমার জন্যে আর লজ্জিত নন।

একদিন সকালে খাওয়ার টেবিলে নেমকের পাত্রটি উল্টে ফেললাম। এবং দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যত তাড়াতাড়ি পারি একটুখানি নুন নিয়ে বাম কাঁধের উপর দিয়ে পিছনের দিকে ফেলে দেব মনে করে নুনের দিকে হাত বাড়ালাম, কিন্তু তা করা হোল না, কারণ মিস ওয়াটসন আমার থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে থামিয়ে আমার উপর ক্রশচিহ্ন দিয়ে বললেন, "হাত

www.boiRboi.blogspot.com

সরিয়ে নাও হাকলবেরী। কি জগা-খিচুড়ী কাণ্ড করছো বলতো?" আমি বাধা পেয়ে মনমরা হয়ে গেলাম। বিধবাটি অবশ্য আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কিছু ভাল কথা বললেন, কিন্তু তাতে কি হবে? আমার দুর্ভাগ্য যে তাতে ফিরানো যাবে না, তা আমি ভাল করেই জানতাম। নাশতার পর খুব দুশ্চিন্তায় এবং ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এলাম। এবং দুর্ভাগ্যটা কখন কিভাবে আমার উপর এসে পড়বে এবং তার রকমটা কি হবে, সে সবই চিন্তা করতে লাগলাম। কোন কোন দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিশেষ কোন কোন কায়দা আছে। কিন্তু ওরা যেটা করলেন, সেটা তার কোনটাই না। সুতরাং আমি আর কিছুই করার চেষ্টা করলাম না। এবং খুব অস্বস্তির মধ্য দিয়ে এটা-ওটা করতে লাগলাম বটে, কিন্তু মন পড়ে রইল কিভাবে দুর্ভাগ্যটা আসে, সেটা দেখতে।

আমি বাগানের সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। এবং উঁচুবেড়া পার হওয়ার সিঁড়িটা বেয়ে ওপাশে নেমে গেলাম। সেখানে সদ্য ইঞ্চি-খানিক বরফ পড়েছিল। এবং তাতে কারও পায়ের চিহ্ন আমি দেখলাম। পায়ের চিহ্নগুলো খনির দিক থেকে এসেছিল এবং সিঁড়িটার কাছে লোকটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, যেন তারপর বাগানের বেড়া ধরে ঘুরে গিয়েছে। এটা ভারি মজার ব্যাপার যে এরকম দাঁড়িয়ে থেকেও ভিতরে আসে নাই কেন? আমি এর কূল-কিনারা কিছু করতে পারলাম না। যা হোক, ব্যাপারটা উৎসাহজনক। আমি ওটা দেখে দেখে ঘরে যাচ্ছিলাম। তারপর উঁচু হয়ে পায়ের চিহ্নিত রাস্তাগুলো দেখলাম। আমি প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ্য করি নাই, পরে লক্ষ্য হোল। বাঁ-পায়ের বটের গোঁড়ালির কাছে শয়তানকে দূরে রাখার জন্যে একটি ক্রশ আঁকা দেখলাম। আমি এক মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালাম। এবং পাহাড় বেয়ে ভয়ে ভয়ে দ্রুত নিচে নামতে লাগলাম। থেকে থেকে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। যত শীঘ্র পারলাম জর্জ থ্যাচারের বাড়িতে এসে পৌছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে খোকা, এত হাঁপাচ্ছ কেন? তুমি কি তোমার সুদের টাকা নিতে এসেছো?"

"না, স্যার", আমি বললাম, "কোন টাকা জমেছে কি?"

"হ্যাঁ কাল রাত পর্যন্ত প্রায় আধ বৎসরের টাকার হিসেব হয়েছে : প্রায় দেড়শ ডলার। তোমার জন্যে বহুত টাকা, তোমার সেই ছয় হাজারের সঙ্গে এটা যদি তুমি সুদে লাগাতে, তাহলে খুবই ভাল হয়। কারণ তুমি এটা নিয়ে খরচ করে ফেলবে।"

"না স্যার", আমি বললাম, "আমি এটা খরচ করতে চাই না, আমি এটা খরচ করতে চাই-ই না। আমি এটা চাই না। সে ছয় হাজারও না। আমি চাই আপনি তা নিয়ে নিন; আমি আপনাকে সেটা দিতে চাই—ছয় হাজার আর সব কিছু।"

তিনি অবাক হয়ে গেলেন, তিনি এর কোন অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। "কি হে? তুমি এ কথায় কি বলতে চাও!"

আমি বললাম, "আপনি এসম্বন্ধে আমাকে দয়া করে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি এটা নিয়ে নিন। এটা নেবেন নাকি?"

তিনি বললেন, "আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি। কোন ব্যাপার ঘটেছে কি!"

"দয়া করে নিয়ে নিন।" আমি বললাম, "আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না—তা হলে আমাকে আর মিথ্যে বলতে হবে না।"

তিনি কিছুক্ষণ আমাকে ভাল করে দেখলেন, তারপর বললেন, "ও আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা, তুমি তোমার সম্পূর্ণ সম্পত্তি আমার কাছে বিক্রি করতে চাও—দান নয়। এই না ঠিক কথা?"

তারপর তিনি একটি কাগজে কিছু লিখলেন এবং আমাকে পড়ে শোনালেন, আর বললেন, "এই তো, এই দেখ লেখা রয়েছে 'মূল্যের পরিবর্তে', যার অর্থ হোল আমি এটা তোমার কাছ থেকে কিনলাম। আর তার মূল্যও দিয়ে দিলাম। বেশ এই একটা ডলার নাও, আর এটা সই করে দাও।" আমি সই করে দিলাম, তার পর চলে এলাম।

মিস ওয়াটসনের নিগ্রো চাকর জিমের একটা চুলের বল ছিল। সেটা মুষ্টিবদ্ধ করলে যতখানি হয়, ততখানি বড় ছিল। সেটা নাকি একটা ষাঁড়ের চতুর্থ পাকস্থলীর মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে এই দিয়ে যাদু দেখাতো। সে বলতো, এর ভিতর একটা ভূত রয়েছে এবং সে সব কিছু জানে। সুতরাং সেই রাত্রে তার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, বাপজী আবার এসেছেন। আমি তাঁর পায়ের চিহ্ন বরফে দেখেছি। আমি জানতে চাই তিনি কি করতে যাচ্ছেন, আর তিনি এখানে থাকবেন কিনা? জিম তার সেই চুলের তৈরি বলটা বের করলো এবং তার উপরে বিড় বিড় করে কিছু পড়লো। তারপর বলটা উঁচু করে তুলে ধরলো এবং মেঝের উপর সেটা ফেলে দিল। বেশ জোরের সাথেই সেটা পড়লো এবং ইঞ্চিখানেক এগিয়ে গেল। জিম আর একবার ঐ রকম করলো। তারপরে আরও একবার। এবং প্রতিবারেই বলটা একই রকম এগিয়ে গেল। জিম তখন তার হাঁটু পেতে বসলো। তার কানের সঙ্গে লাগিয়ে শুনতে থাকলো। কিন্তু কোন লাভ হোল না। সে আমাকে বললো না, এটা কথা বলবে না। কোন কোন সময় টাকা না দিলে ওটা কথা বলে না। তখন আমি বললাম, আমার পুরানো একটা মেকী সিকি আছে। সেটা খুব ভাল না। কারণ, রূপোর ভেতর দিয়ে তার তামাই দেখা যায়। সুতরাং এটা চালানো যাবে না। আর তামাটা না দেখা গেলেই বা কি? সেটা এত তেলতেলে যে হাতে নিলে প্রত্যেক বারই বোঝা যাবে সেটা মেকী (আমি অবশ্য ঠিক করেছিলাম যে জজ সাহেবের কাছ থেকে যে ডলারটি এনেছি সেটার কথা তাকে বলবো না)। আমি বললাম : "সিকিটা

www.boiRboi.blogspot.com

খুবই খারাপ বটে। কিন্তু চুলের বলটি আসলটার সাথে তার তফাৎ বুঝতে পারবে না।" জিম এটা শুঁকে দেখলো এবং দাঁত দিয়ে একটু কামড়ালো, একটু ঘষলো, তারপর বললো যে, চুলের বলটি যাতে মনে করে সিকিটি ঠিক আছে সে সেইভাবে চালিয়ে নিতে পারবে। সে বললো, আয়ারল্যান্ডে যে কাঁচা আলু হয় সেই আলু কেটে তার মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দেবে এবং সারারাত রাখবে। পরের দিন কেউ ধরতেই পারবে না যে কোন তামা এতে আছে। আর এটা এতটা তেলতেলেও মনে হবে না। সুতরাং শহরের যে-কেউ এক মিনিটে এটা নিয়ে নেবে—চুলের বল তো দূরের কথা। হ্যাঁ, আমিও আগে জানতাম যে আলুতে এরকম কাজ হয়, কিন্তু সে-সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

জিম সিকিটা চুলের বলটার নিচে রাখলো। তারপর নিচু হয়ে আবার শুঁকলো। এইবার সে বললো যে চুলের বলটা ঠিক আছে। সে বললো, যদি আমি চাই তবে এটা আমার সম্পূর্ণ ভাগ্য বলে দিতে পারবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুক। সুতরাং চুলের বলটি জিমকে বলতে লাগলো, এবং জিম আমাকে আবার সেটা বললো। জিম বললো, "তোমার বুড়া বাপজান অহনও জানে না তিনি কি করবার যাইতাছেন। কহন কহন তিনি কন যে তিনি চইল্যা যাবেন। তার পর আবার কন থাকবেন। সব চাইয়া ভাল উপায় অইল বুড়া মানুষটারে তার নিজের ভাবেই চলবার দ্যাও। দুই'ডা জ্বিন তার চাইর দিক দিয়া ঘুইর‍্যা বেড়াইতাছে। একটা সাদা ঝকমকা আর একটা কালা। হ, সাদাডা তারে ঠিক পথে চালাইতে চায়। আর কালাডা সে-সব ফুসফাস কইরা দেয়। শ্যাষতরি কোনডা যে তারে কোন পথে নিয়া যাবি, সেইডা কওয়াই মুশকিল। কিন্তু তোমারডা ঠিক আছে। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পাইবা আর অনেক আনন্দও পাইবা। কোন সময় তুমি আঘাত পাইবা, কোন সময় আবার অসুখও অইব কিন্তু পরতি বারই তুমি ভাল অইবা। দুইডা মাইয়া তোমার জীবনের চাইর দিক দিয়া উইড়্যা বেড়াইতাছে, একটা তার ধলা, আর একটা কালা। একটা ধনী আর একটা গরীব। পয়লা তুমি ঐ গরীবডারে বিয়া করবা। তারপর আস্তে আস্তে ধনীডারে। তুমি এই গণ্ডগোলের পানি থাইক্যা যতটা দূরে পার নিজেরে বাঁচাইয়া রাখবার চেষ্টা করবা। আর বিপদের কাছে যাবা না। কারণ তোমার নসিবে যা দেহা যাইতাছে, তাতে মনে হয় শ্যাষ পর্যন্ত তোমার ফাঁসি অইয়া যাবি।"

এরপর আমি যখন আমার মোমবাতিটি জ্বাললাম এবং ঐ রাত্রে উপরে আমার কামরায় গেলাম, তখন সেখানে গিয়ে দেখি বসে আছেন কে? না, স্বয়ং আমার বাপজী!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাপজী আবার নতুন জীবন শুরু করলেন

আমি দরজাটা মুখে মুখে ভিড়িয়ে দিলাম। তারপরে ঘুরে দেখলাম। তিনি সেখানে মৌজুদ রয়েছেন। আমি সব সময় তাঁকে ভয় করতাম। কারণ তিনি আমাকে খুব মেরামত করতেন। আমি অনুভব করলাম আমি তাঁকে এখানে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেছি। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে বুঝলাম ওটা আমার ভুল হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ধাক্কাটায় তাঁকে দেখে আমার দমটা হঠাৎ বন্ধ হওয়ার যে উপক্রম হয়েছিল, তা আর নাই দেখলাম। মনে করলাম তাঁকে দেখে আমি চিন্তা করে বেড়াবো এমন কোন ভয় পাওয়ার কথা নয়।

তাঁর বয়স অধিক ধরলেও পঞ্চাশ ছিল। এবং দেখতেও তাই। চুলগুলো তাঁর লম্বা, জট পাকানো, তেলচিটে এবং ঝুলে ছিল। তাঁর চোখ দেখলে মনে করবেন যে আঙুরের পিছন থেকে যেন তিনি চেয়ে আছেন—চোখ খুব কালো ছিল। মোটেই ধূসর ছিল না। তাঁর পাঁচমিশালী গোঁফটাও তেমনি লম্বা ছিল। এর ভেতর দিয়ে যতটা তাঁর মুখ দেখা যেত তাতে কোন রং-এর আভা ছিল না। মুখটা ছিল সাদা। মানুষের যে রকম থাকে সে রকম সাদা না। এমন সাদা যা দেখলে গা'টা শিরশির করে উঠে। এমন সাদা যেটা দেখলে শরীরের মাংস যেন কুঁকড়ে যেতে চায়। গেছো ব্যাঙের গায়ে যে-রকম সাদা থাকে সেই রকম; মাছের পেটের মতো সাদা। তাঁর কাপড়ের কথা বলতে হলে বলা যায় যে সব কাপড়ই কাটাছেঁড়া ছিল—ব্যস, এইমাত্র। তাঁর এক পায়ের গোড়ালিটা অন্য পায়ের হাঁটুর উপর তোলা ছিল। সে পায়ের বুটের ডগাটা ফেটে গিয়েছিল। আর তার মধ্য দিয়ে দুটো আঙুল বেরিয়ে এসেছিল। তিনি থেকে থেকে সেই দুটো আঙুল নিয়ে খেলা করছিলেন। মাটিতে পড়েছিল তাঁর হ্যাট। কালো একটি বিদ্‌ঘুটে জিনিস, তার উপরটা একটা গুহার মতো। উপরের ঢাকনিটা ভেতরের দিকে বসে গিয়ে একটা গুহার মতো লাগছিলো সেটা।

আমি দাঁড়িয়ে নজর ফেলে ফেলে তাঁকে দেখছিলাম। তিনিও চেয়ারটাকে পেছন দিকে ঠেলে একটু কাৎ করে আমার দিকে ঠায় দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখছিলেন। আমি মোমবাতিগুলো বসালাম। দেখলাম জানালাটা উঁচু হয়ে রয়েছে। মনে করলাম তিনি তাহলে চালা-ঘরটা বেয়ে উপরে উঠে এসেছিলেন। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে আমার সম্পূর্ণ শরীরটা বার বার দেখছিলেন।

আস্তে আস্তে তিনি বললেন : "মাড় দেওয়া কাপড় পরা হয়েছে—বহুত খুউব। তুমি কি মনে কর, তুমি একজন কেউকেটা! তাই না?"

"হতে পারি, আবার নাও হোতে পারি।"

"দেখ, তোমার বকবকানি আমি আর শুনতে চাই না।" তিনি বললেন, "আমি চলে যাওয়ার পর তুমি দেখছি বেশ কিছুটা বাবুয়ানা রপ্ত করেছো।

www.boiRboi.blogspot.com

তোমাকে শায়েস্তা করার আগে, এর থেকে তোমাকে ছুটিয়ে নিতে হবে। তুমি নাকি শিক্ষিত হয়েছ শুনলাম, লিখতে পার, পড়তেও পার। তুমি মনে কর তোমার বাপের চাইতে তুমি ভাল, কারণ সে লিখতে পড়তে পারে না। আমি তোমার পেট থেকে বিদ্যে বের করে নিচ্ছি। ও রে আমার শিক্ষিত রে! শিক্ষিত হওয়ার মতো এত বড়ো আহাম্মকি কে তোমাকে করতে বলেছে? বলো, কে তোমাকে করতে বলেছে?"

"বিধবাটি। তিনিই আমাকে বলেছেন।"

"বিধবাটি, হেঃ। যেটা তার কাজ না, তার মধ্যে যে তিনি কোদাল চালাবেন তা তাঁকে কে বলেছে?"

"কেউ না, কেউ তাঁকে বলে নাই।"

"বেশ, অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করার ফল কি, তা আমি তাঁকে শিখিয়ে দেব। আর দেখ বাবু তুমি ঐ স্কুলটি ছেড়ে দাও। শুনছো তো? ছেলেকে ভদ্রভাবে মানুষ করে বাপের উপর মুনশিয়ানা করানোর চেষ্টা যারা করবে এবং বাপকে দেখাবে যে সে যা তার চাইতে তাঁর ছেলে ভাল—তাদেরকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো! ঐ স্কুলের মধ্যে তোমাকে ঘুরঘুর করে বেড়াতে আবার দেখলে হয়, বুঝছো? মরার আগ পর্যন্ত তোমার মা পড়তে পারতো না, আবার লিখতেও জানতো না। পরিবারের কেউ মরে যাওয়ার আগে এ কর্মটি করে নাই, আর তুমি এখানে থেকে থেকে বিদ্যায় ঢোল হয়ে উঠেছো? আমি এটা সহ্য করার লোকই না। শুনছো তো? আচ্ছা, এবার আমাকে কিছু পড়ে শোনাও দেখি?"

আমি একখানি বই নিলাম এবং জেনারেল ওয়াশিংটন এবং তাঁর যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু পড়তে শুরু করলাম। আমি প্রায় আধ মিনিট পড়েছি, তখন তিনি খপ করে বইখানিকে হাতে নিলেন এবং ঘরের মেঝেতে এত জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যে, এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল বইটা। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এইতো দেখছি, তুমি পড়তে পার। তুমি যখন বলেছো আমার তখন সন্দেহ হয়েছিল। দেখ, ছোকরা, তোমাকে তো বলেছি, তোমার এই পুচ্ছ লাগানো চলবে না, আমি তা হতে দেব না। আমি তোমাকে পিটিয়ে ধরাশায়ী করবো। বুঝলে, মুনশী সাহেব? একবার যদি তোমাকে স্কুলের কাছে ধরতে পারি, তবে পিটিয়ে তোমার রংটা তামাটে করে দেব। আর তুমি জান, তুমি প্রথমেই শিক্ষা আরম্ভ করবে। এমনি বেহদ্দ ছেলে আর দেখি নাই।"

তিনি একটি ছবি তুলে নিলেন। তার মধ্যে নীল এবং হলুদ রং-এর কিছু গরু ও একটি বালক ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি?"

"আমার পড়া ভাল রকম শেখার জন্যে তাঁরা দিয়েছেন।"

তিনি সেটা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : "আমি এর চেয়ে ভাল কিছু দেব—ঐ গরুর চামড়ার বেতই তোমার পিঠে লাগাবো।"

তিনি এক মিনিট বসে ফিসফিস আর বিড়বিড় করলেন; তারপর বললেন :

"বেশ খোশবুদার বাবু হয়ে উঠেছ দেখছি, তাই না? বিছানার চাদর, মুখ দেখার আয়না, মেঝের উপর কার্পেট—আর ওদিকে তোমার বাবা চামড়ার গুদামের আঙিনায় শূকরের সঙ্গে ঘুমায়। বাঃ, এমন ছেলে আমি জন্মে দেখি নাই। দেখ, তোমার সঙ্গে আমার কাজ খতম করার আগে তোমার ঐ ময়ূরপুচ্ছ কিছুটা ছেঁটে ফেলতে হবে। তোমার বড়লোকি ভাবের শেষ নাই দেখছি—সকলে বলে যে তুমি ধনী। তা নাকি হে? কথাটা কি?"

"তারা মিথ্যে বলে—কথাটা এই।"

"দেখ হে ছোকরা! কথা যা বলবে, খেয়াল করে বলো। আমি যতটা সহ্য করার, এখন পর্যন্ত করছি। আমাকে আর বেশি চটিয়ো না। আমি দুদিন হোল শহরে এসেছি। এ-দুদিনে তুমি ধনী হয়েছ এ কথা ছাড়া কিছুই শুনছি না। আমি এ কথা দূরে নদীর ভাটি থেকে শুনে আসছি। সেই জন্যেই আমি এসেছি। কালকে তুমি সে টাকা আমাকে এনে দেবে।"

"আমার কোন টাকা-পয়সা নাই।"

"মিথ্যে কথা, জজ থ্যাচারের কাছে আছে। তোমার টাকা আছে। আমি ওটা চাই।"

"না, আমার কোন টাকা নাই। আমি আপনাকে তো বলেছি। আপনি জজ থ্যাচারকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনিও আপনাকে তাই বলবেন।"

"বেশ, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। আমি তাঁকেও সিধে করবো। আমি জানি কি করে করতে হয়। বল, তোমার পকেটে কত আছে? আমি সেটা চাই।"

"মাত্র একটা ডলার। আমি তা দিয়ে ই—করতে চাই।"

"ওটা দিয়ে কি করতে চাও বা না চাও, তাতে কোন তফাৎ করবে না। চট করে বের করে দাও তো ওটা।"

বাপজী ওটা নিলেন। এবং কামড়ে দেখলেন ঠিক আছে কিনা। তারপর আমাকে বললেন যে তিনি শহরের ভেতরে যাবেন এবং কিছু মদ কিনবেন। বললেন সারাদিন এক ঢোকও মদ খেতে পারেন নাই। তিনি যখন চালা-ঘরটার উপরে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মাথাটা জানালার ভিতর দিয়ে আবার ঢুকিয়ে আমাকে বললেন, আমি বাবুগিরি করে তার চেয়ে ভাল দেখাবার চেষ্টা করছি। সেই জন্যে আর একচোট অভিশাপ দিলেন। তারপর যখন আমি মনে করেছি তিনি চলে গেছেন তখন দেখি আবার মাথা ঢুকিয়ে বললেন আমি যদি ঐ স্কুল না ছাড়ি তাহলে আমাকে মেরে চৌ-পাট এবং শায়েস্তা করে দিবেন।

পরের দিন তিনি মদ খেয়ে মাতাল হলেন এবং জজ থ্যাচারের কাছে গিয়ে তাঁকে খুব শাঁসালেন এবং তাঁকে সে টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্যে খুবই চেষ্টা করলেন। কিন্তু আদায় করতে পারলেন না। তখন তিনি শপথ করলেন যে আইন দিয়ে জোর করে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন।

www.boiRboi.blogspot.com

জজ থ্যাচার এবং বিধবাটি আইন মোতাবেক আদালতের কাছে প্রার্থনা করলেন আমার বাবার কাছ থেকে আমাকে যেন ছাড়িয়ে নেয়া হয় এবং তাদের কাউকে অভিভাবক করা হয়। কিন্তু জজ সাহেবটি নতুন ছিলেন এবং সদ্য এসেছিলেন, তাই তিনি বুড়োর হাল-হকিকত জানতেন না। সেই জন্যে তিনি বললেন কোন পরিবার থেকে কোন লোককে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে যত দূর পারে আদালতে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে। তিনি বললেন বাপের কাছ থেকে তিনি ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন না। সুতরাং জজ থ্যাচার এবং বিধবাটির এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ করতে হোল। একটা বুড়োকে ভারী খুশী করলো। কারণ, এ পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। তিনি আমাকে বললেন আমি যদি তাঁকে কিছু টাকা তুলে এনে না দেই, তাহলে তিনি আমাকে চামড়ার বেত দিয়ে পিটিয়ে নীল করে দেবেন। আমি জজ থ্যাচারের কাছ থেকে তিন ডলার কর্জ করলাম। তারপর বাপজী সেটা নিলেন আর মদ খেলেন। তারপর গালি-গালাজ ও চীৎকার করে টিটকারি দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এবং এভাবে তিনি একটা টিন বাজাতে বাজাতে দুপুর রাত পর্যন্ত শহর ঘুরে বেড়ালেন। তারপর তাঁকে তারা হাজতে ঢুকিয়ে দিল। পরের দিন তাঁকে আদালতের সামনে পেশ করা হোল। এবং তার এক সপ্তাহের জন্যে জেল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি বললেন যে তিনি খুশী হয়েছেন। কারণ তিনি বুঝেছেন তিনি তাঁর ছেলের হর্তাকর্তা এবং এটা তাঁর মনটাকে বেশ গরম রেখেছিল।

তিনি বেরিয়ে আসার পর নতুন জজ সাহেব বললেন যে তাঁকে মানুষ করে ছাড়বেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এবং পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়ে সভ্য করলেন এবং গোটা পরিবার-সহ তাঁর সঙ্গে সকালের নাশতা, দুপুরের ও রাত্রের খানা খেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যেন বলা যায় বাপজী তাঁর পুরানো একজন লেঙ্গুটী দোস্ত। রাত্রের খাওয়ার পরে তিনি তাঁকে মদ না খাওয়া সম্বন্ধে নানা রকম কথা বললেন। বুড়ো শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন। এবং বললেন তিনি এতকাল বোকার মতো কাজ করেছেন। এবং জীবনটাকে আহম্মকের মতো উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি পুরানো জীবনের পাতা উল্টিয়ে নতুন জীবনে আসবেন এবং এমন একটি লোক হবেন যাতে কেউ তাঁর সম্বন্ধে শরমিন্দা না হন। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে জজ সাহেব তাঁকে এই বিষয়ে যেন সাহায্য করেন এবং ঘৃণার চোখে না দেখেন। জজ সাহেব বললেন তিনি তাঁর এ কথাগুলোর জন্যে তাঁকে আদরে জড়িয়ে ধরতে পারেন। এই বলে জজ সাহেব কেঁদে ফেললেন, তাঁর স্ত্রীও কেঁদে ফেললেন। বাপজী বললেন, তিনি এ রকম মানুষ ছিলেন যে জীবন এর আগে সকলেই তাঁকে ভুল বুঝেছে। জজ সাহেব বললেন তিনি তা' বিশ্বাস করেন। বুড়ো বললেন মানুষ

যা' চায় সেটা হোল সহানুভূতি। এবং জজ সাহেব বললেন, কথাটা ঠিক; সুতরাং আবার তাঁরা দুজনে কাঁদলেন। এবং যখন শোয়ার সময় হোল তখন বুড়ো দাঁড়ালেন এবং হাতটি উঁচু করে ধরলেন এবং বললেন : "ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, সকলে দেখুন, আমার এই হাত। এই হাত ধরুন এবং এই হাতের সঙ্গে মোসাফা করুন। এই হাত একদিন শূকরের হাত ছিলো কিন্তু এখন আর তা' নাই। এখন এমন একটি লোকের হাত যে জীবনকে নতুন করে আরম্ভ করেছে। এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তাও ভালো, তবু আগের জীবনে আর ফিরে যাবে না। আপনারা কথাগুলোকে লক্ষ্য করুন। আমি যা বললাম তা ভুলে যাবেন না। এই হাত এখন অতি পরিষ্কার হাত। এই হাত মোসাফা করুন। ভয় পাবেন না—।"

তাঁরা সকলে এক এক করে তাঁর সঙ্গে মোসাফা করলেন এবং কাঁদলেন। জজের স্ত্রী তাঁর হাত চুম্বন করলেন, তারপর বুড়ো একটা প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করলেন—তাতে চিহ্ন দিলেন। জজ সাহেব বললেন, এই ক্ষণটি যে-সব শুভক্ষণের তালিকা তার জানা আছে—তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র, মহিমান্বিত; কিংবা এমন কিছু একটা বললেন। তারপর তাঁরা বুড়োকে স্বসম্মানে ঐ গৃহেরই অতিরিক্ত একটা সুন্দর কোঠায় নিয়ে গেলেন। তাঁর আরামে থাকার বন্দোবস্ত করলেন। রাত্রিতে বুড়োর ভয়ানক পিপাসা লাগলো। তিনি সেখান থেকে গাড়িবারান্দার ছাদে নেমে গেলেন এবং সেখান হতে একটি থাম বেয়ে নিচে নামলেন। তাঁর নতুন কোটটি চল্লিশ পোয়ার এক জগ মদের পরিবর্তে বদলিয়ে তেজারতি করলেন। তারপর আবার থাম বেয়ে ফিরে এলেন। সকালে আলো ওঠার ক্ষণে নেশায় একবার বুঁদ হয়ে তিনি আবার গুটিসুটি মের বের হলেন এবং গাড়ীবারান্দা দিয়ে গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর বাঁ-হাতের দু জায়গায় ভেঙে গেল এবং বরফে জমে প্রায় মৃত্যুবরণই করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একজন সূর্য উঠার পর তাঁকে আবিষ্কার করলো, তাই রক্ষা। যখন তারা ওঁকে তাঁর থাকার জন্যে সেই অতিরিক্ত কামরাটার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন এমনি টলটলায়মান অবস্থা, যে মনে হচ্ছিল একখানি জাহাজকে ওরা পানি মেপে মেপে পাড়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন—একবাম মেলে না—দুইবাম মেলে না—তিনবাম মেলে না—

জজসাহেব খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি মনে করলেন হয়তো বন্দুক দিয়ে বুড়োকে শায়েস্তা করা যেতে পারে। অন্য আর কোন রকমে করা যায় কিনা তা তিনি ভেবেই পেলেন না।

www.boiRboi.blogspot.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যমদূতের সঙ্গে বাপজীর ধস্তাধস্তি

কিছু সময়ের মধ্যেই বুড়ো আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন আর অমনি ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর তিনি থ্যাচারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে কোর্টে গেলেন। তিনি আমাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন, আমি স্কুল ছাড়ি না কেন সেই জন্যে। এবং বার দুই তিনি ধরেও ফেলেছিলেন এবং আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি স্কুলে যেমনি যাচ্ছিলাম তেমনি যেতে লাগলাম, কোন কোন সময় ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটিয়ে এবং অধিক সময় তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় মেরে তাঁর কবল থেকে রক্ষা পেতে লাগলাম। আগে আমার স্কুলে যাওয়ার এতটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বাপজীর প্রতি আক্রাশে তা দেখা দিল। আইনের বিচার ব্যাপারটা খুব মন্থর গতি মনে হয়। তাই বাপজীর মোকদ্দমাটা শুরু করারই যেন কারো চাঁড় নেই, সুতরাং কখন-সখন জজ সাহেবের কাছ থেকে দু-তিন ডলার ধার করে সেটা বাপজীকে আমার দিতে হোত। কারণ, তাঁর হাত থেকে চামড়ার বেতের পিটুনি হতে তাতে রক্ষা পেতাম। যখনই তিনি টাকা পেতেন, তখনই তিনি মদ খেয়ে মাতাল হতেন। আর যখনই মাতাল হতেন, তখনই মারমুখো হয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতেন এবং যখনই মারমুখো হয়ে ঘুরতেন তখনই তাঁকে জেলে দেওয়া হোত এবং এটাই যেন তাঁকে মানাতো। কারণ, মনে হোত এটাই যেন তাঁর জীবনের ঠিক পদ্ধতি।

বিধবাটির এখানে ঘুরঘুর করে বেড়ানোটা বাপজীর বেশ বেড়ে গেল। বিধবাটি তাঁকে শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি যদি তাঁর বাড়ির আশপাশ পরিত্যাগ না করেন, তাহলে তাঁর কপালে দুঃখ আছে। তাঁর কি রকম পাগলামি দেখ; তিনি বললেন, দেখবো হাকফিন-এর কর্তা কে? এবং তিনি আমাকে ধরার জন্যে তাকে রইলেন। আর বসন্ত কালের কোন একদিন আমাকে ধরেই ফেললেন, এবং আমাকে নিয়ে একটা ডিঙি নায়ে উঠালেন আর তিন মাইল নদী দিয়ে নেমে গেলেন। আর ওপারে ইলিনয় যেদিকে সেখানে গিয়ে উঠলেন। জায়গাটা ছিল ভয়ানক জঙ্গলে ভরা। এবং সেখানে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। শুধু একটা কাঠের গুঁড়ির দ্বারা তৈরি একটা পুরানো বাড়ি ছিল মাত্র। সেখানে গাছও এত ঘন যে জায়গাটা ঠিক কোথায়, তা যদি না জানা থাকে তাহলে কারো পক্ষে তা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হবে। তিনি আমাকে সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে রাখলেন। আমি পালিয়ে যাবার কোন অবকাশই পেলাম না। আমরা ঐ গাছের গুঁড়ির ঘরটায় থাকতে লাগলাম। তিনি সব সময় দরজায় তালা দিয়ে রাখতেন এবং চাবিটা রাত্রে তাঁর মাথার নিচে রাখতেন। তাঁর একটা বন্দুক ছিল, আমার মনে হয় সেটা কোনখান থেকে চুরি করা। আমরা মাছ মারতাম, এবং শিকার করতাম। আর এইগুলো খেয়েই বাঁচতাম। এই ভাবে কিছু কাল কাটলো। পরে এমনি হোল যে

আমাকে তিনি তালাবদ্ধ করে রেখে নদীর পারে তিন মাইল দূরে ফেরীঘাটে যে গুদাম আছে সেখানে যেতেন এবং মাছ আর শিকারের পরিবর্তে মদ নিয়ে আসতেন। বাড়িতে এসে মাতাল হতেন, ফুর্তি করে সময় কাটাতেন আর আমাকে ধরে ধরে মারতেন। আমি কোথায় আছি, ধীরে ধীরে বিধবাটি তা জানতে পারলেন। তিনি আমাকে ধরে নেয়ার জন্যে একটি লোক পাঠিয়ে দিলেন, বাপজী বন্দুক দিয়ে তাড়া করে তাকে ভাগিয়ে দিলেন। এবং অল্প দিনের মধ্যেই আমি ওখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। গরুর চামড়ার বেতটির পিটুনি ছাড়া আর সব কিছু পছন্দ করতে লাগলাম। এখানে গা ঢিলে দিয়ে চলা, ফুর্তি করা, আরামে শুয়ে শুয়ে সারাদিন কাটানো, সিগারেট খাওয়া, মাছমারা, বই বা লেখাপড়ার ধার না ধারা—এই ছিল জীবন। দু' মাস কিংবা তারও বেশী হবে, খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল যেন। আমার কাপড়গুলো ছিঁড়ে-টিড়ে গেল, ময়লা হোল। বিধবার ওখানে যে জীবনযাপন করেছি, সেটা যে ভালো লাগতো তা আমি এতদিনে বুঝতে পারলাম। যদিও বিধবার ওখানে গা-হাত-পা ধুয়ে নিজেকে পয়-পরিষ্কার রাখতে হোত, চিনির বাসনে খেতে হোত, মাথা আঁচড়াতে হোত, ঠিকমতো বিছানায় যেতে হোত এবং উঠতেও হোত। তবুও এখন দেখছি সব সময় মিস ওয়াটসন যে বই নিয়ে বকবক করতেন, ঠোকরাতেন, তা যেন ভাল লাগতো। আমি গালি-গালাজও পরিত্যাগ করেছিলাম। কারণ বিধবা তা চাইতেন না। কিন্তু আমি আবার তা শুরু করলাম। কারণ, বাপজীর তাতে কোন আপত্তি ছিল না।

আস্তে আস্তে আমাকে ঘরে আটকানোর অভ্যেসটি যেন বাপজীকে ভাল রকমই পেয়ে বসেছিল, কিন্তু এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। আমি ভয়ানক ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে বেশ বন্ধ করে রেখে যেতে লাগলেন। একদিন তো আমাকে বন্ধ করে রেখে গেলেন, আর তিনদিন এলেন না। আমার তো সাংঘাতিক ভাবে একলা মনে হোতে লাগলো। আমার বিশ্বাস হোল যেন তিনি ডুবে মারা গিয়েছেন এবং আমি কখনো আর বেরিয়ে যেতে পারবো না। আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং মনস্থির করলাম, যে-কোন উপায়ে হোক এই স্থানটি পরিত্যাগ করবোই। বহুবার এই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন উপায় দেখি নাই। এমন কোন বড় জানালা ছিল না যার ভেতর দিয়ে একটা কুকুর বেরিয়ে আসতে পারে, আমি তো দূরের কথা। চিমনি বেয়ে বেরিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না, কারণ সেটা খুব সরু ছিল। দরজার কাঠ ছিল খুব মোটা। ওক কাঠের চাবরা দিয়ে তৈরি।

বাপজী যখন বাইরে চলে যেতেন তখন সতর্ক থাকতেন যেন কোন চাকু কিংবা এমন কিছু ঘরটায় রেখে না যান। আমার মনে হয় যে আমি অন্তত একশ বার তা খুঁজে দেখেছি। ধরতে গেলে আমার সমস্ত সময়টাই এ খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিতাম এবং এটাই আমার সময় কাটানোর একমাত্র পন্থা ছিল। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

শেষ পর্যন্ত আমি পুরানো মরচেপড়া একটা কাঠ-কাটা করাত পেলাম, তার হাতল ছিল না। সেটা বরগা আর ছাদের কাঠের মধ্যখানটায় লুকানো ছিল। আমি সেটাকে তেল দিয়ে পরিষ্কার করে কাজে লেগে গেলাম। ঘরটির শেষ দিকটায় একটা গুঁড়ির সঙ্গে ঘোড়ার একখানায় কম্বল পেরেক দিয়ে গাঁথা ছিল। সেটা ছিল একটা টেবিলের পেছন দিকে, যাতে বাতাস ছিদ্রগুলোর মধ্যে দিয়ে না আসতে পারে, মোমবাতিকে না নিভিয়ে দিতে পারে সেই জন্যে এই ব্যবস্থা। আমি টেবিলের নিচে গেলাম। কম্বলটি তুললাম এবং একটা গুঁড়ির গোড়ার দিকে কাটা শুরু করলাম, যাতে একটা বড় ফাঁক বেরিয়ে আসতে পারে, আর আমি তার মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারি। কাজটা বেশ লম্বা সময়ের ছিল। প্রায় শেষ করে এনেছি তখন বাপজীর বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম।

আমি তখন আমার কাজের চিহ্নমাত্র রাখলাম না। ঐ কম্বলটি নামিয়ে দিলাম। এবং আমার করাতটি লুকিয়ে রাখলাম। সত্যিই বাপজী এসে ঢুকলেন। বাপজীর মেজাজ খুব খোশ ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁর নিজরূপেই দেখা দিলেন। বললেন, তিনি শহরের মধ্যে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সব কিছু ভুল পথে চলছে। তাঁর উকিল বলেছেন যে তিনি মনে করেন বাপজী মোকদ্দমাটি জিতবেন, এবং টাকাও পাবেন, অবশ্য যদি কোন রকমে মোকদ্দমাটাকে একবার আরম্ভ করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে যে মোকদ্দমা মুলতবী রাখারও বহু উপায় আছে এবং জজ ধ্যাচার জানেন, কি করে তা' হাসিল করতে হয়। তিনি বললেন, লোকেরা তাঁকে বলেছে যে আমাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে এবং বিধবাকে আমার অভিভাবক করার জন্যে আর এক দফা মোকদ্দমা হবে। এবং তারা মনে করে যে এবার ওরা জিতবে। এটা আমাকে বেশ খানিকটা বিচলিত করলো। কারণ আমি আর বিধবার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কারণ, সবার কথা মতো কুঁকড়ে গিয়ে সভ্য হওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। বুড়ো যখন ইচ্ছে গালি-গালাজ করতেন এবং যাকে ইচ্ছে, যে জিনিসকে ইচ্ছে, গাল দিতেন। এবং গালটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতেন যেন কেউ বাদ না পড়ে। আবার শেষে গালটাকে সর্বাত্মক করার জন্যে আবার সাধারণভাবে সবকে মিলিয়ে একটা গাল দিতেন। এবং যাদের নাম জানেন না, তাদেরকেও টেনে এনে, "ঐ কি যেন তার নাম" এই বলে উল্লেখ করতেন। তারপর সরাসরি একটা গাল দিয়ে দিতেন।

তিনি বলতেন, বিধবাটি আমাকে কি করে নেয়, তার সে ক্ষ্যামতা তিনি দেখবেন। তিনি তাকে তাকে থাকবেন। তারা যদি এই রকম কোন খেল দেখাবার চেষ্টায় থাকে তা'হলে ছ'সাত মাইল দূরে এমন একটা জায়গা আছে, তিনি জানেন; সেখানে আমাকে নিয়ে রেখে দেবেন। সেখানে তারা খুঁজতে খুঁজতে মরে গেলেও আমাকে আর পাবে না। এ কথা আবার আমাকে অস্থির

করে ফেলতো। কিন্তু তা' মাত্র ক্ষণিকের জন্যে। কারণ, আমি মনে করতাম সে অবকাশ পাওয়ার আগেই আমি তাঁর হাত থেকে ফসকাবো।

বুড়ো আমাকে ডিঙিটার নিকট নিয়ে গেলেন। এবং যে সব জিনিস এনেছেন সে সব নিয়ে এলেন। পঞ্চাশ-পাউণ্ডের বস্তার এক বস্তা শস্য ছিল। আর মাংসের একটা রান ছিল। কিছু কার্তুজ এবং চার গ্যালনের একটা জগ-ভরা মদ ছিল। একখানা পুরানো বই, দু'খানা খবরের কাগজও ছিল গুটি পাকিয়ে ফুটো বন্ধ করার জন্যে, আর ছিল কিছুটা নৌকার গুন। আমি একটা বোঝা রেখে ফিরে গেলাম। এবং ডিঙির গলুইতে আরাম করতে লাগলাম। আমি মনে মনে উল্টে-পাল্টে চিন্তা করলাম যে, আমি যখন পালিয়ে যাব তখন বন্দুকটি এবং কিছু ছিপ ও বঁড়শি নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালাবো। আমি চিন্তা করে দেখলাম, একই স্থানে আর অধিক দিন থাকবো না। শুধু ভবঘুরের মতো সারা দেশ ঘুরে বেড়াব। রাত্রিতেই ঘুরবো। শিকার করবো আর মাছ ধরবো, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। এর দূরে চলে যাব যে, বুড়ো কিংবা বিধবাটি আমাকে যেন আর খুঁজেই না পায়। আমি স্থির করলাম সেই রাত্রে বাপজী যদি একটু ঘোরতর রূপে মাতাল হয়ে পড়েন, এবং আশা করলাম যে মাতাল হবেনও, তাহলে আমি ঐ রাত্রেই পালিয়ে যাব। আমি এই চিন্তায় এত মশগুল ছিলাম যে, আমি সেখানে কতক্ষণ বসেছিলাম তা' বুঝতেও পারি নাই। কিন্তু বুড়ো যখন চিৎকার করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি ঘুমিয়েছি না ডুবে মরেছি, তখন আমার হুঁশ হোল।

আমি সমস্ত জিনিস ঘর পর্যন্ত নিয়ে এলাম। তখন অন্ধকার হয়েছে। আমি যখন রাতের খানা পাক করছিলাম তখন বুড়ো দু'এক ঢোক খেয়ে বেশ গরম হচ্ছিলেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আবার মাতলামি শুরু করলেন। তিনি শহরে গিয়েও মাতাল হয়েছিলেন এবং সারারাত নর্দমায় পড়েছিলেন। সেটা দেখার মতো একটা দৃশ্যও ছিল বটে। কেউ তখন তাঁকে দেখলে পিতা-আদম বলেই মনে করতো। তাঁর সম্পূর্ণ দেহটা যেন কাদায় তৈরি মনে হচ্ছিল। যখন মদের নেশা তাঁর মাথায় কাজ করতে শুরু করতো তখন প্রায়ই তিনি সরকার-কে এক চোট নিতেন।

সুতরাং তিনি বলতে লাগলেন, "একে সরকার বল কেন, চেয়ে দেখ এর চেহারাটা কি? এইতো আইন রয়েছে। যে আইন নাকি বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ছেলেকে। লোকটির আপন ছেলে—যাকে নাকি সে বহুত কষ্ট করে, বহুত চিন্তা খরচ করে বড় করেছে। হ্যাঁ, যখন একটা লোক তার ছেলেকে সবেমাত্র মানুষ করেছে এবং ছেলেটা কাজ করার মতো তৈরী হয়েছে এবং বাপের জন্যে কিছু কিছু কাজ করে তাকে শান্তি দিতে শুরু করেছে—অমনি আইন এগিয়ে এল, আর তাকে ধরলো। আর একেই তারা সরকার বলে? মোটেই না, এ কোন কাজের সরকারই না। আইন পুরনো জজ থ্যাচারকে সাহায্য করেছে এবং আমার সম্পত্তি থেকে আমাকে ফারাক রাখার ব্যবস্থা করেছে। এইতো,

www.boiRboi.blogspot.com

আইন এই কর্ম করেছে। আইন ছয় হাজার ডলার কিংবা তারও অধিক মূল্যের একটি লোককে ধরেছে এবং তাকে এমনি একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে পুরে দিয়েছে। কোন জন্তুরও পরিধানের উপযুক্ত নয়, এমনি কাপড় নিয়ে তাকে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে বাধ্য করছে। একে আবার এরা সরকার বলে! একটি লোক এই রকম সরকারের কাছ থেকে তার কোন অধিকারই পাচ্ছে না। অনেক সময় আমার ভয়ঙ্কর ইচ্ছে করে যে আমি চিরকালের জন্যে দেশ ছেড়ে চলে যাই। হ্যাঁ, আমি বলেছি সবাইকে। আমি থ্যাচারকে এ কথা তার মুখের উপর বলেছি। ওদের বহুত লোক আমার কথা শুনেছে! এবং কি বলেছি তা'ও শুনেছে। আমি বলেছি, মাত্র দুটো সেন্টের পরিবর্তে আমি এ হতভাগা দেশকে ছেড়ে চলে যাব। আর এর কাছেও ঘেঁষবো না। ঠিক এই কথাগুলো বলেছি। আমি বলেছি আমার হ্যাটটিকে দেখ—এটাকে কি তোমরা হ্যাট বলতে পার?—এই দেখ এর ঢাকনিটা উপরে উঠে যাচ্ছে এবং বাকীটা নিচে নেমে যাচ্ছে। এবং নামতে নামতে আমার থুতনির নিচে গিয়ে নামছে, তা'হলে এটা কোন হ্যাটই না। বরং এটাকে দেখলে মনে হয় যেন আমার মাথাটাকে পাকের চুলোর যে আংটা থাকে তার ভেতর দিয়ে গিরোর মতো ঠেলে উঁচিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখ, এটার দিকে চেয়ে দেখ—আমি বলছি এই নাকি আমার পরবার হ্যাট। আমি আমার অধিকার পেলেই শহরের সব চাইতে বড় লোকদের একজন হবো—তার হ্যাট।"

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি ভারী তোফা আমাদের সরকারটি। কেন জান না? সেদিন ওহিয়ো শহর থেকে একটা স্বাধীন নিগ্রো এসেছিল—খচ্চর চালক। দেখতে শ্বেতকায়দের মতোই সাদা। তার চাইতেও ধবধবে সাদা। সে সাদা তোমরা দেখ নাই। আর হ্যাটটি ছিল চকচকে। সেই শহরে এমন কোন লোক ছিল না, যার কাপড় তার কাপড়ের মতো ছিল। রূপার মাথা বাঁধা একটি ছড়িও তার ছিল। আর তার পাকা চুলের বাহার ছিল কি! যেন সে ছিল সেই প্রদেশের একজন রাজা। তুমি কি বলবে? সব লোকেরাই বলছিলো যে, সে কোন কলেজের প্রফেসার হবে। সে আবার সব ভাষাই বলতে পারতো। আর জানতো সব কিছুই। ব্যাপারটা শুধু এই পর্যন্তই নয়—এর চেয়ে বদতর কাণ্ডও আছে : সবাই বলছিল যে তার প্রদেশে তার ভোট দেওয়ারও ক্ষমতা আছে। বাড়িতে থাকলে ভোট দিতে পারতো। এই কথাটাই আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল। আমি মনে করলাম দেশ কোন্ গোল্লায় যাচ্ছে? ওদিন ছিল নির্বাচনের দিন। আমি আমার মাতাল অবস্থাটা সামলে নিতে পারলেই নিজে গিয়ে ভোট দেব, সেই জন্যে তৈরী হচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তারা আমাকে বললো যে, এই দেশে এমনও একটা প্রদেশ আছে যেখানে নিগ্রোরা ভোট দিতে পারে, তখন আমি পিছিয়ে এলাম। আমি বললাম, না বাপু, আমি কখনও আর ভোট দেব না। ঠিক এই কথাই বললাম। তারা সবাই আমার এ কথা শুনেছে। দেশটা গোল্লায় যাক। আমার কি? —আমি যতদিন বাঁচি, কখনই ভোট দেব না। নিগ্রোগের কাণ্ড-বাণ্ড কখনো দেখেছ?

তাদেরকে ঠেলে না ফেলে দিলে অমনিতে তারা তোমাকে কখনো রাস্তা ছেড়ে দেয়? তবে আমি লোকদেরকে বলেছি যে, নিগ্রোদের ধরে ধরে নিলামে চড়িয়ে বেঁচে দেয় না কেন? —এই কথাই আমি জানতে চাই। আর তারা কি বলেছিল, তুমি মনে কর। তারা বলেছিল, ছয় মাস এই প্রদেশে না থাকলে তাকে বিক্রি করা যাবে না। এই দ্যাখো, তোমার আইনের এই নমুনা। যে সরকার একজন স্বাধীন নিগ্রোকে ছ'মাস প্রদেশে না থাকলে, বিক্রি করতে পারে না, তাকে আবার তোমরা সরকার বলো? এই যে সরকার দেখছো, যারা নিজেদেরকে সরকার কওলায়, আর শাসন চালায়, —এদের নাকি শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়া, চোর স্বভাবের সাদা সার্ট পরা একটি জাহান্নামী নিগ্রোকে ধরতে ছ'মাস সময় লাগবে। আর—"

বাপজী যে ভাবে চালাচ্ছিলেন তাতে তার লক্ষ্য করার ফুরসৎ ছিল না যে তার নড়বড়ে পা' দুটো তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তিনি হুড়মুড় করে নেমক-দেয়া মাংসের টবের উপর পড়ে গেলেন। এবং দু'টো পায়ের নলিতে আঘাত পেলেন। অমনি তাঁর বক্তৃতার বাকী অংশ আরো উত্তপ্ত ভাষায় প্রকাশ পেতে লাগলো। যদিও নিগ্রো এবং সরকারই তার গালি-গালাজের লক্ষ্য ছিল, তবুও মধ্যে মধ্যে বৈঠাকেও দু'চারটে গাল দিয়ে গালিটা পুরোদমে জাহির করে চললেন। এবং ঘরটার মধ্যে বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগলেন। প্রথমে এক পায়ের উপর, পরে অন্য পায়ের উপর। এবং প্রথমে একটি পায়ের নলা ধরে, পরে অন্য পায়ের নলা ধরে। এমনি চললো। শেষে হঠাৎ তিনি পা'টা খুব বাগিয়ে কষে বৈঠাটাকে একটা লাথি মেরে দিলেন। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্তটা খুব ভাল হয় নাই কারণ যে বুটটা দিয়ে লাথি দিলেন, সে বুটেরই সামনে দিয়ে তাঁর এক-জোড়া পায়ের আঙ্গুল বেরিয়েছিল। সুতরাং তিনি এমন হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠলেন যা শুনলে যে-কোন ব্যক্তির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতো। তিনি লাথি দেয়ার সাথে সাথে ময়লার মধ্যে পড়ে পাক খেলেন এবং পায়ের আঙ্গুল চেপে ধরলেন। তারপর এর আগে যা-কিছু তিনি করেছেন তার সব কিছুকেই গালি-গালাজ করতে লাগলেন, তারপর নিজের উপরও দু'চারটে গাল ঝাড়লেন, বুড়ো সোবেরী হ্যাগাল—তার সুসময়ের কথা বাপজী শুনেছিলেন। বললেন, তার উপরও এসব গাল রইলো। আমার হিসাবে মনে হল বাপজীর মনে গাল তুজ হয়ে আসছিল বলে হয়তো এরকম ব্যবস্থা করছিলেন।

রাত্রের খাওয়ার পরে বাপজী জগটি নিলেন এবং বললেন এর মধ্যে যা মদ আছে তাতে দু'বার মাতাল, আর একবার বদ্ধ পাগল হওয়া যেতে পারে। এমনই ছিল তাঁর কথা বলার ধরন। তাঁর পান করা দেখে আমি আন্দাজ করলাম যে একঘন্টার মধ্যে তিনি বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়বেন। তখন আমি চাবিটি চুরি করবো। এবং এদিক কি ওদিক যেদিক দিয়ে হোক বেরিয়ে পড়তে পারবো। তিনি কষে মদ খেয়ে যেতে লাগলেন, এবং উপুড় হয়ে কম্বলের উপর আস্তে আস্তে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়ে গেলেন, কিন্তু আমার পথে ভাগ্য এলো না। তিনি ঘুমান নাই, অস্থির হয়ে অমনি পড়ে ছিলেন, কিছুক্ষণ গো গো করলেন, কিছুক্ষণ ককালেন, তারপর উঠে ঘরটির চারদিকে যেন চষে বেড়াতে লাগলেন, এবং বেশ খানিকক্ষণ এইভাবে চললো, শেষ পর্যন্ত আমার ঘুম পেলো, চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ খুলে রাখতে পারলাম না। আমি কি করবো সে সম্বন্ধে মনস্থির করার আগেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম, বাতিটা জ্বলতে থাকলো।

আমি জানি না কতক্ষণ এ রকম ঘুমিয়ে ছিলাম। তারপর সাংঘাতিক একটা চিৎকার শুনে উঠে বসলাম। বাপজীকে দেখি একটা হিংস্র পশুর মতো তাকিয়ে রয়েছেন এবং চারদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছেন আর সাপ বলে চিৎকার করছেন। তিনি বলছিলেন, সেগুলো তাঁর পা বেয়ে উঠছে, তিনি লাফ দিচ্ছিলেন আর চিৎকার করছিলেন। হঠাৎ বললেন যে, একটা তার গালের উপর কামড়ে দিয়েছে—আমি কোন সাপই দেখতে পেলাম না। তিনি ঘরটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়াতে লাগলেন আর চিৎকার করতে লাগলেন, "ওটাকে নিয়ে যাও, ওটাকে নিয়ে যাও। ওটা আমার গালে কামড়ে দিয়েছে।" আমি কোন লোককে এরকম ভীষণভাবে হিংস্র হ'তে দেখি নাই। অল্পক্ষণ পরে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এবং মাটির উপর হাঁপাতে লাগলেন। তারপর তিনি আশ্চর্য রকম পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগলেন এবং পায়ের কাছে যা আসতে লাগল সেটাকেই লাথি মেরে ফেলতে লাগলেন। আসমানের দিকে ঘুষি মারতে, এবং খামচি দেখাতে লাগলেন, আর অনবরত চিৎকার করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, শয়তান তাকে ধরেছে। আস্তে আস্তে তাঁর বিক্রম খতম হয়ে এলো। তিনি চুপ করে পড়ে ককাতে লাগলেন। তারপর তিনি আরও নিস্তেজ হয়ে গেলেন এবং কোন শব্দই করলেন না। আমি দূর জঙ্গলে পেঁচা এবং নেকড়ে বাঘের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সেটা এখন আরও ভয়ঙ্কর লাগছিলো। তিনি এক কোণে পড়েছিলেন। আস্তে আস্তে একটু একটু করে তাঁর শরীরের অংশ তুললেন। মাথাটা এক পাশে নিলেন। এবং খুব আস্তে আস্তে বললেন, "থপ-থপ-থপ, ঐ তো সব মুর্দা দেখছি। থপ-থপ-থপ তারা আমাকে ধরতে আসছে। কিন্তু আমি যা'বো না। ও! এই যে তারা এসে গ্যাছে। আমাকে ছুঁয়ো না। হাত সরিয়ে নাও—ইস কি ঠাণ্ডা হাত তোমাদের : আমাকে যেতে দাও। একটা গরীব বেচারীকে একটু একলা থাকতে দাও।"

তারপর তিনি হাত-পায়ের উপর উবু হলেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগলেন। আর তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগলেন, যেন তাঁকে তারা ছেড়ে দেয়। তারপর তিনি কম্বলের মধ্যে নিজেকে পেঁচিয়ে ফেললেন এবং গড়িয়ে গড়িয়ে পুরোনো পাইন কাঠের টেবিলের একেবারে নিচে চলে গেলেন। তখন পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে ভিক্ষে চাচ্ছিলেন। তারপর তিনি ক্রন্দন শুরু করলেন। আমি তাকে কম্বলের ভিতর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম।

আস্তে আস্তে তিনি উল্টো পাক খেয়ে কম্বলের মধ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে লাফ দিয়ে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখতে ভয়ানক হিংস্র লাগছিলো। তিনি একদৃষ্টে আমাকে দেখলেন এবং আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর একখানা ভাঁজকরা যায় এমনি চাকু নিয়ে আমাকে কামরার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে তাড়া করলেন। আমাকে বললেন যে, আমিও যতদূত। তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন। তা'হলে আমি আর তাকে মারতে পারবো না। আমি কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম, এবং বললাম, "আমি তো হাকলবেরী—হাক মাত্র" কিন্তু তিনি তা শুনে খিচখিচ করে হেসে গর্জে উঠলেন। আর আমাকে অভিশাপ দিতে এবং তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। একবার আমি একটুখানিক ঘুরে তাঁর হাতের নিচ দিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাতে যাচ্ছি, অমনি তিনি আমাকে খপ করে ধরে ফেললেন। এবং কোটটার দু'টো স্কন্ধের মধ্যখানটায় চেপে ধরে ফেললেন। আমি মনে করলাম যে এই বোধ হয় আমার শেষ, কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে কোটের ভিতর থেকে ফস করে বেরিয়ে এলাম। এবং নিজকে রক্ষা করলাম। অল্পক্ষণ পরেই সম্পূর্ণভাবে তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন, দরজার সঙ্গে পিঠ ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে পড়লেন। আর বললেন যে তিনি এক মিনিট জিরিয়ে নিবেন। তারপর আমাকে হত্যা করবেন। তিনি ছুরিখানা তার নিচেই রাখলেন। তারপর বললেন, তিনি একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে শক্তি লাভ করবেন। তারপর তিনি দেখবেন, কে কেটা।

একটুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঝিমুতে লাগলেন। আস্তে আস্তে আমি পুরানো একটা শিকের ছাউনির চেয়ার নিয়ে গাদা বন্দুকটা পাড়লাম এবং গলা ঢুকিয়ে দেখলাম সেটা ভরা আছে কিনা। তারপর সেটাকে আমি বাপজীর দিকে মুখ করে গাজরের পিঁপাটার উপরে পাতলাম এবং সেটার পিছনে বাপজী কখন নড়াচড়া করবেন, তার অপেক্ষায় বসে রইলাম। মনে হ'তে লাগলো সময়টা যেন ধীর এবং স্থিরভাবে টেনে টেনে চলছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাপজীকে ফাঁকি দিলাম এবং পালিয়ে এলাম

"ওঠো, ব্যাপার কি?"

শুনে আমি চোখ খুললাম এবং কোথায় আছি তা অনুভব করার জন্যে তাকিয়ে দেখলাম। সূর্য তখন উঠে গিয়েছিল এবং আমি গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিলাম। বাপজী আমার কাছে দাঁড়িয়ে উপর থেকে বিরক্তির সঙ্গে আমাকে দেখছিলেন, তাঁকে দেখতে অসুস্থ লাগছিলো, তিনি বললেন : "এই বন্দুক দিয়ে তুমি কি করছিলে?"

www.boiRboi.blogspot.com

আমি ভাবলাম কাল রাত্রে যে কাণ্ড করেছিলেন সে সম্বন্ধে হয়তো তাঁর কিছুই মনে নেই, সুতরাং বললাম : "কেউ ভেতরে আসার চেষ্টা করেছিল, তাই তার জন্যে এটা পেতে রেখেছিলাম।"

"তুমি আমাকে তুলে দাও নাই কেন?"

"হাঁ চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনাকে একটুও নড়াতে পারি নাই।"

"বেশ, বেশ হয়েছে, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তক্কাতক্কি করো না। নাশতা খেতে হবে তো, যাও, বেরিয়ে দেখ, বঁড়শিতে কোন মাছ পড়েছে কিনা। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।"

তিনি দরজার তালা খুললেন, আমি লাফিয়ে লাফিয়ে নদীর পাড় দিয়ে চললাম। পথে দেখি, গাছের শাখা এবং এ-রকম আরও অনেক জিনিস নদীর পানিতে ভাসছে। তার মধ্যে গাছের ছাল-বাকলও পড়ে আছে। সুতরাং বুঝতে পারলাম, নদীতে জোয়ার আসা শুরু করেছে। আমি চিন্তা করলাম যে, এখন আমি যদি শহরে থাকতাম তাহলে কি মজার সাথে সময়টা কাটানো যেত। জুন মাসের জোয়ার সব সময় আমার ভাগ্য আনতো। কারণ, যখনই জোয়ার আসতো, তখন তার সাথে কাঠের টুকরো কিংবা বড় বড় কাঠের ভেলা ভেসে আসতো, এমন কি অনেক সময় ডজনখানেক কাঠও তাতে থাকতো। সুতরাং তোমাকে আর কিছু করতে হোত না। সেগুলো ধরে ধরে একত্র করে ঐ কাঠের দোকান কিংবা কলওয়ালাদের কাছে নিয়ে গেলেই বিক্রি হয়ে যেতো।

আমি নদীর পাড় দিয়ে চললাম। একটা চোখ রাখলাম বাপজী কখন আসবে সেদিকে, আর একটা দিয়ে দেখতে লাগলাম নদীতে পাওয়ার মতো কিছু ভেসে আসে কিনা। তাইতো, হঠাৎ দেখি একটা ডোঙা ভেসে আসছে। দেখতে সুন্দর, তের কিংবা চৌদ্দ ফুট লম্বা হবে। একটা হাঁসের মতো ঢেউয়ের উপর দিয়ে উঁচু হয়ে ফট-করে তীর থেকে কাপড়চোপড় সমেত লাফ দিয়ে ডোঙাটা ধরার চেষ্টা করলাম। আমি মনে করেছিলাম, তার মধ্যে কোন লোক হয়তো শুয়ে আছে। কারণ এমনও দেখা গেছে যে, চুপচাপ এমনি ভেসে-আসা অনেক ডোঙার মধ্যে লোক শুয়ে থাকে। তারপর যদি কোন লোক এমনি কোন ডিঙি খালি দেখে টেনে কিনারায় নিয়ে যেতে চায়, তা'হলে তারা চট করে উঠে পড়ে এবং হো হো হেসে তাদেরকে বেকুফ বানিয়ে দেয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সে রকম কিছু ঘটলো না। এটা একটা সত্যিকার নোঙর-ছেঁড়া ডিঙি ছিল। আমি তাতে চড়লাম এবং বেয়ে কিনারায় নিয়ে এলাম। চিন্তে করে দেখলাম, বুড়ো এটা দেখলে ভারি খুশী হবেন—কারণ এটার দাম দশ ডলার হবে। কিন্তু আমি যখন পারে উঠলাম, তখন পর্যন্ত বাপজীর কোন দেখা নাই। তারপর যখন ছোট খাদের মতো নদীর একটা খাড়িতে এবং উইলো গাছ ও আঙুরের ঝুলানো ঘন পাতার ছাদের নিচে সেটাকে রাখতে গেলাম, তখন হঠাৎ আমার মাথায় অন্য একটা খেয়াল এলো : আমি ডোঙাটাকে খুব ভাল করে সামলিয়ে রাখবো, এবং যখন পালাবো তখন

জঙ্গলের মধ্যে না লুকিয়ে ওটা দিয়ে পঞ্চাশ মাইল ভাটিতে গিয়ে কোন একটা জায়গায় চিরকালের জন্যে আড্ডা গাড়বো। তা'হলে আর হেঁটে কষ্ট করে সময়টা কাটাতে হবে না। এ জায়গাটা আমাদের কুটিরটার কাছেই ছিল, এবং আমি সব সময় অনুভব করছিলাম যে, বুড়ো এই আসে, এই আসে। যাক আমি সেটাকে ভাল করে লুকিয়ে রাখলাম, তারপর বেরিয়ে এক গুচ্ছ উইলো গাছের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। দেখি, বুড়ো একটুখানিক রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে বন্দুক দিয়ে একটা পাখির মাথা সই করছিলেন। তাহলে যাক, তিনি কিছু দেখতে পান নাই। তিনি যখন এসে গেলেন, অন্তত আমি ট্রাউট মাছ মারার ছিপটি ধরে বেশ কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছি, এমনি ভাব দেখাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বেহদ্দ আলসে বলে গালি-গালাজ করলেন। আমি তাঁকে বললাম যে আমি নদীতে পড়ে গিয়েছিলাম, সেই জন্যে আমার এত দেরী হোল। আমি জানতাম, আমি যে ভিজে চুপসে আছি, তা তিনি দেখিতে পাবেন এবং তদ্দরুণ নানা রকম প্রশ্ন করবেন। আমরা পাঁচটা মাঝারি গোছের মাছ পেলাম এবং বাড়িতে চলে এলাম।

নাশতা খাওয়ার পরে আমরা ঘুমানোর জন্যে শুয়ে পড়লাম। কারণ, দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, বাপজী এবং বিধবাটি আমাকে অনুসরণ না করেন, এমন কোন ফিকির যদি বের করতে পারি, তাহলে ভাগ্যের উপর নির্ভর না করেই আমার অনুপস্থিতি ওঁদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ার বহু পূর্বেই আমি পালিয়ে বহুদূর চলে যেতে পারবো। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে, যা-কিছু বর্তমানে ঘটতে পারে তার মধ্যে পালানোটাই শুধু ঘটার কোন পথ দেখছি না। বাপজী একটু একটু করে মাথাটা উঁচু করলেন এবং পিঁপেটাক পানি খেলেন। তারপর আমাকে বললেন : "আবার যদি কোন লোক গুটিসুটি মেরে তোমাকে নেয়ার ফিকিরে এদিক-ওদিক ঘোরে তাহলে আমাকে জাগিয়ে দিও, শুনছো তো? সেই লোকটি বিনা কাজে আসে নাই, আমি তাকে গুলী করে মারতাম। পরের বার যদি আসে তাহলে আমাকে জানিয়ে দিও, শুনছো তো?"

তারপরে তিনি ধপ করে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমোতে লাগলেন, তিনি যে কথাগুলো বলছিলেন, তার ভেতর থেকেই আমি পালিয়ে যাওয়ার যে কল্পনা করতে যাচ্ছিলাম সেটার হদিস বেরিয়ে আসছিল। আমি মনে মনে বললাম, ঠিক এমনি ক্ষণে যদি পালানোর সময়টা স্থির করি তাহলে আমার পিছু নেয়ার কথা কেউ চিন্তাও করবে না।

প্রায় বারোটার সময় আমরা আবার বের হলাম এবং নদীর পাড়ে গেলাম। জোয়ারটা বেশ জোরেই আসছে। ভেসে-আসা অনেক কাঠের টুকরো উপরে উঠে আসছে। ক্রমে ক্রমে একটা কাঠের গুঁড়ির তৈরী ভেলাও ভেসে এলো। ন'টা গুঁড়ি একত্রে বাঁধা। আমরা ডিঙি নিয়ে এগিয়ে গেলাম। এবং সেগুলি গুন বেঁধে তীরে টেনে নিয়ে এলাম। তারপর ফিরে এসে আমরা খানা খেলাম। বাপজী ছাড়া আর যে-কেউই হোত, তাহলে সে সেখানে সারাদিন এমনি আরও কিছু জিনিস

www.boiRboi.blogspot.com

পাওয়ার জন্যে বসে থাকতো। কিন্তু বাপজীর ধাতে এ কর্ম সইতো না। ন'টা কাঠের গুঁড়ি একবার পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তিনি সেটাকে ঠেলে শহর পর্যন্ত নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। সুতরাং তিনি আমাকে ঘরে আটকে রাখলেন এবং ডিঙিটা নিয়ে ভেলাটাকে টেনে টেনে বেলা সাড়ে তিনটায় শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি ঐ রাত্রে আর আসবেন না। তাঁর ঠিকমতো রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর আমার করাত বের করলাম এবং দেয়ালের সেই গুঁড়িটার উপরে কাজ শুরু করলাম। এবং তিনি নদীর ওপারে যাওয়ার আগেই আমি সেটা কেটে একটি ফাঁক বের করে তা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, দূরে তাঁকে এবং তাঁর ভেলাটাকে একটা বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে।

আমি এক বস্তা ভুট্টা নিলাম। এবং যেখানে ডোঙাটি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নিয়ে গেলাম। আর গাছের পাতা এবং অন্যান্য ডালপালা সব সরিয়ে সেটাকে ডোঙায় রাখলাম। এমনি করে কিছু গোশতও নিয়ে গেলাম। তারপর মদের জগটি এবং যতটা কফি ও চিনি ছিল সবই নিয়ে গেলাম। কার্তুজ ইত্যাদি এবং সব কিছুই নিলাম। তারপর কিছুটা নেকড়া একটা বালতি আর একটা কুমড়ো নিলাম। একটা আলো এবং একটা টিনের বাটিও নেয়া হোল। পুরানো করাতখানা, দু'খানা কম্বল, একটি হাতা এবং কফির পাত্রটি—এসবও নিয়ে রেখে এলাম। ছিপ, বঁড়শি, দিয়াশলাই এবং অন্যান্য জিনিস—যার এক পয়সারও দাম আছে এমন কিছুও ছেড়ে এলাম না। মানে, নিয়ে নিয়ে জায়গাটাকে একবারে সাফ্ করে ফেললাম। আমার একখানা কুড়ালেরও দরকার ছিল। কিন্তু কোন কুড়ালই ছিল না, কাঠের বোঝাটার পাশে নামে মাত্র একটা কুড়াল ছিল। সেটাই-বা রেখে যাই কেন, মনে করলাম। তারপর বন্দুকটা বের করে আনলাম; এবারে আমার কাজ শেষ হোল।

ঐ ফাঁকটার ভিতর দিয়ে বার বার করে আসা যাওয়ায় এবং জিনিসগুলো টেনে আনায় মাটিটা অনেকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যতটা পারি, বাইরের থেকে ধুলোমাটি সেটার উপর ফেলে সেটাকে ঢেকে দিলাম। তাতে করাতের গুঁড়োগুলোও ঢাকা পড়ে গেল। তারপর কাটা গুঁড়িটাকে ফাঁকটার খাঁজে খাঁজে বেশ করে বসিয়ে দিলাম। এবং তার নিচে দুটো পাথর দিয়ে সেটাকে তুলে ফাঁকটার মধ্যে বেমালুম ধরে রাখার বন্দোবস্ত করলাম, কারণ কোন কোন জায়গায় সেটা একটু বাঁকা ছিল এবং মাটি স্পর্শ করছিল না। মোটের উপর এরকম হোল যে, আপনি যদি চার-পাঁচ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন এবং যদি না জানেন যে সেটাকে করাত দিয়ে কাটা হয়েছে, তাহলে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে ব্যাপারটা কি? তাছাড়া ভরসা ছিল যে, ওটা ঘরটার পশ্চাদ্ভাগ এবং কেউ যে আহাম্মকি করে সেদিকে ঘুরে বেড়াবে, এমনও কথা ছিল না।

ডোঙা পর্যন্ত ঘাসগুলো বেশ অক্ষত ছিল। যাক, তাহলে আমি যাওয়ার কোন চিহ্নই সৃষ্টি করি নাই। আমি চারদিকে ঘুরে জিনিসটা পরিদর্শন করলাম। এবং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীর উপরটাও দেখলাম। সবকিছু নিরাপদ বলে মনে হোল। তারপর বন্দুকটি নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। পাখি মারার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা বুনো শূকর দেখলাম। বড় ঘাসওয়ালা এলাকাগুলোতে শূকরের যে ফার্ম রয়েছে সেগুলো থেকে যখন শূকর পালায়, তখন পাগল অবস্থায় বেরিয়ে আসে। এটা মনে হোল তেমনি। যা হোক, এ মহাশয়টিকে আমি গুলি করলাম এবং তাঁবুতে নিয়ে এলাম। এরপর কুঠারটি নিলাম এবং দরজাটার উপর খুব করে গুঁতো মারলাম। তারপর সেটাকে হাঁকিয়ে দরজাটাকে বেশ চুর চুর করে দিলাম! তারপর শূকরটাকে ভিতরে নিয়ে এলাম, এবং প্রায় টেবিলের কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর তার গলাটা কুড়ালের কোপ দিয়ে কাটলাম এবং মাটির উপরে সেটাকে রক্তচুয়ানোর জন্যে ফেলে রাখলাম। মাটির উপরে, মানে সত্যি—,মাটির উপরে, বেশ শক্ত মাটি। সেখানে কোন রকম কাঠ-টাঠ ছিল না। তারপর একটা পুরানো বস্তা নিলাম। এবং তার মধ্যে বেশ বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো ভরলাম—যতটা আমি টেনে নিতে পারবো ততটা—তারপর সেটা শূকরটার কাছ থেকে টানা শুরু করলাম। সেটা টেনে দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলাম এবং দরজার ভিতর দিয়ে টেনে বের করে বনের ভিতর দিয়ে নদী পর্যন্ত নিয়ে এলাম। এবং সেটা নদীতে ফেলে দিলাম। সেটা ডুবে গেল এবং দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আপনি দেখলেই বুঝতে পারতেন যে, কোন জিনিসকে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে। আহা! টম সয়্যার যদি সেখানে থাকতো, তাহলে দেখতো কাণ্ডটা কি হচ্ছে। কারণ আমি জানি এই রকম ব্যাপারে সে খুব চালু ছিল। এবং কল্পনার স্পর্শ দিতে সে ছিল ওস্তাদ। এ সব ব্যাপারে টম সয়্যারকে কেউ কখনো হারিয়ে দিতে পারতো না।

যাক, শেষে আমি আমার কিছু চুল ছিঁড়লাম। কুড়ালখানায় ভাল করে রক্ত মাখালাম এবং সেটা দিয়ে ঘরের পিছন দিকে কয়েকটা কোপ মেরে সেটাকে এক কোণে ফেলে রাখলাম। তারপর আমি শূকরটিকে আমার বুকে কোটের সঙ্গে চেপে ধরলাম। যাতে রক্ত ঝরে নিচে না পড়তে পারে। এমন সময় চেয়ে দেখি নিচে এক টুকরো কাপড় পড়ে রয়েছে, তখন তা দিয়েই রক্তটা থামালাম। তারপর শূকরটাকে নিয়ে একেবারে নদীর মধ্যে ফেলে দিলাম। এবার অন্য একটা চিন্তা আমার মাথায় এলো। সেটাই কাজে লাগাতে আবার ডোঙাতে গেলাম এবং আটার বস্তাটি আর আমার করাতখানা ডোঙা থেকে ঘরে নিয়ে এলাম। এবং সেই বস্তাটি পূর্বে যেখানে ছিল, সেখানেই রাখলাম। রেখে করাত দিয়ে তলাটা একটু কেটে ছিদ্র করে দিলাম। কারণ ঘরে কোন ছুরি কিংবা কাঁটা ছিল না—বাপজী রান্নার ছুরিটা দিয়েই সবকাজ করতেন। তারপর আমি বস্তাটিকে বাড়িটার পূর্বদিকে এক'শ গজ দূরে ঘাস এবং উইলো গাছের ভিতর

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে টেনে হ্রদের পারে নিয়ে এলাম। এই হ্রদটি ছিল পাঁচ মাইলব্যাপী বিস্তৃত। এটা শীতের সময় হাঁসে পরিপূর্ণ থাকতো—এই হ্রদের পার দিয়ে একটা খাল বা খাড়ি অন্য দিকে চলে গিয়েছে। জানি না কোথায়, তবে নদীতে যায় নাই। আটার গুঁড়ো ঝরে ঝরে হ্রদ পর্যন্ত যাওয়ার একটা চিহ্ন রেখে দিল। আমি বাপজীর শান দেওয়ার পাথরটাও সেখানে ফেলে রাখলাম এমনভাবে, যেন মনে হয় কোন দুর্ঘটনায় এরূপ হয়েছে! তারপর আমি বস্তাটির ছিদ্রটা ভাল করে বেঁধে ফেললাম, যাতে আর এটা দিয়ে আটা ঝরে না পড়তে পারে। এবার আমি বস্তাটি এবং আমার করাতটিকে ডোঙায় নিয়ে তুললাম।

খুব অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সুতরাং আমি আমার ডোঙাটিকে উইলো পাতা দিয়ে তুজ করে ঢেকে রেখে চাঁদ ওঠার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর উইলোর ঝোপ থেকে চট করে বেরিয়ে এলাম। কিছু খেলাম। এবং ডোঙাটির মধ্যে শুয়ে পাইপটি ধরালাম। আর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি চিন্তা করতে লাগলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম যে লোকজন ঐ বস্তা টেনে আনায় যে রাস্তাটা হয়েছে, সেটা ধরে নদীর পারটায় আসবে এবং জাল ফেলে আমার মৃতদেহটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে। এবং ঐ আটা ঝরে যে রাস্তাটা তৈরী হয়েছে, সেটা বেয়ে আবার হ্রদের দিকেও যাবে। এবং যে ডাকাতগুলো আমাকে মেরে জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হয়েছে, তাদেরকে ধরার চেষ্টায় খাড়িটাকে তোলপাড় করে তুলবে। ওরা আমার মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কিছুর জন্যে নদীটা আর ঘাটাবে না। তারপর শীগগিরই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এবং আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা ছেড়ে দেবে। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবো। জ্যাকসন দ্বীপটি আমার জন্যে খুবই ভাল হবে। আমি ঐ দ্বীপটিকে খুব ভাল করে জানি। সেখানে কেউ বড়ো একটা আসে না। তারপর সেখান থেকে রাত্রিতে শহরে যেতে পারি। লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারি। এবং সময় মতো যা দরকার হাতের কাছে পেলে নিয়ে আসতে পারি। হ্যাঁ, জ্যাকসনের দ্বীপটিই ঠিক জায়গা। আমি খুব ক্লান্তি অনুভব করলাম। এবং তারপর সর্বপ্রথমে যা অনুভব করলাম, তা হোল এই যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম তখন মিনিট খানেকের জন্যে বুঝতে পারলাম না যে কোথায় আছি। আমি উঠে বসলাম। চারদিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে আমার স্মরণশক্তি ফিরে এলো। নদীটি মাইলকে মাইল বিস্তৃত মনে হচ্ছিল। চাঁদটি এত উজ্জ্বল ছিল যে পাড়ের থেকে শত শত গজ দূরে আমার পাশ দিয়ে ভেসে-যাওয়া কাঠের গুঁড়িগুলোকে গুণতে পারছিলাম। সব কিছু মৃত্যুর মতো নিশ্চুপ। মনে হোল অনেক রাত্রি হয়েছে। যেন গভীর রাত্রির গন্ধ পাচ্ছিলাম; আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আমি কি বলতে চাই—আমি কি কোরে যে বোঝাই তার ভাষা পাচ্ছি না।

কিছুটাক সময় নিলাম। এবং হাত-পা ছাড়লাম। তারপর বঁড়শিটা খুলে

ফেলার বন্দোবস্ত করছি—এমন সময় উপরে কিছু দূরে শব্দ শুনলাম। অল্পক্ষণ পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আওয়াজটা ছোট ছোট খেপ মেরে বৈঠা চালানোর মতো একটা নিয়মিত একঘেঁয়ে শব্দ। এরকম শব্দ গভীর রাত্রিতে স্পষ্টই শোনা যায়। আমি উইলো পাতাগুলো ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখলাম। দেখি একটা ডিঙি নদীটিতে আড়াআড়িভাবে চলে আসছে। তার মধ্যে কতগুলো লোক ছিল, বলতে পারি না। ডিঙিটা আমার দিকে আসতে লাগলো। যখন মুখোমুখি এসে গেল, তখন দেখি একটি লোক মাত্র ওতে রয়েছে। মনে করলাম, তা বাপজীই হবেন, যদিও আমি তা আশা করি নাই। ডিঙিটা স্রোতে ভেসে আমার পিছনে চলে গেল, আবার একটু একটু করে কিনারার দিকের মরা পানি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, এত কাছে এল যে, আমি আমার বন্দুকটি হাতে নিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারি বলে মনে হলো। হ্যাঁ, বাপজীই তো দেখছি। নিশ্চয়ই। এবং যেভাবে বৈঠা ফেলছিলেন, তাতে মনে হয়, মাথাটা ঠিকই আছে।

আমি সময় নষ্ট করলাম না। পরের মুহূর্তেই চট করে ঘুরে ভাটির দিকে নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুতগতিতে এগিয়ে পারের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলাম। এমনিভাবে আড়াই মাইল যাওয়ার পর নদীর প্রায় মধ্যখানে আবার চলে এলাম। কারণ তা-না হলে ফেরীঘাটের পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হোত এবং লোকে আমাকে দেখতো এবং ডাকতে থাকতো। আমি ভেসে যাওয়া কাঠগুলোর মধ্যে চলে এলাম এবং ডোঙাটির তলায় শুয়ে পড়ে, সেটাকে ইচ্ছেমতো চলতে দিলাম। আমি শুয়েই রইলাম এবং আরাম করতে লাগলাম। পাইপটি বের করে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ধূমপান করতে লাগলাম। আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিল না, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, চিৎ হয়ে শুয়ে জোছনা রাতে আকাশটা দেখলে সেটাকে খুব গভীর মনে হয়। আমি কিন্তু এর আগে তা জানতাম না; এবং এ-রকম রাত্রে কতদূর হতে যে কথা শোনা যায়, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার মনে হোল। কারণ, ফেরীঘাটের লোকগুলোর কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা কি বলছিলো, সব আমি শুনছিলাম। প্রত্যেকটি কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। একটি লোক বলছিলো যে, দিনগুলো বড় হচ্ছে এবং রাতগুলো ছোট হচ্ছে। আর একটি লোক বললো, এই দিনগুলোই সবচেয়ে ছোট দিন নয়, অন্তত সে তাই মনে করে। তারপর তারা সব মিলে হেসে উঠলো। এবং আবার তারা এ কথা বললো এবং আবার হেসে উঠলো। তারপর তারা অন্য একটি লোককে জাগালো। তাকে একথা বললো এবং হাসলো। সে লোকটি কিন্তু হাসলো না। সে গরম গরম কিছু বললো। এবং জানালো তাকে যেন তারা আর না ঘাঁটায়। প্রথম লোকটি বললো সে এই কথাটা তার বুড়ো গিন্নিকে বলবে এবং গিন্নি মনে করবে, বেশ মজার লোক তো! একথা বলে লোকটি মনে করলো

www.boiRboi.blogspot.com

একটা কথার মতো কথা বলেছে, এবং তার পিঠোপিঠি আরো বললো যে, সে তার জীবনে এরকম অনেক ভাল কথা বলেছে। তার কাছে এটা কিছুই না। আমি একজনকে বলতে শুনলাম প্রায় তিনটে বেজেছে এবং সে আশা করে যে, আর এক সপ্তাহেরও বেশী দেরী হবে না, এর মধ্যেই এই সময়েই ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে। এর পরের কথাগুলো দূর থেকে দূরে চলে যেতে লাগলো। এবং তারা কি কথা বলছে, তা বুঝতে পারলাম না। আমি শুধু তাদের কথার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে লাগলাম। কখন-সখন একটু হাসিও শুনলাম। কিন্তু মনে হোতে লাগলো সেটা দূরে এবং আরও দূর থেকে আসছে।

ফেরীঘাট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আমি এবার উঠে বসলাম। ঐ যে জ্যাকসন দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে। আড়াই মাইল দূরে ভাটিতে। গাছপালায় ভরা, নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপটা, বেশ বড়, ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ঠিক যেন আলো ছাড়া একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্বীপটির সামনে বালির চড়াটির কোন চিহ্ন ছিল না। সেটা পানির নীচে ডুবে গিয়েছিল।

সেখানে পৌছাতে আমার বেশি দেরী হোল না। দ্বীপটির মাথার দিকটায় স্রোত এত বেশি ছিল যে আমি তরতর করে চলে গেলাম। তারপর বদ্ধ পানিটায় গিয়ে পৌছলাম। এবং ইলিনয় যে পারে সেই পাড়টায় নামলাম। তারপর ডোঙাটিকে পাড়ের একটা খালের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম। এই জায়গাটা আমি চিনতাম। উইলো পাতা ফাঁক করে তার ভিতরে ডোঙাটা ঢুকিয়ে যখন সেটাকে পাড়ে কষে বাঁধলাম, তখন বাইরে থেকে আর সেটাকে দেখা যাওয়ার মতো অবস্থাই ছিল না।

আমি উপরে উঠে গেলাম এবং দ্বীপের মাথার উপর একটা গুঁড়ির উপর গিয়ে বসলাম। তারপর নদীটার উপর চেয়ে দেখলাম, দূরে শহরের দিকে কালো কাঠের টুকরোগুলো ভেসে যাচ্ছে, মাইল তিনেক দূরে শহরের দিক দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তিন চারটে বাতি দেখলাম মিটমিট করছে, একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির ভেলা মাঝ-দরিয়ায় দেখতে পেলাম, ভেসে ভাটির দিকে নেমে আসছে। তার উপরে মাঝখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। এটা খুব আস্তে আস্তে নেমে আসছে, যখন আমার মুখোমুখি এসে গেছে তখন শুনলাম যে, একটা লোক বলছে, "দাঁড় তোল এবং ডান দিকের ঘাটে লাগানোর জন্যে মুখটা ঘুরিয়ে দাও।" কথাটা এত পরিষ্কার শুনলাম যে মনে হোল তারা আমার পাশের থেকেই বলছে, আকাশটা একটু ধূসর হয়ে উঠছিলো। সুতরাং আমি জঙ্গলের দিকে পা চালালাম। এবং সকালে নাশতা করার আগে একটু ঘুমানোর জন্যে শুয়ে পড়লাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমি মিস ওয়াটসনের চাকর জিমকে রেহাই দিলাম

সূর্য এতটা উপরে উঠেছিল যে, যখন আমি জাগলাম, তখন মনে করলাম বেলা আটটার বেশি হবে। ছায়ার মধ্যে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে নানা বিষয় চিন্তা করছিলাম। মনে হচ্ছিল খুব বিশ্রাম হয়ে গেছে, বেশ আরাম এবং খুশী লাগছিলো। দেখতে পেলাম ছায়ার দু'একটি ছিদ্রপথে সূর্যের আলো এসে পৌছাচ্ছে। কিন্তু চারদিকেই ছিল বড় গাছ। তার মধ্যে সূর্যটা নিরাপদই মনে হচ্ছিল। মাটির আলোছায়ার চক্কোরগুলো নড়ছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন উপরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এক জোড়া কাঠবিড়াল ছোট একটি ডালে বসেছিল। দেখলাম বেশ মিতালি ভাব। আমার প্রতি কুটকুট করে কি যেন বলছিল। বেশ আলসেমি লাগছিল এবং আরামও লাগছিলো—উঠে গিয়ে নাশ্‌তা পাকাবো, এমন ইচ্ছা করছিল না। যাক, আবার সবে ঝিমুতে শুরু করেছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হোল "বুম" করে একটা বিকট শব্দ নদীর মধ্য থেকে ভেসে আসছে যেন। আমাকে ওটা জাগিয়ে দিল। কনুইয়ের উপর ভর করে শুনতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার শুনলাম। আমি এক রকম লাফিয়ে এগিয়ে গেলাম। এবং গাছের পাতার ছিদ্র দিয়ে দেখলাম। দেখতে পেলাম, পানির উপরে অনেক দূর পর্যন্ত নানা জায়গা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। একটি ফেরী নৌকা বরাবর উঠেছে, এবং লোক ভর্তি ফেরী নৌকাটা ভেসে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি? আবার "বুম"। দেখলাম ফেরী নৌকার পাশ থেকে ভক করে খানিকটা সাদা ধোঁয়া বের হয়ে এল। আপনি বুঝতে পারলেন কি ব্যাপার? তারা পানির উপর থেকে পানির মধ্যে কামান দাগছিলো, যাতে করে আমার মৃতদেহটি পানির উপরে ভেসে উঠে।

আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। কিন্তু খাওয়ার জন্যে যে আগুন জ্বালাবো, সে জো ছিল না। কারণ তাহলে তারা দেখে ফেলবে। সুতরাং সেখানেই বসে থাকলাম এবং কামানের ধোঁয়া দেখতে লাগলাম। আর 'বুম' শব্দ শুনতে লাগলাম। নদীটি সেখানে মাইলটাক চওড়া মনে হচ্ছিল এবং গ্রীষ্মের সকালটা খুবই ভাল লাগছিল। সুতরাং ওরা যে আমার লাশকে এমনিভাবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, সেটা দেখে আমার খুবই আনন্দে সময় কাটছিল। শুধু আফসোস হোল, আহা, যদি একটু কিছু খেতে পারতাম। হঠাৎ তখন একটা কথা মনে পড়লো। তাইতো একটা রেওয়াজ আছে যে কেউ ডুবে মরলে লোকেরা একটা পাউরুটির মধ্যে পারদ পুরে সেটা ভাসিয়ে দেয় এবং সেটা যেখানে মৃতদেহটা ডুবে পড়ে থাকে সেখানে গিয়ে থামে। মনে মনে বললাম দেখবো তো, এরকম কোন রুটি

www.boiRboi.blogspot.com

আমার চারপাশে কোনখানে ভেসে আসে কিনা। তা' যদি আসে, তা হোলে আমি এক হাত দেখিয়ে দেব এবং আমার ভাগ্যে কি পাওয়া যায়, তা দেখার জন্যে আমি ওখানটা ছেড়ে ইলিনয় যেদিকটায়, সেদিকটায় গেলাম। আমি নিরাশ হলাম না। দেখি একটি বড় ডবল পাউরুটি এদিকে ভেসে আসছে। আমি লম্বা একটি লাঠি-নিয়ে সেটাকে ধরার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার পা ফস্‌কে গেল এবং রুটিটা আরও দূরে ভেসে চলে গেল। আমি যে জায়গায় ছিলাম সেই পাড়টার কাছে সবচেয়ে বেশি স্রোত ছিল, অবশ্য এটা আমি ভাল করেই জানতাম, আস্তে আস্তে আরও একটা পাউরুটি অমনি ভেসে এল। এবারের চেষ্টায় জয়লাভ করলাম। পাউরুটিটা থেকে ছিপি মতো যেটা দেয়া ছিল সেটা খুললাম, এবং ঝেঁকে ঝেঁকে তার ভিতরের পারদগুলো ফেলে দিলাম। তারপর কামড় বসিয়ে দিলাম। এ রুটিটা ছিল খাস রুটিওয়ালা দ্বারা তৈরি—উচ্চাঙ্গের খাদ্য। আপনার এই নিম্নশ্রেণীর বাজারের রুটি নয়।

আমি ডালপাতার মধ্যে একটা ভাল জায়গা বেছে নিলাম, এবং একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে রুটিটা চিবুতে লাগলাম। আর ফেরী নৌকাটা সতর্কতার সাথে দেখতে লাগলাম। এবং সব মিলে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব অনুভব করলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা আমার খেয়ালে এলো। আমি মনে মনে বললাম, মনে হোচ্ছে বিধবাটি কিংবা পাদ্রী সাহেব কিংবা অন্য যে ব্যক্তিই হোক নিশ্চয়ই প্রার্থনা করেছিল যে, এই পাউরুটিটা ভেসে এসে আমার কাছে পৌছবে। আমি হিসেব করে দেখলাম, সেই ভাবে এসেছেও এবং আমাকে পেয়েছেও। সুতরাং সন্দেহ নাই যে এই জিনিসটার মধ্যে কিছু আছে। অর্থাৎ ঐ বিধবাটি কিংবা পাদ্রী যদি সত্যিই এরকম প্রার্থনা করে থাকে তাহলে ধরা যায় এই রকম প্রার্থনায় কিছু আছে। কিন্তু আমি তা করলে কোন কাজ করবে না জানি। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে ঠিকমতো লোক না হলে এসব তার জন্যে কোন কাজ করবে না।

আমি আমার পাইপটি জ্বালালাম। এবং ভাল করে তামাক খেলাম। আর তেমনিভাবে দেখে যেতে লাগলাম। ফেরী নৌকাটা স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছিল। আমি স্থির করলাম ঐ নৌকায় কারা রয়েছে তাদেরকে দেখার একটা সুযোগ নেব, কারণ নৌকাটা বেশ নিকট দিয়েই যাচ্ছিল : ঠিক যেখানে রুটিটি পাওয়া গেল সেখান দিয়ে। যখন ফেরীটি ভাটিবেয়ে আসতে আসতে আমার দিকে এল তখন আমি পাইপটি নিভালাম, এবং যেখানে আমি রুটিটাকে টেনে তুলেছিলাম সেখানে গেলাম। এবং পারে একটা কাঠের গুঁড়ির পেছনে একটুখানিক খোলা জায়গায় শুয়ে পড়লাম। গুঁড়িটির যেখানে একটুখানি ফাঁক আছে তার ভিতর দিয়ে আমি ওদেরকে দেখতে পারবো বলে মনে হোল।

আস্তে আস্তে ফেরীটি স্রোতের তোড়ে এতটা পাড়ের দিকে এলো যে একখানা তক্তা ফেলে পাড়ে উঠে আসা যেত। প্রায় সকলেই ঐ নৌকাটির মধ্যে

ছিল। বাপজী ছিলেন। জজ থ্যাচার ও বেসী থ্যাচারও ছিলেন। জো হারপার, টম সয়্যার এরাও ছিল। তারপর টমের বুড়ো পলিখালা সিড্, মেরী এবং আরও অনেকে ছিলেন। প্রত্যেকেই খুনের বিষয় আলোচনা করছিলেন! কিন্তু ক্যাপটেন তাঁদের কথা হঠাৎ থামিয়ে বললেন :

"এই দেখ, স্রোতটা এখানে খুব কাছাকাছি এসেছে। হতে পারে যে তাকে স্রোত ঠেলে পাড়ে এনে ফেলেছে এবং সে হয়তো নদীপারের গাছপালার মধ্যে আটকে রয়েছে। আমি তাই মনে করি।"

কিন্তু আমি তা করি না। তাঁরা সব ভিড় করলেন এবং রেলিংয়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। ঠিক একেবারে আমার মুখের উপর যেন। সব চুপ হয়ে তাঁদের দৃষ্টিতে যতটা শক্তি ছিল তা কড়াভাবে প্রয়োগ করে দেখতে লাগলেন। এদিকে আমি তাঁদেরকে দেখতে লাগলাম, একেবারে পরিষ্কার মানে পয়লা নম্বরের দেখা। কিন্তু তাঁরা আমাকে মোটেই দেখতে পেলেন না। ক্যাপটেন সুর করে বললেন, "সরে থাকুন।" তারপরে কামানটা আমার সামনে এতো জোরে দাগা হোল যে আমার কান সে শব্দে বধির ও চোখ ধোঁয়ায় অন্ধ হওয়ার যোগাড় হোল। মনে মনে ভাবলাম বুঝি খতমই হয়ে গেলাম। সেই কামানগুলোর মধ্যে যদি বুলেট দেওয়া থাকতো তাহলে মনে হয় তারা যে মৃতদেহটা খুঁজছেন সেইটাই পেয়ে যেতন। যাক, আমি দেখলাম, আমি আহত হই নাই। শুকর আল্‌হামদুলিল্লাহ। নৌকাটি ভেসে চললো এবং ঐ দ্বীপটির কাঁধ বরাবর গিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, আমি গোলার শব্দ থেকে থেকে শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে সেটা দূরে সরে যেতে লাগলো।

ক্রমে এক ঘন্টা পরে, সেটা আর শুনতেই পেলাম না। দ্বীপটি তিন মাইল লম্বা ছিল। আমার মনে হোল যে তাঁরা দ্বীপটির পারের দিকে গিয়ে পৌছে ছিলেন। এবং খোঁজার ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক করে ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল আবার একটু চেষ্টা চলছে। বোঝা গেল আরও কিছুক্ষণ অন্তত চলবে। তাঁরা দ্বীপের পারের দিক ঘুরলেন এবং মিসৌরীর দিকে যে নালাটা বেরিয়ে গিয়েছে, সেদিকে যেতে যেতে গোলা ফেলতে লাগলেন। আমি দ্বীপটির এপার থেকে ওদিকে গিয়ে তাঁদেরকে দেখতে লাগলাম। আমি তাঁরা যখন দ্বীপটির মাথা বরবার এসে গেলো, তখন গোলা মারা খতম করে মিসৌরীর পাড়ে নামলেন এবং শহরে যে যাঁর বাড়িতে চলে গেলেন।

আমি এবার বুঝলাম যে সব কিছুই এবারে ঠিক হয়ে গেছে। আর কেউ আমার পিছু পিছু শিকারীর মতো ধাওয়া করতে আসবে না। আমার গাঁটরি-বোচকা ডোঙা থেকে নিয়ে এলাম এবং ঘন জঙ্গলের মধ্যে থাকার জন্যে ছাউনি তৈরি করলাম। কম্বলগুলো দিয়ে এক রকম তাঁবুর মতো করে তার নিচে আমার জিনিসপত্র রাখলাম, যাতে সেগুলোকে বৃষ্টিতে না স্পর্শ করতে পারে। আমি একটা ক্যাটফিশ মাছ পেলাম এবং করাত দিয়ে কেটে দু'ফাঁক করে ফেললাম।

www.boiRboi.blogspot.com

সূর্যাস্তের দিকে তাঁবুতে যে রকম আগুন জ্বালান হয়, তেমনি আগুন জ্বালান শুরু করলাম, রাতের খানা খেলাম। তারপর সকালে নাশতার জন্যে যদি কিছু পাওয়া যায়, এই ভরসায় একটি বঁড়শি পেতে রাখলাম।

যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন আগুনের নিকট বসে তামাক খেতে লাগলাম, এবং মনে বেশ সুখানুভব করতে লাগলাম; কিন্তু ক্রমেই কি রকম যেন একাকী মনে হতে লাগলো। সুতরাং নদীর পাড়ে গেলাম এবং বসে বসে পাড়ে স্রোতের আঘাতের ঝাপঝপাস শব্দ শুনতে লাগলাম। তারপর ভেসে-আসা কাঠের গুঁড়ি আর ভেলা গুণতে লাগলাম। তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম; আপনি যখন একাকী রয়েছেন এ রকম অনুভব করেন, তখন সময় কাটানোর জন্যে এর চাইতে ভাল আর কোন ব্যবস্থা নাই দেখবেন, এবং এমনি করে আপনাকে বেশি দিন থাকতে হবে না, কারণ অল্পদিনের মধ্যেই আপনি এ ক্লান্তিকর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

এইভাবে তিন দিন তিন রাত্রি গেল। কোন তফাৎ নেই। 'ঐ একই গৎ। কিন্তু এর পরের দিন আমি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দ্বীপটির মধ্য দিয়ে চতুর্দিকে ঘুরে দেখতে শুরু করলাম। আমিই এখন দ্বীপটির প্রভু। এবং এর সবকিছুই ধরতে গেলে আমার। তাই আমি এটার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে চাইলাম। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল সময় কাটানো। বহু স্ট্রবেরি দেখলাম, পাকা এবং টসটসে গ্রীষ্ম কালের সবুজ আঙুরও দেখলাম। তারপর রাসবেরি দেখলাম, আর দেখলাম সবুজ মতো ব্ল্যাকবেরিগুলো গাছে বেশ ধরতে শুরু করেছে। হিসেব করে দেখলাম, দরকার মতো এগুলোকে এক এক করে হাতের কাছে পাওয়া যাবে। উদ্দেশ্যহীনভাবে গভীর বনের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমার মনে হোল, দ্বীপটির পাদদেশে এসে পৌছলাম। আমার সঙ্গে যে গাদা বন্দুকটা নিয়ে এসেছিলাম সেটা ছিল, কিন্তু গুলী করে কোন শিকার মারি নাই; ওটা ছিল আমার আত্মরক্ষার জন্যে। ভাবলাম, বাড়ির কাছাকাছি এসে কিছু শিকার করবো। ঠিক এই সময় আমি একটা বিরাট সাপের উপর প্রায় পাড়া দিচ্ছিলাম। কিন্তু সাপটি পিছনে সরে গেল এবং ঘাস ও ফুলের মধ্য দিয়ে চলে যেতে লাগলো। আমিও পিছনে পিছনে সেটাকে গুলী করবার জন্যে এগিয়ে যেতে লাগলাম। বন্দুকটাকে যুতমত চেপে ধরেছি, এমন সময় পুড়ে শেষ হয়ে গেছে এমন একটা ক্যাম্প আগুনের ছাইয়ের উপর গিয়ে হঠাৎ পড়লাম। ছাইয়ের গাদা থেকে তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছিল। ফুসফুসগুলোর মধ্যে আমার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। আমি আর অধিক দেখার অপেক্ষা করলাম না। বন্দুকের ঘোড়াটা নামিয়ে আটকে দিয়ে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে যত শীঘ্র পারলাম চুপি চুপি পালিয়ে ফিরে এলাম। মাঝে মাঝে মুহূর্তখানেকের জন্যে থামলাম। এবং কান পেতে শুনতে লাগলাম। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস এত জোরে বইছিলো যে অন্য কিছু শুনতেই পেলাম না। আবার কিছুটাক পথ চুপি চুপি গেলাম। এমনি করে

যেতে লাগলাম এবং শুনতে লাগলাম, এমন ধারা অনেকক্ষণ চলতে লাগলো। গাছের কাটা গুঁড়ি দেখলে সেটাকে মানুষ বলে ভুল করতে লাগলাম। হঠাৎ কোন খড়ির উপর পা পড়তে যখন সেটা ভেঙে যাচ্ছিল তখনই মনে হচ্ছিল যেন কোন একটা লোক আমার শ্বাসটাকে এক কোপে কেটে দুখণ্ড করে দিচ্ছে; আর সে দুখণ্ডের অর্ধখণ্ড মাত্র আমার দেহে থাকছে, আর যে অর্ধেকটা দেহে থাকছে সেটাও মনে হোল যেন ছোট অর্ধেকটা।

যখন আমার আস্তানায় ফিরে এলাম তখন আমার খুব যে ফুর্তির ভাব ছিল তা নয়, যদিও আমার গুড়ে ততটা বালি এখনো পড়ে নাই। তবুও আমি মনে মনে বললাম, এখন আর অযথা নষ্ট করার মতো সময় আমার নাই। সুতরাং জিনিসপত্রগুলো আবার নিয়ে ডোঙায় তুললাম, যাতে সেগুলো দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে। তারপর আমার জ্বালানো আগুনটা নিভালাম এবং ছাইগুলো এমনভাবে চারদিকে ছড়িয়ে দিলাম যেন মনে হয় গত বছর কেউ এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল। তারপর একটা গাছের উপরে চড়লাম। আমার মনে হয়, ঘন্টা দুয়েক হবে আমি গাছের উপর ছিলাম। কিন্তু কিছু দেখি নাই এবং কিছু শুনি নাই—তবু মনে হচ্ছিল, আমি শুনছি। এবং হাজার রকমের জিনিস দেখছি। যাক, আমি তো আর চিরকালের জন্যে সেখানে থাকতে পারছি না। সুতরাং নেমে এলাম। এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে নিজেকে গোপন রেখে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলাম। খাওয়ার মতো আমার হাতের কাছে যা ছিল সে হোল বেরি ফল এবং তাও সকালে খেয়ে যা বেঁচেছে সেইগুলো।

রাত হয়ে আসা পর্যন্ত ক্ষুধাটা বেশ যুতসইভাবে লেগে গেল। সুতরাং যখন বেশ ঘন কালো হয়ে অন্ধকারটা নেমে এল তখন আমি তীর থেকে চাঁদ উঠার আগেই সরে পড়লাম। এবং পোয়া মাইলটাক দূরে ইলিনয় তীরটার দিকে এগিয়ে গেলাম; তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম এবং রাত্রের খানা পাকালাম। আমি প্রায় মনস্থির করেছি ওখানেই সারা রাতটা থাকবো, এমন সময় একটি শব্দ শুনলাম খটর-খট, খটর-খট। আমি আমার মনকে সান্ত্বনা দিলাম। ঘোড়া আসছে। এবং পর পরই মানুষের গলার স্বরও শুনতে পেলাম। যত শীঘ্র পারলাম, সবকিছু ডোঙার মধ্যে রাখলাম। এবং জঙ্গলের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম যে কাণ্ডটা কি হচ্ছে? আমি বেশিদূর যাই নাই, হঠাৎ শুনলাম একটি লোক বলছে ঃ "আমরা এখানেই তাঁবু ফেলি। এবং দেখি কোন ভাল জায়গা পাই কিনা। ঘোড়াগুলো তো প্রায় বে-দম হয়ে গেছে। ঘুরে দেখি।"

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। ডিঙিটা ফস করে ঠেলা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এবং হালকাভাবে বইঠা মেরে চললাম। তারপর পুরানো জায়গাটায় গিয়ে সেটা বাঁধলাম। এবং স্থির করলাম আমি ডোঙার মধ্যে ঘুমাবো।

কোন রকমেই ঘুমাতে পারি নাই। কারণ চিন্তা করছিলাম। প্রত্যেক বারই যখন জাগতে লাগলাম, তখনই মনে হতে লাগলো কেউ আমার ঘাড়টা পাকড়ে

www.boiRboi.blogspot.com

ধরেছে। সুতরাং ঘুমটা আমার কোন কাজে আসে নাই। ধীরে ধীরে আমি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললাম যে এ রকম ভাবে আমি আর বাঁচতে পারি না। আমার গিয়ে দেখতে হবে এই দ্বীপটির মধ্যে আমার সঙ্গে আর কে আছে? হয় সেটা বের করবো নইলে খতম হবো। এই হোল কথা। ব্যস, যেমনি এরকম মনে করলাম অমনি বেশ ভাল অনুভব করতে লাগলাম।

সুতরাং আমি বইঠা মেরে তীর থেকে দু'এক কদম ডোঙাটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম। তারপর অন্ধকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। চাঁদ আলো দিচ্ছিল এবং অন্ধকারের বাইরে ঠাঁয় দিনের দিনের মতো আলোকিত ছিল। আমি উঁকি মেরে প্রায় ঘন্টাখানেক এদিক ওদিক দেখলাম। সব কিছু পাহাড়ের মতো নিশ্চুপ এবং গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল। যাক, এমনি ভাবে অন্ধকারে ডিঙি বেয়ে বেয়ে দ্বীপটির গোড়ায় এসে গেলাম। একটুখানিক ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো। ঝিরঝিরে বাতাসটা যেন বলছিল, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি ডিঙিটাকে বইঠা দিয়ে একটা চাড়া দিলাম এবং তার গলুইটা পাড়ে নিয়ে ঠেকালাম, এবং সুড়ুত করে জঙ্গলের এক প্রান্তের মধ্যে ঢুকে একটা গুঁড়ির উপর বসলাম। এবং ঘন পাতার ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম, চাঁদটির পাহারা দেয়া খতম হয়ে এসেছে। এবং অন্ধকার কম্বলের মতো নদীটাকে ঘিরে ফেলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছগুলোর উপর দিয়ে মরাটে আলো দেখতে পেলাম। তাতে মনে করলাম যে সকাল হতে চলেছে। সুতরাং আমি আমার বন্দুকটি নিলাম এবং ঐ যেখানে নিভানো আগুন দেখেছিলাম, সেই দিকটায় দৌড়ে গেলাম। পথে প্রতি দুএক মিনিট অন্তর অন্তর থেমে থেমে কান পেতে শুনতে লাগলাম। কিন্তু কোন প্রকারেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল না। আমার মনে হোল না যে আমি ঐ জায়গাটাকে আবার খুঁজে পাব। কিন্তু একটু পরে আমার নিশ্চিত মনে হোল আমি যেন দূরে গাছের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি একটি আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। আমি সেদিকে অত্যন্ত সাবধানে এবং ধীরগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এবং সেটাকে পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে—আস্তে আস্তে আমি তেমনি একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি একটি লোক মাটির উপর শুয়ে আছে। দৃশ্যটা আমাকে ভড়কে দিল। তার মাথার চারদিকে একখানা কম্বল জড়ানো আছে। আর মাথাটা মনে হয় প্রায় আগুনের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। একটি ঝোপের পিছনে বসলাম। ঝোপটা তার থেকে প্রায় দু'ফুট দূরে হবে। আমি তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। দিনের ধূসর আলো এখানে দেখা দিচ্ছিল। একটু পরেই সে হাই তুললো এবং হাত-পা ছড়ালো। আর কম্বলটাকে মুখ থেকে সরিয়ে ফেললো। ওমা, দেখি সে মিস ওয়াটসনের চাকর জিম। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমি তাকে দেখে খুব খুশী হলাম। আমি বললাম, 'কে, জিম?' এবং বলেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সে আমাকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো এবং পাগলের মতো আমার

দিকে চেয়ে রইলো। তারপর সে হাঁটুর উপর গেড়ে বসলো এবং দু'হাত একত্র করলো এবং বললো : "আমারে মাইর-ধইর কইরো না। আমি কোন ভূতের কোন রকম ক্ষেতি করি নাই। মরা মানুষরে আমি খুবই পছন্দ করি। আর আমার যা সাধ্য আমি তা করি। যাও, তুমি নদীর মদ্দে আবার ফিরা্য যাও, সেখানেই তোমার জাগা। বুড়া জিমরে তুমি আর কিছু কইরো না। হে তো তোমার দোস্তই আছিল।"

যাক, আমি যে মরি নাই সেটা তাকে বুঝানোর জন্যে খুব সময় লাগলো না। আমি তাকে দেখে খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন আর আমি একাকী অনুভব করছিলাম না। তাকে বললাম সে যদি লোকদের বলেও দেয় যে আমি কোথায় আছি, তাহলেও আমি তাকে ভয় করি না। আমি বলে চললাম। আর সে শুধুমাত্র বসে আমার দিকে চেয়ে রইলো। কোন কিছু বললো না। তারপর আমি বললাম, "বেশ আলো হয়েছে। এবার নাশতা করা যাক। তোমার আগুনটা ভাল করে জ্বালাও তো।"

"স্ট্রবেরি—কি ঐ রকম কিছু খাওনের লাইগা আগুন জ্বালানে লাভডা কি? তোমার তো বন্দুক আছেই, না কি নাই? তাইলে আমরা বের্রির চাইয়া ভালা কিছু পাবার পারি।"

"স্ট্রবেরি কিংবা ও রকম কিছু!" আমি বললাম, "তুমি কি এপর্যন্ত এই খেয়েই জান বাঁচিয়েছো?"

"আর তো কিছু পাওন যায় না।" সে বললো।

"কেন জমি, তুমি কত দিন এ দ্বীপটায় আছো?"

"যে দিন তোমারে খুন করে, তার পরের দিন থাইকা আছি।"

"সে কি? এই সম্পূর্ণ সময়টা!"

"হ, তা নয় ত কি?"

"আর তোমার এসব বাজে জিনিস ছাড়া অন্যকিছু খাওয়ার ছিল না?"

"না, মিয়া, কিছুই না।"

"তাহলে দেখছি তুমি উপোস করার মতোই রয়েছে, তাই নাই?"

"হ, আমার মনে অয় যে পালি আমি একটা আনাম ঘোড়াই খাইয়্যা ফালাতি পারি। হ, তা পারবো। তুমি কতদিন থাইক্যা এহানে আছ?"

"যে রাত্রিতে আমাকে খুব করলো, সেই রাত্রি থেকে আমি আছি।"

"তা, তুমি কি খাতিছো এত দিন? তোমার ত বন্দুক আছে। হ, তোমার একটা বন্দুক ত আছেই। খুউ-ব বালো কথা। এহন তুমি কিছু মার। আর আমি কিছু আগুন জ্বালাই।"

সুতরাং ডিঙিটা যেখানে ছিল সে সেখানে গেল এবং একটা ঘাস-ভরা খোলা জায়গায় সে যতক্ষণ আগুন তৈরি করছিলো ততক্ষণ আমি খাওয়ার জিনিসপত্র এনে জড়ো করছিলাম। মাংস, কফির পাত্র, তাওয়া আর চিনি এবং টিনের

www.boiRboi.blogspot.com

বুটিগুলো, সব এনে জড়ো করলাম। নিগ্রো জিম এসব দেখে বেশ কিছুটা ভড়কে গেল। কারণ, সে মনে করলো আমি ডাইনীদের যাদুর সাহায্যে এসব করেছি। এরপর আমি বড় একটা ক্যাটফিশ মাছ ধরলাম। জিম সেটাকে চাকু দিয়ে পরিষ্কার করলো এবং ভাজলো।

নাশতা তৈরি হয়ে গেলে আমরা ঘাসের উপর আধা হেলানদেয়া অবস্থায় সেগুলো,গরম-গরম খেতে লাগলাম। জিম তার সাধ্যমাফিক খাবারগুলো পেটের মধ্যে দ্রুত ঠেলে দিতে লাগলো। কারণ, সে ভয়ানক ভাবে ক্ষুধার্ত ছিল। তারপর আমাদের খাওয়াটা যখন বেশ ঠাসা মতো হোল তখন আমরা শুয়ে পড়লাম এবং আরাম করতে লাগলাম। একটু একটু করে জিম জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা কও দেহি, হাক, সেই ঘরটার মদ্দি, তুমি যদি না অও, তয় কেডা খুন অইছিলো।"

তারপর আমি তাকে সম্পূর্ণ বিষয়টা বললাম। তখন সে বললো, বেশ তুখোড় কাজ হয়েছে। সে বললো যে, আমি যা করেছি তার চেয়ে ভাল মতলব টম সয়্যারও ঠাহর করতে পারতো না। তারপর আমি বললাম ঃ "তুমি এখানে আসলে কেন, জিম। আর এলেই-বা কিভাবে?"

সে বেশ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো। এবং মিনিটখানেক কিছুই বললো না। তারপর বললো ঃ "হতি পারে আমার না কওয়াডাই বালো।"

"কেন, জিম?"

'দ্যাহো, কারণডা অইলো এই—যদি কই তয় তুমিত আমার আবার কোন ক্ষেতি করবা না? করবা নাকি, আগে কও, হাক?"

"করলে আমার দোষ দিও, জিম।"

"আইচ্ছা বেশ, আমি তোমারে বিশ্বাস করলাম। আমি—আমি পলাইয়া আইছি।"

"বল কি, জিম।"

"হ, কিন্তুক মনে রাইখো, তুমি কইছ যে তুমি কবা না, তা তুমি জান, হাক, তুমি নিজেই কইছ যে, তুমি কাওরে কবা না।"

"হাঁ, আমি তা জানি। আমি বলেছি যে আমি বলবো না। এবং আমি যা বলেছি তা রাখবো। সত্যি, কসম করছি, কথা রাখবো। জানি লোকে সে জন্যে আমাকে দাস-প্রথার বিরোধী একটি নীচ লোক বলবে এবং চুপ করে থাকার জন্যে আমাকে ঘৃণাও করবে। কিন্তু এরূপ করা-না-করায় আমি কোন তফাৎ ধরি না। আর আমি একথা বলবোই-বা কি করে, আমি তো আর সেখানে ফিরে যাচ্ছি না। তাহলে এবার জানা যাক তোমার ব্যাপারটা কি?"

"হ, দ্যাহো, এইভাবে ব্যাপার ঘটছিলো। ঐ বুড়ী মাইয়া মানুষডা, মানে মিস ওয়াটসন, হে সগল সময় আমার সাথে কাষ্ঠামি করে, আর খুউব খারাপ ব্যাভার করে। তয় সব সময়ই কয় যে আমারে ওরলিয়ান্সে নিয়া গিয়া কহুনো বিক্রি করবি না, কিন্তুক আমি দ্যাখলাম যে একজন নিগ্রো দাস-ব্যবসাইত ঐ জাগার

চাইরদিক দিয়া ঘুর ঘুর কইর‍্যা বেড়াইতিছে, আর তাই দেইখ্যা আমার খুব অসুস্থি লাগতি লাগলো! একদিন অনেক রাইতে আমি বাইরে থিক্যা ফিরা আইসা দরজার কাছে আস্তে আস্তে থামলাম, দরজাডা ভাল রকম ভিড়ান ছিল না। আমি শুনলাম হেই বুড়ী মাইয়্যাডারে বিধবা বিবিসাব জিজ্ঞাসা করতেছে যে আষ্ট'শ ডলার দিলে আমারে অরলিয়ান্সে বিক্রি করবি কিনা। উনি অবশ্যি বিক্রি করতি চান নাই। তয় বুঝল্যানা এডা, এক তুঁজ টাকা। তাই মনে করলাম বিটিডা লোভ সামলাতি পারবি না, ঐ ব্যবসাইতডা তারে রাজী করার চেষ্টা করতিছিলো, তাই আমি আর শ্যাষ পর্যন্ত শোনার জন্যি বইস্যা থাক্‌লাম না। আমি খুব তাড়াতাড়ি সইট্‌ক্যা পরলাম, এই কলাম তোমারে।

"আমি নিজে নিজেই ওহানথ্যা সইরা পরলাম, আর পাহাড়ের কিনার দিয়া নাইম্যা গেলাম, মনে করলাম, শহরের উজানে কোনখানে চুরি করার মতো কোন একখান ডিঙি পাবানে; কিন্তুক দেখলাম মানষির খুব চলাফেরা চলতিছে। তাই নদীর পারে তোমার ভাঙা যে দোকানডা আছে সেইডার মদ্দি পলাইয়া থাকলাম, আর সগল মানুষরা কহন চইল্যা যাবি, সেই তাহে থাকলাম। সেইখানেই আমি রাইত কাটাইয়া দিলাম। বুঝলানি? কেওনা কেউ সকল সময় ঐখান দিয়া যাওয়া আসা করতিছিলো! সেই সকাল বেলা ছয়ডা যহন বাজে, তহন থিকাই ডিঙি নাওগুলি যাওয়া-আসা করতি লাগলো, তারপর আটটার সময় ঐহান দিয়া যে সব নাও চলাফেরা করতিছিলো, তারা সবাই তোমার বাপ যে শহরে আইছে সেই কথা কতিছিল; আর কতিছিল তুমি খুন অইছ। শ্যাষ নাওডায় সব ভদ্দর পুরুষ-মাইয়্যা ভরা ছিল। তারা ঐ জাগাডা দেখবার জন্যি যাইতিছিল। কোন কোন সময় পাড়ে আসতিছিল, তারপরে একটু আরাম কইর‍্যা পার হওয়ার জন্যি আবার রওয়ানা অইতিছিলো। তাগো কথা শুইন্যা খুন সম্বন্ধে জানতি পারলাম। আমার খুব দুঃখ লাগতিছিল যে তুমি মারা গেছ, হাক, কিন্তুক এহন আর দুঃখ লাগতিছে না।

"আমি কাঠের খাল-বাকলের নিচে সাড়াডা দিন কাটাইলাম, আমার খুব খিদা লাগছিলো। কিন্তুক ভয় করতিছিলো। কারণ আমি জানতাম আমার বুড়া মেমসাব আর হেই বেওয়া বিবিসাব এরা দুইজন নাশ্‌তা খাওয়ার পর পরামিশ করার জন্যি মিটিং করবি; কেন, আমি সারাদিন ফিরলাম না। তারা জানত যে, আমি রোজ গরু-বাছুর লইয়া সকাল বেলা বাইর অইয়া যাই। সেই জন্যি দিন বইরা আমারে সেইহানে-দেহার আশা করতো না। আর সনধার আন্দার অওয়ার আগ পর্যন্ত জানতিও পারতো না যে আমি সেই হানে আছি কিনা। কিন্তুক আর আর চাকররা আমার না থাহাডা ভাল কইর‍্যাই বুঝতো, কারণ এই বুড়া বাইর অইতি না অইতি তারা একেবারে ছুটি পাইয়া বসতো।

"তারপরে যহন রাইত অইলো তহন আমি ঐ নদীর পার দিয়া চলতি লাগলাম। আর মাইল দুই গেলাম কি তার বেশি হবি, দ্যাখলাম কোন বাড়ি-ঘর

www.boiRboi.blogspot.com

নাই, তারপর কি করবো সেই সম্বন্ধে আমার মনডারে ঠিক কইরা ফেললাম। তুমি ভাইবা দেহ, যদি আমি পায় হাইটা পলাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করি, তয় তারা কুত্তা লাগাইয়া আমারে ধইরা ফেলতি পারবি, আবার আমি যদি নাও চুরি কইর‍্যা ওপার যাই, তয় তারা নাওডা যে নাই, তা তো দেখবি, বুঝলা না! আর তারা জানতি পারবি যে আমি নাও নিয়া ওপার গেছি, আর সেহান থাইকা আমি কোন দিকে গেলাম সেইডা কুত্তা দিয়াই বাইর কইর‍্যা ফালাইব। সেইজন্যি আমি মন রে কইলাম, মন, আমি যা চাই, হেডা আলো একটা ভেলা; ভেলায় কোন রাস্তা বাতলায় না।

"আমি দ্যাখলাম, ছোট একটা বাত্তি আস্তে আস্তে নদীর কোণা ঘুইর‍্যা আসতিছে। তাই দেইখ্যা আমি পানি ভাইঙ্গ্যা নদীতে নামলাম, আর একটা ভাইস্যা আনা কাঠ ধইর‍্যা আমার সামনে নিলাম। নিয়া সেইডা ধইর‍্যা সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে নদীর অর্ধেক চইল্যা আসলাম। তারপর যে সব কাঠ-টাট ভাইসা যাতিছিল, সেইগুলির মদ্দি মাথাটা নিচা কইর‍্যা রাইখ্যা সাঁতরাইয়া সোঁতের উল্টা দিকে একটুখানি চলতি লাগলাম, যাতে নাকি ভেলাডা ঠিকমতো আমার রাস্তায় আইস্যা যায়। তারপরে আমি সাঁতরাইয়া গোপনে ভ্যালাডার পেছনে যাইয়া উঠলাম। সেখানে একটুখানি আন্দার আছিলো। তারপর আমি ভ্যালাডার উপরে চুপি চুপি উঠলাম আর চুপ মাইরা শুইয়া রইলাম। ভ্যালাডার উপরে যে সব মানুষ আছিল তারা মদ্দিহানে যে হানে লণ্ঠনডা ছিল, সেইহানে আছিল। নদীতে জোয়ার আসতিছিল। সেইজন্যি খুব সোঁতও ছিল, আমি হিসাব কইর‍্যা দেখলাম যদি আমি এ রকম থাকতি পারি তয় সকাল হওয়ার আগেই আমি পঁচিশ মাইল চইল্যা যাইবার পারবো। তারপর সকালের আলো ওঠার আগে আমি চট কইরা নাইমা ইলিনয়ের দিকে জঙ্গলগুলার মদ্দি পালাতি পারবো।

"কিন্তুক আমার বরাত মন্দ। যখন আমরা এই দ্বীপডার মাথা বরাবর আইছি, তখন দেহি একটা লোক লণ্ঠন হাতে পিছনের দিকে আসতিছে। আমি বুইঝ্যা দেখলাম যে আর দেরি করা ঠিক হবি না। তাই আমি ফুস কইর‍্যা পানিতে নাইমা পরলাম। আর এই দ্বীপটার উদ্দিশ কইর‍্যা সাঁতার দিলাম। আমি মনে মনে ভাবতিছিলাম যে-কোনো জাগা দিয়া আমি দ্বীপডায় উইঠ্যা আসবার পারবো। তা' দেহি যে কিনারগুলি খুব খাড়া খাড়া। শ্যাষ পরযোন্ত ওঠার মতো একডা বালো কিনার পাতি পাতি এহেবারে এই দ্বীপডার পা'র কাছে আইস্যা পৌছলাম। তারপর আমি জঙ্গলের মদ্দি ঢুকলাম আর মনে করলাম যে ভ্যালার লইয়া আর বে-আক্কেলি কাম করার দরকার নাই, আর মনে করলাম যে-ভ্যালা মদ্দি লণ্ঠন লইয়া এইভাবে ঘুরাঘুরি চলে হে-ভ্যালার আমার দরকার নাই। আমার পাইপডা, প্যাঁচমারা কাঠের কৌটার মদ্দি এক তাল ঠাসা তামুক, আর

একটা ম্যাজ বাক্স—এইগুলি আমার টুপির মদ্দি রাখছিলাম, সেগুলি একটুও ভেজে নাই, সব ঠিকই আছিল।"

"তা' হলে তুমি গোশত কিংবা রুটি এতদিন এর কিছুই খাও নাই? তাই না? তুমি তো অন্ততঃ কাদার মধ্যে যে কচ্ছপগুলো থাকে, তার এক আধটি মেরে খেতে পারতে।"

"কওতো দেহি,—আমি তা পাব ক্যামন কইর‍্যা। তুমি তো ফট কইরা তাগো ধইর‍্যা আনতি পারবা না। আর তাদের পাথর দিয়াই মারবা কেমন কইর‍্যা? রাত্তিরতি ক্যামন কইর‍্যা মারবা। আর দিনির বেলাতেও তো নদীর পারে যাইয়া মানষিরি আর দেহা দিতি পারি না।"

"হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। তোমার তো সব সময় নিশ্চয়ই জঙ্গলে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। আচ্ছা তাঁরা যে বোমা মেরেছিলেন তা' শুনেছিলে?"

"হ, হ—আমি জানতাম যে তোমারে খুঁজতিছে। এই তো এহান দিয়া তাগো.যাতি দেখছি। ঝোপের ভিতর দিয়া ফুচকি দিয়া দেখছি।"

এই সময় কতকগুলো পাখীর বাচ্চা উড়ে এলো এবং নেমে এক এক গজ করে উড়ে উড়ে থামতে লাগলো। জিম বললো যে বৃষ্টি হবে এটাই তার চিহ্ন। সে বললো যখন মুরগীর বাচ্চা এমনিভাবে ওড়ে তখন বৃষ্টি হয়। সুতরাং পাখীর বাচ্চা যখন একই রকম উড়ছে তখন সে মনে করে এতেও তাই-ই হবে। আমি তাদের কয়েকটি ধরতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু জিম ধরতে দিল না। সে বললো এর অর্থ মৃত্যু। সে বললো তার বাপ একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের কেউ একটা পাখী ধরেছিল, তখন তার বুড়ো দাদী বলেছিল যে তার বাবা মারা যাবে। এবং তার বাবা মারা গিয়েছিল।

জিম আবার বললো দেখ, খাবার পাকানোর আগে যে জিনিসগুলো পাকাচ্ছো সেগুলো কখনো দেখবে না। কারণ তা তোমার মন্দ ভাগ্য আনবে। আর তুমি যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে টেবিলের কাপড় তুলে ফেলে ঝাড়, তা'হলে ঐ একই রকম ফল হবে। সে আরও বললো যে যদি কোন লোকের বাড়িতে মৌচাক থাকে তা'হলে সেই লোক মারা গেলে পরের দিন সকাল হওয়ার আগে ঐ মৌমাছিদেরকে সে কথা বলে দিতে হবে। নইলে মৌমাছিগুলো দুর্বল হয়ে পড়বে; কাজ ছেড়ে দেবে এবং মারা যাবে। জিম বললো যে, মৌমাছি নাকি আহাম্মক, যারা তাদের গায়ে হুল ফুটায় না; কিন্তু আমি এ বিশ্বাস করি না। কারণ আমি অনেকবার এটা তাদের দিয়ে পরখ করে দেখেছি যে তারা আমার গায়ে হুল ফুটায় না।

আমি এরকম কথা এর আগেও শুনেছি। কিন্তু জিম যতটা বললো ততটা শুনি নাই। জিম সব কিছুরই আলামত জানতো, সে বললো যে সে সব কিছুই প্রায় জানে। আমি তাকে বললাম, আমার কাছে মনে হচ্ছে, সে যে-সব

www.boiRboi.blogspot.com

আলামতের কথা জানে তা সবই দুর্ভাগ্যের দেখছি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সৌভাগ্যের কোন আলামত তার জানা নাই নাকি? আমায় সে বললো :

"হ, আছে। তয় খুব অল্প। আর সেডা মানষির কোন্ কামডায় আসবি কও তো! বরাত ভাল অওয়ার কথা তুমি ক্যান জানতি চাবা? তার থেইকা বাঁচনের চেষ্টা তো তোমার করতি হবি, না?"

তারপর অবশ্য সে বললো : "তয় তোমার হাতের মদ্দি, কি সিনার উপর যদি লম্বা লোম থাহে, এর মানে হবি যে তুমি বড় লোক হতি যাতিছ। হ, এই রকম চিন্নতেই কাম অয়। তাই তুমি আউগাইয়া যাতি পার। বুইঝলা না! হতি পারে পেরথমে তুমি অয়তো গরীব থাকবা আর সে জন্যি তুমি মন মরা অইয়া এমনও অতি পারে যে, নিজিরি মাইরা ফেলবার চেষ্টাও করতি পার। তাই কতিছি যে আগের থাইক্যা তুমি যদি জানতি পার যে, কেরমে কেরমে তুমি বড়লোক হবা, তা'হলি তুমি তো আরও কামডা করবা না।"

"তোমার কি বুকে আর হাতে লোম আছে, জিম?"

"আমারে তা পুছ করার দরকারডা কি? তুমি কি দেখতি পারতিছ না যে আমার আছে?"

"তা'হলে কি তুমি ধনী?"

'না, আমি এক সময় ধনী ছিলাম। আবার ধনী অ'ব। কেন—আমার তো একবার চৌদ্দ ডলার অইছিল। কিন্তক আমি ফট্‌কা খ্যাললাম। তারপর সব খতম।"

"তুমি কিসের উপর ফট্‌কা খেললে জিম?"

"এই—জিনিসের উপর।"

"কি রকম জিনিস?"

"ক্যান? জেবন্ত জিনিস—তুমিতো জান, এই গরু-বাছুর আর কি? আমি দশ ডলার দিয়া একটা গরু কিনছিলাম। কিন্তু আর না। আর এই গরু-বাছুরের উপর টাকা দরবো না। গরুডা আমার হাতের উপরই মইর‍্যা গেল।"

"তা' হলে তুমি দশ ডলারই হারালে।"

"না, তা দশ ডলার আরাই নাই। তার মদ্দি নয় ডলারের মতো হবি আরাইছি। আমি এক ডলার দশ সেন্টে চামড়া আর চর্বি বিকি করছিলাম।"

"তা'হলে তো তোমার পাঁচ ডলার, পাঁচ সেন্ট এখনও আছে। তুমি কি আর ফট্‌কা খেলছিলে"?

"হ, সেই যে বুইড়া ব্রাডিস সাহেবের এক পাওয়ালা নিগ্রো চাকরডা আছে, তারে তো তুমি জান, হেই ব্যাটা এক ব্যাঙ্ক খুলছিলো। আর কইছিলো যে এক ডলার যদি কেউ তারে দ্যায়, তয় বছরের হ্যাষে সে চাইর ডলার পাবি। অনেক নিগ্রোই তার সেহানে গেছিল কিন্তুক তাগো পয়সা বেশি আছিল না। আমিই ক্যাবোল ছিলাম যার পয়সা বেশি আছিল। তাই আমি চাইর ডলারের বেশি তার ব্যাঙ্কে লাগালাম আর কলাম যদি আমি লাভ না পাই, তয় আমি নিজেই এটটা

ব্যাঙ্ক খুইল্যা দিব। যাক, বুঝলাম, সেই নিগ্রোটা আমারে ব্যবসা থাইক্যা বাইরে রাখবার চাইতিছিলো! কারণ, সে কইলো যে দুই ব্যাঙ্ক করার মতো অত ব্যবসা কোহানে পাওয়া যাবি। তাই সে আমারে পাঁচ ডলার তাঁর ব্যাঙ্কে দেবার জন্যি কলো। আর কলো যে বছরের হ্যাষে সে আমারে পঁয়ত্রিশ ডলার দিবি।

"বাস অমনিই আমি ঠিক করলাম যে আমি যদি এহনই সেই পঁয়ত্রিশ ডলার কোন ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেই, তয় কামডা চলতির উপরই থাকতি পারে।

"বব নামে একজন নিগ্রো আছিলো। সে একটা কাঠের ফ্লাট ধরেছিল এবং তার মনিব একথা জানতো না আমি সেডা তার কাছ থিকা কিনা নিলাম আর তারে কলাম যে বছরের হ্যাষে ঐ পঁয়ত্রিশ ডলার যেন সে ঐ ল্যান্ডার কাছ থিক্যা নিয়া নেয়, কিন্তুক সেই রাত্তিরিতেই ঐ কাঠের ফ্লাটটারে চুরি কইর‍্যা কেডা যেন নিয়া গ্যালো। আর তার পরের দিন সেই এক পাওয়ালা নিগ্রোডা আইস্যা কইলো যে তার ব্যাঙ্ক ফেল মারছে। তাই আমাগো কেউই কোন পয়সাটয়সা আর পালাম না।"

"সেই দশ সেন্ট দিয়ে তুমি কি করলে জিম?"

"দেহো সেডা আমি খরচ করতি যাতিছিলাম। কিন্তুক আমি একটা খোয়াব দেখলাম। খোয়াবে আমারে কলো যে আমি সেডা যেন নিগ্রো বালুমরে দিয়ে দেই। যারে সগলে সোজাসুজি কয় বালুমের গাধা মাথা খরাবদের মদ্দি সে একজন। বুইঝলা না? কিন্তুক তা অলিও তারা সব কয় যে তার কপালডা মোটেই বালো না। খোয়াব আমারে কইলো যে বালুম ঐ দশ সেন্ট ব্যবসায় লাগাক। তা'হলি সেই আমারে অবস্থা ভালো কইর‍্যা দিবি। হ, বালুম টাকাডা নিল। আর যহন সে গীর্জায় গেল তহন শুনলো যে পাদ্রী কতিছে যে গরীবরে দিবি সে খোদারে ধার দিবি আর সে নিশ্চয়ই এক'শ গুণ বেশি টাকা ফিরা পাবি; তাই বালুম যে দশ সেন্ট নিছিল সেডা গরীবরে দিয়া দিল। আর খুবই খারাপ অবস্থার মদ্দি পইরা দেখতে লাগলো যে সেইডার বদলে কত আসে?"

"তার বদলে কিছু এসেছিলো কি?"

"কিছুই আসে নাই। আমি কোন রকমেই সে টাকাডারে কাজে লাগাতি পারলাম না। বালুমও পারলো না। পাদ্রী যতই কউক না ক্যান একশো গুণ বেশি টাকা পাওয়া যাবি আমি আর টাকা দিতিছি না। দিলি বন্দক রাইখ্যা দিবো। আমি যে দশ সেন্ট দিছি সেডা যদি ফিরা পাই, তা হলি সেডাই আমি ভাগ্যি মানবো আর মনে করবো যে আমার হিসাব নিক্যাশ সমান সমানই অইয়া গ্যালো আর সেডা ফিইরা পাওয়ার মত্তকা পালি খুশীই অবো।"

"থাক জিম এ-ঠিকই হোল। একদিন না একদিন যদি বড়লোক হও-ই তাহলে এখন যা ঘটার তা ঘটুক না কি আছে তাতে?"

"হ, আমি এহনই বা বড়লোক কম কিসির? আমি যহন আমার নিজির মনিব আর আমার দাম যহন আট'শ ডলার তহন কি আমি কম বড়লোক। তয় আহা রে! এডা যদি টাকায় পাইতাম তাঅইলে আর কিছুই চাইতাম না।"

www.boiRboi.blogspot.com

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-গৃহ ভেসে চলে গেল

আমার ইচ্ছে হোল দ্বীপটার মধ্যখানে গিয়ে একবার দেখি। কারণ আমি প্রথমে যখন তদারক করে দ্বীপটাকে দেখছিলাম তখন সেখানে একবার গিয়েছিলাম। সুতরাং আমরা রওয়ানা হলাম এবং শিগগিরিই সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। কারণ দ্বীপটি ছিল মাত্র তিন মাইল লম্বা এবং পোয়া মাইল চওড়া। এই জায়গাটায় একটা বেশ লম্বা এবং খাড়া পাহাড় ছিল। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হবে। আমাদের উপরে ওঠার সময় বেশ কষ্ট করে উঠতে হয়েছিল। কারণ পাশগুলো খুব খাড়া ছিল এবং তার উপর যে সব ঝোপগুলো ছিল তা খুব ঘন। আমরা উপরে উঠে চারদিক দিয়ে বেশ ঘুরলাম। এবং পাহাড়ের মধ্যে বড় একটা গুহা দেখতে পেলাম। এটা একেবারে উপরে যে দিকে ইলিয়ন, সে দিকটায় ছিল, এই গুহাটি তিন চারটে বড় কামরা একত্র করলে যতটা হয় ততটা বড় হবে। জিম সোজা হয়ে এর মধ্যে দাঁড়াতে পারতো, এর ভিতরটায় বেশ ঠাণ্ডা ছিল। জিম আমাদের জিনিসপত্র সরাসরি সেখানে এনে রাখার পক্ষপাতি দেখলাম। কিন্তু আমি বললাম যে, সব সময় ঐ রকম বেয়ে উঠা-নামা আমার ধাতে সইবে না।

জিম বললো আমরা যদি ডোঙাটিকে ভাল জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারি আর গুহাটির মধ্যে জিনিসপত্র এনে রাখতে পারি তাহলে যদি কেউ দ্বীপটিতে আমাদের খোঁজে আসে, তবে আমরা দৌড়ে এসে ঐখানে আশ্রয় নিতে পারি। এবং তারা তখন কুকুর ছাড়া আমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না। সে আরো বললো যে সেই পাখীর বাচ্চাগুলোকে সে যে-ভাবে উড়তে দেখেছে তাতে মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি নামবেই। আমি কি চাই যে জিনিসপত্রগুলো ভিজুক।

সুতরাং সে ফিরে গেল। এবং ডোঙাটাকে বৈঠা মেরে নিয়ে এসে গুহাটির বরাবর রাখলো এবং টেনে টেনে সব মালগুলো গুহায় নিয়ে এলো। তারপর আমরা ডোঙাটিকে লুকিয়ে রাখার জন্যে উইলোর ঝোপের মধ্যে একটি জায়গা খুঁজে বের করলাম। আমার পাতা বড়শি থেকে কিছু মাছ খুলে নিলাম। তারপর আবার সেগুলো পেতে রাখলাম এবং রাত্রের খাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। গুহার দরজাটা একটা পিঁপে ঢুকানোর মতো অতটা বড় ছিল। দরজাটার এক পার্শ্বে মেঝেটা একটুখানিক বাড়ানো মতো ছিল এবং এরকম সমতল ছিল যে, সেখানে আগুন তৈরি করা সম্ভব। সুতরাং, আমরা সেখানে আগুন তৈরি করলাম এবং রাত্রের খানা পাকালাম।

আমরা ভিতরে কার্পেটের পরিবর্তে কম্বলগুলো বিছিয়ে নিলাম। এবং সেখানে বসে আমাদের খানা খেলাম। আর সব মালপত্র গুহাটার পেছনের দিকে হাতের কাছেই রাখলাম। অল্প সময়ের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এলো। এবং বিদ্যুৎ চমকাতে

লাগলো। তারপর বজ্রপাত হতে লাগলো। তা'হলে পাখীর বাচ্চাগুলোর ওড়ার ব্যাপারটা ঠিকই দেখছি। ঝেঁপে বৃষ্টি নামা আরম্ভ হোল, এবং বেশ ভয়ঙ্করভাবেই আরম্ভ হোল। আমি এত জোরে বাতাসও বইতে দেখি নাই।

এটা গ্রীষ্মকালের একটি নিয়মিত ঝড়। অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হোল এবং সারা বাইরেটা কালসিটে নীল দেখা যেতে লাগলো। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বৃষ্টি এতঘন ভাবে পাহাড়ের গায়ে জোর ঝাপটা মেরে মেরে চলে যাচ্ছিল যে, একটু দূরের গাছগুলোকে আবছা এবং মাকড়সার জালের মতো দেখাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এত জোরে দমকা হাওয়া আসছিল যে, গাছগুলোকে নুইয়ে ফেলছিল এবং সেগুলোর পাতার নিচের ফ্যাকাসে অংশ দেখা যাচ্ছিল। আবার তার পিঠ ছিঁড়ে ফেলার মতো এক একটা ঝটকা বাতাস এসে গাছগুলোর ডালপালাকে এমনি ওলট-পালট করছিল যে, মনে হচ্ছিল সেগুলো আকাশে হাত ছুঁড়ে পাগলের মতো নাচছে। ঠিক এক মুহূর্ত পর সব কিছু গাঢ়তম নীল ও কালসিটে হয়ে গেল। ইস্ কি মহিমার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! আপনি ক্ষণেকের জন্যে দেখছেন গাছের মাথাগুলো নুইয়ে গিয়ে ঝড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে, যতদূর আগে দেখতে পাচ্ছিলেন তার চেয়ে শত শত গজ দূরে দেখছেন; তারপর এক মুহূর্তে সব কিছু পাপের মতো অন্ধকার। আপনি এবার শুনলেন প্রচণ্ডভাবে কড় কড় করে বজ্রপাত হোল তারপর গড় গড় মড় মড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে সেটা আকাশ বেয়ে পৃথিবীর নিচের দিকটায় চলে গেল—ঠিক যেন বহু শূন্য-পিঁপা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, খুব বড়ো একটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে এবং খুব বড়ো বড়ো লাফে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে এমনি; বুঝতে পারলেন তো।

"জিম, কি সুন্দর! দেখছো তো?" আমি বললাম, "এখানে ছাড়া আর কোনখানে আমার একটুকুও থাকার ইচ্ছে হচ্ছে না। দাওতো আমারে একটুকরো মাছ দাও। আর কিছু আটার রুটিও দাও।"

"হ। কিন্তু জিমের জন্যি যদি না অতো, তালি এ হানে আর আসা অতো না। তুমি তো সেই নিচায় জঙ্গলের মদ্দি না খাইয়া পইড়া থাইকতা। আর প্রায় ডুইবা মরার অবস্থা অতো। বুইঝলা ভাইডি, তাই অতো। মুরগীর বাচ্চারা জানে কহন বৃষ্টি হতি যাতিছে। আর পাখীর বাচ্চারাও তা জানে।"

নদীটায় জোয়ারের পর জোয়ার আসতে লাগলো। নদীর পানিটা উঠে আসতে লাগলো উপরে। এমনিভাবে উঠতেই থাকলো। দশ বারো দিন হবে। শেষ পর্যন্ত পানি পাড় ছাড়িয়ে গেল। দ্বীপটির উপর তিন চার ফুট গভীর হয়ে পানি উঠলো। ইলিনয়ের দিকের পাড়টা বহু মাইল ব্যাপী ছাপিয়ে গেল। কিন্তু মিসৌরীর দিকটা যেখানে নদীটা আধামাইল চওড়া ছিল, সেটা তাই রইলো। কারণ মিসৌরীর পাড়টা ছিল খাড়া পাহাড়ী পাড়।

দিনের বেলায় আমরা ডোঙায় দ্বীপটার চারদিকে ঘুরতাম। বাইরে যদিও সূর্যের আলোর উত্তাপ খুব প্রখর ছিল কিন্তু গভীর জঙ্গলের মধ্যেটা ছিল খুব

www.boiRboi.blogspot.com

ছায়ায়ভরা এবং ঠাণ্ডা। আমরা গাছগুলোর মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলতাম। কোন কোন সময় আঙ্গুরের লতাগুলো এত ঘন এবং নিচুতে দেখতে পেতাম যে, আমরা পিছন হটতে গিয়ে আবার অন্য দিক দিয়ে এগিয়ে যেতাম। আর প্রত্যেক ভাঙা গাছগুলোর উপরে সাপ, খরগোশ কিংবা এমন অন্য জীব দেখতে পাওয়া যেত। তারপর যখন দ্বীপটি বর্ষার পানিতে ভেসে গেল তখন না খেয়ে খেয়ে ওরা এত ভীরু হয়ে গেল যে পোষ মানানো পশুর মতো মনে হোত। তখন বৈঠা মেরে মেরে তাদের কাছে যেতে এবং তাদের গায়ের উপর ইচ্ছে করলে হাতও রাখতে পারা যেত। কিন্তু সাপ এবং কচ্ছপের ব্যাপারে তা সহজ ছিল না—তারা সুড়ুৎ করে পানিতে চলে যেতো। যে পাহাড়টির উপরে আমাদের গুহাটি ছিল এগুলোর দ্বারা সেটা এত ভরা ছিল যে আমাদের আর পোষা জন্তু পালার মতো স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না।

একদিন রাত্রে একটা ভেলার কিছুটা অংশ আমরা ধরে ফেললাম—বেশ ভাল পাইন গাছের তক্তার তৈরি। বারো-ফুট চওড়া এবং পনেরো-ষোল ফুট লম্বা হবে এবং উপরটা পানির থেকে ছয় সাত ইঞ্চি উঁচু হবে। শক্তও বেশ। আর এর মেঝেটাও বেশ সমতল। দিনের বেলায় করাত দিয়ে কাটা গুঁড়িগুলো ভেসে যেতে দেখতাম। কিন্তু সেগুলো ধরতাম না। কারণ দিনের বেলায় আমরা দেখা দিতাম না। একদিন রাত্রে যখন আমরা দ্বীপটার মাথার দিকে উঠে গিয়েছি, ঠিক সকালের আলো আসার পূর্বে দেখি, পশ্চিম দিকটায় কাঠামোসার একটা ঘর ভেসে আসছে। ঘরটি ছিল দো'-তলা এবং বেশ কিছুটা বেঁকে ছিল। আমরা ডোঙা বেয়ে সেখানে গেলাম এবং তাতে চড়লাম। তারপর দো'তলায় একটা জানালার ধারে গেলাম। কিন্তু তখনও এত অন্ধকার ছিল যে, ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল না। সুতরাং আমরা আমাদের ভেলাটা তার সঙ্গে বাঁধলাম এবং সেখানে বসে দিনের আলোর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমরা দ্বীপটির পায়ের দিকে পৌঁছার আগেই আলো আসা আরম্ভ করলো। তারপর আমরা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম যে একটি বিছানা, একটি টেবিল, দু'টি পুরানো চেয়ার এবং আরও অনেক জিনিস মেঝের চারদিকটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর দেয়ালের গায়ে কাপড় ঝুলানো রয়েছে। কামরাটির শেষ প্রান্তে কোণার দিকে মেঝের উপর মানুষের মতো কি একটা পড়ে রয়েছে দেখলাম। জিম বললো : "কেডা তুমি?"

কিন্তু সে কোনরকম নড়াচড়া করলো না। তখন আমিও চিৎকার করলাম। তারপর জিম বললো : "মানুষডা ঘুমাতিছে না মইরা গ্যাছে। তুমি এহানে দাঁড়াইয়া থাহ। আমি যাইয়া দেহি।"

সে গেল। উঁবু হোল, এবং দেখলো। তারপর বললো : "এডা দেহি মরা মানুষ, হ নিচ্চই মরা। নেংটাও দেহি। তার পিঠির মদ্দি দিয়া গুলী করা অইছে।

আমি মনে করি যে তিন চাইর দিন অইল সে মরছে। তুমি ভিতরে আইস। তয় তার মুহির দিকি চাইও না। মুখটা দেখতি কি বয়ানক।"

আমি তার দিকে মোটেই চাইলাম না। জিম কতকগুলো পুরানো কাপড় তার গায়ের উপর ফেলে দিল। তার সেটা করার কোন দরকার ছিল না। কারণ আমি তাকে দেখতে চাইছিলাম না। দেখি তেলচিটে অনেকগুলো তাস মেঝের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। একটা পুরানো মদের বোতল আর কালো কাপড়ের তৈরি একজোড়া মুখোশ রয়েছে, আর সারাটা দেওয়ালের উপরে কয়লা দিয়ে অবোধ্যতম কি সব হিজিবিজি লেখা রয়েছে। দু'টো পুরানো ময়লা সুতির পোশাকও রয়েছে দেখলাম। রোদ্দুর থেকে বাঁচার জন্যে একটা মাথাঘেরা টুপি, কিছু মেয়েদের বডিস ও সেমিজ আর কিছু পুরুষের কাপড়-চোপড়ও ঝুলানো রয়েছে। সেগুলো এনে আমরা ডোঙায় তুললাম—সময়তে ভাল মতো কোন কাজে লেগে যেতে পারে। একটা ছেলেদের পুরানো দাগী খড়ের হ্যাট পেলাম। আমি সেটাও নিলাম। একটা বোতল ছিল, তার মধ্যে দুধও ছিল, এর উপরে বোটও লাগান ছিল, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর জন্যে। আমরা বোতলটা তুললাম। কিন্তু সেটা ভাঙা ছিল বলে নিলাম না। চুল জমিয়ে রাখার একটা কৌটা এবং বহুত পুরানো একটা নড়বড়ে বাক্সও পাওয়া গেল। সেটার কবজিগুলো ভাঙা এবং বাক্সটি খোলা পড়ে ছিল। কারণ তার ভিতরে কিছুই রেখে যায় নাই। জিনিসপত্র এইভাবে ছড়ানো ছিল যে মনে হোল লোকগুলো তাড়াতাড়ি সব ফেলে গেছে। হয়তো তারা পূর্বে স্থির করে নাই যে সম্পূর্ণ জিনিস তাঁরা নিয়ে যাবে।

একটা পুরানো লণ্ঠন, পুরানো একটা বাঁটহীন কসাইদের ছুরিও আমরা পেলাম। আর পেলাম নতুন একটা ধারালো ছুরি, যার দাম যে-কোন দোকানে দু'টাকাতো হবেই। এর অনেকগুলো মোমবাতি, একটা টিনের মোমবাতিদান, একটা কুমড়ো, একটা টিনের বাটি আর একটা পুরানো লেপ পেলাম। লেপটি বিছানায় ছিল না। একটা ছোট জালের থলি পাওয়া গেল; তাতে ছিল সুঁই, পিন, মোম, বোতাম, সুতো এবং এই রকম সব জিনিস। একটা টাঙ্গি এবং কিছু তারকাটাও পেয়ে গেলাম; আর ফেলাম বড়শি ফেলার কিছু সুতো, ঠিক আমার কড়ে আঙুলের মতো মোটা হবে, তাতে বিরাট রকমের কতকগুলো বড়শি বাঁধা ছিল। এছাড়া পেঁচানো কিছুটা হরিণের চামড়া, কুকুরের গলার চামড়ার বেল্ট, ঘোড়ার পায়ে লাগানো নাল এবং কয়েক শিশি লেবেলবিহীন অষুধও পেলাম। তারপর আমরা যখন চলে আসছি তখন ঘোড়ার গা আঁচড়ানো একটা খররা দেখলাম। জিম একটা পুরানো নড়বড়ে বেহালার ছড়া পেল। আর একটা কাঠের পা' পেলো। সেটার উপর কোন চামড়া ছিল না বটে, কিন্তু তাছাড়া পা'টা বেশ ভালই ছিল। যদিও সেটা আমার জন্যে ছিল বড় এবং জিমের জন্যেও যতটা লম্বা হওয়া দরকার ততটা ছিল না, তবুও আমরা অন্য পা'টির জন্যে যথেষ্ট খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

সুতরাং সবকিছু বেড়িয়ে ধরলে আমরা এ ক্ষেপটিতে বেশ ভাল ভাল জিনিসই পেয়েছিলাম। আমরা যখন বেরিয়ে চলে আসার জন্যে তৈরি হয়েছি তখন দেখি দ্বীপটি থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল ভাটিতে চলে এসেছি। এবং বেশ আলোও হয়ে গেছে; সুতরাং আমি জিমকে ডোঙার মধ্যে শুইয়ে দিলাম আর লেপটা দিয়ে ঢেকে দিলাম। কারণ, যদি সে বসে থাকে তাহলে অনেক দূরের থেকেও চেনা যাবে যে একজন নিগ্রো। আমি বৈঠা মেরে মেরে ইলিনয়ের তীরের দিকে যেতে লাগলাম। এবং এ রকম করতে গিয়ে প্রায় আধ মাইল ভাটিতে চলে এলাম। তারপর তীরের নিচ দিয়ে বদ্ধ পানি বেয়ে আবার এগিয়ে গেলাম। আমাদের কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নাই কিংবা কেউ আমাদের দেখেও নাই। সুতরাং আমরা নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

সাপের চামড়া ছোঁয়ার ফল

নাশতা খাওয়ার পর আমি মৃত লোকটি সম্বন্ধে কথা বলতে চাইলাম এবং কিভাবে তাকে খুন করা হোল সে সম্বন্ধে আজমায়েশ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জিম তা করতে দিল না। সে বললো যে এতে দুর্ভাগ্য আনবে। তাছাড়া লোকটির আত্মাও আসতে পারে এবং আমাদের পিছু নিতে পারে। সে আরো বললো, যদি কোন লোককে কবর দেওয়া না হয় তাহলে সে এমনি ঘোরাফেরা করে, কারণ, যাদেরকে কবর দেওয়া হয় এবং যারা কবরে বেশ আরামে থাকে, তাদের ঘোরাফেরা করার দরকার কি? কথাটা বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হোল। সুতরাং আমি আর বেশি কিছু বললাম না! কথাটা মনে মনে বিবেচনা করতে লাগলাম। তবু জানার আকাঙ্ক্ষা হতে লাগলো যে লোকটাকে কারা মেরেছে এবং কি জন্যে মেরেছে?

আমরা যে কাপড়গুলো পেয়েছিলাম সেগুলো খুলে খুলে দেখলাম। পুরানো একটা কম্বল দিয়ে তৈরি ওভারকোটের আস্তরের মধ্যে আটটি ডলার খুঁজে পেলাম। জিম বললো সে মনে করে, যে লোকগুলো ঐ কাঠের বাড়িটায় ছিল তারা ঐ কোটটাকে চুরি করেছিল। কারণ, তারা যদি জানতো যে ওর মধ্যে টাকা আছে, তাহলে ওটাকে রেখে যেত না। আমি বললাম, আমার মনে হয় তারাই ওকে খুনও করেছে। কিন্তু জিম এ সম্বন্ধে কোন কথা বলার জন্যে রাজী হোল না। আমি বললাম : "আচ্ছা, এখন তো তুমি খুব মনে করছো এটা দুর্ভাগ্য আনবে। কিন্তু পরশু যখন আমি সেই পাহাড়টার উপরে সাপের চামড়াটা পেয়েছিলাম, তখন তুমি কি বল নাই যে সাপের চামড়া হাত দিয়ে স্পর্শ করলে পৃথিবীতে সব চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আনে? এই কি তোমার সেই দুর্ভাগ্যের নমুনা?

এই যে এত সব জিনিস খুঁজে পেলাম আর জড়ো করলাম, আবার উপরি পেলাম আট ডলার, এটা কেমন দুর্ভাগ্য? আমি আশা করি, জিম, এমনি করে দুর্ভাগ্য যেন আমাদের জন্যে রোজই আসে।"

"ভাইডি, এতো মনে কইরো না। ফট কইর‍্যাই যে আসবি তা মনে কইরো না। আমি তোমারে কলাম যে এডা আসতিছে!"

হাঁ, সেটা আসলোও। যেদিন আমরা একথা বলি সেদিন ছিল মঙ্গলবার। যাক, শুক্রবারের রাতে খানা খাওয়ার পরে আমরা ঘাসের উপর শুয়ে ছিলাম, পাহাড়ের উপরের দিকটায়। তামাক খতম হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছু তামাক আনতে গুহাটির মধ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা বিষাক্ত সাপ। আমি সেটাকে মারলাম এবং কুণ্ডলী পাকিয়ে জিমের কম্বলটার পায়ের কাছে রাখলাম। এমনভাবে রাখলাম যেন ঠিক জীবন্ত মনে হয়। মনে করলাম সেটা জিম দেখলে ভারি মজার ব্যাপার ঘটবে। রাত হওয়া অবধি আমি সাপটার সম্বন্ধে সব কিছু ভুলে গেলাম। তারপর ভিতরে গিয়ে আমি বাতি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে জিম কম্বলটির উপর তড়াক করে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হঠাৎ দেখি যে সাপটির সঙ্গীটি সেখানে এসেছে। সেটা জিমকে কামড়ে দিল। জিম চিৎকার করতে করতে লাফিয়ে উঠলো। আলোর মধ্যে প্রথমেই দেখলাম যে বিষাক্ত সাপটি কুণ্ডলী ধরে আর একবার জিমকে ছোবল দেওয়ার জন্যে তৈরি। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি একটা লাঠি নিয়ে সেটাকে ধরাশায়ী করলাম। জিম তাড়াতাড়ি বাপজীর মদের জগটা নিল এবং সেটা পায়ের উপর ঢালতে শুরু করলো।

সে খালি পায়ে ছিল। সাপটি ঠিক তার গোড়ালিতে কামড় দিয়েছিল। এই সব ঘটলো শুধু এই জন্যে যে—আমি এমন একটি আহাম্মক যে ভুলে গিয়েছিলাম, একটি সাপকে মারলে তার সাথী এসে তার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। জিম আমাকে সাপের মাথাটা কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বললো। তারপর সেটার গায়ের চামড়া ছিলে ফেলে তার একটুকরো ভেজে দিতে বললো। আমি তাই দিলাম এবং সে সেটা খেল। এবং বললো, এটা তাকে আরোগ্য করবে। তারপর সে সাপের হাড় নিয়ে তার হাতের কব্জি ঘিরে বেঁধে দিতে বললো। সে বললো, তাতে কাজ হবে। তারপর আমি চুপে চুপে বেরিয়ে এলাম। এবং সাপ দুটোকে দূরে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলাম। কারণ যতদূর সম্ভব আমি জিমকে জানাতে দিতে চাই না যে এ সব আমার দোষে হয়েছে।

জিম মাথা নিচু করে জগ থেকে চুষে চুষে মদ খেতে লাগলো। মধ্যে মধ্যে সে তার মাথা বের করে নিল এবং দাঁড়িয়ে চারদিকে লাফাতে আর চিৎকার করতে লাগলো। তারপর একটু স্থির হয়েই আবার জগের মধ্য থেকে চুষে চুষে মদ খেতে লাগলো। তার পায়ের পাতা ফুলে বেশ বড় হয়ে গেল। তেমনি পা'টাও ফুলে গেল। একটু একটু করে তার মাতলামিটা জমে আসতে লাগলো। সুতরাং আমি মনে করলাম সে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় বাপজীর এই মদ খাওয়ার চাইতে সাপের কামড় খাওয়া অনেক ভাল।

www.boiRboi.blogspot.com

জিম চারদিন চার রাত শয্যাগত ছিল। তারপর ফুলাটা চলে গেল এবং সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। আমি মনে মনে স্থির করলাম ভবিষ্যতে আর সাপের চামড়া স্পর্শ করবো না। সাপের চামড়া ছোঁয়ার ফল হাতে হাতে পেয়ে এ বিশ্বাস জন্মালো। জিম বললো, এর পর থেকে আমি নিশ্চয়ই কথাটা বিশ্বাস করবো। কারন, সাপের চামড়া স্পর্শ করা এত দুর্ভাগ্যজনক যে এমনও হতে পারে হয়তো এখন পর্যন্ত আমরা সে দুর্ভাগ্যের শেষ দেখতে পাই নাই। সে বললো, যদি তার বাম কাঁধের উপর দিয়ে এক হাজার বার চাঁদ দেখতে হয়, সেও ভাল, তবুও সে কোনদিন সাপের চামড়ায় হাত দেবে না। যাক, আমি নিজেও তাই অনুভব করছিলাম। যদিও জানতাম যে বাম স্কন্ধের উপর দিয়ে চাঁদ দেখা যে-কোন লোকের পক্ষে সবচেয়ে আহাম্মকি এবং গোঁয়ার্তুমির কাজ। বুড়োহ্যাঙ্ক বাক্কার একবার এটা করেছিল এবং সে তা নিয়ে খুব বড়াই করেছিল, তার ফল কি হোল? দু'বছরের মধ্যেই সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তার বাড়ির একটা উঁচু বুরুজ হতে লাফিয়ে পড়ে এবং এরকম চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল যে বলতে পারেন সেও যেন একটি মাটির স্তর আর কি! লোকজন তাকে কফিন বাক্সের পরিবর্তে একজোড়া দরজার ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর তেমনিভাবেই তাকে মাটি দিয়েছিল। সবাই এই কথা বলে, অবশ্য আমি তা দেখি নাই। বাপজী আমাকে বলেছেন। সে যাই হোক এ জিনিসটা ঘটেছিল শুধু সে অমনিভাবে আহাম্মকের মতো চাঁদ দেখেছিল বলে।

দিন চলে যেতে লাগলো। নদীও আস্তে আস্তে দু'পাড়ের মধ্যে নিচে নেমে যেতে লাগলো। এবং এরপরে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা করলাম সেটা হোল একটা খরগোশের চামড়া ছাড়িয়ে বড়শিতে গেঁথে সেটা ফেললাম; এবং একটা মাছ ধরলাম—ক্যাটফিশ। মাছটা ইয়া বড়, ঠিক একটা মানুষের মতো হবে; ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা এবং দুশো পাউণ্ড ওজন হবে প্রায়। আমরা সেটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেই একটা হ্যাঁচকা টানে সেটা আমাদেরকে উড়িয়ে ইলিনয়ে নিয়ে ফেলতো, তাই আমরা শুধুমাত্র বসে বসে তাকে দেখতে লাগলাম। সেটা লম্ফঝম্ফ করতে লাগল এবং পানিটা চিরে তোলপাড় করে এদকি-ওদিক ছুটতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মরে ডুবে গেল। তার পেটের মধ্যে আমরা একটা তামার বোতাম, একটা গোল বল এবং নানা রকম ছুটকো জিনিস পেলাম। আমরা বলটাকে টাঙ্গি দিয়ে কেটে দু'টুকরো করলাম। এবং তার ভিতরে দেখি একটা সুতোর গুটি রয়েছে। জিম বললো অনেক কাল আগের থেকে এটা তার পেটের মধ্যে রয়েছে। এবং এটার উপর পরদা পড়ে পড়ে সেটাকে একটা বলে পরিণত করেছে। আমার মনে হোল, এটা এত বড়ো যে এত বড়ো মাছ এ-পর্যন্ত মিসিসিপি নদীতে আর ধরা হয় নাই। জিম বললো সে এর চাইতে বড় মাছ কখনো দেখে নাই। গ্রামে হলে এটার দাম খুব বেশি হোত। গ্রামে এই মাছগুলো সের হিসাবে বিক্রি হয়। আর প্রত্যেকে এর কিছু কিছু কেনে। মাছের টুকরোগুলো দেখতে বরফের মতো শাদা। আর এর ভাজাও খুব ভাল হয়।

পরের দিন সকালে আমি বললাম দিনগুলো বড় একঘেয়ে এবং ঢিমে হতে চলেছে। আমি কোন রকম উত্তেজনা চাই। আমি বললাম বরং আমি নদীটা পার হয়ে গিয়ে দেখি ওপাড়ে কি ব্যাপার ঘটছে। জিম আমার এ মতটি পছন্দ করলো। কিন্তু সে বললো আমি যেন অবশ্যই অন্ধকারে যাই এবং চারদিক দেখেশুনে সাবধানে চলি। তারপর সে জিনিসটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখলো এবং বললো, আমি ঐ পুরানো কাপড়-চোপড়ের কিছু পরে মেয়ে সেজে গ্যালে কেমন হয়? এ কল্পনাটা দেখলাম বেশ ভাল। সুতরাং যে সব গাউন ছিল তার একটাকে কেটে ছোট করে নিলাম এবং পাজামাটার পাগুলো উল্টিয়ে হাঁটু পর্যন্ত আনলাম। তারপর সেটা পরলাম। জিম সেটাকে হুক দিয়ে এঁটে পায়ের সঙ্গে লাগসই করে দিল। মেয়েদের একটি টুপি পরলাম এবং সেটার ফিতে আমার থুৎনির নিচে বেঁধে দিলাম। তখন যদি কেউ আমার চেহারা দেখতে চাইত তা'হলে তাকে একটি পাইপ চুলোর দেখার মতো কষ্ট করে ঝুঁকে দেখতে হতো। জিম বললো, এমন কি দিনেও আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। আমি সারাদিন কাপড় পরে পরে অভ্যস্ত হতে লাগলাম। এবং ধীরে ধীরে কাপড়গুলোর ব্যবহারে রপ্ত হলাম। কিন্তু জিম বললো আমি নাকি মেয়েদের মতো হাঁটতে পারছি না। আরো বললো আমি গাউন তুলে প্যান্টের পকেটে হাত দেওয়ার অভ্যেসটা যেন ত্যাগ করি। আমিও সেটা লক্ষ্য করলাম এবং আরও সুষ্ঠুভাবে মেয়েদের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করলাম।

রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর আমি ইলিনয়ের তীরের দিকে রওয়ানা হলাম। শহরের দিকে যেখানটায় ফেরীঘাট রয়েছে তার একটু ভাটি থেকে বরাবর শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। স্রোতের তোড় আমাকে শহরের শেষ প্রান্তে নিচের দিকে নিয়ে এল। আমি ডোঙাটা বাঁধলাম; তারপর পাড় ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। একটি কুঁড়েঘরে দেখছি বাতি জ্বলছে। সেখানে কেউ অনেক দিন ধরে থাকতো না জানতাম। আমি ভাবলাম, কে সেখানে এসেছে। তারপর চুপি চুপি এগিয়ে গেলাম। এবং জানালা দিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, একটি চল্লিশ বছরের মতো মহিলা পাইন টেবিলের উপরে বাতির কাছে বসে কি যেন বুনছিলেন। আমি তাঁর চেহারা দেখে চিনলাম না। বুঝলাম, তিনি নতুন আগন্তুক। কারণ, শহরের এমন কোন চেহারা কেউ আমাকে দেখাতে পারবে না যাকে আমি জানতাম না। যাক, এটা ভাগ্যই বলতে হবে। কেন যে এভাবে এলাম তা চিন্তা করে ভয়ে আমি দুর্বলই হয়ে পড়ছিলাম। কারণ, লোকে আমার গলার স্বর শুনে বুঝবে এবং বের করে ফেলবে, আমি কে? যাক, এই মহিলাটি যদি মাত্র দু'দিন হোল এখানে এসে থাকেন, তা'হলে আমি তাঁর নিকট যা জানতে চাইবো, তিনি বলতে পারবেন। সুতরাং আমি নির্ভয়ে গিয়ে দরজাতে টোকা দিলাম। এবং মনস্থির করলাম যে আমি ভুলে যাব না আমি একটি মেয়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

একাদশ পরিচ্ছেদ

তারা আমাদের পিছু নিয়েছে

"ভিতরে এসো।" মহিলাটি বললেন এবং আমি তাই করলাম। তিনি বললেন, "একটি চেয়ার নাও।"

আমি তা নিলাম। তিনি তাঁর ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটো আমার শরীরের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন এবং বললেন, "তোমার নামটা কি হচ্ছে?"

"সারা উইলিয়াম্‌স।"

"কোনখানটায় তুমি থাক? এই জায়গাটার কাছে কি?"

"নান—না। আমি হুকারভিল-এ থাকি, সাত মাইল ভাটিতে, আমি সম্পূর্ণ রাস্তাটা হেঁটে এসেছি, এবং খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুধার্ত, তাই না? আমি দেখছি, তোমার জন্যে কিছু পাই নাকি?"

"নান—না। আমি ক্ষুধার্ত নই, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম বটে, তবে এখানে আসার দু'মাইল আগে একটা ফার্মে থেমেছিলাম। এখন আর আমি ক্ষুধার্ত নই। আর এই জন্যেই আমার এত দেরি হয়েছে। আমার মা অসুস্থ এবং শয্যাগত। টাকা-পয়সা এবং সব কিছু ফুরিয়ে গেছে। আমি এখানে আমার চাচা এবনার মূরকে সে কথা বলতে এসেছি। তিনি এই শহরের উপরের শেষ দিকটায় কোনখানে থাকেন। আগে এখানে আর কখনো আসি নাই। আপনি তাঁকে চেনেন কি?"

"না, আমি এখনো সবাইকে চিনে উঠতে পারি নাই। দু'সপ্তাহও হয় নাই—আমি এখানে বাস করছি। এখান থেকে শহরের উপরের শেষ দিকটা অনেকটা দূর, তুমি বরং এখানে রাত্রিটা থাক এবং তোমার মাথার টুপিটা খুলে ফেল।"

"না।" আমি বললাম, "আমি এখানে একটু জিরিয়ে নেব, তারপর চলে যাব, আমি অন্ধকারকে ভয় করি না।"

তিনি বললেন তিনি আমায় একাকী যেতে দেবেন না। তাঁর স্বামী এরই মধ্যে এসে যাবেন। হোতে পারে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই; এবং তিনি তাঁকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন। তারপর তিনি তাঁর স্বামী এবং নদীর উজানে ও ভাটিতে তাঁর যে-সব আত্মীয়স্বজন আছে, তাঁদের সম্বন্ধে এবং তাঁরা আগে কিভাবে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতেন সে সম্বন্ধে এবং তাঁরা জানতেন না যে শহরে আসাটা কি রকম মারাত্মক ভুল, বরং যা ছিল তাই থাকতে দেয়াই ভাল ছিল—এ-রকম সে-রকম-নানা কথা বলে যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমিই ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম যে শহরে কি ঘটছে সেটা তাঁর কাছে জানতে আসায় আমার মারাত্মক রকম ভুল হয়ে গেছে; আস্তে আস্তে তিনি তাঁর কথাবার্তার মোড় বাপজী এবং খুনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন আমি চাইলাম যে তিনি যত ইচ্ছে বক বক

করে যান। তিনি আমার সম্বন্ধে বললেন। আমি এবং টম স্যয়ার যে বারো হাজার ডলার পেয়েছি, তা বললেন (তিনি অবশ্য সেটা বিশ শুনেছিলেন)। বাপজী আর তাঁর কঠিন ভাগ্য এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা বললেন। এবং শেষ পর্যন্ত আমি যে খুন হয়েছি তিনি সে কথাটাও বললেন। আমি বললাম : "কে খুন করেছে? আমরা অবশ্য এই সব কাণ্ড সম্বন্ধে হুকারভিলে অনেক কিছু শুনেছি। কিন্তু আমরা জানি না হাকফিনকে যে মেরেছে, সে কে ছিল?"

"দেখ, আমি মনে করি এখানকার কিছু কিছু উৎসাহী লোক, কে তাকে মেরেছে তা জানার জন্যে উৎসুক বটে, তবু কেউ কেউ মনে করে যে বুড়ো ফিনই তাকে খুন করেছে।"

"না—না, তাই নাকি।"

"অবশ্য প্রত্যেকেই প্রায় প্রথমে তা মনে করেছিল; সে বুড়ো কখনো জানতেই পারবে না যে তার গায়ের চামড়া ছিলে ফেলার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু রাত হওয়ার আগেই সবাই মত পরিবর্তন করলো এবং স্থির করলো যে সেই পলাতক নিগ্রো চাকরটাই ও কাজ করেছে।"

"কেন, সে—"

আমি থেমে গেলাম। ঠিক করলাম আমার চুপ করে থাকাটাই ভাল। তিনি বলে চললেন এবং আমি দেখলাম আমি যা বলেছিলাম তা তিনি খেয়াল করেন নাই। তিনি বলেই চললেন :

"যে রাত্রে হাকফিন খুন হয়, নিগ্রোটি সেই রাত্রে পালিয়েছে। সেই জন্যে তার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—তিন'শ ডলার, এবং বুড়ো ফিনের জন্যেও, বুঝলে কিনা, পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—দু'শ ডলার। যেদিন হাক খুন হোল—তার পরের দিন সে সকালে শহরে এসেছিল, খুনের কথা বলেছিল, এবং সবাইকে নিয়ে ফেরী নৌকায় গিয়েছিল, এবং ঠিক তার পরপরই সে পালিয়েছে। রাত্রিতে সবাই তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার আগে, বুঝলে কিনা, সে ভেগেছে। পরের দিন সবাই দেখলো নিগ্রোটিও চলে গেছে আর সবাই এটা বের করে ফেললো, যে-রাত্রে খুন হয়েছে সেই রাত্রের দশটার পর থেকে নিগ্রোটির আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সবাই, বুঝলে কিনা, এ কাজটি তার উপরই চাপিয়েছে। পরের দিন যখন লোকজন এই চিন্তায় মশগুল, তখন বুড়ো ফিন এসে নিগ্রোটিকে সম্পূর্ণ ইলিনয়ে খুঁজে বের করার জন্যে টাকার দরকারের কথা উল্লেখ করে জজ থ্যাচারকে কইজৎ করতে লাগলো। জজ তাকে কিছু টাকা দিলেন। সে সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় মদ খেয়ে মাতাল হোল। তারপর দুজন ইয়া-তাগড়া অজানা লোকের সঙ্গে ঘুরঘুর করে দুপুর রাত পর্যন্ত ঘুরলো এবং তাদের সঙ্গে চলে গেল। তারপর থেকে তাকে আর দেখা যায় না। আর লোকেও তার খোঁজ রাখছে না। যে পর্যন্ত না উত্তেজনা মিটে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝার মতো হয়, সে পর্যন্ত লোকেরা তার কোন খোঁজ-খবর নেবে না। কারণ

www.boiRboi.blogspot.com

লোকেরা মনে করছে যে সে তার ছেলেকে খুন করেছে, এবং জিনিসপত্র এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে লোকেরা মনে করে ডাকাতই এ-কাজ করেছে। সে সহজেই হাকের টাকাগুলোর মালিক হবে। মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট আর পোয়াতে হবে না। সবাই বলে যে কাজটি সে ভাল করে নাই। ইস! আমার মনে হয় লোকটি ধূর্ত। সে যদি এক বছর না আসে তাহলে তার পক্ষে তা ভালই হবে। জানলে, তার বিরুদ্ধে কোন কিছু প্রমাণ করা যাবে না। সব জিনিসই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং কিছুই ঘটে নাই যেমন, এমনি সহজভাবে হেঁটে এসে হাকের টাকাগুলোর মালিক হয়ে বসবে।"

"হুঁ—ম, আমিও তাই মনে করি, মা-জী। আমি এর মধ্যে কোন বাধা দেখি না। আচ্ছা, নিগ্রো যে খুন করেছে এ চিন্তা কি প্রত্যেকে ছেড়ে দিয়েছে?"

"ও! না, প্রত্যেকে ছাড়ে নাই। অনেকে এখনও মনে করে সে-ই করেছে, তারা নিগ্রোটাকে শীগগীরই পেয়ে যাবে। এবং হতে পারে ভয় দেখিয়ে তার থেকে কথাটা আদায়ও করে নেবে।"

"কেন? তারা কি এখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?"

"আচ্ছা, তুমি দেখছি একেবারেই মাসুম, তাই না? তিনশটি ডলার মানুষের কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে কি রোজ রোজই রাস্তায় পড়ে থাকে? এখানকার বাসিন্দাদের কেউ কেউ মনে করে যে নিগ্রোটা এখান থেকে বেশি দূরে নাই। আমিও তাদেরই একজন—কিন্তু একথা আমি বলে বেড়াই না। এখানে আমার বাড়ির পাশেই গাছের গুঁড়ির যে ঘরটি আছে, সেইখানে এক মিয়া-বিবি থাকেন। কয়েক-দিন আগে তাঁরা প্রায়ই বলতেন ঐ যে একটু দূরে যে দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে, তাকে জ্যাকসন দ্বীপ বলা হয়, সেখানে কেউ যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, সেখানে কেউ বাস করে কি? তাঁরা তার উত্তরে বলেছেন, কেউ না, না—কেউ না। আমি আর বেশি কিছু বলি নাই। তবে এ নিয়ে কিছুটা চিন্তে করেছি। আমি বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত যে আমি দ্বীপটার আকাশে ধোঁয়া দেখেছি। ঠিক যেখানে দ্বীপটির মাথা সেইখানে। দুই-একদিন আগের কথা, সুতরাং আমি ভেবেছি যে নিগ্রোটার সেখানে পালিয়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সে যাই হোক, আমি বলি যে কষ্ট করে যদি জায়গাটাকে একবার ঘুরে দেখা যায় তাহলে সে কষ্টটা পুষিয়ে যাবে। কিন্তু এর পরে আমি সেখানে আর ধোঁয়া দেখি নাই। সুতরাং এখন আমি মনে করি যে যদি ওখানে থেকেও থাকত তাহলে সে এখন চলে গেছে। কিন্তু আমার স্বামীটি ব্যাপারটা একবার দেখতে যাচ্ছেন। তিনি এবং আর একটি লোক। তিনি নদীটার উজানে গিয়েছিলেন; আজ ফিরেছেন এবং দু'ঘন্টা আগে যখন ফিরেছিলেন তখনই আমি একথা তাকে বলেছি।"

আমার ভারি অস্বস্তি লাগতে লাগলো। আমি স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। আমার হাত দিয়ে কিছু করার দরকার হচ্ছিল। সুতরাং আমি টেবিলের উপর থেকে একটি সুঁই তুলে নিলাম এবং তাতে সুতো পরাতে লাগলাম। আমার হাত

কাঁপতে লাগলো। আর কাজটা বিশ্রীভাবে হতে লাগলো। মহিলাটি তখন কথা বলা থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে চাইলেন, এবং বেশ কিছুটা কৌতুকময় দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। আমি সুঁই এবং সুতোটি রাখলাম এবং তাঁর কথা শোনার জন্যে উৎসুক ভাব দেখালাম—আর উৎসুক হয়েছিলামও। আমি বললাম : "তিনশ ডলার তো দেখি এক তুঁজ টাকা। আহা! আমার মা যদি সেটা পেত। আপনার স্বামী কি আজ রাত্রেই সেখানে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের উপর দিকটায় গেছেন। দেখতে গেছেন কোন নৌকা পেয়ে যান কিনা। আর একটা বন্দুক ধার পাওয়া যায় কিনা তাও দেখতে গেছেন। ও দ্বীপটিতে তাঁরা দুপুর রাতের পরে যাবেন।"

"তাঁরা যদি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাহলে বেশ পরিষ্কারভাবে সব দেখতে পাবেন না কি?"

"হ্যাঁ, এবং নিগ্রোটিও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে নাকি; দুপর রাতের পর হয়তো সে ঘুমিয়ে পড়বে, এবং তারা চুপি চুপি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবেন। আর সে যদি ক্যাম্পে আগুন জ্বালিয়ে থাকে তাহলে তা অন্ধকারে দেখতে পাবেন।"

"আমি অবশ্য একথা চিন্তা করি নাই।"

মহিলাটি বেশ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন। আমি মোটেই স্বস্তিবোধ করছিলাম না। একটু পরেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি না কি নাম তোমার বললে, লক্ষ্মীটি!"

"মম্—মেরী উইলিয়াম্স।"

বলেই আমার কেমন যেন মনে হোল এর আগে আমি যেন মেরী বলি নাই। সুতরাং আমি উপরের দিকে মুখ তুললাম না। মনে হোল যেন আমি সারা বলেছিলাম : সুতরাং আমি একটু কোণঠাসাই হলাম, এবং আমার ভয় হোল যেন আমাকে দেখে মনে হয় সেটা বোঝাও যাচ্ছিল। আমি চাইলাম মহিলাটি কিছু বলেন; তিনি যতই চুপ করে বসে থাকলেন, আমি ততই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। এবার কিন্তু বললেন : "লক্ষ্মীটি! আমার মনে হয় তুমি যখন প্রথম এলে তখন তুমি সারা বলেছিলে।"

"ও! হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম সারা মেরী উইলিয়াম্স। সারা হোল আমার প্রথম নাম। কেউ কেউ আমায় সারা বলে, আবার কেউ কেউ আমায় মেরী বলে।"

"ও, তাহলে তাদের বলার ধরন বুঝি এই রকম?"

"হ্যাঁ"।

এরপর আমি কিছুটা ভালো অনুভব করতে লাগলাম, এবং ভাবলাম কোন রকমে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। এখন পর্যন্ত আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পারছিলাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

যাক, মহিলাটি সময়টা যে কি কঠিন হয়ে পড়েছে সে সম্বন্ধে কথা বলা শুরু করলেন, তাঁদের কি রকম গভীরভাবে বাস করতে হচ্ছে, আর ইঁদুরগুলো কি রকম স্বাধীন, যে তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন এটা তাদেরই বাড়ি—এমনিভাবে নানা রকম কথা বলতে লাগলেন। পরে আমি একটু সহজবোধ করতে লাগলাম। ইঁদুরের সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলো ঠিকই ছিল। কারণ যে কেউ চোখ খুললেই দেখতে পাবে কোণের গর্তটার মধ্য থেকে একটি ইঁদুর বার বার নাক বের করছে। তিনি বললেন যে ঐ ইঁদুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারার জন্যে হাতের কাছে তাঁর নানা রকম জিনিস রাখতে হয়। তা না হলে ইঁদুরগুলো তাঁকে শান্তি দেয় না। তিনি আমাকে একটা সীসার পাত দেখালেন। সেটাকে মুচড়িয়ে একটা গিরোর মতো করা হয়েছে। তিনি বললেন, এটা দিয়ে সাধারণভাবে ইঁদুরকে মারা খুব সুবিধে। তবে তিনি দু'একদিন আগে এটাকে ছুঁড়তে গিয়ে তাঁর হাত মচ্‌কেছেন; এবং এখন পর্যন্ত ঠিক জানেন না যে এটা ফেলার ছহি কায়দাটা তিনি রপ্ত করতে পেরেছেন কিনা। তিনি একটা মওকা পাওয়ার জন্যে সুযোগ খুঁজেছিলেন। এবং একটা ইঁদুর দেখেই সোজাসুজি এটা তার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু সেটা তার অনেকটা তফাৎ দিয়ে চলে গেল। এবং তাঁর হাতে এরকম চোট লাগলো যে তিনি উহ্ বলে কঁকিয়ে উঠলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন এর পরেরটা আমাকেই চেষ্টা করতে হবে। আমি সেখান থেকে বুড়ো লোকটি আসার আগেই সরে পড়তে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাকে তা করতে দেওয়া হচ্ছিল না। যাক, আমি জিনিসটা হাতে নিলাম এবং প্রথমে যে ইঁদুরটি নাকের ডগা বের করলো, ঘাট করে আমি সেটাকেই মারলাম। ইঁদুরটি যদি বেশ কিছুটা অসুস্থ থাকতো তাহলে হয়তো সেখানেই পড়ে থাকতো। তিনি বললেন আমার কাজটি প্রথম শ্রেণীর হয়েছে। এবং দ্বিতীয়টিকেও মরার জন্যে তৈরি হয়ে থাকতে বললেন। বলে তিনি উঠে গেলেন। এবং ওটা নিয়ে এলেন। সাথে একটি সুতোর লাছিও নিয়ে এলেন। এবং বললেন, তাকে কিছু সাহায্য করতে হবে। আমি আমার দু'হাত উঁচু করে ধরলাম। লাছিটি তিনি আমার দু'হাত ঘিরে পরালেন এবং তাঁর হাত ও স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথা বলে চললেন। মধ্যে তিনি হঠাৎ থেমে বললেন :

"ইঁদুরের উপর চোখ রেখ কিন্তু, বরং তুমি সীসেটা তোমার কোলের উপর রাখ। তাহলে দরকার মতো হাতের কাছেই পাবে।"

এই বলে তিনি সেই মুহূর্তে সীসাটি আমার কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এবং আমি দু হাঁটু একত্র চেপে সেটাকে ধরলাম। তিনি কথা বলেই যেতে লাগলেন। কিন্তু এক মিনিট মাত্র। তারপর তিনি আমার হাত থেকে সুতোর লাছিটি নিলেন। এবং আমার চোখে চোখ রাখলেন। তাকে বেশ খুশী মনে হোল। তারপর তিনি বললেন :

"হাঁ, এবার বলতো তোমার আসল নামটি কি?"

"কেন, কেন, মা-জী?"

"হাঁ, তোমার সত্যি নামটা কি? সেটা কি বিল, টম, না কি বব? যা-ই হোক, বলতো নামটা কি?"

আমার মনে হোল যেন আমি একটি পাতার মতো কাঁপছিলাম। কি করতে হবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি বললাম :

"দেখুন, আম্মা, আমার মতো একটা গরীব মেয়েকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। যদি আমি আপনাদের এখানে এসে অসুবিধা ঘটিয়ে থাকি, তাহলে—"

"না, তুমি অসুবিধে ঘটাও নাই। তুমি যেখানে বসে আছো সেখানেই থাক। আমি তোমাকে কোন রকম আঘাত করবো না। আর কিছু বলবোও না। তুমি তোমার গোপনীয় কথাটি আমাকে বলো এবং আমাকে বিশ্বাস করো। আমার কথা রক্ষা করবো। আর তার চাইতেও বেশি—তোমাকে সাহায্য করবো। এবং তুমি যদি চাও তবে আমার বুড়োও তোমাকে সাহায্য করবে—বুঝলে কিনা! তুমি কোন কারখানা থেকে পালিয়ে এসেছ। এই তো? সেটা এমন কিছুই নয়। এটাতে তোমার ক্ষতি হওয়ারও কিছু নাই। তোমার সঙ্গে তারা খারাপ ব্যবহার করেছে এবং তুমি ইচ্ছে করেছো, কেটে পড়েছো। খোকা, খোদা তোমার ভাল করুন। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তুমি আমাকে যা ঘটেছে অবিকল তাই বলো। এই তো ভাল ছেলে, বলো।"

সুতরাং আমি তাঁকে বললাম যে তাঁকে তো আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না, আর আসল কথাও বেশিক্ষণ গোপন করে লাভ নাই। সুতরাং আমি আমার বুকের মধ্যে যা আছে, তা খোলাখুলিভাবেই তাঁকে বলবো। কিন্তু তিনি যেন তাঁর প্রতিজ্ঞার খেলাপ না করেন। তারপর আমি তাঁকে বললাম আমার বাবা ও মা দুজনেই মৃত। আইন মোতাবেক আমাকে একটা বুড়ো বদমেজাজীর কাছে কাজ শিখতে দেওয়া হয়েছিলো। নদী থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। সে আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করলো যে আমার আর সহ্য করার শক্তি ছিল না। সে দুদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল তাই আমি আমার সুযোগ গ্রহণ করেছি। এবং তাঁর মেয়ের কিছু পুরানো কাপড় চুরি করে পালিয়ে এসেছি। আমি তিন রাত্রিতে এই ত্রিশ মাইল এসেছি। আমি রাত্রিতে পথ চলেছি এবং দিনের বেলায় লুকিয়েছি এবং ঘুমিয়েছি। থলে ভরে যে রুটি আর গোশত বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেটা যথেষ্ট ছিল। এবং সারা রাস্তাটায় সেটা চলেছে। আমি বললাম আমার চাচা এবনার মৃত হয়তো আমার যত্ন নেবেন; সেই জন্যে আমি এই গশেন শহরটিতে এলাম।

"গশেন! কি খোকা, তুমি একি বলছো? এটা তো গশেন না। এটা হোল সেন্ট পিটার্সবার্গ। গশেন তো দশ মাইল উজানে রয়েছে। তোমাকে কে বললো যে এটা গশেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

"কেন, একটি লোক, তার সাথে দেখা হয়েছিল, সেই বললো যখন আমি জঙ্গলের মধ্যে ঘুমানোর জন্যে ঢুকবো, তখন তার সঙ্গে দেখা হয়। সে আমাকে বললো; যখন দেখবো যে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে, তখন ডানটা ধরে চলবো। এবং পাঁচ মাইল চললেই গশেনে পৌছে যাব।"

"আমার মনে হয় সে মাতাল ছিল। সে তোমাকে ঠিক ভুল কথাটাই বলেছে।"

"হাঁ! অবশ্য তার কায়কারবার মাতালের মতোই লাগছিল। যাক, তাতে আর এখন কিছু যাবে আসবে না। আমাকে এখন যেতে হবে। সকাল হবার আগেই আমি গশেনে নিজেকে পৌছে দেব।"

"এই, এক মিনিট দেরী করো। আমি তোমাকে কিছু খাবার দিচ্ছি। সেটা তোমার দরকার মতো কাজে লাগতে পারে।"

সুতরাং তিনি আমাকে কিছু খাবার দিলেন। এবং বললেন :

"আচ্ছা বলতো, যখন কোন একটা গরু শুয়ে থাকে, ওঠার সময় তার কোন অংশ আগে উঠে? চটপট করে এবার বলো। চিন্তা করে বলবে না। বলো, কোন অংশ আগে ওঠে?

"পিছনের অংশ, আম্মা।"

"আচ্ছা, ঘোড়ার?"

"সামনের অংশ, আম্মা।"

"গাছের কোন দিকে শেওলা পড়ে বলতো?"

"উত্তর অংশে।"

"যদি পনেরোটা গরু একটা পাহাড়ের পাশে ঘাস খেতে থাকে, তাহলে কটি একদিকে মাথা রেখে ঘাস খাবে?

"সম্পূর্ণ পনেরোটিই।"

"বেশ! বেশ! বুঝলাম যে তুমি গ্রামে বাস করেছো। আমি ভাবছি তুমি হয়তো আবার আমায় ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছো। তোমার আসল নামটা কি? এখন বল।"

"জর্জ পিটার, আম্মা।"

"বেশ, এ-নামটাই মনে রাখার চেষ্টা করো, জর্জ। এটা ভুলে যেও না। আবার ভুলে গিয়ে হয়তো বলবে আলেকজাণ্ডার। তারপর আবার যখন তা বলে ধরা পড়বে তখন বলবে যে জর্জ আলেকজাণ্ডার। আর ঐ পুরানো কাপড় পরে মেয়ে সেজে বেড়িও না। তুমি মেয়ে হিসাবে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। তবে পুরুষদের হয়তো বোকা বানাতে পার। খোকা, খোদা তোমার ভাল করুন। তুমি যখন সুঁইয়ে সুতো পরাও তখন সুতোটাকে স্থিরভাবে ধরে সুঁইটাকে তাতে পরাও না; সুঁইটাকে স্থিরভাবে ধর এবং সুতোটাকে তার ভিতরে পরিয়ে দাও। সেই ভাবেই মেয়েরা পরায়। কিন্তু পুরুষরা তার উল্টো করে। আবার যখন ইঁদুরের গায়ে কিংবা অন্য কিছুর উপর কোন জিনিস ছুঁড়ে মারো তখন সেটা তুমি

ঘাড়ের উপর দিয়ে এমন বিশ্রীভাবে মারো না, যাতে সেটা ইঁদুর থেকে ছয়-সাত ফিট দূরে গিয়ে পড়ে। বরং কাঁধটিকে কেন্দ্র করে হাতটাকে শক্ত করে মেয়েরা যে রকম ছোঁড়ে, তেমনিভাবে ছোঁড়ো, বুঝলে? হাতের কনুই কিংবা কব্জি থেকে হাতটা একদিকেই রেখে ছেলেদের মতো ছুঁড়বে না। আর এটা মনে রাখবে যে-কোন মেয়ের কোলের উপর যদি কোন জিনিস ফেলে দাও তাহলে সে তা দু'হাঁটু ফাঁক করে ধরার চেষ্টা করে, দু' হাটু এক সঙ্গে চেপে তুমি যেমন করে ধরার চেষ্টা করেছিলে, তা করে না। দেখ, আমি তোমাকে সেই সুঁইয়ে সুতো পরানোর সময়েই ধরেছি যে তুমি একটি ছেলে। তবে আমি অন্য জিনিসগুলো দিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পরীক্ষা করেছি। এবার ওহে, সারা-মেরী উইলিয়াম—আলেকজাণ্ডার পিটার্স—এবার তোমার চাচার কাছে লাফাতে লাফাতে চলে যাও। আর যদি তুমি কোন বিপদে পড় তাহলে মিসেস জুডিথ লোফটাসকে অর্থাৎ আমাকে সংবাদ দিও। আমি তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে যা দরকার তা করবো। নদীর পারের রাস্তাটা ধরে চলে যাও। আর এর পরের বার তুমি যদি ভবঘুরের মতো বেরিয়ে আস, তাহলে জুতো ও মোজা পরে বেরোবে। নদীর রাস্তাটা পাহাড়ে-রাস্তা এবং আমার মনে হয় যে তুমি গশেনে পৌছতে পৌছতে তোমার পায়ের অবস্থাটা কাহিল হয়ে উঠবে।"

আমি নদীর পার দিয়ে পঞ্চাশ গজের মতো গেলাম। তারপর আমার পথে উল্টে ফিরে এলাম, ঠিক যেখানে আমার ডোঙাটা ছিল, সেখানে, বাড়িটার বেশ কিছু নিচে। আমি ডোঙায় উঠলাম এবং দ্রুত সেটা চালিয়ে দিলাম। আমি উজান বেয়ে এতটা পথে এগুলাম যে দ্বীপটার ঠিক মাথা বরাবর এসে গেলাম। তারপর আমি পাড়ি দেওয়া আরম্ভ করলাম। আমি মাথার টুপিটি খুলে ফেললাম, কারণ এখন আর কাউকে ওটা দিয়ে ফাঁকি দিতে হচ্ছে না। আমি যখন নদীটার মাঝামাঝি তখন শুনতে পেলাম যে ঘড়িতে ঘন্টা বাজছে। আমি থামলাম এবং শুনলাম। শব্দটি পানির উপর দিয়ে ক্ষীণভাবে হলেও পরিষ্কারভাবে আসছিল—এগারোটা। আমি যখন দ্বীপটির মাথায় এসে নামলাম তখন শ্বাস ফেলবারও অবকাশ নিলাম না। যদিও আমি খুব হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমি আমার পুরানো দিনের আস্তানাটি যেখানে ছিল, তড়িৎবেগে বনের মধ্য দিয়ে সেখানে গেলাম এবং একটি উঁচু ও শুকনো জায়গা দেখে ভাল করে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালালাম।

তারপর আমি লাফ দিয়ে আবার ডোঙায় উঠলাম, এবং প্রায় দেড় মাইল ভাটিতে আমাদের জায়গাটিকে উদ্দেশ্য করে যত শীঘ্র পারি সেটাকে চালিয়ে গেলাম। আমি মাটিতে নেমেই দ্রুতবেগে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে আমাদের গুহাটিতে গিয়ে পৌছলাম। গিয়ে দেখি জিম মাটিতে শুয়ে আছে। এবং গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে। আমি তাকে তুললাম, আর বললাম : "ওঠো, তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নাও, জিম, এক মিনিট সময় নষ্ট করার নয়। ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

জিম কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো না। সে কোন কথা বললো না। কিন্তু যেভাবে সে পরের আধঘন্টা কাজ করলো, তাতেই বুঝা গেল যে সে কি রকম ভয় পেয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের যথা-সর্বস্ব জঙ্গলের মধ্যে উইলো গাছের নিচে লুকিয়ে রাখা ভেলাটিতে উঠানো হোল। আমরা সর্বপ্রথমে আমাদের গুহায় যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম সেটা নিভিয়ে দিলাম, এবং একটি মোমবাতিও যেন জ্বলতে না দেখা যায় এমনি বন্দোবস্ত করলাম এবং পাড় থেকে আমাদের ডোঙাটি নিয়ে এলাম। চারদিকে কোন নৌকা দেখতে পেলাম না। কারণ তারার আলোয় এবং ছায়ার মধ্যে দেখার কোন সুবিধা ছিল না। আমারা ভেলাটাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিলাম এবং অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে ভাটির দিকে নেমে যেতে লাগলাম। দ্বীপটির পাদদেশ ছাড়িয়ে চললাম। সব নিস্তব্ধ, কেউ কোন কথা বললাম না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"মন্দডারে একলা থাকতি দ্যাও"

রাত একটার কাছাকাছি হবে, আমরা দ্বীপটির একেবারে নিচে এসে গেলাম। ভেলাটি অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলছিল। যদি কোন একটা নৌকা আমাদের খোঁজে এসে যেতো, তাহলে আমরা ডোঙাটা নিয়ে সোজা ইলিনয় পাড়ের দিকে ভেসে পড়তাম। এটা ভালই বলতে হবে যে কোন নৌকা এল না। কারণ ডোঙার মধ্যে বন্দুক কিংবা খাওয়ার কিছু নেব, এ চিন্তা আমরা তখনো করে উঠতে পারি নাই। আমরা কাজের চাপে এ রকম ঘেমে উঠেছিলাম যে সে চিন্তার অবসরই ছিল না। প্রত্যেকটি জিনিসই এনে ভেলায় তোলাটা আমাদের বুদ্ধির কাজ হয় নাই।

যদি কেউ দ্বীপটিতে যায় তাহলে আমরা মনে করলাম যে তারা আমি যে আগুনটি জ্বালিয়েছিলাম, সেটা দেখবে। এবং জিম ফিরে আসবে সেই আশায় সেখানে বসে বসে অপেক্ষা করবে। যে-কোন রকমেই হোক, এটা তাদেরকে আমাদের থেকে দূরেই রাখবে। যদি আমার এই আগুন তৈরি করাটা তাদেরকে বোকা বানাতে না পারে তাহলে আমার কোন দোষ নাই। কারণ তাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্যে যতটা ইতরামি করা সম্ভব, তা আমি করেছি।

দিনের প্রথম আলোর রশ্মি যখন দেখা দিতে শুরু করলো তখন আমরা ইলিনয়ের দিকে একটা বাঁকের মাথায় আমাদের নৌকা বাঁধলাম। এবং টাঙি দিয়ে তুলো কাঠের ঝোপ থেকে কিছু ডাল কেটে ভেলাটিকে এমনভাবে ঢাকলাম যে দেখলে মনে হোতে পাড়ে ঐখানটায় একটা গুহা রয়েছে। বাঁকের মাথাটিতে

চর পড়া জমি ছিল এবং তাঁর উপর গাছগুলো নিড়ানি মইয়ের দাঁতের মতো ঘন ছিল।

মিসৌরীর পাড়ে ছিল পাহাড়। আর ইলিনয়ের দিকে ছিল বড় বড় গাছ। এবং ঠিক এই জায়গাটিতে স্রোত মিসৌরীর তীরে ঘেঁষে নেমে গিয়েছিল। সুতরাং কেউ হঠাৎ আমাদের যে সাক্ষাৎ পাবে এমন ভয় ছিল না। আমরা সারাদিন সেখানে শুয়েছিলাম, এবং ভেলা, বাষ্পীয় ও অন্যান্য নৌকা যে মিসৌরীর তীরের স্রোতের ধারা বয়ে ভাটিতে যাচ্ছিল তা দেখছিলাম। মাঝ-নদীতে উজান বয়ে স্টিম নৌকাগুলো কি রকম কষ্টেসৃষ্টে স্রোতের উল্টোদিকে যাচ্ছিল, তাও দেখছিলাম। আমি জিমকে সেই মহিলার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা বললাম। জিম বললো মহিলাটি বেশ চতুর। এবং তিনি যদি স্বয়ং আমাদের খোঁজ করতে বের হতেন, তাহলে আগুনের কাছে বসে অপেক্ষা করতেন না। তিনি আমাদের ধরার জন্যে কুকুর নিয়ে আসতেন। আমি তাকে বললাম যে তাহলে তিনিতো সে কথা তাঁর স্বামীকেও বাতলে দিতে পারেন। জিম বললো সে বাজী ধরতে পারে যে লোকগুলো দ্বীপটিতে আসার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা একথা চিন্তা করেছেন। এবং এও হতে পারে যে শহরের উপর দিকটায় যাঁরা গেছেন, তাঁরা কুকুর আনার উদ্দেশ্যেই গেছেন, সেই জন্যেই তাঁদের এতটা সময় নষ্ট হয়েছে এবং আমরাও সেই অবসরে গ্রাম থেকে ষোল-সতেরো মাইল ভাটিতে এসে পড়তে সক্ষম হয়েছি। তা না হোলে আমাদেরকে আবার সেই পুরানো শহরেই টেনে নিয়ে যেতো। কারণটা বুঝলে এবার? আমি বললাম, কারণ জানতে চাই না। ধরা না পড়লেই হোল, যতক্ষণ ধরা না পড়ছি ততক্ষণ কি কারণে ধরতে পারলো না সেটা জানার জন্যে পরোয়া করি না।

যখন অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো তখন তুলো কাঠের ঝোপগুলোর মধ্যে দিয়ে মাথাটা বের করে দিলাম, এবং ঘুরিয়ে উজান ও ভাটিতে দেখলাম। এপার-ওপারও দেখলাম। না, কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না; সুতরাং জিম উপরের কিছু তক্তা নিল এবং তা দিয়ে তাঁবুর মতো করে ছোট একটা আরামদায়ক ঘর বানালো, যাতে তার নিচে আমরা রৌদ্রে এবং বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে পারি। আর জিনিসগুলোও শুকনো রাখতে পারি। তারপর জিম এক ফুট উঁচু করে সেটার মধ্যে একটা মেঝে তৈরি করলো। সুতরাং কম্বল এবং জিনিসপত্রগুলো স্টীমারের ঢেউয়ের নাগালের বাইরে চলে গেল। তাঁবুর ঠিক মধ্যখানে আমরা পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উঁচু করে কাদা-মাটি জড়ো করলাম এবং সেটাকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্যে তার চারদিকে ঘিরে একটা কাঠামো খাড়া করে দিলাম। এটা এই জন্যে করলাম যে ওটার উপরে ঠাণ্ডা কিংবা স্যাঁতস্যাঁতে দিনে গোপনে আগুনও জ্বালানো যেতে পারে। কারণ ঘরের মধ্যে থাকার জন্যে আগুন বাইরে থেকে দেখা যাবে না। অতিরিক্ত হলেও আমরা আর একটি হালও তৈরি করলাম। কারণ এর

www.boiRboi.blogspot.com

অন্যটা হঠাৎ ভেঙে কিংবা কোন রকম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখার জন্যে কাঁটার মতো করে একটা লাঠিও আটকে দিলাম। উদ্দেশ্য হোল যখন কোন স্টীমার আসবে তখন বাতি না জ্বালালে একেবারে হুড়মুড় করে আমাদের উপরে এসে চড়তে পারে। তবে উজানে যে স্টীমারগুলো যাবে তাদের জন্যে বাতি দেখানোর দরকার হবে না। কিন্তু সেগুলো যদি এপার-ওপার করতে থাকে, তবে সে আলাদা কথা। কারণ নদীতে পানি এখনো খুব উঁচু ছিল। নিচু পাড়গুলো এখন পর্যন্ত পানির নিচেই ছিল। সুতরাং উজিয়ে যাওয়া স্টীমার কিংবা নৌকাগুলো এই স্রোতের ধারা বয়ে এগুতো না। তারা কম স্রোতের পানির সন্ধান করে সেদিক দিয়ে চলতো।

দ্বিতীয় রাতে আমরা সাত-আটা ঘণ্টা চললাম; এবং ঘণ্টায় চারমাইল করে স্রোতের সাথে ভেসে চললাম। আমরা মাছ ধরলাম, কথাবার্তা বললাম। সময় সময় ঘুম তাড়ানোর জন্যে একটু সাঁতারও কেটে নিলাম। এই রকম বড় এবং স্থির নদী দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে উপরে আকাশে তারা দেখতে দেখতে ভাটিয়ে যাওয়াটা বেশ একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ এনে দিয়েছিল; তার মধ্যে আমাদের জোরে কথা বলার স্পৃহাই ছিল না। এমন কি আমরা উচ্চস্বরে পর্যন্ত হাসি নাই, শুধুমাত্র মৃদু খিলখিল মতো হাসি হেসেছি। সাধারণভাবে আমরা আবহাওয়াটা অত্যন্ত চমৎকার পাচ্ছিলাম। এবং আমাদের ভাগ্যে কোন কিছুই ঘটে নাই। সে রাত্রিতে না, তার পরের রাত্রিতেও না। প্রত্যেক রাতেই আমরা কোন না কোন শহর অতিক্রম করেছি। তার মধ্যে কোন কোন শহর ছিল দূরে পাহাড়ের কালো দিকটায়। সেগুলোর কিছুই দেখা যায় নাই। শুধু তার থেকে আলোর ঝলক দেখা গিয়েছিল। কারণ আপনি সেখানে রাত্রে কোন বাড়ি দেখতে পাবেন না। পঞ্চম রাতটায় আমরা সেন্ট লুই অতিক্রম করলাম, এবং সেটা দেখে মনে হোল যেন সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে আলোকিত করে রেখেছে। সেই পিটার্সবার্গে লোকজন বলতো যে সেন্ট লুইয়ে বিশ-ত্রিশ হাজার লোক হবে, কিন্তু আমি রাত দুটোর সময় এই অপূর্ব আলোর বিস্তৃতি দেখার আগে কোনদিন বিশ্বাস করি নাই। শহরটিতে কোন শব্দই ছিল না। সবাই যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল।

এখন প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতে আমি দশটার সময় পাড়ে কোন না কোন গ্রামে নেমে যেতাম। এবং দশ-পনের সেন্ট দামের কোন শস্য মাংস কিংবা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য কিনতাম। আর কখনো কখনো যদি দেখতাম যে কোন মুরগী-টুরগী সুবিধে মতো আরামে রাতের জন্যে কোথাও মাথা গুঁজতে ঠাঁই পাচ্ছিল না, তখন তাদের দু'একটা চুপি চুপি ধরে নিয়ে চলে আসতাম। বাপজী সব সময় বলতেন মোরগ-মুরগী পেলে তার একটা নিয়ে নেবে, কারণ তোমার যদি নিজের দরকার নাও থাকে তাহলে এমন অন্য লোক সহজেই পাবে, যার সেটা দরকার আছে। একটি ভাল কাজ করলে সেটা লোকে ভোলে না। অবশ্য আমি বাপজীকে এমন

কখন দেখি নাই যে মুরগীটা তাঁর নিজের দরকারে লাগে নাই। তবুও তিনি এই রকম ভাবেই কথাটা বলতেন, যাকগে।

এরপর সকাল হওয়ার আগেই আমি শস্যক্ষেতের মধ্যে নামতাম। এবং কোনদিন তরমুজ কিংবা কুমড়ো কিংবা কোন নতুন শস্য এমন ধারা নানা জিনিস আমি রোজই ধার করতে শুরু করলাম। বাপজী সর্বদা বলতেন যে যদি কোনদিন ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা মনে রাখ, তাহলে এরকম ধার করায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু বিধবাটি বলতেন যে এটা চুরি করার হালকা নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, আর কোন ভদ্রলোক এ কাজ করবে না। জিম বললো যে সে মনে করে বাপজীর কথাই অংশতঃ সত্যি। আবার বিধবার কথাও কিছুটা সত্যি। সুতরাং সবেচেয় ভাল উপায় হোল গিয়ে তালিকা হতে দু'তিনটে জিনিস বাদ দেওয়া এবং মনে করা যে এগুলো আমরা ধার করবো না—সেক্ষেত্রে জিমের মতে অন্যগুলো ধার করায় কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং আমরা একদিন রাত্রে যখন নদী দিয়ে ভাটিতে যাচ্ছিলাম, তখন এটা নিয়ে আলোচনা করে মনস্থির করার চেষ্টা করছিলাম যে আমরা কি জিনিস বাদ দেবে—তরমুজ, নাকি বাঙি, না খরমুজ—কিংবা কি? এবং ভোর হওয়ার আগেই সন্তোষজনকভাবে আমরা মনস্থির করলাম। এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল যে বুনোনাশপাতি এবং পিসিমন, এ দুটো জিনিস বাদ দিলেই হবে। এটা স্থির করার আগে আমরা ততটা স্বস্তি অনুভব করি নাই, কিন্তু এখন মনে বেশ শান্তি অনুভব করতে লাগলাম। যে কথা ভেবে মত স্থির হোল তাতে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম, কারণ বুনোনাশপাতি কখনও ভাল হয় না, এবং পিসিমন অন্তত আরো দু'তিন মাসের আগে পাকবে না।

আমরা মধ্যে মধ্যে পানকৌড়ি গুলী করে মারতাম। মনে হোত যে সেগুলো হয়তো খুব সকালে উঠেছে, নয়তো খুব দেরি করে ঘুমাতে যাচ্ছে। যাক, সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে আমরা বেশ উঁচু মানের জীবনই কাটাচ্ছিলাম।

পঞ্চম রাত্রে সেন্ট লুইয়ের ভাটিতে দুপুর রাতের পর প্রচণ্ড একটা ঝড় পেলাম। তাতে বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত খুব হোল এবং বৃষ্টিও বেশ জমাট ধারায় নামলো। আমরা কাঠের তাঁবু-ঘরটির মধ্যেই আশ্রয় নিলাম এবং ভেলাটাকে তার নিজের মতো করে চলার জন্যে ছেড়ে দিলাম। যখন বিদ্যুৎ চমকে চারদিক ঝলসে দিচ্ছিল তখন আমরা বরাবর নদীটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং লক্ষ্য করছিলাম নদীটার দুপাশে উঁচু পাহাড়ী পার রয়েছে। আস্তে আস্তে আমি বললাম, "এই জিম দেখ, দেখ ঐ দূরে চেয়ে দেখ!" দূরে একটা স্টীমার দেখা যাচ্ছিল, একটা পাহাড়ের উপর ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে। আমরা ভাটির টানে সোজাসুজি সেদিকেই যাচ্ছিলাম। বিদ্যুৎ চমকানোয় সেটাকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। জাহাজটা কাৎ হয়ে পড়েছিল, এবং তার উপরের কিছুটা অংশ পানির উপরে ছিল। জাহাজের উপরের ছোট ছোট জিনিসগুলো পর্যন্ত যেরূপ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল তাতে আপনি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতেন। বড় ঘন্টাটির কাছে চেয়ারটা এবং

তার পিছনে একটা পুরানো ভাঙা হ্যাট ঝুলছে—তাও আপনি বিদ্যুৎ চমকানোয় দেখতে পেতেন।

রাত্রিতে এবং ঝড়ের মধ্যে দূরের থেকে জাহাজটাকে বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। এই নিরাপদ ও নির্জন নদীর মধ্যখানে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখে অন্য যে-কোন বালক যে রকম অনুভব করত আমিও তেমনি অনুভব করছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম ওটার উপরে উঠে ঘুরেফিরে দেখি যে সেখানে কি আছে। সুতরাং আমি বললাম : চলো জিম, আমরা ওটার উপরে গিয়ে উঠি।" কিন্তু জিম ঘোরতরভাবে এর বিরুদ্ধে ছিল।

সে বললো : "আমি চাই না যে ডুবা-ভাঙা জাহাজডা নিয়া আমরা কোন আহাম্মকি করি। আমরা বহুত মন্দকাম করছি। এহন মন্দডারে একলা থাকতি দ্যাও—ঐ যে ধর্মো-কেতাবে যে কয় সেই রকম। না অওয়ার চাইয়্যা হতি পারে বেশি যে ওটার মদ্দি কোন পাহারাওয়ালা আছে।"

"পাহারাদার না তোমার নানী।" আমি বললাম, "ওর মধ্যে কিছুই নাই। ওটার মধ্যে বসার ঘর এবং নাবিকদের ঘর ছাড়া আর কিছুই নাই, আর তুমি কি এটা মনে করো এগুলোর জন্যে কোন ব্যক্তি এমন রাত্রে তার জীবনটাকে বিপন্ন করতে আসবে? কারণ এটা যে-কোন মুহূর্তে ভেঙেচুরে নদীর পানিতে মিলিয়ে যেতে পারে।" জিম এর উত্তরে কিছুই বলতে পারলো না, এবং সে বলার চেষ্টাও করলো না। তাছাড়া আমি বললাম, "কাপ্তানের বড় কামরা থেকে নেওয়ার মতো কোন জিনিস পেলে সেটা আমরা ধার করতে পারি। তুমি বাজী ধরতে পার, জিম, যে খাঁটি পাঁচ সেন্ট করে এক-একটার নগদ দাম—এমনি চুরুট তুমি সেখানে পাবেই। স্টীমারগুলোর কাপ্তানরা সব সময়ই খুব ধনী হয়া তারা ষাট ডলারের কম পায় না, এবং তারা জিনিসের দাম নিয়ে কোন পরওয়া করে না, বুঝলে হে! তারা চাইলেই হোল। তোমার পকেটে একটা মোমবাতি নিয়ে এসো যে-পর্যন্ত-না জাহাজটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে না দেখছি সে পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। তুমি কি মনে কর টম সয়্যার এরকম একটি কাজ হাতছাড়া করতো? মোটেই না, সে ছাড়তো না, সে এটাকে দুঃসাহসিক কাণ্ড বলে অভিহিত করতো—হ্যাঁ, সে ঠিক এই কথাই বলতো। এবং সে ধ্বংস হওয়া জাহাজটার উপর উঠতো। এমন কি যদি সে জানতও যে এটাই তার শেষ কাজ। শুধু কি এই! সে এই কাজের মধ্যে নিজস্ব কিছু কায়দা কসরৎও আমদানি করতো তাই নাকি! এমন কিছু কি সে জাহির করতো না যাতে সে নিজেকে স্বর্গরাজ্যের আবিষ্কারক, ক্রিস্টোফার কলম্বাস মনে করছে? ঈস! আজ যদি টম সয়্যার এখানে থাকতো!"

জিম কিছুটা বিড়বিড় করলো। কিন্তু হার মানলো। সে বললো, আমরা যতটুকু কথা না বললে নয়, তার চাইতে বেশি কথা বলবো না। এবং তাও খুব আস্তে আস্তে বলবো। ঠিক সময় মতো বিদ্যুৎ চমকিয়ে ধ্বংস হওয়া জাহাজটাকে

www.boiRboi.blogspot.com

আবার দেখালো আমরা জাহাজের ডাইনে সামনের দিকে যে কপিকল ছিল, সে দিকটায় এলাম এবং ভেলাকে সেটার সঙ্গে ভাল করে বাঁধলাম।

জাহাজের ডেকটি বেশ উঁচু ছিল। আমরা চুপি চুপি ঢাল বেয়ে পিছনের দিকে অন্ধকারে নামলাম এবং পা দিয়ে আমাদের রাস্তা অনুভব করে করে জাহাজের বসার ঘরটার দিকে এমনভাবে চললাম যে যদি কোন লোক হাতড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে যেন ঠেলা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি। কারণ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই আমরা কামরার উপরে যে জানালা দিয়ে আলো আসে সেটার সামনের দিকটায় এসে পৌঁছলাম, এবং সেটা বেয়ে উঠলাম। পরের পদক্ষেপটাই আমাদেরকে একেবারে কাপ্তানের ঘরের দরজার সামনে নিয়ে এল, এবং—ও খোদা, এ কি? বসার ঘরটার ভেতর দিয়ে ওদিকে বাতি জ্বলছে দেখলাম এবং একই মুহূর্তে দূরে শব্দও শুনলাম।

জিম ফিসফিস করে বললো যে সে ভয়ানক অসুস্থ অনুভব করছে। সে আমাকে ফিরে যেতে বললো। আমি বললাম, "বেশ, ঠিক আছে।" এবং আমরা ভেলায় ফিরেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাতর স্বর শুনতে পেলাম; বলছে : "না, তরা ছ্যারারা এই কামডা করিছ না। আমি কিরা কাইটা কইত্যাছি, আমি এইবার আর কেওইরে কইতাম না।"

আর একটা কণ্ঠস্বর বেশ জোরে জোরে বললো : "দ্যাখ রে, জিম টারনার, তর এইডা এইক্কেবারে মিছা কথা। তুই আগেও এমন করছত। তুই তর নিজের ভাগের থাইক্যা সগল সময়ে বেশি চাইছত। আর পাইছতও। ক্যান না, তুই কসম কইর‍্যা কইর‍্যা কইছত, না পাইলে কইয়া দিবি। এবার তুই হেই কথাডাই বার বার কইত্যাছত। তর মত এমুন হারামি আর বেঈমান এই এলাকায় নাই।"

এই সময়ের মধ্যে জিম ভেলায় ফিরে গিয়েছিল। আমি কৌতূহলে উচ্ছলিত হয়ে পড়ছিলাম। আমি মনে মনে বললাম, টম সয়্যার এক্ষেত্রে পিছপা হোত না, আমিও হবো না; আমি দেখতে যাচ্ছি—এখানে কি ঘটছে। সুতরাং আমি আমার হাত এবং পায়ের উপর ভর দিলাম এবং হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে জাহাজের সেই ছোট্ট গলি বেয়ে বেয়ে সামনের অন্ধকারে এগিয়ে যেতে লাগলাম। বসবার ঘরের পার্শ্বস্থ নাবিকদের ঘর এবং আমার মধ্যে একটা ঘর বৈ আর কিছু ছিল না। আমি সেখানে দেখলাম যে একটা লোককে হাত-পা বেঁধে মেঝের উপর চিৎ করে ফেলে রাখা হয়েছে। এবং দুটি লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে উপর থেকে তাকে দেখছে। তাদের একজনের হাতে একটা টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছিল। অন্যের হাতে ছিল একটা পিস্তল। সে পিস্তলটি মেঝের উপর পতিত মানুষটির মাথা লক্ষ্য করে ধরেছিল এবং বলছিলো : "দিমু ব্যাডারে শ্যাষ কইর‍্যা। আর তাই উচিতও—ব্যাডা আস্ত শয়তান।"

মেঝের উপর পতিত লোকটি কেঁপে উঠে চিৎকার করে বললো : "না, না, আল্লার দোয়াই তোমার। এমুন কামডা কইরো না। আমি কহনো আর কইতাম

www.boiRboi.blogspot.com

না।" এবং প্রত্যেকবারই যখন সে এরকম করে বলছিল তখন লণ্ঠন হাতে লোকটি হাসছিল এবং বলছিলো :

"কইতা না, না? বাজী ধরতা পারি, বড় হাছা কথা কইছত, আহা রে আমার সোনা!" এবং সে একবার অন্য লোকটিকে এও বললো, "দেখছো, এহন কি রকম কইর‍্যা বিক্কা চাইতাছে। আর আমরা যদি হেরে জোর কইর‍্যা ফালাইয়া না বান্দতাম তয় আমাগোই মাইরা ফালাইতো। কিয়ের লাইগ্যা? না, আমরা আমাগো পাওনা ঠিক মত চাই। হ, কারণ ছারাই—শ্রেফ এমনি। এইবার চিত্তইয়া গ্যাছো, আর ডর দেহাইতে লাগবো না। বিল, তোমার পিস্তলডা সরায়ে লও।"

বিল বললো, "ইচ্চা করতাছে না। আমি তারে শ্যাষ কইর‍্যা ফালাইতেওই চাই—হ্যাতো বুড়া হ্যাটফিল্ডেরে এমনেওই মারছে—কাজেই এইডাওই অর পাওনা।

"কিন্তু হেয় খুন ওউক এডা আমি চাই না। তয় হেডার অন্য কারণ আছে।"

"তুমি যে এডা কইলা এর লাইগ্যা খোদায় তোমার বালা করুক। আমি যতদিন বাচমু তোমার এই কতা বুলতাম না, জেক প্যাকার্ড।"

মেঝের উপর পতিত লোকটি ঠিক হাউ হাউ করে না কেঁদে যতটা বলতে পারে তেমনি করে বললো।

কিন্তু প্যাকার্ড তার কথার কোন আমলই দিল না। সে লণ্ঠনটি একটি পেরেকে ঝুলালো। তারপর আমি যেদিকে ছিলাম সেইদিকে অন্ধকারে আসতে লাগলো এবং বিলকে ইশারায় আসতে বললো। আমি চিংড়ি মাছের মতো তিড়িং করে দু'গজ পিছিয়ে এলাম। কিন্তু স্টীমারটি এ রকম কাৎ হয়েছিল যে আমি তাতে সুবিধে করতে পারলাম না। এবং যাতে তারা আমার গায়ের উপর হুড়মুড় করে না এসে পড়ে, সেজন্যে জাহাজের বসবার বড় ঘরটির উপরের দিকটায় ঢুকে পড়লাম। লোকটি অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে পথ দেখে এগিয়ে আসছিল।

প্যাকার্ড সেই বড় বৈঠক ঘরটিতেই এসে ঢুকলো। তখন বললো : "আইসো,—এহানে আইসো।"

এবং সে এল, আর পিঠ পিঠ বিলও এল। কিন্তু তারা আসার আগেই আমি উপরের বেঞ্চিটায় আশ্রয় নিলাম এবং নিজেকে এককোণে ঠেসে রেখে চুপসে পড়ে রইলাম। এবং খুব দুঃখ করতে লাগলাম—কেন এসেছিলাম। তারা এসে সেখানে দাঁড়াল। এবং সেই উর্ধ্বের বেঞ্চিটার কোণায় হাত রাখলো আর কথা বলতে লাগলো। আমি অবশ্য তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে তারা যে মদ খেয়েছিল তার গন্ধে বোঝা যাচ্ছিল কোন্ জায়গাটায় তারা রয়েছে। খুশী হলাম যে আমি মদ খাই নাই; তাহলে তো আর গন্ধ দিয়ে ধরতে পারতাম না; কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু তফাৎ হোত না; কারণ আমি শ্বাস-প্রশ্বাসই ফেলছিলাম না; আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তাই। তাছাড়া নিঃশ্বাস নিলে

কোন লোক এ রকম স্পষ্টভাবে কথা শুনতে পারতো না। তারা খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু আগ্রহ নিয়ে কথা বলছিল। তারা বিল টারনারকে খুন করতে চাচ্ছিল। একজন বলছিল : "হেয় এহন যা কওনের কউক না ক্যান, আসলে কইয়াই দিব। আমরা যদি হেরে তার বাগ এহনই দিয়া দেই তাইলেও কোনো লাব অইবো না। এই গোলমালের পর হেয় পুলিসের পক্কেই সাক্ষি দিবো। তুমি পয়দা অইছো এডা যেমুন হাচা কতা, হে যে কইয়্যা দিবো হেডাও তেমনি হাচা। আমি হ্যারে হগগল কষ্ট থাইক্যা রেহাই দিয়া দিতে চাই।"

"আমিও তো হেডাই চাই।" ধীরভাবে প্যাকার্ড বললো।

"আরে দেহ কি কারবার, আর আমি মনে করতাছিলাম তুমি হেইডা চাও না। খুব বালা কতা। তয় চলো তার কামডা সাইরাই দেই।"

"এক মিনিট খাড়াও। আমার যা কওনের তা এহনো কই নাই। শোনো, কামডা যদি করণই লাগে, তয় চুপেচাপেও করণ যায়। আমার যা কওনের তা অইলো এই, গলায় ফাঁসির দড়ি না ঝুলাইয়া বা হাঙ্গামার মইদ্দে না গিয়া কামডা ঠিক মত করণের যুদি ফিকির করণ যায় তয় হেইডা আরো বেশি বালা। তুমি কি কও?"

"হ, ঠিকই কইছো। কিন্তুক এবার কও, হেইডা কেমনে করণ যাইবো?"

"দ্যাহো, আমার যা মনে অয় তা এই : আমরা চাইরদিক গুইরা যা জিনিসপাতি পাই, তা লইয়া লমু। আর বওনের ঘরডাত যেগুনি পইরা রইছে তাও নিমু। নিয়া পারে গিয়া হেগুনি হামলাইয়া রাখমু। হের পর দেরী করমু দেহি কি অয়। আমি কইতাছি ইসটিমারডা চুরমার অইয়া গাঙে ভাইস্যা যাইতে দুই গণ্টার বেশি লাগদো না। বুইজলানি, দুই গণ্টার মদ্দে হেয়ও ডুইবা মরবো। আমার মনে অয় এইডা খুন করার থাইক্যা বালা। অন্যবাবে এক জনরে শ্যাষ কইরা দিতে পারলে, তারে খুন করতে আমি রাজী না। এডা বে-আক্কইলা কাম—আর দরমেও বাদে। ঠিক কিনা কও?"

"হ, আমার মনে অয় ঠিকোই কইছো। কিন্তুক জাহাজটা যদি বাইঙা-চুইরা গাঙে বাইসা না যায়, তহন কিমুন অইবো?"

"যা ওক, আমরা দুই গণ্টা দেরী কইরাই দেহি না কি অয়?"

"আচ্ছা, লও যাই।"

তারা ওদিক চলে গেল। আমি চট করে বেরিয়ে এলাম—একেবারে ঘেমে চুপসে এবং ঠাণ্ডা হয়ে। আর হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম; অন্ধকারটা ঠিক পিচের মতো কালো ছিল। তাই আমি উঁচুকণ্ঠে ফিসফিস করে ডাকলাম, "জিম" এবং সে আমার ঠিক কনুইর কাছ থেকে উত্তরটা দিল। তার উত্তরটা ঠিক কঁকানির মতো শোনা গেল। আমি বললাম : 'তাড়াতাড়ি করো জিম, এখন বোকামি করে আর কঁকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার দরকার নাই। ওই ওখানে একদল খুনী রয়েছে। আমরা যদি তাদের সেই নৌকাটাকে খুঁজে বের করতে না

www.boiRboi.blogspot.com

পারি এবং সেটা নদী দিয়ে যদি ভাসিয়ে না দিই যাতে ওরা পালিয়ে যেতে না পারে, তাহলে ওদের মধ্যে একজন ভারি বিপদে পড়বে। আর আমরা যদি নৌকাখানি খুঁজে বের করতে পারি তাহলে ওদের সবগুলোকে বিপদে ফেলতে পারি। কারণ আইনরক্ষী শেরিফকে গিয়ে খবর দিলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারবে। চলো, তাড়াতাড়ি করো। আমি পিছনের দিকটায় খুঁজি, তুমি সামনের দিকটায় খোঁজো। তুমি ভেলাটা যেদিকে—ঐদিকটা থেকে আরম্ভ করো—"

"হায় খোদা, হায় মাবুদ, ভেলাডা কোহানে গেল! ভেলাতো দেখতিছি না। সেটা দেহি দড়ি ছিড়া চইল্যা গ্যাছে। আর আমরা এই হানে পইড়্যা রইছি। হায় হায়, এ কি অলো।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ওয়াল্টার স্কট থেকে সাধুভাবে লুণ্ঠন

এ কি কুকাণ্ড! আমার তো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রায় মূর্ছিত হওয়ার মতো অবস্থা। এই রকম একটা ডাকাত দলের সঙ্গে এইভাবে একটা ভাঙা স্টীমারে আটকে পড়া! থাক। এখন আর ভাবপ্রবণতার সময় নাই। আমাদের যেমন করেই হোক নৌকাটা পেতেই হবে। এবং তা আমাদের নিজেদের জন্যেই পেতে হবে। সুতরাং আমরা সামনের দিক থেকে ঝাঁকুনি কাঁপুনির অবস্থায়ই পিছনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। পিছনের দিকটায় পৌছার আগে মনে হোল যেন আমাদের এক সপ্তাহ সময় লেগেছে। না, নৌকার কোন চিহ্নই নাই। জিম বললো যে তার মনে হয় না সে আর এগুতে পারবে। সে বললো সে এত ভয় পেয়ে গেছে যে এগিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি তার দেহে আর নাই। কিন্তু আমি বললাম, চলে এসো। যদি আমরা এই ভাঙা স্টীমারে পড়ে থাকি, তাহলে নিশ্চয় জানবে যে আমাদের দফা শেষ। সুতরাং আমরা আবার অমনি গুটিসুটি মেরে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ দেখলাম আমরা বড় কামরাটির পেছনের দিকটায় এসে পৌছে গেছি। তারপর আমরা আলোক-জানালার দিকে এক খড়খড়ি থেকে অন্য খড়খড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে এগিয়ে গেলাম। কারণ আলোক-জানালাটি ডুবে পানির নিচে এসে গিয়েছিল। আমরা যখন ক্রুশ ঘরটির দরজার কাছে এসেছি, তখন দেখি একখানা নৌকা সত্যিই সেখানে রয়েছে। এবং এত কাছে রয়েছে যে সেটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। থাক, আমি খোদার কাছে খুব কৃতজ্ঞ অনুভব করলাম। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি সেটার উপরে উঠে পড়তাম। কিন্তু এই সময় দরজাটা খুলে গেল। এবং ওদের একটি লোক তার ভেতর থেকে আমার দু'ফুট কাছে তার মাথাটা বের করলো। আমি মনে করলাম আমার কর্ম চিন্তির

হোল বুঝি। কিন্তু সে আবার একটু ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা ভেতরে নিল এবং বললো : "আর, মনহুস, বাস্তিডারে চোক্কের সামনে থাইক্যা সরাও।"

সে একটা বস্তা বোঝাই কি যেন সব নৌকাটার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। এবং তারপর নিজেই নৌকার মধ্যে উঠে বসলো। এ ছিল প্যাকার্ড। তারপর বিলও বেরিয়ে এল এবং নৌকায় উঠলো। প্যাকার্ড নিম্নস্বরে বললো : "তাইলে সব ঠিক—এইবার বাওন শুরু করি।"

আমি খড়খড়ি ধরে আর ঝুলে থাকতে পারছিলাম না, এতই দুর্বল অনুভব করছিলাম। হঠাৎ বিল বললো, "আরে থামো, হের পকেট খুঁইজা দেখছিলা?"

"না। তুমি দেহ নাই?"

"না। হের পকেটে হের ব্যাগের হগল ট্যাহা আছে।"

"তয় আবার চল। নগদ ট্যাহা থুইয়্যা খালি জিনিসপাতি নিয়া যাওন কোনো কামের কতা না।"

"কিন্তু হেডা করলো, হেরে যে আমরা কি করতে চাই, হেইডা সন্দ করবে না?"

"নাও করতে পারে। যেমনওই অউক, আমাগো এইডা করতেওই অইবো। লও যাই।"

সুতরাং, তারা নৌকা থেকে উঠে এল এবং ভিতরে চলে গেল। দরজাটা জোরের সাথে বন্ধ হোল এবং খট করে বন্ধ হয়ে গেল, কারণ স্টীমারটা সে দিকটায় কাৎ হয়েছিল। আধ সেকেণ্ডের মধ্যে আমি লাফিয়ে নৌকার মধ্যে এসে গেলাম। এবং জিমও আমার পিঠ পিঠ এসে নৌকাটার মধ্যে আছড়ে পড়লো। আমি চট করে চাকুটি বের করে দড়িটা কেটে দিলাম এবং তারপর আমরা ভেসে চললাম।

আমরা দাঁড় স্পর্শও করলাম না, কথাও বললাম না, ফিসফিসও করলাম না, এমন কি নিশ্বাসও খুব জোরে ফেললাম না। শুধু তরতর করে স্রোতে ভেসে যেতে লাগলাম। নিঝুম, নিস্তব্ধ সব। প্রথমটায় স্টীমারের দাঁড় রাখার বাক্সটার মাথার কাছ দিয়ে ভাটিয়ে চললাম, তারপর স্টীমারের পেছন দিক দিয়ে চলে গেলাম। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটির একশ গজ দূরে চলে এলাম। এবং দেখতে দেখতে আমাদের সামনের অন্ধকার জাহাজটিকে শুষে নিল যেন। তার কোন চিহ্নই আর রইলো না। আমরা এখন নিরাপদ—আর সেটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলাম।

আমরা যখন তিন-চারশ গজ ভাটিতে এসে পড়েছি তখন এক মিনিটের জন্যে বড় কামরাটির দরজার কাছে ছোট একটা স্ফুলিঙ্গের মতো আলো দেখা গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যে দুর্বৃত্তেরা নৌকা খুঁজে পাচ্ছে না। তখন আস্তে আস্তে আমার বোধগম্য হতে লাগলো যে জিম টারনারকে ওরা যতটা বিপদে ফেলে আসতে চাচ্ছিল, এখন তারা নিজেরাই ততটা বিপদে পড়ে গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

অতঃপর জিম দাঁড় ধরলো এবং আমাদের ভেলার উদ্দেশ্যে টানতে লাগলো। যাক, এই প্রথমবারের মত আমি লোকগুলোর জন্যে চিন্তা করতে লাগলাম। এর আগে আমার চিন্তা করার সময় ছিল না। আমি কিন্তা করতে লাগলাম এমন কি খুনীদের পক্ষেও এমন একটি মুসিবতে পড়া কি ভয়ঙ্কর! আমি নিজের মনেই বললাম কিছুই বলা যায় না, যদি আমার নিজেকেই আমি এক্ষেত্রে খুনী বলে ধরি, তাহলে আমি সেটা কি রকম পছন্দ করবো? সুতরাং আমি জিমকে বললাম: "দেখ, আমরা প্রথম যে বাতিটাই পাড়ে দেখবো তার একশ গজ উজানে কি ভাটিতে আমরা নেমে পড়বো। এবং এমন একটি জুৎসই কাহিনী তৈরি করবো যা শুনে কেউ না কেউ জাহাজে এসে যাবে। তাহলেই ডাকাতগুলো ধরা পড়বে, এবং আপাততঃ উদ্ধারও পাবে। তারপর সময়মতো তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলালেই হবে।"

কিন্তু এ বুদ্ধিটা কার্যকরী করতে বাধা পড়লো; কারণ একটু পরেই ঝড় আরম্ভ হোল। এবং এবার আগের চাইতেও খারাপ। বৃষ্টি মুষলধারে পড়তে লাগলো; পাড়ে কোন আলোর চিহ্নও দেখা গেল না; বোধ হয়, প্রত্যেকেই বিছানায় আশ্রয় নিয়ে থাকবে। আমরা শোঁ-শোঁ করে স্রোতের সঙ্গে চলতে থাকলাম, এবং কোন আলো কিংবা আমাদের ভেলাটি দেখা যায় কিনা সেই তাকে রইলাম। অনেকক্ষণ যাওয়ার পর বৃষ্টিটা থেমে গেল। কিন্তু আকাশে মেঘ রয়েই গেল; এবং বিদ্যুৎ গুম গুম করতে থাকলো। আস্তে আস্তে বিদ্যুতের চমকানিতে কালো মতো কি একটা জিনিস যেন আমাদের একটুখানি আগে ভেসে যাচ্ছে বলে দেখা গেল। আমরা সেটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম।

এটাই ছিল আমাদের ভেলা। এবং এটার উপরে উঠে আমরা খুব খুশী হলাম। আমরা তখন দেখতে পেলাম দূরে, দক্ষিণ দিকে তীরে একটা বাতি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমি বললাম, বাতি লক্ষ্য করে আমরা যাব। দস্যুরা যে লুণ্ঠিত-দ্রব্য নৌকায় এনে ফেলেছিল, তা দিয়ে নৌকার অর্ধেকটাই ভরা ছিল। আমরা সেগুলো ভেলার উপর তুঁজ করে রাখলাম এবং আমি জিমকে বললাম যে সে স্রোতে বয়ে চলে যেতে থাকুক। তারপর যখন সে মনে করবে প্রায় মাইল দুই গেছে তখন সে আমাকে বাতি দেখাবে এবং যে পর্যন্ত না আমি ভেলায় ফিরে আসি সে পর্যন্ত বাতিটা তেমনই রাখবে। তারপর আমি নৌকায় উঠে দাঁড় বাওয়া শুরু করলাম। এবং যে আলোটা দেখা যাচ্ছিল সেদিকে চলতে লাগলাম। আমি যখন সেই আলোটার কাছে এসে গেছি তখন আরো তিন-চারটে আলো উপরে পাহাড়ের কিনারা দিয়ে দেখা গেল। এটা একটা গ্রাম ছিল। আমি ঐ বাতিটার কিছুটা উজানে এসে দাঁড় বন্ধ করে নৌকাটিকে ভাটিতে ছেড়ে দিলাম। যখন নৌকাটি আলোটির কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল তখন দেখলাম আলোটা একটা দোতলা ফেরী জাহাজের কপিকলের বাঁশ থেকে ঝুলছে। আমি চৌকিদারের জন্যে

জাহাজটাকে চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখলাম, এবং চিন্তা করতে লাগলাম যে সে কোথায় শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে দেখলাম যে জাহাজের তারটারগুলো যেখানে জমা করে রাখে সামনের সেই জায়গায় হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে সে দিব্বি আরাম করছে। আমি তার ঘাড়ের উপর ছোট্ট করে দু'তিনটা ধাক্কা দিলাম এবং কাঁদতে শুরু করলাম। সে চমকে ওঠার মতো তড়বড়িয়ে উঠে বসলো। কিন্তু যখন দেখলো আমি মাত্র। তখন একটু সময় নিলো, হাই ছেড়ে হাত-পা ছড়ালো, এবং বললো : "কিহে খোকা, কি হয়েছে। কান্দিও না, কি বিপদে পড়ছো?"

আমি বললাম : "আব্বা, আম্মা, আর বুবু—"

আমি আবার ভেঙে পড়ে কাঁদতে লাগলাম।

সে বললো : "আহা কান্দা ছাড়। এমন কইরে সব কিছু মনে মাইনা নিও না। আমাদের সবাইর-ই দুঃখ-কষ্ট আছে। সব কিছু ঠিক হইয়ে যাবে নে। দুর্ভাগ্য মাইনা নিয়া ভাইঙে পড়তি নাই। কও দেহি তাগো কি হইছে?"

"তারা—তারা—আপনি কি এই জাহাজের চৌকিদার?"

"হ", সে বললো, এবং বেশ খুশী হয়েই বললো, "আমি এই জাহাজের কাপ্তান, মালিক, খালাসী, আড়কাটি, চৌকিদার এবং ডেক সরদার—যা কিছু কও, সবই। আবার কোন কোন সময় আমি একাই মাল এবং একাই পাসিন্দার। আমি বুড়া জিম হর্ন ব্যাকের মতো ধনী না। তাই আমি পেরতেক যদু-মধু হরিরে যদি সহায়তা না করি তয় দোষ নাই। কারণ আমি তার মতন টাকা ঝনঝনাইয়া চাইর দিক ফেলাইয়া দেহাই না। আমি তোমাকে অনেকবার কইছি যে আমার ইস্থানে তানি আর তানার জানায় আমি— এই জানা বদলির কথা আমি কহনো ভাবতেই পারি না। নাবিকের জেবনই আমার জেবন। আমি শহর থেইকা দুই মাইল দূরে যদি বসত করি, তয় আমার নিজরে আমি ধিক্কার দেবো। তার এত জাঁকজমক ফুর্তিবাজী, তার উপরেও কিছু থাকুক না ক্যান, আমি কই—

আমি তার কথাকে কেটে দিয়ে বললাম, "ওদিকে তারা বড় বিপদে আছে, এবং—"

"কারা কইলা না?"

"কেন! আমার আব্বা, আম্মা এবং বুবু—এবং মিস হুকার। যদি আপনি একবার আপনার ফেরী জাহাজটিকে নিয়ে ওখানে যান—"

"ওখানে? কোহানে? তানরা কোথায়?"

"ঐ তো ভাঙা জাহাজটা?"

"কোন ভাঙা জাহাজডা?"

"কেন, ঐ একখানা ছাড়া তো আর নাই।"

"ও! তুমি কি 'ওয়ালটার স্কটে'র কথা কতিছো?"

"হ্যাঁ"।

www.boiRboi.blogspot.com

"একি কও! ইয়া খোদা! তানরা ওহানে কি করতিছেন?"

"তাঁরা ওখানে করতেন কি? কোন উদ্দেশ্যে তো তারা বেড়াতে যান নাই যে—"

"হ, তা কসম খায়ে কতি পারি তারা তা যান নাই। অ-আল্লা তারা যদি ঝটপট বার হবার না পারেন, তয় বাঁচারই সুযোগ নাই। বলতি পার ক্যামন কইরে তারা এই কুর্কাণ্ডের মদ্দি গ্যা পড়লেন।"

"কেন? এটা বোঝাতো খুব সহজ। মিস হুকার শহর দেখতে আসছিলেন।"

"হ, ঐ বুথ খেয়াঘাট থেইকা, তাই না? বেশ, কয়ে যাও।"

"তিনি বুথ খেয়াঘাট থেকে, শহর দেখতে আসছিলেন, দিনটা তখন সন্ধ্যা হওয়ার কিনারায় এসে পৌঁছেছে, তখন তিনি তাঁর নিগ্রো চাকরানীটিকে নিয়ে একটা ঘোড়া পার করা ফেরীতে চড়ে তাঁর এক বান্ধবীর, মিস—কি যেন তার নাম—আ—নামটা ভুলে গেলাম, তার ওখানে এসে রাতটা কাটাতে ইচ্ছে করেছিলেন। হঠাৎ খেয়ার হালটা ভেঙে গেল। এবং নৌকাটি ভোঁ করে ঘুরে গেল। ঘুরে ভাটিয়ে চললো, পিছনটা আগে, এমনি করে দু'মাইল চলে গেল। তারপর ঘোড়ার পিঠের উপর যে রকম ভাবে ফাঁক করে জিন চড়িয়ে দেয়, তেমনি করে ভাঙা জাহাজটার উপর দু'ফাঁক হয়ে এসে চড়ে বসলো। খেয়ার মাঝি ও নিগ্রো চাকরানীটি এবং ঘোড়াগুলো সব লা-পাত্তা হয়ে গেল, শুধু মিস হুকার বাঁচলেন। থাবা দিয়ে ভাঙা জাহাজটার একটা অংশ ধরে ফেললেন এবং উপরে উঠলেন। এদিকে সন্ধ্যে হওয়ার ঘন্টাখানেক পর ব্যবসায়ীদের একটা নৌকায় আমরা আসছিলাম। এত জমাট অন্ধকার ছিল যে একেবারে ভাঙা জাহাজটার উপরে এসে পড়ার আগ পর্যন্ত আমরা সেটা দেখতেই পারি নাই। তারপর আমাদেরও ঐ দশা, জাহাজটার উপর আমাদের নৌকাটা অমনি জিন-চড়াই হয়ে গেল। আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। বিল হুইপল, সে আর রক্ষা পেল না—বেচারা সৃষ্টির একজন সবচেয়ে ভাল লোক ছিল—আহা! সে না হয়ে যদি আমি হতাম!"

"কসম, এমন জঘন্য খারাপির কথা, আমি জন্মে শুনি নাই। আচ্ছা, তারপর তোমরা কি করলা?"

"আমরা সব চিৎকার করে উঠলাম; এবং চিৎকার করতে থাকলাম। নদীটা এত চওড়া যে কাউকে আমাদের চিৎকার শুনানো গেল না। তখন আব্বা বললেন, কোন ব্যক্তিকে পারে যেতে হবে, এবং সাহায্য নিয়ে আসতে হবে। আমিই মাত্র একটি ব্যক্তি ছিলাম যে সাঁতার জানতো। সুতরাং আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মিস হুকার আমাকে বললেন যদি আমি তাড়াতাড়ি কোন সাহায্য সংগ্রহ করতে না পারি, তাহলে ঠিক এই জায়গাটায় এসে তাঁর কাকার খোঁজ করি যেন। তাহলে তিনি সব কিছু ঠিক করে দেবেন। আমি এখানে এক মাইল ভাটিতে এসে নেমেছি। তারপরে সেই সময় থেকে বোকার মতো এদিক-ওদিক

ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবং লোকের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু তারা সব বলছে, "কি! এ রকম রাত্রিতে? এ করম স্রোতের মধ্যে? এর কোন মানে হয়? যাও, ঐ যে ফেরী জাহাজটা আছে, ওখানে যাও।" এখন আপনি যদি দয়া করে যান তাহলে—"

"আল্লা জানেন, কচ্ছি তো, আমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কথা হইত্যাছে কি কইর‍্যা যাব। দেনা-পাওনা ঠিক না কইরা যাওনটা কি রকম দোষের হবি তাতো জানি না; তয় আমি যাব। তা তোমার দেনা-পাওনা মেটাবি কেডা! তুমি কি মনে কর তোমার আব্বা—"

"কেন? সে সব যে ঠিক আছে। মিস হুকার, তিনি আমাকে সব কিছু বলেছেন। সবকিছুর বিত্তান্ত দিয়েছেন, তাঁর কাকা হলেন হর্ন ব্যাক—"

"মাশা আল্লা! তানি তার কাকা। তা কও না ক্যান? দেখ হে ঐ দূরে যে আলোডা দেখা যাতিছে, ওদিক দৌড়ায়ে যাও। ওখানে গিয়ে আবার পশ্চিম দিকে দৌড়াবা। এবং পোয়া মাইলটাক গেলে তুমি একটা সরাইখানায় পৌছবা। তাদেরকে বলবা, তোমারে যেন চট করে জিম হর্ন ব্যাকের কাছে নিয়ে যায়। এবং সেহানে গেলিই তানি সব দেনা-পাওনা মিটাইয়ে দেবেন। দেখ হে, তুমি আহাম্মকি কইরা এদিক-ওদিক আবার ঘুইরা বেড়াইও না। কারণ তানি সংবাদ জানার জন্যি খুব ব্যস্ত থাকবেন। তারে কবা যে তানি এহানে এই শহরে আইসা যাওয়ার আগেই আমি তার ভাগ্নিকে নিরাপদে আইনা ফেলবো। নাও, এবার পিঠ বাকায়ে একটা ভোঁ দৌড় দেয়ার জন্যি তৈরি হয়ে যাও। আমি এই মোড়ের মাথায় যাচ্ছি। আমার ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুম থিকা তুইলা নিয়ে আসি গে।"

আমি সেই বাতি উদ্দেশ্য করে দৌড় দিলাম। কিন্তু যেমনি সে মোড় ঘুরে গেল, অমনি আমি ফিরে গিয়ে আমার নৌকাটাতে উঠলাম। সেটাকে ছেড়ে দিলাম। পাড়ের স্থির পানি দিয়ে ছ'শ গজ মতো হবে এগিয়ে এলাম। এবং অনেকগুলো কাঠ-বোঝাই নৌকা যেখানে জড়ো হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে নৌকাটাকে এনে বাঁধলাম। কারণ যে-পর্যন্ত-না ফেরী জাহাজটাকে রওয়ানা হতে দেখবো, সে পর্যন্ত আমার শান্তি ছিল না। যাক, মোটমাট সবকিছু ধরলে আমি বেশ সোয়াস্তি অনুভব করছিলাম। কারণ আমি এই ডাকাত দলের জন্যে যতটা কষ্ট স্বীকার করলাম, অনেকেই তা করতো না। আমার ইচ্ছে হতে লাগলো, আহা! যদি বিধবাটি এ কথাটি জানতে পারতেন, তাহলে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তিনি এ বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে আমার সম্পর্কে খুব গর্বিত বোধ করতেন। কারণ এ রকম ধুরন্ধর এবং বদমাশ লোকদের সম্বন্ধে বিধবাটি শুধু কেন, যে-কোন সৎলোকেরই খুব আগ্রহ থাকে দেখা যায়।

যাক, অল্প সময়ের মধ্যে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটির নিকট এসে গেলাম। সব কিছু অস্পষ্ট এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে জাহাজটা পানির মধ্যে অনেকটা নেমে গেছে। হঠাৎ হিম একটা শিরশির ভাব আমার সারা

www.boiRboi.blogspot.com

শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। তারপর আমি সেটার দিকে বইঠা মেরে যেতে লাগলাম। স্টীমারটি অনেক গভীরে চলে গেছে। আমি এক মিনিটের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে সেখানে কারো বেঁচে থাকার কোন মওকাই নাই। আমি জাহাজটার চারদিক দিয়ে নৌকা নিয়ে ঘুরলাম এবং একটু চিৎকারও করলাম। কোন উত্তর পেলাম না। সবই মৃত্যুর মতো নিশ্চুপ। দস্যুগুলোর জন্যে আমার মনটা ভারী হয়ে উঠলো। কিন্তু খু-উব বেশি না। কারণ আমি মনে করলাম যে তারাই যদি এ ব্যাপারটা সহ্য করতে পারলো, তাহলে আমি আর পারবো না কেন।

দেখলাম যে ফেরী জাহাজখানা আসছে। সুতরাং আমি বইঠা মেরে নদীটার মাঝখানে যেখানে স্রোত বাঁকা হয়ে চলে গেছে, সেইখানটায় এলাম। এবং যখন আমি তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম, তখন আমি আমার বইঠা তুলে রাখলাম এবং ঘুরে দেখলাম যে কি করে কাপ্তান সাহেব মিস হুকারের মৃতদেহটা খুঁজছে। কারণ কাপ্তান সাহেব জানতেন যে তার কাকা হর্ন ব্যাক তার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে চাইবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফেরী জাহাজ অনুসন্ধান ব্যাপারটা ছেড়ে দিল। এবং পাড়ের দিকে চলে গেল। আমি আবার আমার কাজে লেগে গেলাম, এবং বোঁ-বোঁ করে নদী দিয়ে ভাটির টানে চলে যেতে লাগলাম।

জিমের বাতিটা দেখা পাওয়ার আগ পর্যন্ত মনে হোল যে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর বাতিটা যখন দেখা গেল তখন মনে হোল যেন সেটা হাজার মাইল দূরে রয়েছে। আমি সেখানে এসে যখন পৌছলাম, তখন আকাশটা পূর্বদিকে সবে ধূসর হতে শুরু করেছে। সুতরাং আমরা একটি দ্বীপ দেখে সেদিকে রওয়ানা হলাম। এবং ভেলাটাকে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর নৌকাটা পাড়ে ডুবিয়ে রেখে ভেলায় ফিরে এলাম, এবং শুয়ে পড়ে মরা মানুষের মতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সোলেমান কি জ্ঞানী ছিলেন

আস্তে আস্তে আমরা ঘুম থেকে উঠলাম, এবং ডাকাতদের চুরি-করা দ্রব্যগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখলাম। দেখলাম যে তার মধ্যে বুট জুতো, কম্বল, কাপড়চোপড় এবং নানা রকম জিনিস রয়েছে। অনেকগুলো বই, একটা দূরবীণ এবং তিন বাক্স চুরোটও ছিল। আমরা দুজনের কেউই এর পূর্বে এতটা ধনী হতে পারি নাই, চুরোটগুলো ছিল তোফা। আমরা সারা বিকেল বেলাটা কথাবার্তা বলে, এবং আমি বই পড়ে মোটামুটি সময়টাকে ভালভাবেই কাটালাম, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটির ভিতরে কি ঘটেছিল আমি তা জিমকে সবিস্তারে বললাম। এবং ফেরী জাহাজটায়

কি ঘটেছিল সে সবও বললাম, আর বললাম যে এই ধরনের কাজকে দুঃসাহসিক কার্য বলে। সে উত্তরে বলল এই দুঃসাহসিক কার্যের আর অধিক দরকার নাই। সে বললো, যখন আমি ভাঙা জাহাজটার বৈঠক ঘরটায় গিয়েছিলাম, তখন সে ভেলায় ফিরে আসবে বলে গুটিসুটি মেরে এসে দেখে যে ভেলাটি নাই। ভেলা দড়ি থেকে ছুটে কোথায় চলে গেছে। তার প্রায় মরণের দশা। সে বললো, সে মনে করছিল যে তার ভবিষ্যৎ সেই সঙ্গেই খতম হয়ে গেছে। কারণ যদি কেউ তাকে না বাঁচায়, তাহলে সে ডুবেই মারা যাবে। আর যদি তাকে কেউ বাঁচায়, তাহলে সে পুরস্কার পাওয়ার লোভে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, এবং মিস ওয়াটসন তাকে দক্ষিণে নিয়ে বিক্রি করবে। হ্যাঁ, তাই তো, সে ঠিকই বলেছে। সে প্রায় সব সময়ই ঠিক বলে। এদের এই নিগ্রো জাতের তুলনায় তার মাথাটি যথেষ্ট বুদ্ধিতে ভরা ছিল।

আমি জিমকে রাজা, উপরাজা এবং জমিদারদের সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়ে শুনালাম, এবং তারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক কিভাবে পরে এবং কতটা ফ্যাশানদুরস্তভাবে চলে—সে-সব কথাও বললাম। আর বললাম যে তারা পরস্পরকে হে রাজাধিরাজ, হে মহারাজ, হে মহা মহীম—এ রকম করে সম্বোধন করে। তারা তোমার আমার মতো একজন আর একজনকে জনাব কিংবা মিস্টার বলে না। জিমের চোখগুলো বড় বড় হয়ে আসছিল। ওদের সম্বন্ধে সে যে বেশ আগ্রহান্বিত ছিল, তা বোঝা গেল। সে বললো : "পৃথিবীতে তেনাগো এত গুণ আছে, আমি তো তা জানতাম না। আমি একটা রাজার কথা শুনছি। সে অলো রাজা সোলেরমন। তয় তাসের মদ্দি যে চাইরডা রাজার কথাও জানি। কিন্তুক এত রাজা আছে তা-তো কোন দিন শুনি নাই। আচ্ছা, কওতো এক-একডা রাজা কত কইর‍্যা পায়?"

"পায়?" আমি বললাম, "কেন তারা যদি চায় তবে হাজার ডলারই পায়। কারণ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সব কিছু তো তাদেরই।"

"আহ! বেশ ফুরতির কথাতো, তাই না! আর তাগো কি কাজ করতি অয়, হাক!"

"তারা কিছুই করে না। কি হে! কি রকম কথা বলছো তুমি? তারা শুধ বসে বসে থাকে।"

"না, না, সত্যিই তাই নাকি?"

"নিশ্চয়ই তাই, অবশ্যই তাই। তারা শুধু বসে থাকে, তবে হতে পারে, যখন যুদ্ধটুদ্ধ হয় তখন তারা যুদ্ধে যায় কিন্তু অন্য সময় শ্রেফ আলসামি করে কাটায়, কিংবা শিকার-টিকারে যায়, শুধুমাত্র শিকার বুঝলে এবং—স্ স্ স্—তুমি কোন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো?"

আমরা তাড়াতাড়ি লাফিয়ে বের হলাম এবং দেখলাম। না, দেখি যে ওটা কিছুই না, শুধু একটা স্টীমার পতপত করে চাকা চালিয়ে দূর দিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটা দিয়ে ঘুরে ভাটিতে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা আবার ফিরে এলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ" আমি বললাম, "অন্য সময় যখন সব কিছু ওদের কাছে খুব নিস্তেজ লাগে, তখন তারা আইনসভা, মানে পার্লামেন্ট নিয়ে হৈ চৈ করে, আর যদি কেউ তাদের ইচ্ছে মাফিক কাজ না করে, তখন তারা তার মাথাটা কেটে ফেলে দেয়। আর বেশির ভাগ রাজাই হারেমের চারদিক দিয়ে ঘুরঘুর করে বেড়ায়।"

"কিসের চাইর দিক দিয়া?"

"হারেম।"

"হারেম আবার কি?"

"যেখানে রাজারা তাদের বিবিদের রাখে। তুমি কি হারেম সম্বন্ধে কিছু জানো না? রাজা সোলেমানের একটি ছিল। তাতে তাঁর প্রায় দশ লক্ষ বিবি ছিল।"

"কেন?—তাইতো, আমি ভুইল্যা গেছিলাম। হারেমডা আমার মনে হয় একটা বোর্ডিং-এর মতো। তার মদ্দি পোলাপানের ঘরগুলোর অবস্থাডা বোঝ, খুব গোগোল অবি নিচ্চই, আর বউগুলোও নিজিগো মদ্দি খুব ঝগড়া করবি, আর সেই জন্যিই গোলমাল আরো বিরিদ্দি পাবি। তবুও মানষি কয়, দুনিয়ার সব মানষির মদ্দি সোলেরমান সব চাইয়া আক্কেলমন্দ্। আমি এই কথাডার কোন দাম দেই না। কারণ যে বুদ্ধিমান হবি সে এই রকম গোগোলের মদ্দি সব সময় থাকবার চাবি ক্যান! হ, বুদ্দিমান মানুষ কহনো তা চাবি না। বুদ্দিমান মানুষ যে হবি, সে বইলারের কারখানা করবি। তাহলি তার আরামের ব্যাগাত অবি না। সে কারখানায় বইসাই আরাম করতি পারবি।"

"তা থাকগে, কিন্তু তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কারণ বিধবাটি আমাকে বলেছেন, এবং নিজে বলেছেন।"

"বিধবা কউক আর যেই কউক, আমি কারো পরওয়া করি না। না, সোলেরমান কোন বুদ্ধিমান লোক ছেলেন না। তার একটা কামতো আমি ঠিক মত বুঝতেই পারি না। তুমি কি জান না যে একটা ছাওয়ালরে তানি দুই টুকরা কইরা কাটতি গেছিলেন।"

"হ্যাঁ, বিধবাটি আমাকে সে সম্বন্ধে সব কিছু বলেছে।"

"তাহলি কও, পৃথিবীর মদ্দি এ সব চাইয়া আজগবী খেয়াল না? তুমি একটা মিনিট চিন্তা কইর‍্যা দেহ, এই অলো ব্যাপারডা, ঐহানে একটা মেয়ে লোক—এইহানে তুমি আর একটা মেয়া লোক। আর আমি হলাম গিয়া সোলেরমান। আর এই অলোগ্যা তোমার সেই হিস্যাবের ছাওয়ালডা! কেউ যদি এডারে চায়, তার আগে আমি কি করবো? আমি কি পাড়াপড়শির কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করবো না যে কার ছাওয়াল এডা? তার সেডা বাইর কইর‍্যা ঠিক লোকের কাছে ছাওয়ালডারে দিয়া দিব—তাই না? তা অলি সুস্থ বাবে সব কাম হইয়া যাবি। যার গটে এতটুকুও বুদ্ধি আছে—সে এই রকমই করবি। না—তা না, আমি কি করবো? না, বিবাদের ছাওয়ালডারে দুই ভাগ করবো। তার একটা তোমারে

দেব। আর একটা অন্য মেয়া মানুষরে দেব। হ, এভাবেই তো সোলেরমান ছাওয়ালডারে কাটতি চাইছিল। এহন তোমারে আমি জিজ্ঞাসা করি, আধা ছাওয়াল পাইয়্যা তোমার কি সবিদাডা হবি। আধা ছাওয়ালের বদলে তুমি কিছু কিনতি পারবা? তা হলি আধা ছাওয়াল পাওয়ার ফয়দাডা কি? না, এই রকম দশ লাখ আধা ছাওয়াল পাবার জন্যি আমি একটা পয়সাও দেব না।"

"কি বাজে বকছো, জিম? ও রকম কথা ছাড়। তুমি দেখছি—কথাটার লক্ষ্যটাই ভ্রষ্ট হয়েছো। লক্ষ্যটার এক মাইল হাজার মাইল দূর দিয়ে গিয়েছো।"

"কে, আমি? কইয়া যাও, যা ইচ্ছা কইয়া যাও। তয় তোমার ঐ লইক্ষ্য ভরষ্টের কথা আর আমারে কইয়ো না। আমি জানি বুদ্দির কিছু ঘটতি দেখলি আমি খুব ঠাওর করতে পারি। এই কলাম তোমারে, এই রকম কাম করার মদ্দ্যি কোন বুদ্দি নাই। ঝগড়াডা তো আধা ছাওয়াল নিয়া অয় নাই, পুরা ছাওয়ালডা নিয়া অইছিল। তাই যদি অয় তা হলি কবো যে মানুষডা আধা ছাওয়াল দিয়া পুরা ছাওয়ালের ঝগড়া মিটাতি চায়; বিরিষ্টির মদ্দি কেমন কইর‍্যা মাথা বাঁচাতি অবি তার সে বুদ্দিডাও নাই। আমার কাছে আর সোলেমানের কথা কইও না, হাক। তার নীলদাড়া পরযন্ত আমার চেনা আছে।"

"কিন্তু আমি বলছি যে আসল বিবেচ্য বিষয়টাই তুমি ধরতে পার নাই।"

"আরে গোল্লায় যাক তোমার বেবেচ্ছ বেষয়। আমি যা জানি, তা ঠিকই জানি। আর মনে রাইখো ঐ বেষয়ডা আরও গহীন, সোলেরমানরে যে ভাবে পালা পোষা হইছে, সেডা ধরলি তা বুঝা যাবি। তুমি যদি এমন একটা লোক ন্যাও, যার মাত্তর এট্টা কি দুইডা ছাওয়াল, তা হলি সে কি কোনো ছাওয়ালরে নষ্ট করতি চাবি? না, তা চাবি না। কারণ নষ্ট করার মতো বেশি ছাওয়াল তার নাই। সে জানে যে তার ছাওয়ালের দাম কি? কিন্তুক তুমি যদি এমন কাণ্ডরে দরো যার পঞ্চাশ লাক ছাওয়াল ঘরের চাইরদিক দিয়া দৌড়াইয়া বেড়াতিছে, তয় তার কথা আলাদা। একটা বিলাইরে কাটার সময় নেয়ার যে কথা তার আগেই সে একটা ছাওয়াল কাইট্যা বসবি। সে তা পারবি। কারণ তা অলিও তার অনেক থাইক্যা যাবি, একটা কি দুইডা ছাওয়ালের ছাওয়াল সোলেরমানের মনে কোন তাছির করে নাই, সেডাই তারে খাইছে।"

আমি এরকম নিগ্রো আর দেখি নাই। তার মাথার মধ্যে যদি কোন খেয়াল একবার ঢুকতো, তাহলে সেটা বের করে ফেলার কোন উপায় ছিল না। যত নিগ্রো দেখেছি তার মধ্যে সেই সোলেমানের উপরে সবচেয়ে খাপ্পা ছিল দেখলাম। সুতরাং আমি অন্যান্য রাজাদের সম্বন্ধে বলতে লাগলাম। যাকগে—সোলেমানের কথা। আমি ষোড়শ লুই সম্বন্ধে বললাম, বহু আগে ফ্রান্সের লোকেরা তার মাথা কেটেছিল। আর তার ছেলে ডলফিন সম্বন্ধে বললাম যে সে জীবিত থাকলে রাজা হোত, কিন্তু লোকেরা তাকে জেলে পুরে দিয়েছিল এবং সেখানে সে মারা গিয়েছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

"হায় রে গরীব বেচারি!,

"কেউ কেউ বলে সে জেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং পালিয়ে আমেরিকা এসেছিল।"

"সেডা খুব বালো কথা। কিন্তুক এহানে তো তার একলা মনে অবি। কারণ এহানে তো কোন রাজা-টাজা নাই। তাই না, হাক?"

"না—নাই।"

"তয় তো সে কোন চাকরি পাবি না। তা হলি সে কি করবি?"

"দেখ, আমি অত জানি না। তবে তাদের কেউ কেউ পুলিশে চাকরি করে এবং কেউ কেউ ফরাসী ভাষা শেখায়।"

"ক্যান, হাক? ফরাসী লোকরা কি আমরা যে রকম কথা কই, সে রকম কয় না।"

"না, জিম। তারা যা বলবে, তার একটা কথাও তুমি বুঝতে পারবে না—এমন কি একটা শব্দ না।"

"হায় রে আমার পোড়া কপাল! তাই নাকি! সেডা কেমন কইরা অয়?"

"আমি তা জানি না। কিন্তু কথাটা এরকমই। আমি তাদের কিছুটাক বক্‌বকি একটা বই-এ দেখেছি। ধর, একটা লোক যদি এসে তোমাকে বলে, 'পলিভু ফ্রাঁজী'—তাহলে তুমি কি মনে করবে?"

"কিছু মনে করবো না। তয় আমি তারে ধইর‍্যা মাথার উপর দিয়ে পটকান মাইর‍্যা ফেলাইয়া দেবো। হ, তোমাগো মত গোরা ভদ্দর লোক যদি না অয়, তয় তাই করবো। কোন নিগ্রো আইস্যা আমারে এমন কথা কইয়া যাবি—তা হতি দেব না।"

"ধেৎ, কি বলছো? এ কোন গালি-গালাজ না। এটা শুধুমাত্র এই বলা : তুমি ফরাসীতে কথা বলতে জান?"

"তা হলি সেডা কইলিই তো অয়?"

"আরে তাই তো বলছে। ফরাসীদের ঐ কথাটা বলার ধরন ওই রকমই তো।"

"থোও তোমার দরন। কেমন বদ আর বিদঘুইটা দরন। আমি আর ওসব কথা শুনতি চাই না। এডা কোন বুদ্দির কতা অলো না।"

"আরে শোন, জিম। যে রকম বলি, কোন বিড়াল কি সে রকম বলে?"

"না বিলাই তা কয় না।"

"বেশ, কোন গরু কি সে রকম বলে?"

"না, গরুও কয় না।"

"আচ্ছা, একটা বিড়াল কি গরুর মতো কথা বলে? কিংবা কোন গরু কি বিড়ালের মতো কথা বলে?"

"না। তারা তা কয় না।"

"তাহলে, এটা স্বাভাবিক যে তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে কথা বলবে। এবং এও ঠিক তাদের একজন থেকে অন্যে ভিন্নভাবে কথা বলবে। তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ—অবিশ্যি।"

"সুতরাং এটা কি স্বাভাবিক নয় যে একটা বিড়াল কিংবা গরু আমাদের থেকে ভিন্নভাবে কথা বলবে?"

"ক্যান? সে তো নিচ্চয়ই কবি।"

"দেখ, তাহলে একটা ফরাসী লোকের পক্ষে আমাদের থেকে ভিন্নভাবে কথা বলাটা স্বাভাবিক এবং ঠিক হবে না কেন? আমার এই কথার উত্তর দাও।"

"হাক, একটা বিলাই কি মানুষ?"

"না।"

"তা হলি একটা বিলাই মানষির মতো কথা যে কবি তার কোন মানি হয়? একটা গরু কি মানুষ, কিংবা একটা গরু কি বিলাই?"

"না। গরু এদের কোনটাই না।"

"তয় ভাইব্যা দেহো। তাগো মানষির মত কথা কওয়ার দরকারই অয় না। এহন কও দেহি ফরাসীরা কি মানুষ?"

"হ্যাঁ।"

তা হলি কও এডা মন্দ অলো কিনা, যে একজন মানুষ মানষির মতো কথা কবি না? তুমি আমারে এই কথাডার জবাব দাও দেহি?"

আমি দেখলাম যে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট করায় লাভ নাই—কোন নিগ্রোকে আপনি ঠিকমত তক্ক করতে শেখাতে পারবেন না। সুতরাং আমি ইতি করলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বুড়ো জিমকে বোকা বানানোর কথা

আমরা বিচার করে দেখলাম যে আর তিনটা রাত চললে ইলিনয়ের শেষপ্রান্তে যেখানে ওহাইয়ো নদীটি এসে মিশেছে, সেইখানে কায়রো শহরটিতে গিয়ে পৌঁছাব। এবং সেখানে যাওয়াটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা স্থির করলাম যে সেখানে আমাদের ভেলাটি বিক্রি করবো এবং স্টীমারে চড়ে ওহাইয়ো দিয়ে উজিয়ে গিয়ে যে প্রদেশগুলোতে নিগ্রোদের স্বাধীনতা আছে, সেখানে গিয়ে পৌঁছাব। তখন আমাদের আর কোন বিপত্তিই থাকবে না।

দ্বিতীয় রাত্তিতে কুয়াশা পড়তে আরম্ভ করলো। আমরা গুন টেনে এগিয়ে যাওয়ার মতো নদীর যে বাঁকটা রয়েছে সেদিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কুয়াশার মধ্যে পথ চলার চেষ্টা করতে চাই নাই বলে আমি পারে ভেলাটা

www.boiRboi.blogspot.com

বাঁধার জন্যে রশি হাতে ডোঙায় নেমে গেলাম এবং বইঠা মেরে পাড়ের কাছে এলাম। কিন্তু দেখলাম যে ছোট ছোট চারাগাছ ছাড়া ভেলা বাঁধার মতো কোন বড় গাছ নাই। নদীতে প্রচণ্ড স্রোত বইছে। আমি কোনমতে ঠিক পাড়েই একটা গাছের চারদিক ঘিরে রশিটা বাঁধলাম। কিন্তু ভেলাটা সেটাকে একটা হেঁচকা টানে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিল। এবং শোঁ-শোঁ করে ছুটে চলতে লাগলো। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে কুয়াশা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এতে আমি এত অসুস্থ এবং ভীত অনুভব করতে লাগলাম যে আমার মনে হোল আমি আধা মিনিট পর্যন্ত নড়তে-চড়তে পারলাম না। তারপরে দেখি, ভেলাটা আর দেখা যাচ্ছে না। আপনি কুড়ি গজও দেখতে পারবেন না, এমন অবস্থা। আমি লাফ দিয়ে ডোঙাটায় উঠলাম। এবং দৌড়িয়ে পিছনের দিকে চলে গেলাম। গিয়ে বইঠাটা ধরলাম। এবং পিছনের দিকে দুই-একবার বইঠা মারলাম। কিন্তু সেটা এগুলো না। সাত-তাড়াতাড়িতে পাড়ে বাঁধা ডোঙাটার দড়ি খুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। চট-করে উঠে দড়িটা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি এ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম এবং আমার হাত এমনভাবে কাঁপছিল যে তা দিয়ে কোন কাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো।

আমি রওয়ানা হওয়ার পরেই ভেলার উদ্দেশ্যে চললাম। বেশ জোরেশোরের সাথে বাঁক ধরেই ভাটিতে চললাম। এবং যতটা গেলাম, ঠিকভাবেই গেলাম, কিন্তু সে বাঁকটা ষাট গজও লম্বা ছিল না। সুতরাং যে মুহূর্তে আমি সেটার কাছ দিয়ে সেটা পার হয়ে গেলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই সাদা ঘন কুয়াশার মধ্যে পৌঁছে গেলাম, এবং একটা মরা মানুষের যতটুকু ধারণা থাকে, আমি কোথায় যাচ্ছি সে সম্বন্ধে আমার তার চাইতে বেশি ধারণা রইলো না।

আমি মনে করলাম যে বইঠা বাওয়া বৃথা। কারণ যে পর্যন্ত না আমি প্রথম জানতে পারছি যে কোথায় যাচ্ছি—তীরে? বাঁকের শেষে? কিংবা কোনখানে যাচ্ছি,—সে পর্যন্ত আমার বসে থাকা এবং ভেসে যাওয়া ছাড়া অন্যগতি ছিল না। তাহলেও এ রকম সময় এমনিভাবে হাত তুলে বসে থাকাটা একটা ভয়ানক অস্থিরতার ব্যাপার ছিল। আমি মুখে "হুপ" "হুপ" শব্দ করতে লাগলাম। এবং উত্তর শোনার জন্যে কান পেতে রইলাম। অনেক দূরে, ভাটিতে কোনখান থেকে ছোট একটি 'হুপ' শব্দ শুনলাম। আমি উৎসাহে একটু চাঙা হয়ে উঠলাম। এবং শব্দটা লক্ষ্য করে কুয়াশা চিরে সেদিকে চললাম। এবং আবার শোনার জন্যে আগ্রহে কান পেতে রইলাম। এবং পরে যখন শুনলাম, তখন দেখি আমি সেদিকে যাচ্ছি না; বরং তার উল্টো, দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। তারপরে আবার যখন শুনলাম তখন দেখি সেটার বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছি। শব্দটার কাছে আসার ব্যাপারে সুবিধে করতে পারছিলাম না। কারণ আমি তার চারদিকে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। একবার এদিকে আর এক বার সেদিকে যাচ্ছিলাম। শব্দটা কিন্তু সোজাসুজিই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আমি আশা করছিলাম যে আহাম্মকটি কোন একটা টিনের বাসন নিয়ে অনবরত পেটাবে। কিন্তু সে তা করে নাই দু'বার 'হুপ' বলার মধ্যে নিস্তব্ধ সময়টা আমাকে খুব অসুবিধায় ফেলছিল। যাক, আমি এমনি করে খুঁজে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার সরাসরি পিছনে একটা 'হুপ' শব্দ শুনলাম। আমি বেশ একটা জটিল অবস্থায় পড়ে গেলাম। কারণ মনে হোল ওটা হয়তো অন্য কারো কণ্ঠস্বর, নয়তো আমি দূরে যাওয়ায় ঐ রকম শুনলাম।

আমি বইঠা রেখে দিলাম। আবার 'হুপ' শব্দটি শুনলাম। আমার পিছনেই অবশ্য, কিন্তু একটু অন্য জায়গায় মনে হোল। শব্দটি আসতে লাগলো, কিন্তু একবার এখানে, আর একবার ওখানে,—এমনিভাবে জায়গা বদলে আসতে লাগলো; এবং আমিও উত্তর দিতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে এটা ঠিক আমার সামনে শুনলাম। এবং বুঝতে পারলাম যে স্রোতে আমার ডোঙাটার মাথা ভাটির দিকে নিয়ে গিয়েছে। আমি মনে করলাম যে ওটা অন্য ভেলাওয়ালাদের না হয়ে জিমের চিৎকারই হবে; তাহলে তো সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু জিমেরই যে তারই বা ঠিক কি? কুয়াশার মধ্যে গলার স্বর সম্বন্ধে আমি ঠিক মতো কিছুই বলতে পারবো না। কারণ কুয়াশার মধ্যে কোন কিছুই স্বাভাবিক মনে হয় না। এবং গলার স্বরও স্বাভাবিক মনে হয় না।

'হুপ' শব্দটি চলতেই লাগলো। এবং এক মিনিটের মধ্যে আমি খাড়া পাড়ের সঙ্গে বোঁ করে এসে গুঁতো খেলাম। অন্ধকারে বড় বড় গাছগুলোকে ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। স্রোতের ধাক্কা আমাকে বাঁ-দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এবং শাখাগুলোর মধ্য দিয়ে চিরে শোঁ-শোঁ গর্জন তুলে স্রোত যেখানটায় চলছিল সেটার মধ্য দিয়ে নিয়ে চলে গেল।

দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে সব কিছুই একেবারে জমাট সাদা এবং নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি তখন চুপচাপ বসে রইলাম এবং আমার হৃৎপিণ্ডের ধপধপ ধ্বনি শুনতে লাগলাম। আমার মনে হোল যে হৃৎপিণ্ডটা মিনিটে একশ বার করে ধপধপ করছিল, তাই আমি নিশ্বাসই নিতে পারছিলাম না।

আমি আশা ছেড়ে দিলাম। ব্যাপারটা কি হয়েছিল বুঝলাম। সেই খাড়া পাড়টা ছিল একটা দ্বীপের। এবং জিম তার অন্যদিকে গিয়ে পৌঁছেছিল। সুতরাং যেটাকে বাঁক মনে করেছিলাম সেটা বাঁক ছিল না, যে চট করে আপনি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে যেতে পারবেন। এটা বেশ বড়ো বড়ো গাছে ভরা একটা দ্বীপ ছিল, হতে পারে পাঁচ-ছয় মাইল লম্বা এবং আধ মাইল চওড়া।

আমি চুপ করে রইলাম। এবং কানটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনতে লাগলাম। প্রায় পনের মিনিট হবে আমার মনে হয়। আমি অবশ্য চার-পাঁচ মাইল বেগে ভেসে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে রকম আপনি অনুভব করতে পারবেন না। কারণ আপনার মনে হবে যে আপনি পানির উপর একই জায়গায় স্থির হয়ে আছেন। এমন কি যদি হঠাৎ আপনার চোখের সামনে দিয়ে ডালপালাগুলো সড়সড় করে সরে যায়

www.boiRboi.blogspot.com

দেখেন, তাহলেও আপনি মনে করবেন না যে আপনি কত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন। বরং নিশ্বাস বন্ধ করে চিন্তা করবেন—ইস, ডালগুলো যেন ছিঁড়ে ফুঁড়ে সরে যাচ্ছে। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে কুয়াশার মধ্যে রাত্রে এরকম একলা হয়ে পড়া তেমন কোন নিরানন্দের ব্যাপার নয়, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখুন—দেখলেই বুঝতে পারবেন।

এরপর প্রায় আধা-ঘণ্টা আমি 'হুপ' শব্দ মাঝে মাঝে করে চললাম। এবং শেষ পর্যন্ত অনেক দূরে তার উত্তর শুনলাম; এবং আমি সেটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যেতে পারলাম না। আমার মনে হোল, বাঁকের মোড়ে আমি লতাপাতার মধ্যে জড়িয়ে গেলাম, কারণ দু'দিকে এরকম দৃশ্যের একটু আধটু আভাস আসছিল। কোন সময় খু-উব সরু খালের মতো লাগছিল। আবার কোন সময় কিছুই দেখছিলাম না। শুধু পাড়ে ঝুলে-পড়া গাছগাছড়ার মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে স্রোত যে চলছিল, তার জোর আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পাচ্ছিলাম পাড়টা সেখানে রয়েছে। যাক, আবার 'হুপ' শব্দটিকে বাঁকের মাথায় হারিয়ে ফেলতে বেশি সময় লাগলো না। আমি আর মাত্র কিছুটা সময় তার পিছু পিছু ছুটলাম। কারণ এটা আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়ানোর চাইতেও খারাপ। আপনি কখনো জানতেই পারবেন না যে শব্দ এমনি করে ফাঁকি দিতে পারে এবং এত দ্রুত জায়গা বদল করতে পারে।

আমার চার-পাঁচবার এমন অবস্থা হোল যে পাড়ের থেকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি বইঠা দিয়ে ঠেলা মেরে নদীর মধ্যে সরে যেতে হোল, কারণ নৌকাটা এত জোরে গিয়ে পাড়ে লাগার যোগাড় হচ্ছিল যে, টক্কর লাগলে দ্বীপটাই বোধ হয় নদী থেকে ঠিকরে গিয়ে বাইরে পড়তো। সুতরাং আমি মনে মনে বিচার করে দেখলাম যে ভেলাটাও এমনি পাড়ে পাড়ে গুঁতো খেয়ে খেয়ে চলে যাচ্ছে। নইলে সেটা এতক্ষণে সামনের দিকে আরও এগিয়ে যেত। এবং সেটা থেকে কোন শব্দ শোনার মতো দূরত্বের বাইরে চলে যেত। কারণ আমি যতটা দ্রুত ভেসে যাচ্ছিলাম আমার চেয়ে সেটা অধিকতর দ্রুত যাচ্ছিল। যাক, আমার মনে হোল আস্তে আস্তে আবার খোলা নদীটার মধ্যেখানে এসে গিয়েছিল। কিন্তু 'হুপ' শব্দটি আর কোনখানেই শুনতে পেলাম না। আমি মনে করলাম যে জিম কোন রকম ফ্যাসাদে পড়েছে। এবং হতে পারে তার সব কিছুই খতম হয়ে গেছে। আমি বেশ ভালো মতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং ডোঙাটির মধ্যে শুয়ে পড়লাম এবং বললাম, আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবো না। আমি অবশ্য ঘুমাতে চাই না। তবুও এতটা ঘুম পাচ্ছিল যে আমি সেটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি মনে করলাম, বিড়ালের মতো একটুখানিক ঘুমিয়ে উঠি। কিন্তু মনে হোল এটা বিড়ালের ক্ষণিক ঘুমের চাইতে বেশি হয়ে গিয়েছিল। কারণ যখন আমি জাগলাম, তখন দেখি তারাগুলো জ্বলজ্বল করে আলো দিচ্ছে। কুয়াশাটা সম্পূর্ণভাবে কেটে গিয়েছে। এবং আমি ডিঙিটার পিছনটা আগে যাচ্ছে

এমনিভাবে বাঁকের সামনে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছি। প্রথমটা বুঝতে পারি নাই, আমি কোথায় রয়েছি। ভাবছিলাম, বুঝি স্বপ্ন দেখছি; তারপর যখন সবকিছু আবার স্মরণ করতে পালাম, তখন মনে হোল যেন স্মরণশক্তিটা গত সপ্তাহের মধ্য থেকে উঠে আসছে।

নদীটা বড় ছিল। এবং দু'পাশে খুব লম্বা এবং ঘন গাছে ভরা ছিল। আর তা তারার আলোতে যতটা দেখা গেল তাতে মনে হোল ঠিক যেন শক্ত দেয়াল। আমি নদীর ভাটিতে দূরে চেয়ে দেখলাম, একটা কালো বিন্দুর মতো কিছু দেখা গেল। সেটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যখন সেখানে পৌছলাম, তখন দেখি যে সেটা করাত দিয়ে চেড়া দু'খানা গাছের গুঁড়ি বৈ আর কিছুই নয়। গুঁড়ি দুটো এক সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। তারপরে আর একটা কিছু দেখলাম। সেটার পিছনেও গেলাম। তারপর আবার আর একটা দেখতে পেলাম। এবার কিন্তু ঠিক হোল। এটাই আমাদের ভেলা।

যখন আমি এটায় উঠলাম, তখন জিম তার মাথাটা নিচু করে দুটো হাঁটুর মধ্যে রেখে বসে ঘুমাচ্ছিল, আর তার ডান হাতটা হালটার উপরে ছিল। অন্য যে দাঁড়টি ছিল, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে দেখলাম। ভেলাটা ডালপাতার আবর্জনা দিয়ে ভরে গিয়েছিল। সুতরাং বুঝলাম ভেলাটার উপর দিয়ে বেশ মুসিবত গেছে।

আমি চট করে এগিয়ে গেলাম এবং জিমের নাকের ডগার নিচেই ভেলাটার উপর শুয়ে পড়লাম। এবং হাই ছেড়ে আমার মুঠোকরা হাতটা জিমের গায়ে ঠেকিয়ে ঠেলা দিলাম এবং বললাম : "ওহে, জিম! আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি আমাকে তুলে দাও নাই কেন?"

"ইয়া আল্লা! এডা তুমি নাকি, হাক। তা অলি তুমি মর নাই—কিমবা ডুইবা যাও নাই—তুমি আবার ফিরা আইছো। এত সুখির কথারে মনি, যে বিশ্যাস করাই মুসকিল। চাও দেহি, মনি, তুমি আমার মুহির দিকি চাও। আমি একবার তোমারে চাইয়্যা দেহি। একবার ধইর‍্যা দেহি। না, তুমি মর নাই। তুমি আবার ফিরা আইছো। বেশ সুস্থভাবেই ফিরা আইছো। এইতো আমার সেই পুরান হাক, খোদার শুকুর।"

'তোমার হোল কি জিম? তুমি কি মদ খাচ্ছিলে?"

"মদ—কও কি? মদ খাতিছিলাম? মদ খাওয়ার কোনো মওকা আছিল?"

"তাহলে তুমি এরকম পাগলের মতো কথা বলছো কেন?"

"কেমন করে? কেন? কোনখান থেকে যেন আমি ফিরে এসেছি—তাই ধরেই কি তুমি এই সব কথা বলছো না? মনে হচ্ছে যেন আমি কোথাও চলে গিয়েছিলাম।"

"হাক—হাকফিন, তুমি আমার চোহের দিকে চাইয়া দেহ। কি কও তুমি চইল্যা গেছিলা না?"

www.boiRboi.blogspot.com

"চলে গিয়েছিলাম! তুমি এ কথা দিয়ে কি বোঝাতে চাও, জিম? আমি তো কোনখানেই যাই নাই। আমি যাব কোথায়?"

"দেহো মিয়া, কোন জায়গায় একটা ভুল অইছে। নিচ্চয় কোন ভুল আছে, আমি কি আমি না? আমি কেডা? আমি কি এইহানে, না কোহানে? এহন সেই কথাডা আমি জানতি চাই।"

"হ্যাঁ, দেখ তুমিতো এখানে, একেবারে পরিষ্কারভাবে এখানে। কিন্তু আমার মনে হয় যে তুমি সেই পুরানো যেমন বোকা, তাই আছ, তোমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে।"

"আমি সত্যিই কি? দেহ, তুমি আমার এই কথাডার জওয়াব দ্যাও। আইচ্ছা, তুমি কি রশি নিয়া ডোঙা-নাওডায় চইড়্যা বাঁকের মাথায় ভেলাডারে বানবার যাও নাই?"

"না, আমি তো তা করি নাই। বাঁকের মাথায়? আমি কোনো বাঁকের মাথাই দেখি নাই।"

"কও কি? বাঁকের মাথা দেহ নাই? দেহ ভেলাডা কি এক টানে দড়ি ছিড়্যা বোঁ বোঁ কইর‍্যা নদী দিয়া চইল্যা যায় নাই? আর তোমারে ডোঙায় কুয়াশার মধ্যি ফেলায়া যায় নাই?"

"কুয়াশা! কোন কুয়াশা?"

'ক্যান, ঐ তো সেই কুয়াশা। কাইল সারা রাত্তির ধইর‍্যা যেডা নামছিল। আর তুমি কি 'হুপ' আওয়াজ কর নাই? আর আমিও কি 'হুপ' আওয়াজ করি নাই? কও, আমরা কি উল্টা-পাল্টা দ্বীপডার মধ্যি মিশ্যা যাই নাই? আর আমাগো একজন আর একজনরে হারাইয়া ফেলাই নাই? কারণ একজন জানতো না অন্যজন কোহানে আছে। আমরার কি চরগুলির মদ্দি গুঁতা খাইয়া খাইয়া প্রায় ডুইব্যা মরার কাণ্ড অয় নাই। কও মিয়া, তাই না?"

"আমাকে তুমি অনেক কিছু বিশ্বাস করতে বলছো। আমি কোন কুয়াশা দেখি নাই। কোন দ্বীপ দেখি নাই। কোন বিপদও ঘটে নাই। এবং কিছুই ঘটে নাই। আমি এখানে বসে তোমার সঙ্গে সারা রাত্রি কথা বলছিলাম। তুমি মিনিট দশেক হোল ঘুমিয়ে পড়েছো। আমার মনে হয় সেটাই এ কর্মটি করেছে। তুমি এই সময়ের মধ্যে মদ খেতে পার না। সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলে।"

"এই দেহ, কি কতা আইনলা? আমি এত কিছু দশ মিনিটে কি রহম বাবে দেখতি পারি?"

"যাক—সব কিছু গোল্লায় যাক। তুমি স্বপ্নেই দেখেছো। কারণ এর কিছুই ঘটে নাই।"

"কিন্তু হাক—যা গটছে, তাতো আমি খুব স্পষ্ট দেখছি।"

"কত স্পষ্ট দেখেছো তাতে কিছু যায় আসে না, সেটা কিছুই না। কারণ আমি নিজে জানি সব সময় এখানেই ছিলাম।"

জিম পাঁচ মিনিট কিছু বললো না। কিন্তু বসে বসে বিষয়টাকে বার বার চিন্তা করে দেখলো। তারপর বললো : "দেহ, তা অলি আমার মনে অয় আমি খোয়াবই দেখছিলাম, হাক। কিন্তু কুত্তাবিলাইর দোহাই, আমি কতি পারি যে এডা খোয়াব অলি নিচ্চয়ই খু-উব এডা জবরদস্ত খোয়াব দেখছি। আর এর আগে যে সব খোয়াব দেখছি। তা আমারে এতডা কেলান্ত করে নাই।"

"যাক, সব ঠিক আছে। কারণ স্বপ্ন যে-কোন জিনিসের মতোই ক্লান্ত করতে পারে। কিন্তু তোমার স্বপ্নটা বেশ গোঁজা-মারা গোছের হয়েছে। এখন এর সম্বন্ধে সব কিছু আমাকে বলতো, জিম?"

সুতরাং সে বলার কাজে লেগে গেল। এবং যা-কিছু যেভাবে ঘটেছিল, সেভাবে তা আগাগোড়া বললো; তবে বেশ রঙ চড়িয়ে বললো। তারপর সে বললো যে সে এটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে। কারণ এটা আমাদেরকে বিপদের আলামত হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সে বললো প্রথম বাঁকের মাথাটা হোল একটা মানুষ। সে আমাদের কিছু ভাল করার চেষ্টা করবে। স্রোত হোল আর একটি মানুষ। সে আমাদেরকে ওর থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করবে। আর 'হুপ' শব্দগুলো হোল সাবধানবাণী। কখন কখন সেটা আমাদেরকে সাবধান করার চেষ্টা করবে। এবং উক্ত জিনিসগুলো বুঝানোর চেষ্টা করবে। আর আমরা যদি তা না শুনি তাহলে তা আমাদেরকে মন্দ ভাগ্য থেকে রক্ষা করাতো দূরের কথা, আমাদেরকে বরং সেদিকে নিয়ে যাবে। বাঁকের মাথাগুলো হোল আমাদের যে সব ঝগড়াটে এবং ছোট অন্তঃকরণ লোকের সঙ্গে দেখা হবে তারা। এবং আমরা যদি আমাদের নিজের যা কর্ম তা করে যাই এবং তাদের সঙ্গে ফিরতি তর্ক না করে তাদেরকে না চটাই, তাহলে আমরা ভালভাবে বিপদের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারবো। এবং কুয়াশা কাটিয়ে প্রশস্ত এবং পরিষ্কার নদীর মধ্যে এসে পৌছব। অর্থাৎ যে প্রদেশগুলোতে স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে এসে পৌছে যাব। তাহলে আমাদের আর কোন কষ্ট হবে না। আমি যখন ভেলায় উঠি তখন মেঘে ঢেকে আকাশটা অন্ধকার করেছিল। কিন্তু এখন সেটা কেটে বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। "বেশ—তাহলে, তুমি যা ব্যাখ্যা করলে তার অর্থ যতদূর গ্রহণ করা যায়, ততদূর ঠিকই হয়েছে, জিম?" আমি বললাম, "কিন্তু এগুলোর ব্যাখ্যা করবে কি করে?"

ভেলার উপরে জমা পাতা ও ময়লা ইত্যাদি এবং ভাঙা দাঁড়টিকে দেখিয়ে একথা বললাম। এগুলো এখন খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

জিম আবর্জনার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলো। তারপর আমার দিকে দেখলো এবং পরে আবার সেই জঞ্জালগুলোর উপর দৃষ্টি ফেললো। তার মাথার মধ্যে স্বপ্নের চিন্তাটা এরকম গেঁথে গিয়েছিল যে মনে হোল যে সেটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে তৎক্ষণাতই দূর করে সেস্থলে আসল ঘটনাটি আন্দাজ করতে পারছিল না। কিন্তু যখন জিনিসগুলোকে সে মনের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে বুঝতে সক্ষম হোল;

www.boiRboi.blogspot.com

তখন সে না হেসে, স্থির দৃষ্টিতে আমাকে গভীরভাবে দেখলো, এবং বললো : "তয় শোনো, তারা কি সাক্ষী দ্যায়, শোনো। আমি তোমারে সেডা কতিছি। তুমি আরাইয়া গেছ মনে কইর‍্যা আমার পরানডা বাইঙ্গা যাতিছিল। আমার পরোয়া ছেল না যে আমার আর আমার ভেলার কি অবি না অবি। তোমারে ডাইক্যা আর বাইর করার চেষ্টা কইর‍্যা হয়রান অইয়া ঘুমাইয়া পড়ছিলাম। তারপর আমি যহন জাইগ্যা দেখছিলাম তুমি ফিরা আইছো, সহি সালামতে আছো, আর তার জন্যি যহন খোদার মেহেরবানির কথা মনে কইর‍্যা চোহে পানি আসতিছিল, আর ইচ্ছা অতিছিল যে আমি উপুড় অইয়া তোমার পায় চুমা খাই, তখন তুমি যা চিন্তা করতিছিল্যা তা অইল একটা মিথ্যা কথা কইয়া বুড়া জিমরে কিভাবে আহাম্মক করবা সেই কথাডা। এই যে জঞ্জাল আবোরজনা সেডা অইলো তোমার মনের ঐ কথাগুলিই। আর এ গলিজ অইলো যে বন্দু মনে করে তার মাথায় ডাইল্যা তারে লজ্জা দেওয়ার চেষ্টাডা।"

সে তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে কাঠের তাঁবুটার মধ্যে চলে গেল এবং শুধুমাত্র এইটুকু বলে, আর অধিক কিছু না বলেই সে চলে গেল। কিন্তু এই বলাটাই যথেষ্ট ছিল। এটা আমার নিজকে এত হীন মনে করাতে লাগলো যে আমার ইচ্ছে করছিল আমি তার পায়ের মধ্যে চুমো খাই এবং বলি যে তার এ কথা সে ফিরিয়ে নিক।

ভিতরে যাওয়ার মতো মনের অবস্থা তৈরি করা এবং একজন নিগ্রোর কাছে নিজেকে অবনত করার চিন্তা করার আগে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। তবু আমি যা স্থির করেছিলাম তা ঠিকই রাখলাম। এবং আমি তার জন্য পরে দুঃখিত হই নাই, না হই নাই। আমি এ রকম হীন ফাঁকিবাজী আর কখনো কোনদিন করি নাই। এবং আমি ওটাও করতাম না যদি জানতাম যে এটা তাকে ঐভাবে অনুভব করিয়ে অতটা আঘাত দেবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

র‍্যাটল সাপের চামড়া তার কাজ করলো

আমরা প্রায় সারাটা দিন ঘুমালাম, এবং রাত্রে বেরুলাম। আমাদের কিছুটাক আগে একটা প্রকাণ্ড ভেলা দেখলাম। এবং ভেলাটি এত বড় ও লম্বা দেখলাম যে মনে হচ্ছিল যেন মিছিল করে যাচ্ছে। প্রত্যেক ভেলার প্রান্তে চারটি করে আস্তানা ছিল। সুতরাং আমরা বিচার করে যা দেখলাম তাতে ত্রিশটি লোকের কম হবে না, ওতে রয়েছে। ভেলাটির উপরে পাঁচটা কাঠের তাঁবু ছিল, এবং সেগুলো বেশ দূরে দূরে ছিল। একটা বড়ো খোলা জায়গায় মধ্যখানে আগুন তৈরি করা ছিল। এবং চার প্রান্তের প্রত্যেক প্রান্তে একটা করে উঁচু নিশান উড়ানোর বাঁশ লাগানো

ছিল। সবকিছু দেখে, মনে হচ্ছিল যে ভেলাগুলো খু-উব কেতাদুরস্ত ভাবেই যাচ্ছিল। এ রকম একটা ভেলার মাঝি-মাল্লা হওয়াও বেশ কিছুটাক মাতব্বরি ব্যাপার।

আমরা ভেসে ভেসে একটা বড়ো বাঁকে গিয়ে পৌঁছলাম। রাতটা মেঘে আবৃত হয়ে গরম হয়ে উঠলো। নদীটা এখানটায় খুব চওড়া ছিল। এবং দু'পাশে ঘন কাঠের জঙ্গলগুলো দেয়ালের মতো দাঁড়িয়েছিল। তার ভিতর দিয়ে কোথাও একটু ফাক কিংবা আলো দেখা যাচ্ছিল না। আমরা কায়রো শহরটির সম্বন্ধে আলাপ করতে লাগলাম। এবং চিন্তা করতে লাগলাম যে সেখানে পৌঁছে গেলে আমরা তা আদৌ জানতে পারবো কিনা। আমি বললাম বোধ হয় পারবো না। কারণ আমি বলতে শুনেছি যে সেখানে মাত্র দশ-বারটির বেশি বসতি নাই। এবং তারা যদি বাতি না জ্বালায় তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে একটি শহর অতিক্রম করে চলে যাচ্ছি। জিম বললো যদি দেখা যায় যে দুটো বড় নদী এসে মিশেছে তাহলে সেখানেই যে কায়রো তা বুঝা যাবে। কিন্তু আমি বললাম আমার মনে হয়, আমরা একটা দ্বীপের পায়ের দিক দিয়ে চলে যাচ্ছি। এবং আবার সেই পুরানো নদীটায় ফিরে আসছি। কথাটা জিমকে ভড়কে দিল। এবং আমাকেও। সুতরাং প্রশ্ন হোল, কি করা যায়? আমি বললাম সর্বপ্রথম আমরা যেখানে বাতি দেখবো তখন দাঁড় বেয়ে তীরে সেই জায়গায় গিয়ে উঠবো এবং তাদেরকে বলবো যে আমার বাবা আমাদের পিছনে পিছনে একটা তেজারতি নৌকায় আসছেন। তিনি ব্যবসায়ে নতুন। এবং তিনি জানতে চান যে কায়রো এখান থেকে কত দূর? জিম চিন্তা করে বললো এটা একটা ভাল ফন্দি। সুতরাং আমরা তামাক খেতে লাগলাম। এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এখন শুধু তীক্ষ্ণভাবে শহরটির উদ্দেশ্যে তাকিয়ে থাকা এবং অলক্ষ্যে এটা যেন পার না হয়ে যায় সেটাই লক্ষ্য করা আমাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ালো। সে বললো যে সে খুবই নিশ্চিত যে এটা সে দেখতে পারবেই। কারণ দেখা মাত্রই সে স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে। এবং সে যদি এটা হারায় তাহলে তাকে পুনরায় দাস প্রথা চালু প্রদেশে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে; তাহলে তার স্বাধীন হওয়ার আশার কোন চিহ্ন মাত্রই আর থাকবে না। একটু পরে পরেই প্রায় সে লাফ দিয়ে উঠছিল এবং বলছিল : "ঐ যে ওডা দেহা যাতিছে।"

কিন্তু তা নয়। এ ছিল হয়তো কোন আলেয়া, কিংবা জোনাকীর ঝাঁক। সুতরাং সে আবার বসে পড়ছিল। এবং আগের মতো সতর্ক হয়ে দেখছিল। জিম বললো যে স্বাধীন হওয়ার এত কাছে এসে তার শরীর কাঁপছে এবং সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। যাক, আমিও আপনাদেরকে বলতে পারি যে আমিও আমার সারা শরীরে কাঁপুনি অনুভব করছিলাম এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছিলাম। কারণ আমার মাথায় সম্পূর্ণ অন্য একটা চিন্তা ঢুকেছিল, তা এই যে সে স্বাধীনতার এত কাছে এসে পৌঁছলো এর জন্যে দায়ী কে? কেন? আমি। আমি আমার বিবেকের হাত

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে যেন নিষ্কৃতি পাচ্ছিলাম না। কোন কারণ কিংবা কোন রাস্তা যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এটা আমাকে এতটা উদ্বিগ্ন করছিলো যে আমি শান্তিই পাচ্ছিলাম না। আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। এরকম ভাব এর আগে আর অনুভব করি নাই। যা আমি করছিলাম তা এমন একটি কাজ যা আমার সঙ্গে যেন লেপ্টে রয়েছে এবং আস্তে আস্তে বেশি বেশি করে পুড়িয়ে মারছে। আমি নিজকে দোষমুক্ত করার জন্যে এইভাবে আপনাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলাম যে আমি তো জিমকে তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে বলি নাই। কিন্তু এতে কোন ফল হোল না। কারণ আমার বিবেক প্রত্যেকবারই বললো : "কিন্তু তুমি তো জানতে যে সে স্বাধীন হওয়ার জন্যে পালিয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই নৌকা বেয়ে পাড়ে গিয়ে কাউকে একথা বলে দিতে পারতে।" কথাটা ঠিকই, সুতরাং আমি ঐভাবে মনকে এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। এখানেই বিবেক দংশন করছিলো, বিবেক আমাকে বললো, "গরীব বেচারী মিস ওয়াটসন তোমার কি করেছিল যে তুমি তোমার চোখের সামনে তার নিগ্রো চাকরটিকে পালিয়ে যেতে দিলে? এবং সে কথা কাউকে বললে না, সেই গরীব তোমার কি করেছিল যে তার সঙ্গে তুমি এ রকম নীচ ব্যবহার করলে? কেন? সে কি এই জন্যে যে সে তোমাকে তোমার বই পড়ানোর চেষ্টা করেছিল? সে তোমাকে ভদ্রতা শিখানোর চেষ্টা করেছিল? সে যত রকম ভাবে তার জানা আছে, তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল? সে সব করেছিল কি সে এই জন্যে?" আমি খুব নীচ এবং লজ্জিত অনুভব করছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিল যে আমি মরে যাই, আমি অস্থির ভাবে ভেলার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করছিলাম। এবং আমি নিজেকে দোষারোপ করছিলাম। জিমও তেমনি অস্থির-ভাবে ভেলার এদিক-ওদিক হাঁটছিল, আমরা দুজনের কেউ স্থির হয়ে থাকতে পারছিলাম না, প্রত্যেক সময়ই সে ঘুরে নেচে উঠে বলছিল : "ঐ যে ওডাই কায়রো।"

আর তার কথাটা গুলীর মতো আমার বুকে এসে আঘাত করছিলো। কারণ আমি তা সত্যিই কায়রো বলে মনে করছিলাম এবং সেটা কায়রো হোলে আমি মনোকষ্টে মরেই যাবো—এরকম মনে হচ্ছিল।

আমি যখন আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলাম, তখন জিম জোরে জোরে কথা বলছিলো, সে বলছিলো সে স্বাধীন প্রদেশে গিয়ে প্রথমে কি করবে, সে সব কথা, সে সেখানে গিয়ে টাকা বাঁচানো শুরু করবে। এবং তার একটা পয়সাও খরচ করবে না। এবং যখন তার যথেষ্ট টাকা জমা হবে তখন সে মিস ওয়াটসন যেখানে বাস করে, তার নিকটে একটা ফার্মে তার স্ত্রী কেনা দাসী ছিল সেই ফারমে গিয়ে তাকে কিনে আনবে। তারপর তারা দুজনে রোজগার করে তার সন্তান দুটিকে কিনে নিয়ে আসবে। আর যদি ওদের মনিব তাদেরকে বিক্রি করতে না চায়, তাহলে যারা দাস প্রথার বিরোধী—তাদের কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দেবে এবং ওদেরকে চুরি করিয়ে নিয়ে আসবে।

কথাগুলো শুনে আমি প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছিলাম। এই রকম কথা বলতে জিম জীবনে এর আগে কখনো সাহস করতো না। দেখুন, তার স্বাধীন হওয়ার কথা সে যে মুহূর্ত থেকে চিন্তা করা শুরু করেছে, সেই মুহূর্ত থেকে তার কথার মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেই পুরানো প্রবাদটির মতো, একটি নিগ্রোকে যদি বসতে দাও, তো সে শুতে চাইবে। আমি ভাবলাম চিন্তা না করে কাজ করার এই ফল হয়। এই যে নিগ্রোটি, যাকে আমি প্রায় পালানোর মতোই সাহায্য করেছি, সেই কিনা ফস করে বললো যে তার ছেলেপুলোকে চুরি করাবে অথচ ছেলেপুলো যে লোকের কাছে রয়েছে, তা আমি জানিও না। কিংবা সে লোকটি আমার কোন ক্ষতিও করে নাই।

জিমকে একথা বলতে শুনে আমি খুব দুঃখিতই হলাম। কারণ এরকম কথা তাকে আমার দৃষ্টিতে নীচ করে দিচ্ছিল। আমার বিবেক পূর্বাপেক্ষা আরও তাতিয়ে উঠলো এবং এত আলোড়নের সৃষ্টি করলো যে আমি বিবেককে বললাম, "আমার উপর নির্ভর কর। এখন পর্যন্ত হাতের বাইরে চলে যাওয়ার মতো ততটা দেরি হয় নাই। আমি প্রথম কোন বাড়ি পাড়ে দেখলেই, চট করে নৌকা বেয়ে যাব এবং তাদেরকে জিমের পালিয়ে যাওয়ার কথা বলবো।" এরপর আমি বেশ শান্তি ও আরাম অনুভব করতে লাগলাম। যেন এক মুহূর্তে আমার সব দুঃখ-কষ্ট উবে গেল। আমি তীরে দেখার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম এবং আপন মনে গান গাওয়ার মতো গুনগুন করতে রইলাম। ধীরে ধীরে একটি বাতি দেখা গেল। জিম গানের কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো :

"আমাগো আর কোন ভয়-বালাই নাই। আমরা বাইচ্যা গেছি। ফাল দ্যা ওঠো। যাওয়ার জন্যি পাও সই করো, ঐ তোরে দোস্ত, কায়রো শহর শ্যাষতরিক আইস্যা গ্যাছে, আমি বেশ জানি ঐডাই—,"

আমি বললাম : "আমি ডোঙাটা দিয়ে গিয়ে প্রথমে দেখি, জিম, এটা হয়তো ওটা নাও হতে পারে, বুঝেছো?" সে লাফিয়ে উঠলো এবং নৌকাটাকে তৈরি করলো, এবং তার পুরানো কোটটি ডোঙার নিচে চেপে দিয়ে আমাকে বসার আসন করে দিল এবং আমার হাতে বইঠা তুলে দিল। এবং আমি যখন বেয়ে এগিয়ে চললাম, তখন সে ডেকে বললো : "শিগগীরই আমি খুশীতে চিল্লাইয়া উঠফো, আর কবো ক্যাবল মাত্র হাকের জন্যি এডা অলো। আমি এহন স্বাধীন মানুষ। আর হাকের সাহায্য না পালি আমি স্বাধীন হতি পারতাম না। হাকই এডা করছে। জিম তুমারে কহন ভুইল্যা যাবি না, হাক, তুমি জিমের সব চাইয়্যা বড় বনদু। আর তুমিই তার একমাত্র বনদু।"

আর এদিকে আমি বইঠা মেরে ঘর্মাক্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম তার ক্ষতি করার জন্যে। কিন্তু সে যখন একথা বললো তখন কথাগুলো আমার ভিতর থেকে সব উৎসাহ খাট করে দিল যেন। তারপর আমি ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। আমি এখন খুব সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না যে পাড়ে যাওয়ার জন্যে যখন আমি

www.boiRboi.blogspot.com

রওয়ানা হই, তখন কি খুশী হয়েছিলাম, না হই নাই। যখন পঞ্চাশ গজ দূরে চলে গেছি তখন জিম চিৎকার করে বললো : "ঐতো যাতিছে হাক, সত্যেবাদী হাক। সেই মাত্র একজন ধলা মানুষ দ্যাখলাম যে জিমের কাছে তার দেওয়া কথা রাখছে।"

আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু আমি মনকে বললাম যে আমার কর্তব্য করতেই হবে, জিমের পালানোর সংবাদ দিতেই হবে। এর থেকে নিস্তার নাই। ঠিক ঐ সময় দুটো লোক বন্দুকসহ একটা নৌকায় এগিয়ে এল। এবং তারা থামলো। আমিও থামলাম। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলো : "ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটা কি?"

"ওটা একটা ভেলা।" আমি বললাম।

"ওটা কি তোমাদের?"

"হ্যা, স্যার।"

"ওর উপরে কোন লোক আছে?"

"একটি লোক আছে, স্যার।"

"দেখ, পাঁচটি নিগ্রো আজ রাতে, ঐ দূরে যে বাঁক দেখা যাচ্ছে, ওর মাথার কাছ থেকে পালিয়ে ভেগেছে। তোমার লোকটি সাদা না কালো?"

আমি চট করে উত্তর দিই নাই। আমি চেষ্টা করেছিলাম বটে। কিন্তু কথা বের হয় নাই। দু'এক সেকেণ্ডের জন্য নিজেকে তৈরি করে জিমের কথাটা বলেই দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার না মানুষের মতো হিম্মত ছিল, না একটা খরগোশের মতো উৎসাহ। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। সুতরাং বার বার করে বলার চেষ্টা থেকে নিজেকে রেহাই দিলাম এবং বলে ফেললাম :

"সে একজন শ্বেতকায়।"

"আমি মনে করি যে আমরা নিজে গিয়ে তাকে দেখব।"

"আমিও ইচ্ছে করি যে আপনারা গিয়ে দেখুন।" আমি বললাম, "কারণ যিনি ওখানে রয়েছেন তিনি আমার বাবা এবং হয়তো আপনারা দয়া করে ভেলাটাকে টেনে পাড়ে, যেখানে আলো রয়েছে সেখানে নিয়ে আসায় সাহায্য করবেন। তিনি ভারি অসুস্থ এবং আম্মাও সেই রকম, আর মেরী এ্যান-ও।"

"ওরে বাপরে বাপ! আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আছে, বুঝলে খোকা। তবুও আমরা মনে করি এটা আমাদের কর্তব্য। বেশ, খোকা, বইঠা বেঁধে তৈরি হও, চলো।"

আমি বইঠাটা বেঁধে নিলাম। তারাও তাদের দাঁড় ধরলো। তারপর আমরা দুটো একটা টান দিয়েছি, এমন সময় আমি বললাম :

"বাবা আপনাদের নিকট খুব কৃতজ্ঞ হবেন। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। যাদেরকে আমি খেয়াটা টেনে পাড়ে নিয়ে যেতে বলেছি তাদের প্রত্যেকেই চলে যাচ্ছে এবং আমি নিজে সে কাজ করতে পারছি না।"

"দেখ, এ সব জাহান্নামি কারবার এবং বিদঘুটে। আচ্ছা, বলতো খোকা, তোমার বাবার কি হয়েছে?"

"বাবার—মানে—দেখুন—মানে—তেমন কিছু হয় নাই।"

তারা হঠাৎ দাঁড় টানা থামিয়ে দিল। ভেলাটার কাছে আসতে আর বেশি দূর ছিল না। একজন বললো : "দেখ, খোকা, মিথ্যে বলছো। বলো, তোমার বাবার কি হয়েছে? ঠিক ঠিক উত্তর দাও। তাহলে তোমার জন্যে মঙ্গলকর হবে।"

"আমি দেব, স্যার। সত্যিভাবে উত্তর দেব—কিন্তু দয়া করে আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। তার হোল—তার হোল—দেখুন জনাব, আপনারা দূরের থেকেই নাহয় টানবেন এবং আমি ভেলার মাথার দিকে যে গুনটা আছে, সেটাই আপনাদের হাতে তুলে দেব। আপনাদের ভেলার খুব কাছে আসতে হবে না। দয়া করে আপনারা এ কাজটি করুন।"

"জন, নাওটাকে পিছিয়ে নাও।" তাদের একজন বললো।

তারা দাঁড় টেনে পিছনের দিকে চলে গেল।

"দেখ খোকা, দূরে থাক—বাতাসের ভাটিতে থাক। কি হতচ্ছাড়া কাণ্ড! বোধ হয় বাতাসে বয়ে ওঠা আমাদের দিকে নিয়ে আসছে। দেখ, তোমার বাবার বসন্ত হয়েছে। আর তুমি তা খুব ভাল করে জান। তুমি কেন সেটা আমাদের ঠিকমত বলো নাই? তুমি কি চাও বসন্তের বীজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক?"

"দেখুন—" আমি থতমত খাওয়ার মতো করে বললাম, "আমি এর আগে প্রত্যেককে বলেছি এবং তারা শোনা মাত্র চলে গেছে। এবং আমাদের ফেলে গেছ।"

"হায় বেচারা! তারা যা করেছে, তার মধ্যে কিছু অর্থ আছে বটে। আমরা তোমার জন্যে খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমরা—যাক, গোল্লায় যাক—দেখ, আমরা বসন্ত চাই না। শোন, খোকা, আমি তোমাকে বলছি কি করতে হবে। তুমি নিজের থেকে ভেলাটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না, তাহলে সব কিছু তুমি ভাঙচুর করে ফেলবে। তুমি কুড়ি মাইল ভাটিতে চলে যাও। তখন তুমি নদীটার বাঁ-দিকে একটা শহর পাবে, এবং সেখানে তোমরা সূর্য উঠার পর পরই গিয়ে পৌছবে। দেখো, সেখানে গিয়ে সাহায্য চাইবে; বলবে তোমার এই আত্মীয়রা সর্দি এবং জ্বরে ভুগছে, বুঝলে? দেখো আর যেন বোকামি করো না। কি ঘটেছে তা চিন্তা করতে লোকদের অবসর দিও না। আমরা তোমাকে কিছুটা দয়া করছি, শোন, তুমি আমাদের থেকে কুড়ি মাইল তফাৎ চলে যাও। সেই ভাল ছেলের মতো কাজ হবে। ঐ যে দূরে, যেখানে বাতি দেখা যাচ্ছে, সেখানে নেমে তোমার কোন সুবিধে হবে না—ওটা মাত্র একটা কাঠ-গুদামের আঙিনা। দেখ, আমার মনে হয়, তোমার বাবা খুব গরীব। এবং বলতে হচ্ছে যে তিনি দুরবস্থায় পড়েছেন। এই দেখো, এহানে আমি কুড়ি ডলারের একটা গিনি, এই কাঠের টুকরোটার উপর রাখছি। এটা ভেসে যখন তোমার কাছ দিয়ে যাবে তখন এটা

www.boiRboi.blogspot.com

তুমি তুলে নিও। তোমাকে এরকম ছেড়ে যাওয়ায় আমি নিজেকে খুবই নীচ মনে করছি। কিন্তু হায় আল্লাহ! বসন্ত রোগ নিয়ে কোন আহাম্মকি করা কোন কাজের কথা নয়। বুঝতে পারলে না? ধরতো পারকার," লোকটি বললো, "এই যে কুড়ি ডলার—ঐ কাঠের উপর রাখোতো। আসি তাহলে, খোকা। যে রকম বলা হোল সে রকম করো। তাহলে তোমার পক্ষে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, খোকা, সেই-ই ঠিক, বিদায় বিদায়। তুমি যদি কোন নিগ্রোকে পালিয়ে যেতে দেখ, তাহলে তুমি সাহায্য পাবে এবং তাতে তাকে ধরতে পারবে। এবং ধরলে কিছু টাকাও রোজগার হয়ে যাবে, বুঝলে?"

"বিদায়, স্যার! আমি বললাম, "আমি কোন পালিয়ে যাওয়া নিগ্রোকে যতদূর পারি পালিয়ে যেতে দেব না। আমার কাছ থেকে ছুটে যেতে তাকে দেব না।"

তারা চলে গেল। আমি ভেলার উপর উঠলাম। আমার মন এবং মেজাজ বড় খারাপ ছিল। কারণ আমি জানতাম যে আমি বড় অন্যায় কাজ করেছি। দেখলাম, আমি যে ঠিকমত কাজ করার চেষ্টা করছি তা কোন রকম কাজেই লাগছে না। কোন লোক যদি প্রথমেই চেষ্টা করার ঠিক কায়দাটা না পায় তা হলে তার চেষ্টা কোন রকম ফল দেখানোর উপযুক্ত হয় না—তারপর যখন চরম মুহূর্তটি আসে তখন তাকে উৎসাহ দেওয়ার মতো তার মধ্যে আর কিছু থাকে না। এবং সে কাজটাতে আর লেগে থাকতেও পারে না। সুতরাং সে হেরে যায়। আমি মিনিট খানেক চিন্তে করে দেখলাম এবং নিজেকে বললাম—ধর, তুমি ঠিক কাজই করলে এবং জিমকে ওদের হাতে তুলে দিলে, তাহলেই কি তুমি এখন যেমন অনুভব করছো, তার থেকে ভাল অনুভব করতে? না—আমি মনে মনে বললাম, আমি খারাপ অনুভব করতাম। আমি যেমন এখন অনুভব করছি ঠিক এমনই অনুভব করতাম। তাহলে, আবার আমি বললাম, ঠিকমত কাজ করা যখন অসুবিধাজনক এবং বেঠিক কাজ করাটাও যখন তেমন কষ্টকর নয়, এবং দুটোর প্রতিদান যখন একই—তখন ঠিকমত কাজ করার চেষ্টা করারই বা ফল কি? আমি আটকে গেলাম এবং এর উত্তর দিতে পারলাম না। সুতরাং স্থির করলাম, এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না। এবং পরে হাতের কাছে যা সহজে আসে তা-ই করে যাব। আমি কাঠের তাঁবুটার ভিতরে গেলাম। জিম সেখানে ছিল না। আমি চারদিকে দেখলাম। কোনখানে নেই, বললাম : "জিম।"

"আমি এই যে এইহানে, হাক। ওরা কি দিষ্টির বাইরি চইল্যা গ্যাছে? আর জোরে কথা কইও না।"

সে পিছনের হালের কাছে নদীর পানির মধ্যে ডুবেছিলো, শুধুমাত্র তার নাকের ডগাটা বের করা ছিল। আমি তাকে বললাম যে তারা দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। সুতরাং সে ভেলার উপরে উঠে এলো এবং বললো : "আমি সব কতা শুনতিছিলাম। যদি তারা ভেলার উপর আসতো, তা অলি আমি সুডুৎ কইর‍্যা নদীর মধ্যি নাইম্যা, পাড়ের দিকি সাঁতার দিতাম। তারপর তারা যহন চইল্যা

যাইতো তহন আবার আমি সাতরাইয়া ভেলায় ফিরা আসতাম। কিনতুক তুমি কত সোজাভাবে তাগো আহাম্মক কইর‍্যা দিলা, হাক। যে ফাঁহিডা তাগো দিছো, সেডা আমি তোমারে কলাম। পয়লা নম্বরের ফাঁহি। সোনামনি, আমি তোমারে সেই কতাই কই। আমি মনে করি তোমার এই কথাডাই বুড়া জিমরে আইজ বাঁচাইছে। শোন, আমার মধুভাই, বুড়া জিম তোমার কথা কোনদিনই ভুলতি পারবি না।"

তারপর আমরা টাকা সম্বন্ধে আলাপ করলাম। কুড়ি ডলার—এই টাকাটা বেশ ভাল রকমই এসে গেল। জিম বললো যে এবার আমরা স্টীমারের ডেকে চড়ে যেখানে নিগ্রো স্বাধীনতা আছে সে প্রদেশগুলোর মধ্যে যতটা যাওয়া যায় ততটা যেতে পারবো। সে বললো যে ভেলায় কুড়ি মাইল চলা খুব বেশি রাস্তা নয়, কিন্তু সে ইচ্ছে করছিল যে জায়গাটায় এসে পৌঁছে গিয়েছে—এমনি হলে আরো ভালো হোত। সকালের দিকে আমরা ভেলাটা বাঁধলাম। জিম ভেলাটাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলো। তারপর সারাটা দিন জিনিসপত্রগুলো পোটলা-পুটলি করে বাঁধলো এবং ভেলাটা যত শীঘ্র পারে ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

সেই রাত্রে প্রায় দশটায়, বাঁদিকে দূরে যে বাঁক দেখা যাচ্ছিল, সেখানকার আলো আমাদের দৃষ্টিপথে এসে পড়লো।

আমি ওটার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্যে ডোঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একটু পরে দেখি নদীতে ডিঙি নিয়ে একটি লোক ট্রট মাছ মারার জন্যে বঁড়শি ফেলছে। আমি তার পাশাপাশি এলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

"মশাই, ঐ শহরটা কি কায়রো?"

"কায়রো?" না। তুমি একজন মহা আহাম্মক দেখছি।"

"তবে ওটা কোন শহর, মশাই?"

"তুমি যদি জানতে চাও, তবে ওখানে গিয়ে বের করো গে, ওটা কোন শহর। আর দেখ, তুমি এখানে আধ মিনিটের বেশি যদি গোলমাল কর, তাহলে তুমি এমন জিনিস পাবে, যা তুমি মোটেই চাও না।"

আমি বইঠা মেরে আবার ভেলায় ফিয়ে এলাম। জিম ভয়ানক হতাশ হোল। কিন্তু আমি বললাম, কুচ্-পরওয়া নাই। আমি মনে করি এর পরের শহরটা কায়রো হবে।

আমরা সকালের আলো ফুটে ওঠার আগে আর একটা শহর অতিক্রম করলাম। আমি আবার ডোঙায় এগিয়ে গিয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম, পাড় খুব উঁচু। সুতরাং আমি গেলাম না। কারণ কায়রোতে পাড় উঁচুর কিছুই নাই, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম! আমরা পাড়ের দিকে একটা বাঁকের কাছাকাছি সারাটা দিন শুয়ে কাটালাম। আমার একটা সন্দেহ হোতে লাগলো। জিমেরও। আমি বললাম :

www.boiRboi.blogspot.com

"হতে পারে সেই রাত্রিতে আমরা কায়রো ছেড়ে এসেছি।"

সে বললো :

"হাক, এ নিয়া আর কতা কইও না। গরীব নিগ্রোদের ভাগ্যি আর কোন দিন বালো হতি পারে না। আমি সব সময় সন্দেহ কইর‍্যা আইছি সেই বিষঅলা সাপডার চামড়ার বদ-তাসির এহনোও শ্যাষ হয় নাই।"

"আহা, আমি যদি সেই সাপের চামড়া একেবারেই না দেখতাম—যদি এমন হোত যে আমার চোখ তার উপর একবার মাত্রও না পড়তো।"

"এডা তো তোমার দোষ না, হাক, তুমি তো জানত্যা না। তুমি তার জন্যি নিজিরে দোষ দিও না।"

যখন দিন হোল, তখন দেখি যে ওহাই নদীর পরিষ্কার পানি দেখা যাচ্ছে। তার বাইরেই সত্যি সত্যি আগের পুরনো ঘোলা পানি দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং কায়রোর সম্বন্ধে সব আশা শেষ হয়ে গেল। এটা নিয়ে বার বার আলোচনা করলাম। কিন্তু লাভ হোল না; কারণ ভেলাটাকে স্রোত উজিয়ে উজানে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য আমাদের ছিল না। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরে ডোঙায় চেপে উল্টো চলে গিয়ে কায়রো যাওয়ার সুযোগ নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না! সুতরাং আমরা সারাদিন তুলো গাছের ঝোপের নিচে ঘুমালাম, যাতে করে সতেজ হয়ে কাজে লাগতে পারি। আমরা আবার ভেলায় ফিরে গেলাম, তখন দেখি ডিঙিটা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা কথা বলি নাই, কিছু বলার ছিলও না। আমরা দুজনেই বেশ ভাল করে জানলাম যে, এটাও সেই সাপের চামড়ার আরো কিছু কারসাজি। সুতরাং এর সম্বন্ধে আবার বলায় আর কি লাভ! এর শুধু এই অর্থ হোত যে, আমরা শুধু দোষ ধরে যেতাম আর সেটা আরও অধিক মন্দভাগ্য ডেকে আনতো—এবং চুপ করে থাকতে না পারাতক আনতেই থাকতো।

কি করা আমাদের পক্ষে ভাল, আস্তে আস্তে যে সম্বন্ধে চিন্তা করলাম। দেখলাম যে ভেলা নিয়ে ভাটিয়ে গিয়ে যে-পর্যন্ত-না একটা ডিঙি কিনতে পারি সে পর্যন্ত আমাদের আর কোন উপায়ই নাই। যখন মালিক কাছে না থাকে তখন তার নৌকাটা ধার নেওয়ার যে তরিকা বাপজী বাতলেছেন, সেই অনুসারে কোন নৌকা ধার নেওয়ার চিন্তাও সুবিধাজনক মনে করলাম না, —কারণ তাহলে ওরা আমাদের পিছনে লোক লেলিয়ে দেবে।

সুতরাং অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ভেলাটিকে স্রোতে ছেড়ে দিয়ে আবার চলতে লাগলাম। যদি কেউ এখনো বিশ্বাস না করেন যে, সাপের চামড়া হাতড়ানোটা আমাদের এ পর্যন্ত এত ক্ষতি করেছে, তাহলে তারা পরে আমাদের কি ঘটেছিল, সেটা জানলে আর বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবেন না।

নৌকার বেচাকিনি হয় নদীর ঐ পারে, যেখানে ভেলাগুলো জমা থাকে তার আশেপাশে। কিন্তু আমরা কোন ভেলাই কোনখানে দেখলাম না। সুতরাং আমরা

আরও তিন ঘন্টা কি তার বেশি সময় ভেসে চললাম। যাক, রাত্রিটা ধূসর এবং বেশ ঘন হয়ে উঠলো। মন্দ কিছু ঘটানোর জন্যে কুয়াশার পরেই এরকম অবস্থা হয়। আপনি বলতেই পারবেন না যে, নদীটার আকৃতিটা কি রকম সামান্য দূরেও দেখতে পারবেন না।

অনেক রাত পর্যন্ত অবস্থাটা এমনি স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর একটি স্টীমার নদী দিয়ে উজাতে উজাতে এল। আমরা লণ্ঠন জ্বালালাম। মনে করলাম যে, স্টীমারটা আমাদেরকে দেখবে। উজানে যে সব নৌকা কিংবা জাহাজ যায়—সেগুলো আমাদের খুব কাছাকাছি আসে না। তারা নদীর চড়া ধরে এবং মরা পানি দিয়ে পাহাড়ী পাড়ের ধার দিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু এরকম রাত্রিতে যারা ভুল করে তারা অনেক সময় সোজাসুজি নদীর এধারে উজিয়ে চলে যায়।

পাখার তলে পানি ভাঙার প্রচণ্ড একটা শব্দ যে এগিয়ে আসছে তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু স্টীমারটা কাছে না আসা পর্যন্ত সেটা দেখতে পাই নাই। স্টীমারটা আমাদেরকে লক্ষ্য করেই যেন আসছিল। এ স্টীমারগুলো প্রায় এ রকম করে; এবং দেখতে চায় যে, স্পর্শ না করে কতদূর কাছ ঘেঁষে যাওয়া যায়। অনেক সময় চাকাগুলো ভেলাগুলোকে কামড়ে কামড়ে চলে যায় যেন; এবং তারপর সারেঙ মাথা বের করে দেয় এবং হাসতে থাকে। সে মনে করে খুব মাতব্বরি দেখানো গেল। এইতো ওটা আসছে। আমরা বললাম যে, ওটা এসে আমাদেরকে চেঁছে চলে যাবে। কিন্তু মনে হোল ওটার ঠিক পথ হয়ে ঘুরে যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ওটা খুব উঁচু মনে হচ্ছিল এবং বিদ্যুৎগতিতে আসছিল। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছিল দু'সারি জোনাকি দিয়ে ঘেরা একখানি মেঘ হঠাৎ আঁধার থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন ওটা একটা দৈত্য, ইয়া বড় এবং ভয়াবহ। তার ভিতরের লম্বা সারবাঁধা আগুনের কুণ্ডগুলোকে লাল দাঁতের মতো দেখা গেল। তার দৈত্যের মতো মাথাটা এবং ধাক্কা সামলানোর কাছির দড়াগুলো আমাদের উপর এসে ঝুলে পড়লো। তারা আমাদের উদ্দেশে চিৎকার করতে লাগলো এবং ঘন্টাধ্বনি করতে লাগলো। ওটা ইঞ্জিন থামানোর ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হুস হুস শব্দ এবং কিসের একটা হাউ কাউ শোনা গেল। মুহূর্ত মাত্র! একদিকে জিম লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে গেল আর আমি ওদিকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টীমারটি ভেলাটিকে চুরমার করে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

আমি ডুব দিলাম। ত্রিশ ফুট চাকাটা যাতে আমার উপর দিয়ে চলে যেত পারে, সেই ভাবে যথেষ্ট জায়গা রাখার জন্যে একেবারে মাটির দিকে চলে গেলাম। আমি পানির নীচে সব সময়ই এক মিনিট ডুবে থাকতে পারতাম। কিন্তু এবার মনে হোল যেন দেড় মিনিট পানির নিচে ছিলাম। তারপর হুস হুস করে লাফিয়ে পানির উপরে উঠলাম। মনে হচ্ছিল যেন ফেটে যাব। আমি আমার বগলের নিচে মাথা চেপে নাক দিয়ে পানি বের করে দিলাম। এবং ফুঁ দিয়ে

নিশ্বাস ছাড়তে লাগলাম। শোঁ শোঁ শব্দ করে স্রোত চলে যাচ্ছিল। স্টীমারটি থামানোর দশ মিনিটের মধ্যেই আবার ওরা সেটাকে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। কারণ ওরা ভেলাওয়ালাদের জন্যে বেশি মাথা ঘামায় না। সুতরাং ওটা নদীকে উথাল পাথাল করে উজানের দিকে চলে যেতে লাগলো। স্টীমারটা এমনি ঘন আবহাওয়ার মধ্যে যদিও দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল, তবু, আমি সেটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। চিৎকার করে জিমকে প্রায় দশবারো বার ডাকলাম, কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। যখন পানির মধ্য দিয়ে হাঁটার মতো সোজা হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার গা স্পর্শ করে একখানা তক্তা ভেসে যাচ্ছিল। আমি সেটা থাবা দিয়ে ধরলাম। সেটাকে সামনে ঠেলে ঠেলে পারের দিকে রওয়ানা হলাম। একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে স্রোতের বেগটা বাঁ পারের দিকে যাচ্ছে। ওতে মনে হোল যে, আমি পাড়ির মুখে এসে পৌঁছেছি। সুতরাং আমার গতি সেভাবে পরিবর্তন করে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা শুরু করলাম।

পাড়িটা দু'মাইলব্যাপী একটি লম্বা ও তেরছা পাড়ি। সুতরাং আমার নদীটা পার হতে বেশ ভালো সময়ই লাগলো। আমি নিরাপদেই পারে এসে থামলাম। তারপর পাড় বেয়ে উপরে উঠলাম। সামান্য দূরেও কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে হাতড়ে হাতড়ে প্রায় পোয়াটাক মাইল উঁচু-নিচু জমি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর আমি হঠাৎ লক্ষ্য করার আগেই পুরানো ধরনের ডবল কাঠ দিয়ে তৈরি একটি বাড়ির একেবারে সামনে এসে পড়লাম। সত্বর সেটাকে অতিক্রম করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু অনেকগুলো কুকুর লাফিয়ে এল, আর মামাকে দেখে সাংঘাতিকভাবে চিৎকার ও ঘেউ ঘেউ শুরু করলো। আমি আর একটি পাও এগোনোর ফল বেশ ভাল করে বুঝতে পারলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গ্রাঞ্জারফোর্ডগণ আমাকে গ্রহণ করলো

এক মিনিটের মধ্যে কেউ একজন জানালায় দাঁড়িয়ে মাথাটি বের না করে দিয়ে বললো : "এই ছেলেরা, কাজ হয়েছে। দেখোতো ওখানে কে?"

আমি বললাম : "এই যে আমি এখানে।"

"বলি আমিটা কে?"

"জর্জ জ্যাকসন, স্যার।"

"তুমি কি চাও?"

"আমি কিছুই চাইছি না, স্যার। আমি শুধু এদিক দিয়ে চলে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু কুকুরগুলো তা' করতে দিচ্ছে না।"

"এত রাতে এই সময় এখানে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ, কেন হে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমি ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছি না, স্যার। আমি স্টীমারের উপর থেকে পানিতে পড়ে গিয়েছিলাম।

"ও! পড়ে গিয়েছিলে? তাই নাকি! আরে কে আছ ওখানে, আলোটা জ্বালাও দেখি? কি বল্লে তোমার নামটা?"

"জর্জ জ্যাকসন, স্যার। আমি একটি বালক মাত্র!"

"দেখ হে, যদি তুমি সত্যি কথা বলে থাক, তাহলে তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। কেউ তোমাকে কোন রকম আঘাত করবে না। কিন্তু ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করো না। যেখানে তুমি আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক, কে আছ হে, তোমাদের একজন—বব আর টমকে জাগাও; আর বন্দুকটা নিয়ে এসো। জর্জ জ্যাকসন, তোমার সঙ্গে কেউ আছে নাকি?"

"না স্যার, কেউ নাই।"

আমি শুনতে পেলাম এবার বাড়িটা বেশ সরগরম হয়ে উঠলো। একটা বাতি দেখলাম। একটি লোক চিৎকার করে বললো :

"বাতিটা সরিয়ে নাও বেটিস, তুমি সেই পুরোনো আহাম্মকই রয়ে গেছ দেখছি। তোমার কি কোন বুদ্ধি নেই? ওটাকে দরজার পেছনে মেঝের উপর রাখ। বরং, তুমি আর টম তৈরি হয়ে নাও। জায়গা মতো গিয়ে দাঁড়াও।"

"হাঁ, আমরা সকলে তা তৈরি রয়েছি।"

"এবার জর্জ জ্যাকসন তুমি বল, তুমি কি সেফার্ডসন পরিবারকে চেনো?"

"না স্যার। আমি কস্মিনকালেও তাদের কথা শুনি নাই।"

"বেশ তা হতে পারে এবং না-ও হতে পারে। তোমরা সকলে তৈরি থাক। ও! বেশ এবার এগিয়ে এসো, জর্জ জ্যাকসন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসো, মনে রেখো, তাড়াতাড়ি করবে না—অত্যন্ত ধীরে এবং সুস্থির ভাবে এগোও। তোমার সঙ্গে যদি কেউ থাকে তাহলে তাকে পিছে ফেলে আসবে। সে যদি দৃষ্টির মধ্যে আসে, তাহলে নির্ঘাত তাকে গুলী করা হবে। হ্যাঁ, এবার এগিয়ে এসো; আস্তে ধীরে এগিয়ে এসো; দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে নিজেই খোল—মাত্র এতটুকু খুলবে যার মধ্য দিয়ে তুমি কোন রকমে চেপে নিজেকে গলিয়ে আনতে পার। শুনছো তো?"

আমি তাড়াতাড়ি করলাম না। এবং ইচ্ছ করলেও করতে পারতাম না। আমি খুব ধীর ভাবে পা' ফেলে ফেলে এগুতে লাগলাম।

আমি অনুভব করলাম যে, আমি শুধুমাত্র আমার বুকের ধপ-ধপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কুকুরগুলো ঠিক মানুষের মতোই সুস্থির দেখলাম। একটু একটু করে আমরা পিছনে পিছনে আসতে লাগলো। যখন আমি তিনটি কাঠ দিয়ে তৈরি দরজার সিঁড়িটায় এসে পৌছলাম তখন আমি শুনতে পেলাম তারা তালা খুলছে, হুড়কা খুলছে, এবং ছিটকিনি খুলছে। আমি আমার হাতটা দরজার উপরে রাখলাম। তারপর আস্তে একটু ঠেলা দিলাম তারপর আর একটু ঠেলা দিলাম। এই সময় ভিতর থেকে আর একজন বললো :

www.boiRboi.blogspot.com

"এই ঠিক হয়েছে, এই যথেষ্ট। তোমার মাথাটা ঢুকিয়ে দাও।"

আমি তাই করলাম। মনে করলাম যে, তারা বোধ হয় আমার মাথাটা নিয়েই নেবে। মেঝের উপর একটি মোমবাতি ছিল। তারা সবাই আমার দিকে চেয়েছিল এবং আমিও তাদের দিকে চেয়েছিলাম—পোয়া মিনিটটাক এমনি। তিনজন বেশ বৃহদাকার লোক আমার দিকে বন্দুক বাঁকিয়ে ধরলো। তাতে আমার চোখ, আমি আপনাদের বলছি, বেশ পিটপিট করতে লাগলো। সবচেয়ে বড়ো যিনি ছিলেন, তাঁর ছিল পাকা চুল; বয়স প্রায় ষাট বছর হবে; আর দুজন ছিল ত্রিশ কিংবা তাঁর কিছু বেশি হবে, এমন বয়সের, তাদের সকলেই দেখতে বেশ পরিপাটি এবং সুন্দর। একজন মহিলা ছিলেন; পাকা চুল এবং দেখতে বেশ মিষ্টি মতো। আর এর পিছনের দুজন যুবতী মহিলাকে দেখলাম। বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন :

"এসেছো? এসো, আমার মনে হয় সব ঠিক আছে! ভিতর এসো।"

আমি ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই বুড়ো ভদ্রলোক দরজায় তালা লাগালেন, তারপর হুড়কো দিলেন, এবং শেষে ছিটকানি লাগিয়ে দিলেন। তারপর জোয়ান লোক দুটিকে ভিতরে যেতে বললেন। তারা সকলেই একটি বড় বৈঠকখানার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সেটার মেঝের উপর একটা কম্বলের নতুন গালিচা পাতা ছিল। এবং তারা তার এককোণে এমন জায়গায় গিয়ে সব বসলো, যেটা সামনের জানলা থেকে নাগালের বাইরে। জানলার দিকটায় কেউ ছিল না। তারা মোমবাতিটি তুলে ধরলো, আমাকে ভাল করে দেখলো এবং সকলে এক বাক্যে বললো; "তাইতো সে সেফার্ডসন পরিবারের কেউ নয়; সেফার্ডসনদের কোন কিছুই তার মধ্যে নাই।" তারপর বুড়ো লোকটি বললেন, তিনি আশা করেন যে, আমার দেহ যদি অনুসন্ধান করা হয়, তাতে আমি কিছু মনে করবো না। কারণ তিনি আমার কোন ক্ষতি করতে চান না। তিনি শুধু নিশ্চিন্ত হতে চান। সুতরাং তিনি আমার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন না বটে, কিন্তু বাইরে থেকে হাতিয়ে হাতিয়ে দেখতে লাগলেন। এবং বললেন সব ঠিক আছে। তিনি আমাকে বললেন যেন বাড়ির মতোই সহজ মনে করি। তিনি আমার সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলতে বললেন; কিন্তু বুড়ো মহিলাটি বললেন : "অ-আল্লা। এই দেখো, বেচারি দেখি ভিজে চুপসে গেছে, আর সে যে ক্ষুধার্ত, তাওকি তোমরা মনে করো না?"

"তুমি ঠিকই বলেছো—র‍্যাচেল—আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" সুতরাং বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন :

"বেট্‌সি" (একজন নিগ্রো রমণীর নাম), তুমি দৌড়ে যাও এবং যতশীঘ্র পার এই বেচারীর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস, আর দেখ মেয়েরা, তোমাদের একজন গিয়ে বাককে জাগাও। আর তাকে বলো—ওমা, এই যে বাক তো এসেই গেছে। বাক, শোনো, এই নতুন ছেলেটাকে নিয়ে যাও। তার গায়ের থেকে ভিজে কাপড় খুলে ফেল এবং তোমার কোন শুকনো কাপড় ওকে পরিয়ে দাও।"

বাককে দেখে মনে হচ্ছিল যে, আমার মতোই তার বয়স হবে, তের কি চৌদ্দ। কিংবা এমন ধারা কিছু। যদিও সে আমার চেয়ে একটু বাড়ন্ত ছিল। তার গায়ে সার্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না। চুলাগুলো ছিল উসকো খুসকো। সে হাই ছাড়তে ছাড়তে এবং এক হাতের মুঠো দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে অন্য হাত দিয়ে একটা বন্দুক টেনে নিয়ে আসছিল, সে বললো : "এখানে কি সেফার্ডসনদের কেউ এসেছে নাকি।"

তারা বললো : "না।" ভুলে এলার্ম দেওয়া হয়েছিল।"

"যাক" সে বললো সেফার্ডসনদের লোকেরা, যদি আসতো, তা হলে আমি তার একটাকে নিয়ে নিতাম।"

তারা সকলেই হেসে উঠলো এবং বব বললো : "কেন বাক, তুমি আসতে এত দেরি করছিলে কেন?"

"দেখ, আমার পরে যে কেউই আসে না। একথাটা ঠিক নয়। আমাকে সব সময় এমন দমিয়ে রাখা হয় যে, আমি দেখাবার মতো কিছু দেখাবার অবকাশই পাই না।"

"যাক, কিছু মনে করো না বাক, তুমি লক্ষ্মী ছেলে", বুড়ো লোকটি বললেন, "সময় এলে তুমিও দেখানোর যোগ্য অনেক কিছুই পাবে। তা নিয়ে আর মনে কোন নালিশ রেখ না। যা হোক, তোমার মা যে রকম বলেছেন সে রকমই কর গিয়ে।"

আমরা উপরে উঠে দোতালায় তার কামরায় গেলাম। সে আমাকে একটা মোটা সার্ট এবং গায়ে জড়ানো একটা চাদর এবং তার একটা প্যান্ট দিল। আমি সেগুলো পরলাম। আমি যখন সেগুলো পরছিলাম তখন সে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু আমি বলার আগেই সে আমাকে একটি নীল পাখী এবং আগের দিনে জঙ্গল থেকে সে যে খরগোশটি ধরেছিল, সেটার কথা বলতে লাগলো। সে চট করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, বাতি নিভে যাওয়ার সময় মোজেস নামক ব্যক্তিটি কোথায় ছিল? আমি বললাম, তাতো আমি জানি না। আমি তার সম্বন্ধে এর আগে কোন রকম কথাও শুনি নাই।

"বেশ, আন্দাজই করো" সে বললো।

"আমি যখন এর আগে তার সম্বন্ধে কিছুই শুনি নাই তখন কি করে আন্দাজ করবো?" আমি বললাম।

"কিন্তু তাহলেও তুমি আন্দাজ করতে পার না কি? এটাতো অতি সোজা; মোমবাতি নিভে গেলে সে কোথায় থাকবে?

"কোন্ মোমবাতি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কেন? যে-কোন মোমবাতি", সে বললো।

"আমি জানি না, মোমবাতি নিভে গেলে সে কোথায় থাকবে।" আমি বললাম।

www.boiRboi.blogspot.com

"কেন, সে অন্ধকারে থাকবে। মোমবাতি নিভে গেলে তো অন্ধকারই থাকে।"

"বেশ, তুমি যদি জান যে সে কোথায় থাকবে, তাহলে তুমি জিজ্ঞাসাই বা করলে কেন?

"দেখতো, কি বোকার মতো কথা বলছো। এটা একটা ধাঁধা। তুমি বুঝতে পারলে না? আচ্ছা বলো তুমি কতদিন থাকতে চাচ্ছ? তোমার এখানে সব সময়েই থাকতে হবে কিন্তু। আমরা তাহলে খুব মজায় সময় কাটাতে পারবো। কারণ আমাদের এখন কোন স্কুল নাই। তোমার কি কোন কুকুর আছে? আমার একটা আছে। নদীর ভিতরে যদি তুমি এক টুকরো পাথর ফেলে দাও, তবে সে তা' তুলে নিয়ে আসবে। আচ্ছা, তুমি কি রবিবারে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে কিংবা এমন কোন আহাম্মকি করতে পছন্দ করো? তুমি বাজী ধরে বলতে পারো যে, আমি তা আদৌ পছন্দ করি না। কিন্তু মা আমাকে করিয়ে ছাড়েন। এই পরনো হতভাগা চোঙা প্যান্টগুলো দেখ। যদিও আমি পারবো সেগুলো তবুও ইচ্ছে হয় না, আমার খুব গরম লাগে। এই তোমরা সব তৈরি আছো তো; আচ্ছা। বেশ চলো এবার। চলো বুড়োকর্তা, চলো।"

সিদ্ধ ও ঠাণ্ডা গোশত, মাখন এবং ঘোল—এই সবই তারা নিচে আমার জন্যে তৈরি করে রেখেছিল। এগুলোর চাইতে ভাল জিনিসের সাক্ষাৎ আমি এ পর্যন্ত পাই নাই। বাক এবং তারা সবাই কপ-পাইপে ধূমপান করতে লাগলো। শুধু নিগ্রো মেয়েটি করে নাই। সে চলে গিয়েছিল এবং মেয়ে দুটিও ধূমপান থেকে বিরত ছিল। তারা সবাই ধূমপান করতে এবং কথা বলতে লাগলো। আর আমিও খেতে লাগলাম। আর কথা বলতে লাগলাম। যুবতী মেয়ে দুটি লেপ গায় দিয়ে বসেছিল। তারা চুল পিছনে ছেড়ে দিয়েছিল। তারা সবাই আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো। আমি উত্তরে আমার বাবা, মা এবং আমাদের পরিবারের অন্য সবাই আরকানসাস-এর দক্ষিণে একটা গোলা বাড়িতে কিভাবে বাস করতেন এবং আমার বোন মেরী অ্যান কিভাবে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল, সে সব কথা তাদেরকে বললাম। তারপর বললাম যে, বোনের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না যখন, তখন বিল তার খোঁজে বেরুলো, এবং আজ পর্যন্ত তারও কোন খোঁজ নাই। একদিকে টম আর মট দুজনই মারা গেল। এর পরে আমি ছাড়া কেউ রইলো না। এবং, বাবাও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। দুঃখ এবং কষ্ট বেচারাকে এমন ভাবে ছাঁটাই করলো যে, তার আর কিছুই রইলো না। সুতরাং তিনি যখন মারা গেলেন, তখন যা-কিছু রেখে গেলেন সেগুলো আমি গুছিয়ে নিলাম। কারণ ফার্মটি আমাদের নিজের ছিল না। আমি নদী পথে একটি জাহাজের ডেক-যাত্রী হয়ে রওয়ানা হলাম এবং জাহাজ থেকে পানিতে হঠাৎ পড়ে গেলাম। সেই ভাবেই আমার এখানে আসা। তারা বললো যে, আমি এখানে যতদিন ইচ্ছে বাড়ির মতো থাকতে পারি। এবার প্রায় সকাল হয়ে এসেছিল,

সুতরাং প্রত্যেকেই তখন শুতে গেল। আমি বাকের সঙ্গে শুতে গেলাম। যখন আমি সকাল বেলা উঠেছি, তখন কি কুকাণ্ড—আমি আমার নামই ভুলে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি ঘন্টাখানেক শুয়ে পড়ে রইলাম। নামটা চিন্তা করার চেষ্টা করলাম। যখন বাক আমাকে ডেকে তুললো তখন আমি বললাম,

"তুমি বাক বানান করতে পার?"

"হ্যাঁ" সে বললো।

"আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে, তুমি আমার নামের বানান করতে পারবে না।" আমি বললাম।

"আমিও বাজী ধরে বলতে পারি যে আমি পারবো। তুমি যাই-ই বলো", সে বললো।

"বেশ" আমি বললাম, "তাহলে বলে যাও।" "জি—ই—ও আর—জী—ই, জে—এ—এক্স—ও—এন,—এই তো, হোল।" সে বললো।

"বেশ" আমি বললাম, "তুমি এটা ঠিকই করেছো। আমি মনে করি নাই যে তুমি পারবে। এটা এমন কোন নাম না, যা তুমি আগের থেকে না জেনে চট করে বানান করতে পারবে।"

আমি বানানটা গোপনে লিখে রাখলাম। কারণ কেউ হয়তো আমাকেই এটা বানান করতে বলবে। সুতরাং আমি এটা হাতের কাছেই তৈরি রাখলাম। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এমন ভাবে তর তর করে যেন বলে দিতে পারি, যাতে মনে হয় আমি এ বানান করতে অভ্যস্ত।

পরিবারটি যেমন বড়ো তেমনি ছিল খুব চমৎকার। আমি এর আগে দেশে এমন কোন পরিবার দেখি নাই, যারা এত ভাল এবং যাদের চাল-চলন এতটা উচ্চ ধরনের। সামনে দরজার উপরে লোহার হুড়কো, কিংবা হরিণের চামড়া-ঢাকা কোন হাতল ছিল না, সেখানে ছিল একটা ঝকঝকে পিতলের হাতল, সেটা দিয়ে ঠিক শহরে যেমনি করে ঘুরিয়ে দরজা খোলে, তেমনি করে ঘুরিয়ে দরজা খুলতে হোত। বৈঠকখানায় খাট কিংবা তার কোন চিহ্নই ছিল না। অথচ শহরের বহু বহু বৈঠকখানায় খাট পাতা থাকে। প্রকাণ্ড একটা আগুন জ্বালানোর জায়গা ছিল এবং সেটা নিচের থেকেই ইট দিয়ে তৈরি ছিল। ইটগুলোর উপরে পানি ঢেলে এবং অন্য ইট ঘষে সেটাকে পরিষ্কার এবং লাল রাখা হোত। কোন কোন সময় পানির রঙে সেটাকে ধুইয়ে দিত। তারা তাকে স্প্যানিশ গেরুয়া বলতো। ঠিক শহরে যে রকম করে তেমনি, তাদের বড়ো একটা পিতলের ডগআইরন ছিল। সেটা দিয়ে বড়ো গাছ কাটা একখানি করাত ধরে রাখা যেত। আগুন জ্বালানোর জায়গাটির উপর যে তাক ছিল তার উপর একটি ঘড়ি ছিল। সেটার নিচের অর্ধেকটা কাঁচের এবং তার উপরে একটা শহরের ছবি আঁকা ছিল। সেটার মাঝখানে সূর্য ওঠার মতো একটা গোল জায়গা ছিল। পিছনে পেণ্ডুলাম যে ঝুলছে তা দেখা যেত, ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শুনতে খুব সুন্দর লাগতো। অনেক সময়

www.boiRboi.blogspot.com

মেরামতকারী ফেরীওয়ালারা এসে সেটাকে ঠিক করে দিয়ে যেত; এবং মেরামত শুরু করে অন্ততঃ একশ পঞ্চাশবার না বাজালে ওটা ঠিক হোত না। ওটা মেরামত করার জন্যে কোন টাকা নিত না।

বড় রকমের অদ্ভুত দুটো টিয়া পাখি ঘড়িটার দুই দিকে ছিল। সেগুলোর খড়ি মাটির মাতো কিছু দিয়ে তৈরি। সেগুলো জমকালো ভাবে রং করা ছিল। একটা টিয়া পাখির কাছে একটা চীনা মাটির বিড়াল ছিল, এবং আর একটার নিকট ছিল চীনা মাটির একটি কুকুর। এগুলো চেপে ধরলে চিঁ চিঁ শব্দ করতো তবে তা খুলতো না; কিংবা কোন রকম তফাৎও দেখাতো না; তাই তেমন কৌতুকজনক কিছু ছিল না। নিচের থেকে চিঁ চিঁ শব্দটা হোত, ঐগুলোর পিছনে দুটো বাজ পাখীর ডানা মেলানো ছিল। কামরার মাঝখানটায় যে টেবিল ছিল, ঠিক তার মাঝখানে চীনা মাটির তৈরি একটা ঝুড়ি ছিল এবং তার ভিতরে চীনা-মাটির আপেল, কমলালেবু, পিচফল এবং আঙ্গুর তুঁজ করা ছিল। সেগুলো দেখতে আসলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুন্দর লাগতো। কিন্তু সেগুলো যে সত্যিকারের ফল নয়, তা সেগুলোর চটা-উঠানো জায়গাগুলো দেখলেই বোঝা যেত, কারণ সাদা খড়িমাটি কিংবা অন্য যা-কিছু দিয়েই জিনিসগুলো তৈরি হোক না কেন; তা ঐ চটা-উঠানো জায়গাগুলো দিয়ে দেখা যেত।

টেবিলের উপরে চমৎকার একটা অয়েলক্লথ ছিল। তার উপর পাখা মেলা একটা লাল ও নীল ঈগলের ছবি এবং চার দিকে হাঁস আঁকা ছিল। এটা ফিলাডেলফিয়া থেকে আনা হয়েছিল বলে তারা বললো। আর টেবিলটার প্রত্যেক কোণে হুবহু একই রকম করে এই স্তূপ করা সব বই ছিল। তার মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড বড় একটা পারিবারিক বাইবেল, সেটা ছবিতে ভরা ছিল। আর একখানা বই ছিল 'পিলগ্রীম্‌স প্রোগ্রেস'। গল্পটা ছিল : একটা লোক তার পরিবারকে ফেলে চলে গেল, কিন্তু কেন গেল, তা বলে নাই। আমি কখনো কখনো তার বেশ খানিকটা করে পড়তাম। বক্তব্যগুলো খুব চমকপ্রদ লাগতো। কিন্তু ভারী কঠিন, আর একখানা বই ছিল 'ফ্রেণ্ডশিপস্‌ অকারিং'। অনেক অনেক ভাল জিনিসে সেটা ভরা ছিল—কবিতাতেও। আমি কিন্তু কবিতাগুলো পড়ি নাই আর একটা ছিল—নাম : হেনরী ক্লের বক্তৃতাবলী। একখানা বই ছিল ডাক্তার গান্‌ন্‌-এর 'ফ্যামিলি মেডিসিন'। সেটায় জানা যেত সে, একটা লোক অসুস্থ হলে কিংবা মরে গেলে কি করতে হবে। ধর্ম সঙ্গীতেরও একখানা বই ছিল। এবং আরও অন্য অনেক বই ছিল। খন্ড আসনের একটা চেয়ার ছিল; বেশ মজবুত, সেটা পুরানো বাস্কেটের মতো মাঝখান দিয়ে ঝুলে বা ছিঁড়ে পড়ে নাই।

দেয়ালের উপর অনেকগুলো ছবি ঝুলানো ছিল। সেগুলো ওয়াশিংটন এবং লাফায়েত শ্রেণীর লোকদের, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের। হাইল্যাণ্ড মেরীর একটি ছবি ছিল, আর একটা ছবি ছিল যার নাম 'সাইনিং দি ডিক্লারেশন'। কিছু ছবি ছিল এই পরিবারের একটি মেয়ের আঁকা, সে মারা গেছে। ছবিগুলো পনেরো বছর

বয়সে সে এঁকেছিল। আমি যে-সব ছবি এতদিন দেখেছি তার থেকে সেগুলো ছিল আলাদা ধরনের। যা সাধারণত দেখা যায় তারচেয়ে সেগুলো ছিল বেশি কালো। একটি মহিলার ছবি ছিল খুব পাতলা এবং আঁটা পোশাকে। পোশাকের বগল ঘিরে কাপড়টা একটা বেল্ট দিয়ে সেঁটে ধরা ছিল, এবং তার হাতের কাছটায় পাতা কপির মতো ফুলানো ছিল। আর মহিলাটির মাথার উপরে বেলচার মতো একটা টুপি ছিল। সেটার উপর পাতলা কালো একটা ঘোমটার মতো ছিল। মহিলাটির পায়ের গোঁড়ালিগুলো কালো পাতলা ফিতে দিয়ে ক্রস চিহ্ন করে বাঁধা ছিল। তার পায়ের চটি দুটি বাঁটালির মতো সরু দেখাচ্ছিল। একটি কাঁদুনে উইলো গাছের নিচে একটি কবরের পাথরের স্মৃতি ফলকের উপর তাঁর ডান হাতের কনুই রেখে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে সে বসেছিল, অন্য হাতটি তার পার্শ্বে ঝুলে পড়েছিল। সেই হাতে একটা রুমাল আর জালের তৈরি একটা ছোট থলে ছিল। ছবিটার নিচে লেখা—"আমি তোমাকে আর কখনো দেখতে পাব না, হায়!" আর একটা ছবিতে ছিল একটা যুবতী মেয়ে; চুলগুলো আঁচড়ে মাথার উপরে টেনে বাঁধা এবং একটা চিরুণীর সঙ্গে এমনভাবে গাঁথা যেন মনে হয় সেটা একটা চেয়ারের পিঠের মতো। সে তার হাতের রুমালটায় কেঁদে ভাসাচ্ছে। তার অন্য হাতের উপর একটা পাখী চিৎ হয়ে পা উঁচিয়ে পড়ে আছে। ছবিটির নিচে লেখা আছে, 'আমি তোমার সুমিষ্ট কাকলি আর শুনতে পাব না, হায়!' আর একটা ছবিতে একটা যুবতী মেয়ে জানালার পার্শ্বে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে। তার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তার এক হাতে একখানা খোলা চিঠি। তার একটা কিনারে গালা দেওয়া কালো সীল দেখা যাচ্ছিল। এবং মহিলাটি সেটার সঙ্গে তার গলার হারের লকেটটা ঠেকিয়ে ভাবপ্রবণ ভাবে তাকে আবার গালের সঙ্গে ছোঁয়াচ্ছিলো। তার নিচে লেখা আছে, 'এবং তুমি চলে গিয়েছ, হ্যাঁ, তুমি চলে গিয়েছো, হায় রে!' এ ছবিগুলো বেশ সুন্দর কিন্তু আমি যেন কেমন পছন্দ করতে পারছিলাম না। কারণ একটু কিছু বলেই তা নিয়ে যে এতটা বাড়াবাড়ি করতে হবে তা আমি পছন্দ করি নাই। সে মারা যাওয়ায় প্রত্যেকেই দুঃখিত হয়েছিল, কারণ এই রকম বহু ছবি আঁকার উপকরণ সে তৈরি করে রেখে গেছে। সুতরাং তার মৃত্যুতে তারা যা পেয়েছিল তার তুলনায় কতটা হারিয়েছিল, তা যে-কেউ বুঝতে পারতো। এই রকম দুঃখজনক যখন তার মানসিক অবস্থা ছিল, তখন আমার মনে হয় যে, এখানকার চাইতে বরং কবরেই সে অধিক সুখে আছে। তারা বললো যে, সে তার বৃহত্তম ছবিটা যখন আঁকছিল, তখনই সে অসুখে পড়লো, এবং প্রত্যেক রাত্রি ও প্রত্যেক দিনে সে প্রার্থনা করতো, ওটা সম্পূর্ণ করেই যেন মারা যেতে পারে। কিন্তু সে সুযোগই সে পায় নাই। ছবিটা ছিল একজন যুবতী মেয়ের। মেয়েটির পরণে লম্বা গাউন। একটি পুলেন রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, লাফিয়ে পড়ার জন্যে। তার চুলগুলো পিছনের দিকে পিঠ বেয়ে নামানো। সে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে। চোখ হতে অশ্রুর ধারা মুখের

www.boiRboi.blogspot.com

উপর গড়িয়ে পড়ছে। তার দুটো হাত জোড় করে বুকের উপর রাখা আর দুটো হাত সম্মুখ দিকে প্রসারিত করা। আরো দুটো হাত চাঁদের দিকে ঊর্ধ্বে উত্থিত ছিল—উদ্দেশ্যটা এই ছিল যে, যে দুটি হাত সব চাইতে দেখতে ভালো হয়, তা রেখে অন্য হাতগুলো বাতিল করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে তার মন স্থির করার পূর্বেই সে মারা গেল, সুতরাং তারা এ ছবিটাকে তার শোবার ঘরে খাটটির মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখেছে, এবং প্রত্যেকবার যখন তার জন্মদিন আসে তখন তারা সেটাতে ফুল ছড়ায়। অন্য সময় ছবিটা ছোট একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকতো, ছবির মহিলাটি বেশ দয়ার্দ্র এবং মিষ্টি চেহারার। কিন্তু এতগুলো হাত থাকার দরুণ তাকে অনেকটা মাকড়-মাকড় ভাবের মনে হয় আমার কাছে।

এই যুবতী মেয়েটি যখন জীবিত ছিল, তখন একটি সংগ্রহ খাতা রাখতো এবং প্রেসবাইটেরিয়ান অবজারভার পত্রিকাতে যে সব মৃত্যু-সংবাদ, দুর্ঘটনা কিংবা রুগীদের কথা বের হোত, সেগুলো কেটে খাতাটায় সেঁটে রাখতো এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির উপরে সে কবিতা লিখতো। কবিতাগুলো ভালই হোত। স্টিফেন ডাউলিং বট্‌স নামে একটি ছেলে কুঁয়ায় পড়ে গিয়ে ডুবে মারা যায়। তার সম্বন্ধে সে এই রকম লিখেছিলো :

স্বর্গত স্টিফেন ডাউলিং বট্‌স
স্মরণে গীতিকাব্য

কোন অসুখে ভুগছিল ছোট্ট স্টিফেন?
সেকি সত্যি করলো ত্যাগ মোদের ইহলোক?
শোকাশ্রু তার তরে কি কেউ বা ফেললেন?
তার তরে কি কেঁদেছিল ধরার কোন লোক?

না, না, না রে ভাই, আনেনি সে ভাগ্য
ছোট্ট মোদের স্টিফেন ডাউলিং বট্‌স এ।
দুঃখ বটে এর জন্যে হলো যথাযোগ্য;
অসুখের গুলি খেয়ে মরেনি সে চটসে।
হুপিং কাশির কিংবা হামের যে কষ্ট
তার দেহেতে কখনো হয়নি উৎকট সে।
সুনাম তার এগুলোয় করেনি কো নষ্ট
ভালই ছিলো স্টিফেন ডাউলিং বট্‌স এ।

তার মাথাকে ভালবাসায় দেয়নি কোন দোল
যে মাথায় পেয়েছিল কোঁকড়ানো জট সে।

ধরাশায়ী করেনি তার পেটের গণ্ডগোল
ভালই ছিল স্টিফেন ডাউলিং বট্‌স এ।

ওহ্ না! সব তৈরি হও ভাসতে আঁখি জলে
বলছি শোনো তার অদৃষ্টের কথা এখন হায়,
শীতল ধরা হতে ভাই উড়ে গেল চলে
আত্মা তার, পড়ে গিয়ে একটি পাতকুঁয়ায়।
তুললো তারে; পেট থেকে খালি করলো জল
দেরি হওয়ায় তাতে কোনো হলো না কো কাম
চলে গেল ফূর্তি করে; সকলই নিষ্ফল
চলে গেল সৎলোকের সেই অমরধাম।

চৌদ্দ বছর বয়স হওয়ার আগেই যখন এমেলিন গ্রানজার ফোর্ড এরকম কবিতা লিখতে পারতো, তখন বলা যায় না সে পরে কি করতো। বাক বলেছিল যে এমেলিন তর তর করে, কিছুই না যেন এমনিভাবে, কবিতা অনর্গল বলে যেতে পারতো। তার এক মুহূর্তের তরে চিন্তে করার জন্যে থামতে হোত না। সে বললো যে, এমেলিন একটা কবিতার পংক্তি চট করে লিখে ফেলতো। এবং যদি সেটার কোন মিল খুঁজে না পেত, তা হলে কুছ পরোয়া নেই, সেটা কেটে দিয়ে আর একটা পংক্তি লিখে ফেলতো। এমনিভাবে সে এগিয়ে যেত। কোন একটা বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ ছিল না। সে যে যা বলতো তার উপরেই কবিতা লিখতে পারতো। শুধু একটু দুঃখজনক হলেই হোল। যখনই কোন মানুষ মারা যেত কিংবা কোন মেয়ে মানুষ, কিংবা কোন শিশু—তখন তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই তার 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' কবিতায় লিপিবদ্ধ করে একেবারে হাতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হোত। সে এই কবিতাগুলোকে 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' বলতো। প্রতিবেশীরা বলতো যে প্রথমে ডাক্তার, তারপরই এমেলিন; এবং তারপর দাফন করার লোক আসতো। মৃত দেহকে দাফন করার জন্যে লোক আসার পূর্বেই এমেলিন কবিতা নিয়ে হাজির হোত। এমেলিনের আসার পূর্বে তারা এসেছে এমন কখনো ঘটে নাই—একবার ছাড়া। কারণ সেবারের মৃত লোকটির নাম ছিল 'হুইসলার', এবং তার নামের সঙ্গে মিল খুঁজতে গিয়ে এমেলিনের মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই সে পুরানো এমেলিন রইলো না। কবিতাটা লিখতে না পেরে ওঠার জন্যে তার কোন অনুযোগ ছিল না, শুধু মনের আফসোসে নিজেকে ক্ষইয়ে দিতে লাগলো। সে আর বেশি দিন বাঁচলো না। গরীব বেচারী, আমার ইচ্ছে করতো যে, আমি, সে যে কামরাটায় থাকতো সেখানে রোজই যাই, আর তার সেই আফসোসভরা পুরানো সংগ্রহ খাতাখানি

দেখি এবং পাঠ করি। তার ছবিখানা আমাকে বড় আলোড়িত করেছিলো। তার সম্বন্ধে আমি একটু কল্পনা-প্রবণও হয়ে উঠেছিলাম। সম্পূর্ণ পরিবারটিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। মৃত যারা তারা, এবং অন্য সকলকেই। আমার ইচ্ছে ছিল না যে কেউ সেই পরিবার এবং আমার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। গরীব বেচারী এমেলিন, যখন সে জীবিত ছিল, তখন যতলোক মারা গেছে, তাদের জন্যে কবিতা লিখেছিল, কিন্তু এখন সে মারা গেছে, আর তার জন্যে কোন কবিতা লেখা হচ্ছে না। এটা বড়ো অন্যায় বলে আমার মনে হোল, সুতরাং আমি ঘর্মাক্ত হয়ে দু'এক ছত্র কবিতা লেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মনে হোল, কেমন যেন সেটাকে আমি চালিয়ে নিতে পারছি না। তারা এমেলিনের কামরাটিকে পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করে রেখেছিল। প্রত্যেকটি জিনিস সে যেভাবে পছন্দ করতো সেই রকম ভাবে সাজানো ছিল। সেখানে কেউ শুতো না। যদিও অনেকগুলো নিগ্রো চাকর-বাকর বাড়িতেছিল তবুও বৃদ্ধ মহিলাটি নিজেই সেই কামরাটি দেখাশোনা করতেন। তিনি সেখানেই সেলাই ফোঁড়াই করতেন এবং তার বাইবেলও প্রায়ই সেখানে পড়তেন।

হ্যাঁ, আমি বৈঠকখানা সম্বন্ধে যে বলছিলাম, সেটার জানালাগুলোতে সুন্দর পর্দা ঝুলানো ছিল, সেগুলো সাদা ছিল এবং তার উপর দূর্গ আঁকা ছিল এবং দূর্গের চার দেয়ালের উপর থরে থরে আঙুর ঝুলানো রয়েছে—এমনি আঁকা ছিল। আরো ছিল গৃহপালিত কতকগুলো পশু পানি খাওয়ার জন্যে নেমে এসেছে। কামরাটায় একটা ছোট পিয়ানোও ছিল। তার উপরে টিনের ছোট ছোট পাত্র মতো কিছু ছিল বলে আমার মনে হয়। যুবতী মেয়েগুলোর গান : শেষ বন্ধনও ছিঁড়ে গেছে আমার খুব ভাল লাগতো। আমার এত ভাল লাগতো যে বলবার নয়! আবার মেয়ে দুটো যখন 'প্রুগ-এর যুদ্ধ'—এ খেলাটা খেলতো, সেটাও খুব ভাল লাগতো। সব কামরাগুলোর ভিতরের দেয়ালগুলোতে সুন্দর করে আস্তর লাগানো এবং প্রত্যেক কামরার মেঝেতে গালিচা পাতা ছিল, সম্পূর্ণ বাড়িটার বাইরেও চমৎকারভাবে চুনকাম করা ছিল।

বাড়িটাকে জোড়া বাড়িই বলা যায়। কারণ দুটো বাড়ির মধ্যে যে খোলা জায়গাটা ছিল, সেটার উপরে ছাদ দেওয়া এবং নিচে মেঝে করা ছিল। কখনো কখনো সেখানেই দুপরের খাবার টেবিল পাতা হোত। জায়গাটি ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক ছিল। এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যেত না, হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার ছিল, কিন্তু রান্নাটা খুব সুবিধের ছিল না।

www.boiRboi.blogspot.com

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হারনি কেন ঘোড়ায় চড়ে হ্যাটের খোঁজে ছুটে গেল

কর্নেল গ্রানজারফোর্ড একজন অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন : সমস্ত শরীরের প্রতিটি রোঁয়ায় রোঁয়ায় ভদ্রলোক। তাঁর পরিবারবর্গও এমনি ছিল। তিনি ভাল বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কথায় আছে যে, বংশমর্যাদা ঘোড়ার বেলায় যেমন মূল্যবান, মানুষের বেলায়ও তেমনি। ডগলাস সাহেবের বিধবাটিও এই কথা বলতেন। এবং তিনি যে আমাদের শহরে সব চাইতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের, তা কেউ অস্বীকার করতো না।

বাপজীও তাই বলতেন। যদিও তাঁর নিজের গুণাবলী একটা কাদায় চুপসানো বিড়ালের চাইতে বেশি ছিল না। কর্নেল গ্রানজারফোর্ড খুব লম্বা এবং ছিপছিপে গড়নের ছিলেন। তাঁর রংটা ছিল কালসিটে, ফ্যাকাসে। তার মধ্যে একটুখানি লালের চিহ্নও ছিল না। তিনি প্রত্যেকদিন সকাল বেলা তাঁর পাতলা মুখ-ভরা দাঁড়ি চাঁচতেন। তার ঠোঁট দুটো ছিল খুব সরু। তাঁর নাকটি ছিল যেমন উঁচু, নাসারন্ধ্রগুলোও ছিল তেমনি পাতলা, চোখের ভ্রু ছিল ঘন এবং চোখগুলো ছিল খুব কালো। এবং এতো গভীর ছিল যে উপমার ছলে বলা যায়, যেন তিনি আপনাকে দুটি গুহার মধ্যে থেকে দেখছেন। তাঁর কপালটা উঁচু ছিল, চুল ছিল সব সাদা, এবং তা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়তো। তাঁর হাত ছিল লম্বা এবং পাতলা। প্রত্যেক দিন সকালে তিনি একটি করে পরিষ্কার সার্ট পরতেন এবং পুরোপুরি মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্যুট পরতেন। তাঁর কাপড়গুলো ছিল লিনেনের তৈরি এবং তা এত সাদা যে, আপনার চোখের উপর যেন আঘাত করতো। রবিবারের দিন তিনি একটা নীলটেইল-কোর্ট পরতেন। তার উপর পিতলের বোতাম লাগানো ছিল। আর তিনি মেহগিনি কাঠের একখানা ছড়ি নিয়ে ফিরতেন। সেটার মাথাটা ছিল রূপো দিয়ে বাঁধানো। কোনো ব্যাপারে তাঁর চপলতা প্রকাশ পেত না; একটু মাত্রও না। তিনি কখনো জোরেও কথা বলতেন না। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন, যতটা দয়ালু হওয়া সম্ভব ততোটা। সেটা তাঁকে দেখলে যে-কেউ অনুভব করতেন এবং তাতে তার মনের সাহস বাড়তো। কোন কোন সময় তিনি হাসতেন—তা দেখতে খুব ভাল লাগতো। কিন্তু যখন তিনি নিজেকে সোজা করে ঠিক একটা নিশান টাঙানো বাঁশের মতো হয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁর ভ্রুর নিচের থেকে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকতো তখন ইচ্ছে হতো যে, প্রথমে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছে চড়ি এবং পরে জানা যাবে কি ব্যাপার! সভ্যভাবে ব্যবহার করার জন্যে কাউকে তাঁর উপদেশ দেয়ার দরকার পড়তো না। কারণ তাঁর সমুখে প্রত্যেকে সভ্যভাবেই থাকতো। এবং প্রত্যেকেই তাকে কাছে পেতে চাইতো। তিনি প্রায় সূর্যের আলোর মতো ছিলেন—অর্থাৎ আমি যা বলতে চাই তা এই—তিনি সব সময় এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতেন যাতে

www.boiRboi.blogspot.com

একটা ভালো আবহাওয়ার ভাব মনে আসতো। কখন আধ মিনিটের জন্যও যদি তিনি মেঘের মতো কালো হতেন, তাহলে ভয়নাক অন্ধকার লাগতো। এবং সেটাই ছিল যথেষ্ট। তারপরে একসপ্তাহ আর কিছু গড়বড় হোত না।

যখন তিনি আর বৃদ্ধা মহিলাটি নিচে নেমে আসতেন, সম্পূর্ণ পরিবারের লোক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেন এবং ওঁদেরকে শুভদিন জানাতেন। ওঁরা না বসা পর্যন্ত তাঁরাও বসতেন না। তারপর টম আর বব পাশের খাবারের আলমারিটার কাছে যেতো। একটি কাঁচের ডিক্যান্টার হতে গাছের শিকড়ের মিশ্রিত তিক্তরস একটি গ্লাসে ঢেলে তাঁর হাতে তুলে দিতো। সেটা তিনি হাতে ধরে রাখতেন এবং টম ও ববের দুটোও মিশ্রিত না করা পর্যন্ত ধরে থাকতেন। তারপর সবাই মাথা নত করে পাত্রগুলো মুখে তুলে অভিবাদন করে বলতেন, 'ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণ, আপনাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য'। এই বলে তাঁরা তা পান করতেন। এবং তারাও যতটুকু কম মাথা নিচু করে পারা যায় ততটুকু নিচু করে তা গ্রহণ করতেন। বব এবং টম তারপর গ্লাস নিয়ে তার তলায় এক চামচ চিনি দিয়ে উপরে এক চামচ পানি ও একটুখানি 'হুইসকি' কিংবা আপেলের ব্র্যাণ্ডি দিয়ে আমাদেরকে দিতো। আমরাও বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার স্বাস্থ্য পান করতাম।

বাবা ছিল সবচেয়ে বড়। তারপরে টম—লম্বাটে, বেশ সুপুরুষ ছিল এরা। চওড়া কাঁধ, দেহটা বাদামি, লম্বা কালো চুল এবং কালো চোখ—উভয়েরই ছিল। তাদেরও পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা লিনেনের কাপড়ে সজ্জিত থাকতো ঠিক বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির মতো। তাদের মাথায় থাকতো পানামা হ্যাট।

তারপর ছিলেন মিস সারলোট। তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ; লম্বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং চমৎকার। কিন্তু তিনি যতক্ষণ না রেগে যেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতদূর ভালো হওয়া সম্ভব ততটাই ভালো থাকতেন। কিন্তু যখন উত্তেজিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা এ রকম হোত যে, আপনি আপনার নিজের পথে নিজেই গুটিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর বাপের মতো। তিনি সুন্দরীও ছিলেন।

তাঁর বোন মিস সোফিয়া কিন্তু অন্য রকম ছিলেন। ঘুঘুর মতো নম্র এবং মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। প্রত্যেকেরই এক-একজন করে নিগ্রো চাকর ছিল তাদের সেবা করার জন্যে। বাক-এরও ছিল। আমার যে নিগ্রো চাকরটি ছিল, সে খুব আরামেই ছিল, কারণ আমি কারো সেবা নিতে অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু বাক-এর চাকরটিকে বাক সব সময় লাফানোর উপরই রাখতো।

এই পরিবারে বর্তমান যারা ছিল—তারা ছিল এরাই। কিন্তু আরো ছিল—তিনটি ছেলে, তারা খুন হয়েছিল এবং তাছাড়া ছিল মৃত এমেলিন। বুড়ো ভদ্রলোকটির অনেকগুলো ফার্ম ছিল। এবং একশ'র উপরে ছিল নিগ্রো চাকর। কখনো কখনো একগাদা লোক এসে যেতো ঘোড়ায় চড়ে। দশ পনেরো মাইল

দূর থেকে তারা আসতো এবং পাঁচ-ছ দিন করে থাকতো। আর খুব হৈ-হুল্লোড় চলতো চারদিকে, এবং নদীর উপরেও। আর খানাপিনাও চলতো। দিনের বেলা বনে চলতো ভোজন এবং রাত্রে বাড়িতে চলতো বলনাচ। এই লোকগুলো প্রায় সবাই ছিল পরিবারের আত্মীয়স্বজন। পুরুষেরা তাদের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে আসতো। আমি বলতে পারি যে, দলটি বেশ সুন্দর আর গুণবিশিষ্ট ছিল।

এই এলাকায় আর একটি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী ছিল—তাতে পাঁচ-ছ'টি পরিবার হবে। তারা প্রায় সবাই ছিল—সেফার্ডসন। তাঁরাও এমনি সম্ভ্রান্ত, উচ্চবংশীয়, ধনী এবং চমৎকার লোক ছিলেন। গ্রানজারফোর্ডদের মতোই চমৎকার ছিলেন তাঁরা। সেফার্ডসন এবং গ্রানজারফোর্ডরা একই ফেরীঘাট ব্যবহার করতো। সেটা আমাদের বাড়ি থেকে দু' মাইল দূরে ছিল। সুতরাং, কোন সময় আমাদের লোকদের সঙ্গে সেখানে গেলে বহু সেফার্ডসনকে দেখতে পেতাম। তাঁদেরকে চমৎকার ঘোড়াগুলোর উপর সওয়ার হতে থাকতে দেখতাম।

একদিন বাক এবং আমি জঙ্গলে শিকার করতে গেলাম। এবং একটি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা রাস্তা পার হচ্ছিলাম। বাক বললো, চটপট করো। শিগগির লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢোক।

আমরা তাই করলাম। তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম অল্পক্ষণের মধ্যে একজন সুদর্শন যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা দিয়ে এল। ঘোড়াটাকে সে বেশ সহজভাবে চালিয়ে আসছিল এবং তাকে একটি সৈন্যের মতো দেখা যাচ্ছিল। জিনের সামনে একটা বন্দুক ঝুলানো। আমি তাকে আগেও দেখেছি। তিনি ছিলেন যুবক হারনি সেফার্ডসন। বাক-এর বন্দুকটির গুলী আমার কানের কাছ দিয়ে আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল। এবং হারনির হ্যাটটি তার মাথার উপর থেকে উল্টে ছুটে পড়ে গেল। সে তার বন্দুকটিকে চট করে হাতে তুলে নিল এবং আমরা যে জায়গায় পালিয়ে ছিলাম, ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা সেদিকে এগিয়ে এলো। আমরা কিন্তু দেরি করি নাই। জঙ্গল খুব ঘন ছিল না, সুতরাং আমি আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে ফিরে দেখে বন্দুকের গুলী এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দুবার দেখলাম। যে বাক-এর উপর লক্ষ্য করে হারনি বন্দুক ছুঁড়লো এবং তারপর সে যেদিক দিয়ে এসেছিল, বোধহয় সেদিকে চলে গেল তার হ্যাটটি উদ্ধার করার জন্যে। তবে তা আমি দেখতে পাই নাই। আমরা বাড়ি-তক এসে না পৌছা পর্যন্ত দৌড়ানো আর কামাই দেই নাই। শুনে বুড়ো ভদ্রলোকটির চক্ষু এক মিনিট জ্বলে উঠলো—আমার মনে হোল আসলে আনন্দেই—তারপর তাঁর মুখটা বেশ একটু স্নিগ্ধ হয়ে এল এবং তিনি বেশ একটু মোলায়েমভাবে বললেন :

"আমি পিছনের দিক থেকে এ রকম গুলী করা পছন্দ করি না। খোকন, তুমি রাস্তার উপর উঠে এলে না কেন?"

"সেফার্ডসনরাও তো তা করে না, আব্বু। তারা সব সময় সুবিধে গ্রহণ করে।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাক যখন তার গল্প বলছিল, তখন মিস সার্লোট তার মাথা রানীর মতো উঁচু করে রেখেছিল। তার নাসারন্ধ্র দু'টি স্ফীত হয়ে যাচ্ছিল এবং চোখ দু'টি রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। যুবক দু'টির মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু কোন কথা বললো না। মিস সোফিয়ার চেহারা রক্তহীন বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যখন জানতে পারলো যে লোকটি আহত হয় নাই, তখন তার চেহারায় আবার রক্ত ফিরে এল।

গাছের নিচে বেড়া দিয়ে ঘিরে স্তূপ করে শস্য রাখা হয়েছিল। সেই বেড়ার কাছে গাছের নিচে আমরা বসতেই আমি বাককে প্রশ্ন করলাম :

"তুমি কি তাকে খুন করতে চেয়েছিলে, বাক?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি বাজী ধরে তা বলতে পারি।"

"সে তোমার কি করেছে?"

"না, সে আমার কিছুই করে নাই।"

"বেশ তাহলে কি জন্যে মারতে চাচ্ছিলে?"

"কেন? কিছুই না। শুধুমাত্র ঘরোয়া শত্রুতার জন্যে।"

"ঘরোয়া শত্রুতাটা আবার কি?"

"কেন? তুমি কিভাবে প্রতিপালিত হয়েছো হে? তুমি জান না ঘরোয়া শত্রুতা কি?"

"না, এর আগে কখনো শুনি নাই। সে নিয়ে কিছু বলো দেখি।"

"দেখ," বাক বললো, "ঘরোয়া শত্রুতাটা এই ভাবে হয় : একটা লোকের সঙ্গে আর একটা লোকের ঝগড়া হোল। সে তাকে মেরে ফেললো, তখন অন্য লোকটার ভাই আবার ওকে মারলো; তারপরে অন্য ভাইরা এলো। এদিকে যেমন এলো, ওদিকেও তেমনি দুই পক্ষের ভাইরা এসে একে অন্যকে মারতে লাগলো। এরপর এলো তাদের চাচাতো ভাইয়েরা। এমনি সব এসে এসে এবং ক্রমে ক্রমে একে অন্যকে খুন করে করে সব শেষ হয়ে গেল। তারপরে আর ঘরোয়া শত্রুতা রইলই না। কিন্তু জিনিসটা বড় ঢিমা এবং খুব সময় নেয়।"

"এটা কি অনেকদিন থেকে চলে আসছে, বাক?"

"হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেই রকমই হবে। ত্রিশ বছর আগে কিংবা ওই রকমই কোন এক সময়ে এটা আরম্ভ হয়েছিল। একটা কিছু নিয়ে গণ্ডগোল ছিল, তারপরে সে গণ্ডগোল মেটানোর জন্যে মোকদ্দমা হোল; মোকদ্দমাটি একজনের বিরুদ্ধে গেল। সুতরাং সে উত্তেজিত হোল এবং যে লোকটি মোকাদ্দমায় জিতেছিল, তাকে গুলী করে মারলো। এ কাজটা অবশ্য সে স্বভাবতই করবে। যে কেউই করতো।"

"কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, বাক? জমি নিয়ে?"

"হ্যাঁ তা' হতে পারে, মনে হয়। তবে আমি জানি না।"

"আচ্ছা কে গুলীটা করেছিল? সেকি গ্রানজারফোর্ড, নাকি সেফার্ডসন?"

"অ-আল্লাহ, আমি কি করে জানবো? এটাতো অনেক আগের কথা।"

"কেউই জানে না?

"হ্যাঁ, আব্বু জানেন, আমার মনে হয়। এবং পুরানো অন্য বুড়ো মানুষরাও জানেন, কিন্তু এখন তারা জানেন না যে, গোলযোগাটা প্রথমে কি নিয়ে হয়েছিল?"

"অনেক লোকই কি মারা গিয়েছে, বাক?"

"হ্যাঁ, জমজমাট ভাবে তাদের সৎকার করার অনেক মওকা পাওয়া গেছে বটে। তবে তারাতো সব সময়েই খুন করে না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আব্বুর গায়েও কোন কোন সময় গুলী লেগেছিল। তবে এতে কিছু মনে করেন নাই। কারণ তিনি মনে মনে এটাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন না। ববকে একবার ছুরি দিয়ে জখম করেছিল; টমও দু-একবার আহত হয়েছিল।"

"আচ্ছা, এ বছরে কি কেউ মারা গিয়েছে, বাক?"

"হ্যাঁ, আমরা একজনকে নিয়েছি; ওরা একজনকে নিয়েছে। তিন মাসেরও আগে আমার চাচাতো ভাই বাড্—বয়সে চৌদ্দ বছর হবে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নদীর ওপারে যাচ্ছিল। তার সাথে কোন অস্ত্র ছিল না। এটা বদনাম করার মতো একটা বোকামি বটে! একটি নির্জন জায়গায় সে শুনলো একটা ঘোড়া পিছন দিক থেকে আসছে। দেখলো যে বুড়ো বল্ডি সেফার্ডসন বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে তাক করে করে তার পিছনে পিছনে ছুটে আসছে। তার শাদা চুল বাতাসে উড়ছে। তাকে দেখে লাফ দিয়ে কোথা জঙ্গলের ঝোঁপের মধ্যে লুকোবে তা না, বাড্ মনে করলো যে, পাল্লা দিয়ে তাকে দৌড়েই পিছনে ফেলে তার হাত থেকে নিস্তার পাবে। সুতরাং সে সুবিধে পেল, এবং ক্রমে ক্রমে এগিয়ে তাদের মধ্যকার দূরত্বটা চেপে চেপে কম করার চেষ্টা করতে লাগলো। এইভাবে পাঁচ মাইল কিংবা তার বেশি এই খেলা চললো। শেষ পর্যন্ত বাড্ দেখলো যে আর এরকম করে কোন লাভ নাই। সুতরাং সে থামলো এবং ঘুরে তার মুখোমুখি হোল। বন্দুকের গুলী যদি লাগেই তা'হলে সামনের দিকটাতেই লাগুক পিছনে নয়, বুড়ো ঘোড়া ছুটিয়ে এল এবং তাকে গুলী করে মারলো; তবে বুড়ো তার এই সৌভাগ্যটা বেশি দিন উপভোগ করতে পারে নাই, কারণ এক সপ্তাহের মধ্যেই বাডের আত্মীয়স্বজন বুড়োর কর্ম নিকেশ করে দিল।"

"আমার মনে হয় যে বুড়োটা ভীরু লোক ছিল, বাক।"

আমার মনে হয় তা ছিল না, তাকে দোষ দেওয়ার মতো কিছুই দেখি না। সেফার্ডসনদের মধ্যে কোন ভীরু লোক নাই,— একটিও নাই, এবং গ্রানজারফোর্ডের মধ্যেও নাই। কেন? ঐ বুড়ো লোকটি একবার তিনজন গ্রানজারফোর্ডদের বিরুদ্ধে একাই আধ ঘন্টা লড়েছিল, জিতেও ছিল। এরা সকলেই ঘোড়ার পিঠে ছিল। সে তার ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিল এবং তুজ করা কাঠের পিছনে পালিয়ে তার ঘোড়াটাকে সামনে রেখে বুলেটের হাত থেকে নিজকে রক্ষা করেছিল। আর গ্রানজারফোর্ডরা ঘোড়ার পিঠেই ছিল, ঘুরে ঘুরে

www.boiRboi.blogspot.com

বুড়োটার দিকে পটপট করে গুলী ছুঁড়ছিল। বুড়োও ঘুরে ঘুরে ওদেরকে ফটফট গুলী করছিল। অবশ্য তাকে আর তার ঘোড়াটাকে আহত হয়ে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল। আর এদিকে কিন্তু গ্রানজারফোর্ডদেরকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল। একজন তার মধ্যে সেদিনই মারা গেল, আর একজন তার পরের দিন। না হে, যদি কেউ ভীরু লোক মনে করে কারো পিছনে লাগবে আশা করে, তাহলে তারা সেফার্ডসনদের মতো লোকদের ঘাঁটাতে চাইবে না। কারণ তাদের বংশে ওরকম ভীরু জন্মগ্রহণ করে না।"

পরের দিন রবিবারে আমরা গীর্জায় গেলাম। ঘোড়ায় চড়ে গেলাম প্রায় তিন মাইল দূরে। সব লোক তাদের বন্দুক নিয়ে চললো। বাকও নিল। সেখানে গিয়ে সেগুলোকে যাতে চট করে হাতের কাছে পেতে পারে, সেই জন্যে দুই হাঁটুর মধ্যে কিংবা দেয়ালের গায়ে সেই ভাবে রাখলো। সেফার্ডসনরাও ঠিক সেই রকম করলো। পাদ্রী যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সেটা খুব সাধারণ-ভ্রাতৃপ্রেমের এবং এই রকম সব ক্লান্তিকর বিষয়ের উপর। ওরা কিন্তু প্রত্যেকেই বললো যে, বক্তৃতাটা খাসা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে তারা কথাটা বার বার বললো, এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই বললো, বিশ্বাস ও সৎকাজ, সদ্ব্যবহার ও ভাগ্যের পুরোনো লিখন—আমি যার কিছুই জানি না, এই রকম খুব কঠিন কঠিন কথা বলতে লাগলো। আমার মনে হোল যে জীবনে যে-সব সাংঘাতিক রবিবার এ পর্যন্ত কাটিয়েছি তার মধ্যে এটি একটি।

খাওয়ার এক ঘন্টা পরে প্রত্যেকে ঝিমুচ্ছিল। কেউ কেউ চেয়ারের মধ্যে। কেউ তাদের কামরায়; পরিবেশটা খুবই নিরানন্দ মনে হচ্ছিল। বাক এবং একটি কুকুর ঘাসের উপর রোদের মধ্যে টান টান হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি আমাদের কামরায় গেলাম, এবং বিবেচনা করে দেখলাম যে আমি একটু ঘুমিয়েই নেই। এমন সময় দেখি মিষ্টি স্বভাবের সেই সোফিয়া মেয়েটি তার দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সেটা আমার ঘরের পাশেই। সে আমাকে তার কামরায় নিয়ে গেল। দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল। আমাকে সে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তাকে পছন্দ করি কিনা। আমি বললাম, হাঁ, আমি পছন্দ করি। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, তার জন্যে কিছু করতে বললে আমি তা করবো কিনা। এবং তা কাউকে বলবো না। আমি বললাম, আমি তাই করবো। সে বললো, সে তার বাইবেলখানার কথা ভুলে গিয়েছিল এবং সেটা সে যে জায়গায় বসেছিল সেখানে দু'খানা বইয়ের মধ্যে ভুলে ফেলে এসেছে। আমি চুপচাপ করে বেরিয়ে যাব এবং সেখানে গিয়ে সেটাকে নিয়ে আসবো। কাউকে কিছু বলবো না। আমি বললাম, বেশ, তাই করবো। সুতরাং সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা দিয়ে শনশন করে চললাম। গীর্জায় কেউ ছিল না। আশেপাশে দুএকটা শূকর ছিল হয়তো। দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। শূকরগুলো কাঠের তৈরি মেঝের উপর গরমের দিনে শুয়ে থাকতে খুব পছন্দ করে। কারণ তা খুব ঠাণ্ডা। আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন,

তাহলে দেখে থাকবেন যে, লোকেরা যখন তাদের যেতেই হয় তখনই শুধু গীর্জায় যায়। কিন্তু শূকরের কথা আলাদা।

আমি মনে মনে বললাম, এর মধ্যে কোন কিছু কাণ্ড আছে। একটি মেয়ে বাইবেলের জন্যে এরকম ঘর্মাক্ত হয়ে উঠবে, সেটা স্বাভাবিক কথা নয়; সুতরাং আমি বাইবেলেটা নিয়ে সেটা ঝাঁকালাম। তার মধ্য থেকে একখানা কাগজ পড়লো। তার উপর পেনসিল দিয়ে লেখা আড়াইটা। আমি বাইবেলটাকে উলটে-পালটে দেখলাম। কিন্তু আর কিছুই পেলাম না। আমি এর কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারি নাই। সুতরাং আমি আবার কাগজখানাকে বইয়ের মধ্যে রাখলাম। যখন বাড়ি ফিরে উপর তলায় গেলাম, তখন দেখি, মিস সোফিয়া আমার জন্যে দরজায় অপেক্ষা করছে। সে আমাকে টেনে ভেতরে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বাইবেলখানার মধ্য থেকে খুঁজে কাগজটি বের করলো। পড়ামাত্র দেখলাম বেশ খুশী হয়ে উঠলো। কিছু চিন্তা করার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল। আমাকে দু'হাতে ধরে একটু চাপও দিল। বললো, পৃথিবীর মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভাল ছেলে। আমি যেন কাউকে ও-কথা না বলি। মিনিটখানেকের জন্যে তার মুখটা লালচে হয়ে গেল। চোখগুলোও আলোকিত এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাকে ভারি সুন্দর দেখাতে লাগলো। আমি বেশ খানিকটা আশ্চর্য হলাম। আমি নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম যখন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কাগজটার ব্যাপারটা কি? সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি ওটা পড়েছি কিনা। আমি বললাম, না। সে আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলো, আমি আদৌ পড়তে পারি কিনা। আমি বললাম, না। তবে মোটা মোটা লেখা হলে পারি। সে তখন বললো যে ও-কাগজটা কিছুই না। বইটার পাতা ঠিক রাখার জন্যে একটি হরফদানি। বললো, এখন আমি গিয়ে খেলা করতে পারি।

আমি নদীর দিকে চলে গেলাম। এবং কথাটা চিন্তা করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে, আমার নিগ্রো চাকরটি আমাকে লক্ষ্য করে পিছনে পিছনে আসছে। আমরা যখন বাড়িটার লক্ষ্যের বাইরে চলে গিয়েছি, তখন সে পিছন ফিরে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে এক নজর দেখে নিলো; তারপর দৌড়ে আমার কাছে এলো এবং বললো : "দ্যাখছেন সাহেব, যদি আপনি বিলির কিনারে যান, তয় আপনারে আমি পানিতে তুজ অইয়া রইছে, এই রকম মোকাসিন দেহাতি পারি।"

আমি চিন্তা করে দেখলাম, এটা খুব কৌতুকের ব্যাপার তো। সে কালও আমাকে এই কথাই বলেছে। তার জানা উচিত, যে-লোক পানির মোকাসিন আদৌ পছন্দ করে না, তার জন্যে সে ঘুরেঘুরে তা খুঁজে বেড়াবে কেন? আহ! কি সে চায়? সুতরাং আমি তাকে বললাম, বেশ, ঠিক আছে। দৌড়ে এগিয়ে যাও। আমি আধ মাইলটাক তাকে অনুসরণ করলাম। তারপর সে জলাটার মধ্যে

www.boiRboi.blogspot.com

নামলো এবং পায়ের গোড়ালী ডোবার মতো পানি দিয়ে আরো আধ মাইলটাক গেল। তারপর আমরা একটা সমানমতো জমির উপর এসে উঠলাম। সেটা বেশ শুকনো এবং ঘন গাছ, ঝোপ ও আঙ্গুরের লতায় ভরা সে বললো : "আপনি সোজাসুজি বিতরে ঢুইক্যা যান, মিয়া সাব, সেইহানেই ওগুনি আছে। আমি সেগুনি আগেই দেখছি। আর সেগুনি দেখতি চাই না।" এই বলে নিচের দিকে নেমে সে সুড়ুৎ করে চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আমি এগুতে লাগলাম এবং একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌছলাম। সেটা বেশ একটা কামরার সমান বড় হবে। চারদিকে আঙুর লতায় ঢাকা পড়ে গেছে। তার ভিতর দেখি যে, একটা লোক ঘুমিয়ে রয়েছে—ইয়া খোদা! এ দেখি আমরাই পুরানো জিম। আমি তাকে জাগিয়ে তুললাম। মনে করলাম, আমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়। সে আমাকে দেখে এত খুশী হোল যে প্রায় কেঁদে ফেললো, কিন্তু আশ্চর্য হলো না। সে বললো, আমার পিছনে পিছনে-ঐ রাত্রিতে সে সাঁতরিয়ে এসেছে। এবং আমাকে প্রত্যেক বারই সে চিৎকার করতে শুনেছে। সাহস করে উত্তর দেয় নাই। কারণ কেউ তাকে তাহলে তুলে নিয়ে আবার দাসে পরিণত করতো। এ মত্তকা সে কাউকে দিতে চায় নাই। সে বললো : "আমি একটু হানি ব্যথা পাইছিলাম। তাই তোমার মতো অত জোরে সাঁতরাতি পারি নাই। তাইতি শ্যাষের দিকে তোমার অনেক পাছে পাইর‍্যা গেছিলাম, যহন তুমি পারে উইঠলা, তহন আমার মনে অলো যে, তোমারে চিল্লাইয়া না কলিও যাইয়া ধরিতে পারবানে। কিন্তু যখন আমি বাড়িডা দ্যাখলাম, তহন আস্তে আস্তে চলতি লাগলাম। তোমারে তারা কি কলো না কলো—তার জন্যি আমি অনেক দূরি ছিলাম, তাই শুনিতে পারি নাই। তয় আমি কুত্তাডার ভয় করতি ছিলাম। তারপর যহন সব চুপচাপ অইয়া গ্যালো, তহন বুঝলাম যে, তুমি বাড়ির মদ্দি গেছ। তাইতি আমি জঙ্গলের দিকি গেলাম। আর দিন অওয়ার জন্যি বইস্যা রইলাম। খুউব বিয়ান বেলায় কতকগুলি নিগ্রো আইলো। তারা মাঠে যাতি ছিল। তারা আমার সাতে কতা কইলো, আর এই জাগাডা দেহাইয়া দিল। আর কইলো চারদিকে পানি—যার জন্যি কুত্তাও আমারে বাইর করতি পারবি না। পেরতেক দিনই তারা আমার খাওয়ার জন্যি কিছু আইন্যা দ্যায়। আর তুমি কি রহম আছো না আছো তা-ও কয়।"

"তুমি জ্যাককে এর আগে আমাকে নিয়ে আসতে বল নাই কেন, জিম?"

"দেহ, হাক, তাতে কোন লাভ অতো না। তোমারে কামের ব্যাগাত কইর‍্যা, ডাহাইয়া আইনা কোন লাভ অতো না। আমরা তো এহন বেশ ভালোই আছি। আমি হাঁড়িপাতিল কিনছি। আর খাওয়ারও কিছু কিনছি। আর সময় পালি রাত্রিতি রাত্রিতি ভেলাও মেরামত করতিছি।"

"কোন্ ভেলা, জিম।"

"বাঃ! ঐ সেই পুরানডা।"

"তাহরে কি তুমি বলতে চাও যে, আমাদের পুরানো ভেলাটা ভেঙে টুকরো হয়ে যায় নাই?"

"না, তা অয় নাই। সেডা এক পাশে কিছুডা ভাঙছিল-চুরছিল। তয় তেমন কোন ক্ষতি অয় নাই। ক্যাবল আমাগো জিনিসপত্র সবই গেছে। আমরা যদি অত পানির মদ্দি দিয়া না যাইতাম আর রাত্রি যদি অতো আন্দার না অতো, আর আমরা যদি আসমানের দিক—যারে কথায় না—বুদ্দুর মতো না চাইয়া থাকতাম, তা'অলি আমরা জাহাজডারে দেখতি পারতাম। তা না দেহা-এডাও ভাল অইছে, কারণ অইল যে, ভেলাডা পরায় নতুনির মতোই ঠিক অইয়া গ্যাছে। আর যে সব জাগা নষ্ট অইয়া গেছিলো, সেই জায়গায় নতুন অনেক জিনিস দেওয়া অইছে।"

"কেন, তুমি কি ভেলাটাকে আবার ধরতে পেরেছিলে, জিম? তুমি কি করে ধরলে?"

"আমি এই জঙ্গলের মদ্দি পলাইয়া আইস্যা দরবো কি রকম কইরা কও দেহি। এডা পারে ডাল-ডুলির মদ্দি আইটকা ছিল। কতকগুলি নিগ্রো সেডা দেখতি পালো। আর সেডারে একটা খালের মতো জায়গায় ঝাউ গাছের মদ্দি ছাপাইয়া রাইখ্যা দিল। আর এডা যে তার তা নিয়ে তারা খুব কওয়াবুলি করতি ছিল। এর মদ্দি আমি আইস্যা পড়লাম। আর কলাম, তুমি আর আমি ছাড়া এডা আর কারো না। সেইডাই সবে ফয়সালা কইরা দিল। কারণ আমি কলাম, তারা একজন সাহেবের জিনিস গাপ মারার চেষ্টা করতিছে। ক্যান? গুঁতা খাবার জন্যি নাকি? তারপর আমি তাগো দশ সেন্ট কইর‍্যা দিলাম। তারা তাতো খুব খুশী অইলো। আর কইলো যে এমনি কইর‍্যা যদি অনেক ভেলা আসে, তয় তারা বড় মানুষ অইয়া যাবি। তারা আমার উপর খুব বালো ব্যাভার করছে। এই নিগ্রোরা বালো। আমি ত্যাগো কিছু আমার জন্যি করতি কলি, দুইবার কতি অয় না। বুইঝলা মণি। ঐ জ্যাক খুব বালো নিগ্রো। আর বেশ চালাক চতুর।"

"হ্যাঁ, সে তাই বটে। সে আমাকে কখনো বলে নাই যে, তুমি এখানে আছ। সে আমায় শুধু এখানে আসতে বলেছে। আর বলেছে যে, সে আমাকে পানির মধ্যে তুজ-করা মোকাসিন পড়ে আছে—তাই দেখাবে। তার একথা বলার কারণ কিছু ঘটলে সে যেন বলতে পারে, সে আমাদের দুজনকে কখনো একত্র দেখে নাই। এবং সেটা খুব সত্যিও হবে।"

পরের দিন যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। সেটাকে আমি মনে করছি যে, কেটেছেঁটে বললো। আমি সকালের কাছাকাছি ঘুম থেকে জাগলাম। পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার মনে হোল, যেন সব চুপচাপ। মনেই হয় না যে, কেউ বাড়িতে আছে। এটা স্বাভাবিকও ছিল না। পরে দেখলাম যে, বাক উঠে চলে গেছে। আমিও উঠলাম। এবং চিন্তা করতে লাগলাম। পরে নিচে নেমে গেলাম। কিন্তু চারদিকে ঘুরেও কাউকে

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে পেলাম না। সব কিছু যেন ইঁদুরের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে। বাইরেও এসে দেখি তাই। মনে মনে বললাম, এর মানেটা কি? যে জায়গায় কাঠ তুজ করা ছিল, তার পাশে আমার চাকর জ্যাকের সাথে দেখা হোল, আমি বললাম, "কি ব্যাপার হে?"

সে বললো, "হুজুর, আপনি কি জানেন না?"

"না।" আমি বললাম।

"শোনেন, তাইলি। সোফিয়া বিবি পলাইছেন। সত্যিই তিনি পলাইয়া গেছেন। রাত্রিতি কোন একটা সময় তিনি পলাইছেন। কেউ জানে না কহন। সেই যে জুয়ান হারনি সেফার্ডসন আছে না, তার সাথে বিয়া করার জন্যি পলাইছেন। ওনরা এডা মোটেই আশা করেন নাই। পরিবারের তান্‌রা মাত্তর আদঘণ্টা আগে জানতি পারছেন, কিংবা অতি পারে, আরো আগে। আর আমি কতিছি তারা একটু সময় নষ্ট করেন নাই। তাড়াতাড়ি বন্দুক আর ঘোড়া নিয়া এমন কইর‍্যা বাইরাইয়া গ্যাছেন যে, আপনি সে রহম কোনো পুষ্যিও দ্যাহেন নাই। মাইয়া মানষিরা তানাগো আত্ম-খেশীগো চেতানোর জন্যি গেছে। বুড়ো সা'ব আর ছাওয়ালপানরা বন্দুক সাজাইয়া ঘোড়ায় চইড়্যা নদীর রাস্তায় সেই জোয়ান সেফার্ডসনরে মারার জন্যি গেলেন। কারণ তানি সোফিয়া বিবিরে নিয়া নদী পারে যাতি পারেন। আমার মনে অতিছে খুব একটা বালো রকম মারামারি লাগবেনে।"

"বাক্ আমাকে না জাগিয়ে চলে গিয়েছে?"

"হ, আমার মনে অয়, জাতি পারে। তান্‌রা আপনারে এর মদ্দি জড়াতি চান না। ছোট হুজুর বাক, তানিও বন্দুক ভইর‍্যা চইল্যা গ্যালেন। তানি অয় কোনো সেফার্ডসনরে মারবেন, না অয় তিনি নিজে খতম অবেন। এই তার বাব দ্যাখলাম। দেহেন ঐ হানে একটা হুজ্জুম হবেনে, আমার মনে অয়। আর আপনি বাজী ধইর‍্যা কতি পারেন যে, উনি একটারে পালি তারে বাদাইয়া নিয়া আসফি।"

আমি নদীর রাস্তা ধরে চললাম। যত শীঘ্র পারি চললাম। আস্তে আস্তে বেশ একটু দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি কাঠের গুদামঘর এবং সেই কাঠের তুজ-করা জায়গাটায় এলাম। যেখানে স্টীমার ঘাট, সেখানে এসে আমি গাছ ও ঝোপগুলোর নিচ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। একটা তুলো গাছের দোডালার উপরে উঠে বসলাম। এটা তাদের নাগালের বাইরে। সেখান থেকে দেখতে লাগলাম। একটা কাঠের ঘন বেড়া ছিল ঐ গাছটার একটু সম্মুখে। প্রথমে সেটার পেছনে আমি পালানোর কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু হয়তো আমার ভাগ্য ভাল বলে তা আমি করি নাই।

চার পাঁচজন লোক ঘোড়ায় চলে কাঠের গুদামের সামনে খোলা জায়গাটায় পায়তারা, চিৎকার এবং গালিগালাজ করছিলো। স্টীমার ঘাটের বরাবর কাঠের

ঘন আচ্ছাদনের পিছনে যে দুটো বালক পালিয়ে ছিল, তাদের বের করার জন্যেই তারা চিৎকার করছিলো। কিন্তু তারা বেরিয়ে আসতে পারছিল না। প্রত্যেকবারই যখন কাঠের তুজের পিছন থেকে তারা একটু করে বের হচ্ছিল, তখনই তাদের দিকে গুলী করা হচ্ছিল। ছেলে দুটো পিঠে পিঠ মিলিয়ে সেই তুজটার পিছনে মাটির উপর চেপে বসেছিলো। দুদিক দিয়ে দেখতেও পাচ্ছিল তারা।

ক্রমে ক্রমে লোকগুলো পাঁয়তারা এবং চিৎকার বন্ধ করলো। তারা গুদামটার দিকে ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হোল, তখন একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো এবং কাঠের ঘন আচ্ছাদনের উপর দিয়ে সাঁই করে গুলী ছুঁড়ে ওপাশের একজনকে ঘোড়ার জিন থেকে ফেলে দিল তখন সকলে তাদের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো এবং লোকটাকে গিয়ে ধরে গুদামের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। ঠিক সেই সময় ছেলে দুটো দৌড় দিল। আমি যে গাছটার উপরে ছিলাম তার মাঝামাঝি পথে আসতে না আসতেই লোকগুলোর দৃষ্টি তাদের উপর পড়লো, তখন লোকগুলো ঘোড়ার উপর লাফ দিয়ে উঠে তাদের লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারা ছেলে দুটোকে নাগালের মধ্যে পেল বটে, কিন্তু তাতে তাদের বিশেষ কোন কাজ হোল না। কারণ দৌড়ের আরম্ভটাতেই তারা বেশ সুবিধা করে নিয়েছিল। আমি যে গাছে উঠেছিলাম তার সামনে তুজ-করা যে কাঠ ছিল, তারা সুড়ুৎ করে সেটার পিছনে চলে গেল। তাতে ওরা আবার লোকগুলোকে অসুবিধায় ফেলে দিল। বালক দুজনের একজন ছিল বাক। অন্যজন যুবক। বছর উনিশ বয়স। লোকগুলো চারদিকে বেশ একটু তোলপাড় করলো। তারপরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তারা দৃষ্টির বাইরে যেতে না যেতেই আমি বাক-এর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলাম; আর তাকে উদ্দেশ করে কথা বললাম। সে আমার কণ্ঠস্বর গাছের উপর থেকে আসছে শুনে কি মনে করবে তা বুঝে উঠতে পারি নাই। সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। বললো, আমি যেন চারদিকে খুব কড়া লক্ষ্য রাখি এবং লোকগুলোকে আবার দেখা গেলেই যেন তাকে বলি। বাক বললো, ওরা বদমাইশি কিংবা ওই রকম কিছু করার উদ্দেশ্যে ওদিকে গিয়েছে এবং আবার ফিরে আসতেও পারে। নামার ইচ্ছে করছিলো যে, আমি গাছের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু নিচে আমার সাহস হচ্ছিল না। বাক চিৎকার ও স্ফূর্তি করতে লাগলো এবং বললো যে, সে এবং তার চাচাতো ভাই জো (অন্য যুবকটির নাম)—ওরা দুজন আজকের ঘাটতি পূরণ করে ছাড়বে। সে বললো, তার বাবা এবং দুই ভাই মারা গিয়েছেন এবং শত্রুরও দু-তিনজন। সে বললো, সেফার্ডসনরা ওদেরকে ওঁতে পেতে ধরে ফেলেছিল। বাক বললো, তার বাবা এবং ভাইদের উচিত ছিল, তাদের আত্মীয়দের জন্যে দেরি করা। সেফার্ডসনরা তাদের পক্ষে অনেক বেশি জোরদার। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হারনি এবং মিস সোফিয়ার কি খবর। সে বললো, তারা নদী পার হয়ে গিয়েছে। নিরাপদে আছে। শুনে আমি বেশ খুশীই হলাম। কারণ বাক সেদিন হারনিকে গুলী করে

www.boiRboi.blogspot.com

মারতে না পেরে যেভাবে আফসোস করছিলো, আমি সে রকম আর কোনদিনও শুনি নাই।

হঠাৎ শব্দ হোল গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম। তিন চারটে গুলী ছুটলো। লোকগুলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চুপিসারে এসে গিয়েছিল। ঘোড়া ছাড়াই এদের পিছন দিয়ে এসে পৌছে গিয়েছিল। ছেলে দুটো নদী লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়লো। তারা আহত হয়েছিল এবং তারা স্রোতের সাথে সাঁতরিয়ে চললো। লোকগুলো পার দিয়ে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। চিৎকার করে বলতে লাগলো, "ওদেরকে খুন কর—ওদেরকে খুন কর।" কথাটা আমাকে এত অস্থির করে ফেললো যে, আমি গাছ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। কি ঘটেছিল তার সব কিছু আমি বলতে যাচ্ছি না—কারণ তা বললে আবার তা আমাকে পীড়িত করবে। আহা! সেই রাত্রে আমি যদি এসব জিনিস দেখার জন্যে নদীর পারে একেবারেই না আসতাম! এ ঘটনাগুলো আমার মনের থেকে কখনো লোপ পাবে না। প্রায়ই আমি এ-নিয়ে স্বপ্ন দেখি!

আমি গাছটার উপর অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম। নিচে নেমে আসতে ভয় করছিল। মাঝে মাঝে দূরে জঙ্গলের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম, দু'বার ছোটছাট দলে লোকদেরকে গুদামঘরের পাশ দিয়ে বন্দুক হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেও দেখলাম, সুতরাং আমি মনে করলাম, গোলমাল এখানো চলেছে। আমার মনটা খুবই দমে গিয়েছিল। মনে মনে স্থির করলাম, আমি ঐ বাড়িটার ধারে আর যাব না আমি ভাবলাম, যে রকমই হোক এটা আমার দোষেই ঘটেছে। কারণ সেই কাগজটার অর্থ ছিল : মিস সোফিয়া হারনির সঙ্গে আড়াইটার সময় কোনখানে দেখা করবে এবং পালিয়ে যাবে। আমার বিচারে মনে হোল যে, তার বাবাকে সেই কাগজ এবং তার অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়তো তিনি তাকে তালা দিয়ে আটকে রাখতেন, এই বিশৃংখল ঘটনাটি এমনভাবে কখনো ঘটতো না। আমি গাছ থেকে নিচে নামলাম এবং উবু হয়ে নদীর পার বেয়ে চললাম। দু'টি মৃতদেহ নদীর পানির কিনারে পড়ে আছে দেখতে পেলাম। সেগুলোকে আমি টেনে পাড়ে তুললাম। আর তাদের মুখ ঢেকে দিলাম। তারপর সাত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এলাম। যখন বাক-এর মুখটা ঢাকি তখন একটু কেঁদে ছিলামও, কারণ বাক আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতো।

এখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি আর বাড়িটার কাছেও গেলাম না। জঙ্গলগুলোর মধ্য দিয়ে জলাটার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। জিম তার সেই দ্বীপটির মধ্যেই ছিল। সুতরাং আমি সত্বর দ্রুতপায়ে চললাম। ঘন ঝাউগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটেই চললাম; যেন চট করে ভেলায় লাফিয়ে উঠতে পারি। আর এই হতভাগ্য জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারি। গিয়ে দেখি ভেলাটা নেই। হায় আল্লাহ! আমি ভয়ানক ঘাবড়িয়ে গেলাম। এক মিনিট নিঃশ্বাস নিতেই

পারলাম না। তারপর আমি চিৎকার করে ডাক দিলাম। বিশ ফুট দূরেও হবে না, এমন জায়গা থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল : "বালোই অইছে। তুমি নাকি মণি? আওয়াজ কইরো না।"

এ ছিল জিমের কণ্ঠস্বর। এর আগে কোন শব্দই শুনতে এতো মিষ্টি লাগে নাই। আমি নদীর কিনারা দিয়ে দৌড়ে গেলাম। গিয়েই ভেলায় লাফিয়ে উঠলাম। জিম আমাকে চট করে টেনে নিল। সে এত খুশী হয়েছিল যে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সে বললো : "খোদা তোমার বালো করুক, মণি। আমি এহেবারে নিশ্চয় মনে করছিলাম যে, তুমি অয়তো আবার মইরা গ্যাছো। জ্যাক এইহানে ছিল। সে কইলো যে, সে মনে করে—তোমারেও গুলী কইরা মারছে। তুমিতো আর বাড়ি ফিরা যাও নাই। তাই শুইন্যা ঠিক এই এক মিনিট অলো আমি ভেলাডারে খালডার মুহির দিক নিয়া যাতিছিলাম। ভাইবা ছিলাম জ্যাক আইস্যা শ্যাষবারের মতো তুমি যে সত্যি মইর‍্যা গেছ সে কথাডা কলিই, আমি ভেলাডারে এহেবারে বাইর কইরা নদীতে যাইয়া পড়বো। আল্লা মালেক, তুমি বাইচা রইছো, মণি। তোমারে পাইয়া যে কত খুশী অলাম।

আমি বললাম, "বেশ, ভাল হয়েছে। তারা আমাকে আর খুঁজে পাবে না। তারা মনে করবে যে আমি খুন হয়ে নদী দিয়ে ভেসে চলে গিয়েছি। ঐখানে এমন কিছু আছে, যাতে তারা তা মনে করতে পারে। সুতরাং সময় নষ্ট করো না, জিম। যত তাড়াতাড়ি পার চালিয়ে বড় নদীটার দিকে চলে যাও।

"এবার চল।"

ভেলাটি মিসিসিপি নদীর মাঝামাঝি, অথবা দু'মাইল পর্যন্ত ভাটিতে না আসা পর্যন্ত আমি শান্তি পেলাম না। তারপর আমরা আমাদের সঙ্কেত-লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে রাখলাম। মনে করলাম যে এবার আমরা স্বাধীন এবং নিরাপদ হতে পেরেছি। গতকাল থেকে আমি এক মুঠোও খাই নাই; সুতরাং জিম আমাকে কিছু ভুট্টোর মোয়া, ঘোল, মাংস, বাঁধা কপি এবং শাক-সবজি খেতে দিল। এগুলো ভাল মতো পাকানো হোলে তার কাছে পৃথিবীর কোন খানাই খানা মনে হয় না। আমি রাত্রির খানা খাচ্ছিলাম, আর জিমের সাথে কথা বলে সময়টা আনন্দে কাটাচ্ছিলাম। ঘরোয়া শত্রুতা যে রকম চিজ, তার থেকে যে আমি বেঁচে আসতে পেরেছি—এবং জিমও সেই জলাভূমি থেকে যে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তাতে আমরা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম। আমরা বললাম যে, ভেলার মতো বাড়ি নাই। অন্য জায়গাগুলো যে রকম খিচুনী ধরিয়ে দেয় এবং শ্বাসরুদ্ধ করে মারার অবস্থা করে, ভেলায় তা করে না। আপনি ভেলায় চড়লে দেখবেন কেমন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাগে।

www.boiRboi.blogspot.com

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ডিউক এবং ডফিন ভেলায় এলো

দু'তিনটে রাত আর দিন পেরিয়ে গেল। আমি মনে করি দিনগুলো সাঁতরিয়ে চলে গেল; এইভাবে দিনগুলো কাটানো হোল। নদীটা প্রকাণ্ড বড়—কোন কোন জায়গায় মাইল দেড়েক চওড়া। আমরা রাত্রিতে চলি, শুয়ে থাকি এবং দিনে লুকাই। রাত্রি চলে গেলে আমরা ভেলটিকে বেঁধে রাখি। সব সময় মরাপানি দেখে বাঁকের মাথায় ভেলা বাঁধি। তারপর ছোট ছোট তুলা কাঠ এবং ঝাউয়ের ডাল কেটে, সেটা দিয়ে ভেলা লুকিয়ে রাখি। তারপর আমরা মাছ ধরার বঁড়শিগুলো ফেলে দিই। এবং সুড়ুৎ করে নদীতে নেমে সাঁতরে নিই। তাতে বেশ একটু সতেজ এবং সুস্থ অনুভব করি। তারপর যেখানে হাঁটু পানি, সে রকম বালির চরের উপর বসে সকালের অপেক্ষায় থাকি। কোনখানে টুঁ শব্দও নেই। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। ঠিক যেন গোটা পৃথিবীটা ঘুমোচ্ছে। কখন কখন কোলা ব্যাঙগুলো হয়তো কট কট করছে। নদীর পানির উপর দিয়ে দেখলে প্রথমে যে জিনিস দেখা যায়, সেটা একটা অস্পষ্ট রেখা। সেটা ও-পাশের জঙ্গল, এছাড়া আপনি আর কিছু দেখতে পাবেন না। পরে হয়তো দেখবেন যে, আকাশের মধ্যে খানিকটা ফ্যাকাশে জায়গা রয়েছে, তারপর সেই ফ্যাকাশে ভাবটা চারদিকে আস্তে আস্তে মিটে যাচ্ছে দেখবেন। নদীটা যেন দূরে গিয়ে আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তত কালো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ধূসর, আপনি দূরে দেখতে পাবেন অনেক ছোট ছোট দাগমতো সব ভেসে যাচ্ছে—সেগুলো ব্যবসায়ীদের নৌকা কিংবা ওই রকম অন্য কিছু। এরপর লম্বা কালো দাগ দাগ দেখতে পাবেন—সেগুলো কিন্তু ভেলা। কোন কোন সময় আপনি শুনতে পাবেন কিছু চাঁচার মতো কর্কশ শব্দ, কিংবা একটা জড়ানো পাঁচ-মিশালি শব্দ। সেটা খুব স্থির এবং খুব দূরে থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হবে। আপনি ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবেন, পানির উপর লম্বা মতো একটা কি চকমক করে ছুটে চলেছে। আপনি সেটা দেখেই বুঝতে পারবেন যে কড়া স্রোতের নিচে কোন ডালপালা পড়ে থাকায় স্রোত অমনিভাবে চিরে চিরে যাচ্ছে। আবার দেখবেন যে, পানির উপর দিয়ে বাষ্প পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে! আর পুবের আকাশ ও নদীটা লাল হয়ে উঠেছে। আপনি বুঝতে পারবেন সেটা আর কিছুই নয়—ওপারের জঙ্গলগুলোর পাশ ঘেঁষে হয়তো অনেকগুলি কাঠ-গুদামের মধ্যে একটা কেবিন দাঁড়িয়ে আছে। ওটা যে ফাঁকিটা আপনাকে দেবে—তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে আপনি, বলা যায়, একটি কুকুরকে যে-কোন জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবেন; ওপারে সুন্দর হাওয়া উঠেছে—সতেজ, ঠাণ্ডা। গাছপালা ও ফুলের বুক থেকে আসা মিঠে গন্ধের হাওয়া। ওপার থেকে ভেসে এসে আপনাকে বাতাস করছে মনে হবে। কোন কোন সময় উল্টোটাও ঘটছে : তারা ওপারে মাছ কিংবা

ওই ধরনের সব জিনিস ফেলে রেখেছে যা থেকে পচা বদবু এসে আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। যাক, এতে কোনো পরোয়া করবেন না, কারণ পরের দিনই আপনি একটি দিনের সাক্ষাৎ পাবেন, দেখবেন সূর্য হেসে উঠেছে; পাখীরা সুমিষ্ট স্বরে গান গেয়ে গেয়ে নিজেদেরকে মাতিয়ে রেখেছে।

এখন সামান্য একটুও ধোঁয়া কোনখানে দেখা যাচ্ছিল না। সুতরাং আমরা মনে করলাম এখন বঁড়শি থেকে কিছু মাছ ছাড়িয়ে নিতে পারি। এবং গরম নাশতার জন্যে তা পাকাতেও পারি। তারপরে বসে বসে নদীটির নির্জনতাও লক্ষ্য করতে পারি। অলসভাবে আলসেমি করে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। আবার জেগে উঠে দেখতে পারি কি কাণ্ড! হয়তো দেখছে একটা স্টীমার দূর থেকে উজিয়ে আসছে—খুক খুক করে কেশে কেশে আসছে যেন! অন্য পারটা এত ঘেঁষে আসছে যে, এদিক থেকে আপনি তার সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবেন না। শুধু এইটুকু বলতে পারবেন যে, তার চাকাটা পাশে, না পিছনে। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক শোনার মতো কিছু শুনবেন না। দেখার মতো কিছু দেখবেন না। শুধুমাত্র অনুভব করবেন নিরেট নির্জনতা। এরপর আপনি দেখবেন একটা ভেলা দূর দিয়ে তরতর করে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে; অতি দূর দিয়ে হয়তো তার উপর কেউ কুড়ুল দিয়ে কিছু কাটছে। এমনটা প্রায়ই দেখা যায়। আপনি দেখবেন, কুড়ালটা চকমক করে উঠলো, তারপর, নেমে আসলো। কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পারলেন না। আপনি দেখবেন, কুড়ালটা আবার উপরে উঠলো—লোকটার মাথার উপরে। তারপর আপনি শুনলেন—কচচাত। পানির উপর দিয়ে শব্দটা আসতে এতটা সময় নিলো। এসব ব্যাপার দেখে দেখে আলসেমি করে নিস্তব্ধতা উপভোগ করে আমরা দিনগুলো কাটাতে পারছিলাম। একবার খুব ঘন কুয়াশা হোল। যেসব ভেলা কিংবা অন্য নৌকা যাচ্ছিল, তারা টিন পিটাতে পিটাতে যাচ্ছিল—যাতে স্টীমারগুলো ওদের উপরে এসে না পড়ে। সেগুলো কখনো কখনো এত কাছ দিয়ে যাচ্ছিল যে, যাত্রীদের গালাগালি এবং হাসি-মশকরা সব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাদের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছিল না। শুনলে গা কি রকম যেন জমজম করতে থাকে, মনে হয় কোনো ভূতপেত্নী। অমনিভাবে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। জিম বললো, ভূতপেত্নীই। আমি বললাম : "না, না। ভূতপেত্নী হোল 'হতভাগা কুয়াশা' কথাটা কেউ বলতো না।"

রাত্রি হওয়ার সাথে সাথে ভেলা খুলে ধাক্কা দিয়ে নদীর মাঝখানে এনে দিতাম। তারপর সেটাকে স্রোতের উপর ছেড়ে দিতাম। তারপর আমরা পাইপে তামাক ধরাতাম। পানির মধ্যে পা ঝুলিয়ে দোলাতাম। আর দুনিয়ার সব কিছু নিয়েই আলাপ করতাম। আমরা দিন রাত্রি, সব সময়েই, মশার উপদ্রব না থাকলে কাপড় ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে থাকতাম। বাক-এর পরিবারের লোকেরা আমাকে যে কাপড় দিয়েছিল, সেগুলো এত ভাল ছিল যে, আমি তা প'রে যুৎ পেতাম না! তাছাড়া আমি কাপড় বড় একটা কখনও যে পরতাম তা-ও নয়।

www.boiRboi.blogspot.com

কোন কোন সময় অনেকক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ নদীটা আমাদেরই হয়ে যেতো; নদীটাকে আমরা নিজস্বভাবে পেতাম। খুব দূরে পানির উপর দিয়ে ওদিকের তীর এবং দ্বীপগুলোকে দেখা যেত; হয়তো তার মধ্যে একটুখানিক স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল, সেটা হতে পারে দূরে কোন ঘরের কামরার ভেতরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। কোন সময় পানির ওপরেও অতি দূরে একটা দু'টো স্ফুলিঙ্গ আপনি দেখতে পেতেন হয়তো সেটা কোন ভেলা কিংবা নৌকার উপর ঝুলান। এমনও হোতে পারতো আপনি কোন বেহালার বাজনা শুনলেন কিংবা কোন গান—ভেলার উপর থেকে ভেসে আসছে। সত্যি ভেলার উপরে বাস করাটা ভারি চমৎকার। আমাদের উপরের আকাশ সম্পূর্ণটা তারায় জ্বল জ্বল করতো; আমরা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতাম আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। আলোচনা করতাম, তারাগুলোকে কি তৈরি করা হয়েছে, না এমনি এমনি হয়েছে। জিম বলতো, ওগুলোকে তৈরি করা হয়েছে। আর আমি বলতাম, এমনি এমনি হয়েছে। কারণ, আমার মনে হোত এতগুলো তারা তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লাগবে। জিম বলতো, কেন? চাঁদেই তো ওগুলোকে ডিম পেড়েছে! হ্যাঁ, অবশ্যি সে কথাটায় যুক্তি রয়েছে। সুতরাং আমি আর সেটার বিরুদ্ধে কিছু বলতাম না। কারণ, আমি দেখেছি একটা ব্যাঙও এ-রকম অনেক ডিম পেড়ে থাকে। যে-সব তারা আকাশ থেকে ছুটে পড়তো সেগুলোও লক্ষ্য করতাম। জিম বলতো ওগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই বাসা থেকে ওগুলোকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন দিন রাত্রে আমরা দেখতাম যে এক-একটা স্টীমার তর তর করে অন্ধকার দিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন কোন সময় ভক ভক করে অনেকগুলো আগুনের ফুলকি তার চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যেত। আর সেগুলো বৃষ্টির মতো নদীর উপর ঝরে পড়তো। ভয়ানক সুন্দর দেখা যেত। তারপর জাহাজটা মোড় ঘুরে যেত। আর তার বাতিগুলো চোখ টিপ টিপ করে জ্বলতে জ্বলতে জাহাজের পিছনটা ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর দেখা যেত না। আবার নদীটা যেমন ছিল তেমন স্তব্ধ হয়ে যেত। আস্তে আস্তে ভাঙা ঢেউগুলো আমাদের কাছে এসে পৌছতো এবং ভেলাটাকে একটু একটু দোলা দিতো। এরপর আবার নিঝুম। হতে পারে দু'একটি ব্যাঙের শব্দ আপনি শুনলেন। তা না হোলে অন্য কিছুই শুনতে পারতেন না। আর বলতেও পারতেন না যে আপনি কতক্ষণ কিছু শুনতে পান নাই।

দুপুর রাত্রের পর নদীর পারের লোকেরা শুতে যেত, তারপর দু'তিন ঘণ্টার জন্যে সব কালো সিয়া হয়ে যেত। পাড়টা নিরেট কালো দেখাতো,—কোন ঘরের জানালা দিয়ে কোন ফুলকি আর দেখা যেত না। এই ফুলকিগুলো ছিল আমাদের ঘড়ি। প্রথম একটা দেখা গেলে আমরা মনে করতাম সকাল এসে যাচ্ছে। তখন আমরা লুকিয়ে থাকার মতো একটা জায়গা খুঁজে দেখতাম এবং সেখানে ভেলা বাঁধতাম।

একদিন সকালে ঠিক ফজরের সময় আমি একখানা ডোঙা নৌকা দেখলাম।

সেটা নিয়ে একটা সরু খালের মুখের বাঁধটা পার হয়ে সেটা বেয়ে নদীর পাড়ে উপরে চলে গেলাম। খালটা মাত্র দু'শ গজ লম্বা ছিল। সেটা থেকে আর একটা ছোট নালা বেয়ে বইঠা মেরে মেরে আমি লতাপাতার মধ্য দিয়ে প্রায় এক মাইল চলে গেলাম। ইচ্ছা ছিল, কোন জাম-টাম পাওয়া যায় কিনা দেখবো। এরপর এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, সেখানে গরু এপার ওপার করা হয়। দেখি দুটি লোক হনহন করে দ্রুতপদে রাস্তা চিরে যত শীগগির সম্ভব ছুটে চলে আসছে। আমার কম্ম চিত্তির। কারণ যখনই কোন লোককে অমনি ভাবে ধেয়ে যেতে দেখতাম, তখনই মনে হোত ওরা হয় আমার পিছনে, না হয় জিমের পিছনে ধাওয়া করছে। তাই আমি সেখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তারা একেবারে আমার কাছে এসে পৌঁছে গেল এবং আমাদের প্রতি চিৎকার করে তাদেরকে বাঁচানোর জন্যে সাহায্য ভিক্ষা চাইল। তারা বললো, তারা কিছুই করে নাই, তবুও কতগুলো লোক তাদের পিছু নিয়েছে। তারা বললো, একদল লোক কুকুর নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে আসছে। তাই তারা তখনি লাফ দিয়ে আমার নৌকায় উঠতে চাইল। আমি তাদেরকে বললাম : "এ কর্মটি করবেন না। আমি এখনও পর্যন্ত কোন কুকুর কিংবা ঘোড়ার শব্দ শুনছি না। আপনাদের হাতে এখনো সময় রয়েছে। ঝোপের ভেতর দিয়ে আপনারা দৌড়ে পালান। একটু দূরে গিয়ে এই নালার পানিতে নেমে যান। সেখান থেকে পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে আমার এখানে চলে আসুন—তাহলে কুকুরগুলো আপনাদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে আপনাদেরকে খুঁজে আর ধরতে পারবে না।"

তাঁরা তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৌকা বাঁকের দিকে রওয়ানা করে দিলাম। পাঁচ কি দশ মিনিটের মধ্যে দূরে আমরা কুকুরের ডাক এবং মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম। তারপর শুনলাম, সে শব্দ আস্তে আস্তে নালাটার দিকে আসছে। মনে হোল তারা সেখানে থেমে বোকার মতো করে এদিক ওদিক ঘুরছে। তারপর আমরা ক্রমে ক্রমে দূর থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম এবং তাদের শব্দও আর শুনতে পেলাম না। সেই জঙ্গল থেকে এক মাইল চলে আসার পরে যখন আমরা নদীতে এসে পড়লাম তখন সব কিছু নিস্তব্ধ মনে হোল। আমরা বইঠা বেয়ে বাঁকের নিকটে এলাম এবং তুলো কাঠগুলোর মধ্যে নিজেদেরকে লুকিয়ে নিরাপদ হয়ে গেলাম।

এই লোক দুটির একজনের বয়স সত্তর কিংবা তার বেশি হবে। তার টেকো মাথা। গোঁফ তার পেকে গিয়েছিল। তার মাথায় ছিল একটা পুরানো শ্লস টুপি। তেলচিটে নীলরঙের একটা পশমী শার্ট এবং পুরানো ছেঁড়া একটা নীল জীন কাপড়ের চোঙা প্যান্ট। সেটা আবার ঠেসে তার বুটের উপর পর্যন্ত চাপানো।

অন্য লোকটির বয়স প্রায় ত্রিশ হবে। পরনে তার সাধারণ পোশাক। নাশতা করার পরে আমরা একটু খানিক শুয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। প্রথমেই যে

www.boiRboi.blogspot.com

জিনিসটা জানা গেল, তা হোল এ দুটো লোকের একজন আর একজনকে জানতো না।

"তুমি কি জন্যে বিপদে পড়েছিলে?" সেই টেকো লোকটি অন্য লোকটিকে বললো।

"আমি দাঁতের পাথরি উঠানোর জন্যে একটা জিনিস বিক্রি করছিলাম। জিনিসটা পাথরি তোলে বটে, কিন্তু পাথরির সাথে সাথে দাঁতের কালাই পর্যন্ত তুলে নেয়, এই হোল কথা। আমি এখানে যতক্ষণ থাকার দরকার, তার চেয়ে এক রাত্রি বেশি ছিলাম; সুতরাং পালিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে আপনি শহরের দিকে রয়েছেন। আপনি বললেন যে, লোকজন আসছে এবং আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে আনার জন্যে অনুরোধ করলেন। সুতরাং আমি আপনাকে বললাম যে, আমি নিজেই বিপদ আশা করছি, সুতরাং আপনার সঙ্গে আমিও ভেগে পড়লাম—এই হোল আমার সম্পূর্ণ কেচ্ছা। আপনারটি কি?"

"আমি মদ খাওয়াটা আবার কিছু চালু করার জন্যে এক সপ্তাহ হোল, প্রচার কার্য শুরু করেছিলাম। আর মেয়েলোকেরা ছোট বড় সবাই এই নতুন ধরনের প্রচার কার্যের জন্যে জড় হচ্ছিল। "for I was making it mighty warm for the rummies আমাকে বেশ পছন্দও করছিল। আমি তোমাকে বলছি শোন, আমি এই রকমে প্রত্যেক রাত্রিতে পাঁচ-ছয় ডলার করে রোজগার করছিলাম। মাথা প্রতি দশ সেন্ট করে নিচ্ছিলাম, তবে ছেলেপুলে আর নিগ্রোদের থেকে কোন পয়সা নেই নাই। ব্যবসাটা সময় মাফিক খুব জমে উঠছিল, হঠাৎ শুনলাম যে-কোন রকমে একটি সংবাদ রটে গেছে যে, আমি সব সময় সুবিধে মতো, জগ খানেক মদ লুকিয়ে রাখি। একজন নিগ্রো আমাকে আজ সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে তুলে দিল এবং বললো, গ্রামবাসীরা চুপি চুপি তাদের কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে তৈরি হচ্ছে। তারা শিগগিরই আমাকে ধরার জন্যে আসবে। সুতরাং আমি পালানোর যদি রওয়ানা হতে চাই, তাহলে তার জন্যে মাত্র আধ ঘণ্টা ফুরসৎ রয়েছে। তারা যদি পারে আমাকে দৌড়িয়েই ধরবে আর যদি আমাকে ধরতে পারে, তাহলে তারা আমাকে আলকাতরা মাখিয়ে তাতে পাখীর লোম জড়িয়ে দেবে এবং রেলে চড়িয়ে নিশ্চই ঘুরাবে। আমি আর নাশতা খাওয়ার জন্যে দেরি করলাম না। ক্ষুধাও তেমন ছিল না।"

"দেখুন বুড়ো কর্তা" জোয়ান লোকটি বললো, "আমরা দুজনে একাট্টা কোন একটা কাজ করতে পারি, আপনি কি মনে করেন।"

"আমি তাতে অসম্মত নই। তোমার কাজটি কোন লাইনের? মানে হর হামেশা তুমি কি ধরনের কাজ কর?"

"আমি ব্যবসা হিসাবে অবশ্য ছাপার কাম করি, একটু-আধটু তৈরি ঔষুধও বিক্রী করি। আবার এদিকে থিয়েটারের অভিনেতাও—দুঃখের নাটক হলেই আমার জমে ভাল—বুঝলেন না? আবার কখনো সখনো ম্যাসমেরিজাম করি।

মড়ার মাথার খুলি নিয়েও কিছু কিছু চর্চা করি অবকাশ পেলে। আবার রুচি বদলানোর জন্যে ভূগোল ক্লাশে কখনো গান শিক্ষা দেই। কোন সময় এক-আধটা বক্তৃতা যে না দেই তাও না—আমার কথা কি আর বলেন, আমি নানারকম কাজ করি। যা কিছু হাতের কাছে পাই করে ফেলি। সুতরাং ধরতে গেলে আমার কোন কাজই কাজ নয়। আপনার কাজটা কি?"

"আমি বেশির ভাগ সময়ই ডাক্তারিত্ব করে কাটিয়েছি। এই দুডো রোগে আমার হাত যশ আছে। এই হোল ব্যাপার! আমি ভাগ্য গণনাও করি। লোকদের সম্বন্ধে আগের থিকে কিছু জানতে পারলে, একেবারে মন্দও করি না। আবার কিছুটা ধর্ম প্রচারের কাজও আমার লাইনে আছে। কোন ধর্মমত্তার মিটিং-টিটিংও আঞ্জাম করে দেই।

কিছু সময়ের জন্যে কেউ কোন কথা বললো না। তারপর জোয়ান লোকটি নিঃশ্বাস ছাড়লো এবং বেশ জোরেই বললো : "আহা-রে!"

'তুমি আহারিলে কিসের জন্যে?" টেকো-মাথা বললো।

"এই চিন্তা করে যে আমার এই রকম হীন জীবন যাপন করতে হচ্ছে। আপনাদের মতো লোকদের সাহচর্যে এসে নিজেকে নীচ করতে হচ্ছে।" সে তার চক্ষু প্রান্ত একটু ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেললো।

"তোমার নিকুচি করেছে! কেন? আমাদের সঙ্গটা কি তোমার জন্যে তত ভাল নয়?" টেকো বেশ, বেশ রেগে এবং অহঙ্কার ভরে বললো।

"হ্যাঁ এটা আমার জন্যে খুবই ভাল। যতটুকু ভাল আমার পাওনা, ততটুকু ভালই বটে। কারণ, আমাকে এত নিচে কে নামিয়ে দিয়েছে? আমি কত উঁচুতে ছিলাম। আমি নিজেকেই নিজে নামিয়েছি। আমি আপনাদের দোষ দেই না, শুনুন ভদ্রলোকেরা, দোষের কোন কথাই বলছি না। কস্মিনকালেও আমার তা উদ্দেশ্য নয়। এর সব কিছুই আমার পাওনা। এই নির্দয় পৃথিবী যতটুকু খারাপ করার তা করুক, একটা জিনিস আমি নিশ্চিত জানি যে, কোনখানে আমার কবরের জন্যে একটু জায়গা আছেই! পৃথিবী ঠিক যে রকম যাচ্ছিল সেই রকমই যাচ্ছে। কিন্তু আমার থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ভালবাসার পাত্র-পাত্রী, সম্পত্তি সব কিছুই ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু কবর থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কোন না কোন দিন আমি তার মধ্যে শয়ন করবো, এবং সব কিছু ভুলে যাব। আমার হীন—ভাঙা হৃদয় তখন শান্তি পাবে।" সে চক্ষু মুছেই চললো।

"তুমি তোমার ভাঙা পরাণ আমাদের উদ্দেশ্যে অমন করে গলায়ে ঢেলে দিচ্ছ কেন"! টেকো বললো, আমরা তো তোমার কোন অন্যায় করি নাই?"

"না, আপনারা করেন নাই। আপনাদের তো আমি কোন দোষ দিচ্ছি না, মিয়া সাহেবরা, আমি আমার নিজকে নামিয়েছি। হ্যাঁ, আমিই আমার নিজকে

www.boiRboi.blogspot.com

নামিয়েছি। এও ঠিক যে আমি কষ্ট ভোগ করবো। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ ঠিক। আমি তার জন্যে কোন হা-হুতাশ করি না।"

"তোমাকে কোথা থেকে নামিয়ে এনেছে? কোথায় ছিলে? আর সেখান থেকে তোমাকে কে নামিয়ে আনলো?"

আহা! আপনারা তো তা বিশ্বাস করবেন না, পৃথিবী কখনো বিশ্বাস করবে না,—সবাই কথাটাকে এমনি ভাবে চলে যেতে দেবে;—এটা তাদের কোন গ্রাহ্যেই আসবে না। এ আমার জন্ম রহস্যের কথা।"

"তোমার জন্ম রহস্যের কথা! তুমি কি বলতে চাও—"

"শোনেন, সাহেবরা" গম্ভীর হয়ে যুবকটি বললো। "আমি আপনাদের নিকট কথাটি প্রকাশ করবো; কারণ আমি অনুভব করি যে, আপনাদেরকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। দেখুন, অধিকার বলে আমি বলতে পারি, আমি একজন লাট-বাহাদুর।"

শুনে জিমের চক্ষু তো ছানাবড়া হয়ে উঠলো। আমার মনে হয় আমার চক্ষুও তেমনই হয়েছিল। তারপর টেকো বললো : "না, তুমি এ রকম কথা মনেই আনতে পারো না।

"হ্যাঁ। আমার পরদাদা, বিল্‌জ্‌-ওয়াটারের লাট-বাহাদুর ছিলেন, তিনি এই শতাব্দীর শেষে এখানকার স্বাধীন এবং পবিত্র বায়ু সেবন করে বাঁচার জন্যে এখানে এসে বিবাহ করেছিলেন এবং মারাও গিয়েছিলেন। একটি ছেলে রেখে তিনি মারা যান। তাঁর বাবাও ঠিক ঐ একই সময়ে মারা যান। মৃত লাটের দ্বিতীয় পুত্র তাঁর সম্পত্তি এবং পদবী জোরপূর্বক অধিকার করে নেয়—আসল যে শিশু-লাটটি ছিল, তার অধিকার অগ্রাহ্য করা হয়। আমি সেই শিশু-লাটের সত্যিকার বংশধর—আমি বিল্‌জ্‌-ওয়াটারের সত্যিকার লাট-বাহাদুর। আর—আমি এখানে, একাকী অতি উচ্চ অবস্থা থেকে পতিত, সর্বজন বিতাড়িত, এবং বেদরদ পৃথিবীর লোকদের দ্বারা লান্‌ছিত। ছিন্ন বসন, হত অবস্থা, ভগ্ন হৃদয় এবং একখানি ভেলার উপরে কতকগুলো দুর্বৃত্তের সঙ্গে এক ঠাঁই হয়ে জীবন যাপন করছি।"

জিম তার উপর খুব দয়ার্দ্র হয়ে উঠলো। আমিও খুব করুণা প্রকাশ করলাম। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা তার বিশেষ কাজে এল না। কারণ সান্ত্বনা পাওয়ার অবস্থা যে তার খুব বেশি ছিল, তা নয়। সে আমাদেরকে বললো, আমরা যদি শুধু তাকে মেনে নিই তাহলে তার অন্য কিছুর চাইতে বেশি উপকার হবে। সুতরাং আমরা বললাম, সে যদি বাতলে দেয় কেমন করে মেনে নিতে হবে তাহলে আমরা তাকে মেনে নেব। সে তখন বললো, প্রথানুযায়ী যদিও আমাদের একান্ত কর্তব্য তার সাথে কথা বলার সময় মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন করা এবং "মহামহিম" কিংবা "লাট-বাহাদুর" কিংবা "মহোদয়" বলে সম্বোদন করা; তবুও তাকে আমরা শুধুমাত্র যদি "বিল্‌জ্‌-ওয়াটার" বলি তাতেও

সে কিছু মনে করবে না—কারণ, সে বললো, সেটা একটা পদবী মাত্র—নাম নয়—তবে সে তার সম্মানের জন্যে এটুকু মাত্র চায় যে, আমাদের একজন তার খাওয়ার সময় যেন উচিত মতো তার সেবা করি। সে অল্প স্বল্প যা কিছু করতে আদেশ করবে তা যেন বিনা দ্বিধায় করি।

যাক, সেটা অবশ্য সহজ কথাই হোল এবং আমরা তা করেছিও। যতক্ষণ পর্যন্ত সে খানা খেতো, ততক্ষণ জিম সেবার জন্যে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। বলতো—"মহামহিম, আপনার এটা, কি সেটা, কিছু লাগবে?" এই আর কি। কেউ দেখলে বুঝতে পারতো এ তাকে দারুন খুশী করছে। কিন্তু বুড়ো লোকটি ধীরে ধীরে চুপ-চাপ হয়ে যেতে লাগলো—তার বিশেষ কিছু বলার ছিল না এবং লাট-বাহাদুরের উপর যে রকম আদর-যত্ন চলছিল তা দেখে সে যে খুব খুশী হয়েছিল, তাও মনে হচ্ছিল না, তার মনের মধ্যে কোন একটা কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং একদিন বিকেলের দিকে সে বললো : দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, বিল্‌জ্‌-ওয়াটার। সে বললো, "আমি তোমার জন্যে সাজ্ঘাতিক দুঃখিত। শুধু তুমিই একমাত্র লোক নও, যার বিপদ ও-রকম ভাবে এসেছিল।"

"না?"

"না। তুমিই একমাত্র লোক নও, যাকে বিষাক্ত ধূর্তুমির দ্বারা উচ্চস্থান থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"হায় রে কি বলে—"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলি! না, তুমিই একমাত্র লোক নও, যার জন্মের বিষয়টি গোপন রয়েছে।"

হায় আল্লা, সে-ও দেখি কাঁদতে শুরু করলো!

"আরো রাখুন, আপনার কান্না রাখুন! আপনি কি বলতে চান, বলুন।"

"বিল্‌জ্‌-ওয়াটার ঃ আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?" বুড়ো এক রকম ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো।

"হ্যাঁ, মৃত্যুর মতো তিক্ত হলেও তা পারেন।" সে বুড়ো লোকটির হাত ধরলো এবং হাতটাকে চাপ দিয়ে বললো, "আপনার গোপন পরিচয় কি বলুন।"

'বিল্‌জ্‌-ওয়াটার—আমি ফরাসী দেশের রাজকুমার—মৃত ডফিন।"

নিশ্চয়ই আপনারা বাজী ধরতে বলতে পারেন যে, আমি এবং জিম তার দিকে কি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম, তারপর লাট-বাহাদুরটি তাকে বললো : "আপনি কে বললেন?"

"হ্যাঁ। হে বন্ধু এটা সত্যি—তোমার চক্ষু ঠিক এই সময় যাকে দেখছে, সে হোল সেই হতভাগা নিখোঁজ রাজপুত্র ডফিন। ষষ্ঠদশ লুইয়ের এবং মেরী এন্‌তোনিতের পুত্র সপ্তদশ লুই।"

"আপনি! আপনার এই বয়স! উহুঁ! আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি মৃত সারলেমেন তাহলে তো আপনার ছ'শ কি সাত'শ বছরের বুড়ো হওয়া উচিত ছিল।"

www.boiRboi.blogspot.com

"দুরবস্থাই আমাকে এ অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। দুরবস্থাই এ কাজ করেছে, বিল্‌জ্‌-ওয়াটার, আমার চুল পাকিয়েছে, এবং আমার মাথায় অকালে এই টাক ফেলেছে। হ্যাঁ ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের সামনে এই নীল্য জিনের পান্ট পরে এই জীর্ণাবস্থায় যে ঘুরছে, সে নির্বাসিত পদানত এবং অহান্তিভোগী ফরাসী দেশের রাজা।"

যা হোক, সেও কাঁদতে লাগলো এবং এরকম ভাবে আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো যে, জিম এবং আমার কি করা কর্তব্য তা বুঝতে পারলাম না। আমরা খুব দুঃখিত হলাম; এবং খুব খুশিও হলাম আর অহঙ্কারও হোল যে আমার তার মতো একটা লোক আমাদের মধ্যে দেখা পেয়েছি।

সুতরাং আমরা তাকে নিয়ে বসলাম যেমন করে লাট-বাহাদুরকে নিয়ে বসেছিলাম। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সে বললো, এ সবে তার কোন লাভ নাই। মরে যাওয়া কিংবা সবার সঙ্গে সব কিছু খতম হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন কিছুতে কোন লাভ নাই। তবু সে বললো, কোন সময় যদি লোকে তার অধিকার অনুযায়ী তার জন্যে কখনো কিছু করে তাহলে সে একটু স্বস্তি কিংবা সুখ অনুভব করতে পারবে। যদি লোকে নতজানু হয়ে তার সঙ্গে কথা বলে এবং সকল সময় যদি তাকে 'রাজাধিরাজ' বলে সম্বোধন করে, আর যদি তার খাওয়ার সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সেবা করে এবং না বলা পর্যন্ত আসন না গ্রহণ করে, তাহলে তার মন খুশী হতে পারে। সুতরাং জিম এবং আমি তার পাশে বসে তাকে নিয়ে 'রাজাধিরাজি' চালাতে লাগলাম। কখনো এটা, কখনো ওটা তার জন্যে করতে লাগলাম। যতক্ষণ না বলতো, ততক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এটা তাকে অনেকটা খুশী করতো এবং সে আরামে খুশী হালে থাকতো। কিন্তু লাট-বাহাদুরটি তার উপর বিরূপ হয়ে উঠলো। সে যে ভাবে চলছিল তাতে সে যে খুশী ছিল না, তা বোঝা যাচ্ছিল! তা সত্ত্বেও রাজা-বাহাদুর তার বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতো। বলতো যে, লাট-বাহাদুরের পর-দাদা এবং বিল্‌জ-ওয়াটারের অন্যান্য লাটদের সম্বন্ধেও তার দাদা চিন্তা করতেন এবং তাদেরকে রাজ প্রসাদেও আসতে দিতেন। কিন্তু লাট-বাহাদুর তা' সত্ত্বেও বেশ দূরে থাকতো, শেষ পর্যন্ত এক দিন রাজাবাহাদুর বললো : "আমরা পছন্দ করি, না করি যতই বদ মনে করি, আমরা সবাই এক সঙ্গে বেশ লম্বা সময়ই এই ভেলাটার উপর যখন কাটাচ্ছি, তখন বাপু তোমার এত মুখ ভারী করে থাকার কি আছে, বিল্‌জ-ওয়াটার? তোমার এই তিক্ত ভাব ধারণ করায় কোন লাভ আছে কি? এ শুধু সব জিনিসকে অস্বস্তিকর করে দেওয়ার মতো কাজ বৈ তো নয়? এটাতো আমার নিজের দোষ নয় যে আমি লাট হয়ে জন্মগ্রহণ করি নাই, কিংবা তোমারও দোষ নয় যে তুমি রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করো নাই। সুতরাং এ সব চিন্তা করায় কি লাভ আছে, বলো? যা পাও, সেটারই সদ্ব্যবহার করো। আমি বলছি যে, এটাই আমার বাক্য। আমরা যে এখানে আটকে গেছি, এটা একটা

কোন খারাপ জিনিস নয়। যথেষ্ট খাবার রয়েছে, স্বচ্ছন্দ সময় রয়েছে—এসো, তোমার হাত মিলাও, লাট-বাহাদুর। আমরা সবাই বন্ধু হয়ে থাকি।"

লাট-বাহাদুর তাই করলো। জিম এবং আমি তা দেখে খুব খুশী হলাম। যত অসুবিধা ছিল সেগুলো যেন দূর হয়ে গেল। এ জন্য আমরা অত্যন্ত আরাম বোধ করতে লাগলাম। কারণ ভেলার উপর বন্ধুত্বহীন অবস্থা হলে নিরানন্দের ব্যাপার হতো। ভেলার উপরে অন্যসব জিনিসের চাইতে আপনি যেটা বেশি করে চাইবেন, সেটা হোল প্রত্যেকেই যাতে খুশী থাকে আর মনে করে তার প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই ভাবটি।

এরা যে দু'জন মিথ্যাবাদী, রাজা কিংবা লাট নয়, অতি সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর দু'জন আহাম্মক এবং জোচ্চোর একথা আমার মনে স্থির হতে বেশি সময় লাগে নাই। কিন্তু আমি কিছুই বলি নাই এবং জানতেও দেই নাই, মনে মনেই শুধু রেখেছি। এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। কারণ তা'হলে আপনার আর কারো সঙ্গে ঝগড়া হবে না। কোন বিপদেও পড়বেন না। যদি তারা তাদেরকে রাজা কিংবা লাট বলতে বলে এবং তা যদি আমাদের এই পরিবারটির মধ্যে শান্তি রক্ষা করে, তা'হলে আমার তা' বলতে আপত্তির কিছুই নাই। আর জিমকে বলেও কোন লাভ ছিল না। সুতরাং তাকে আমি বলি নাই। আমি বাপজীর কাছ থেকে আর কিছু শিখে থাকি আর না থাকি, এটুকু শিখেছি যে, এ রকম লোকদের সঙ্গে সুবাদ রেখে বসবাস করার সব চাইতে ভাল উপায় হোল, তারা যেভাবে চায় সেভাবে তাদেরকে চলতে দেওয়া।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পার্কডিলের জন্যে রাজ্যবর্গ কি করেছিল

তারা আমাদেরকে অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো, জানতে চাইলো আমরা দিনে ভেলাটাকে ডালপাতা দিয়ে লুকিয়ে রাখি কেন? আর দিনের বেলা না চালিয়ে আরাম করে শুয়ে থাকি কেন? জিম পলাতক কোন নিগ্রো না কি?

আমি বললাম ঃ "হায় আল্লাহ, কি বলেন, কোন পলাতক নিগ্রো কি দক্ষিণ-মুখো হবে?"

না।—তারা মানলো যে নিগ্রোরা দক্ষিণে যাবে না। আমাদের এ রকম ব্যবহারের জন্যে কোন মতে একটা হিসেব মিলাতে হবে তো?

তাই আমি বললাম : "আমার আত্মীয় স্বজনরা মিসৌরীর পাইক প্রদেশে বাস করতো। সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করি। তারা সব মরে টরে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমি, বাবা আর আমার ভাই, আইক জীবিত থাকি। বাবা ঠিক করলেন যে, সেখান থেকে চলে আসবেন এবং আমার বেন-কাকার সঙ্গে গিয়ে বাস করবেন। অরলিন্সের চল্লিশ মাইল ভাটিতে বেন-কাকার একটি ছোট জায়গা

www.boiRboi.blogspot.com

আছে। বাবা খুব গরীব ছিলেন এবং তাঁর কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং যখন সে ঋণ খালাস করলেন তখন তাঁর সঙ্গে ষোলটি ডলার এবং আমাদের এই নিগ্রো চাকর জিম ছাড়া আর কিছুই রইলো না। তা' দিয়ে আমাদের চৌদ্দশ' মাইল স্টীমারের ডেকে যাওয়ারও ভাড়া হোত না। সুতরাং আর কোন উপায় ছিল না। যা' হোক আমার বাবার ভাগ্য ভাল যে, একদিন নদীতে যখন জোয়ার এলো, তখন বাবা ভেসে আসা এই ভেলাটি ধরে ফেললেন। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম যে, এটাতেই অরলিন্স যাব। বাবার এ সৌভাগ্য শেষ পর্যন্ত টিকলো না। একটা স্টীমার ভেলার সামনের কোণাটার উপরে এসে চড়ে বসলো। আমরা সব ভেলার উপর থেকে নিচে পড়ে গেলাম। আর ধাঁ করে নিচ দিয়ে ডুবে দিয়ে সরে গেলাম। জিম এবং আমি ঠিক মতোই আবার উঠে এলাম। কিন্তু বাবা খুব মাতাল অবস্থায় ছিলেন। আইকের মাত্র চার বছর বয়স ছিল। সুতরাং তারা আর কোন দিনই উঠে এল না। যাক, তার পরের দু-তিন দিন আমাদের জন্যে যথেষ্ট বাধা-বিঘ্ন ঘটতে লাগলো। কারণ যে সব লোকেরা নৌকায় জিমকে দেখতো, তারাই জিমকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করতো। তাদের ধারণা হোত জিম নিশ্চয়ই একজন পলাতক নিগ্রো। আমরা দিনের বেলায় আর চলাফেরা করি না। আর রাত্রিতেও তারা আমাদেরকে জ্বালাতন করে না।"

লাট-বাহাদুর বললো : "যাতে আমরা দিনে ভেলাটি চালাতে পারি, এরকম একটা মতলব ঠাওরানোর ভার আপনারা আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি এমন একটা বুদ্ধি বের করবো যার ফলে সব কিছু একদম ঠিক হয়ে যাবে। কারণ আমরা ঐ দূরের শহরটিতে দিনমানে আর যেতে চাই না। সেখানে যাওয়াটা খুব স্বাস্থ্যকর ব্যাপার না-ও হোতে পারে।"

রাত্রির দিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এলো। বৃষ্টি হবে মনে হোল। একটা গর্মি ভাবের মধ্যে বিদ্যুতের চমক আকাশের প্রান্ত ঘিরে ছটফট করছিল। গাছের পাতা শিরশির করে কাঁপা শুরু করেছিল। মনে হোল যে, ব্যাপারটা বেশ বিশ্রীই হতে যাচ্ছে। সেটা অনুভব করাও তেমন কঠিন ছিল না। সুতরাং লাট-বাহাদুর এবং রাজাবাহাদুর দুজন ভেলার উপর যে কাঠের তাঁবুটি ছিল সেটাকে মেরামত করতে গেল। তারা দেখতে পেল তার ভিতর বিছানাগুলোর রকমটা কি! আমার বিছানাটা টিকিনের মধ্যে খর পুরে তৈরি ছিল। জিমেরটার চাইতে ভাল। জিমেরটা ছিল নাড়ার তৈরি। সে বিছানায় নাড়ার ডাঁটিগুলো উঁচিয়ে থাকে। সুতরাং আপনি সেটার উপর শয়ন করলে আপনার খোঁচা লাগবে। তাতে আপনি ব্যথাও পাবেন। যখন আপনি সেই শুকনো ডাঁটিগুলোর উপরে এপাশ-ওপাশ করবেন, তখন মনে হবে যেন আপনি এক তুঁজ মরা পাতার উপরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এরকম খসখস শব্দ হবে যে, আপনি জেগে যাবেন। লাট-বাহাদুর মনে করলো যে সে আমার বিছানাটাই নেবে। কিন্তু রাজাবাহাদুর ঠিক করলো তাকে নিতে দেবে না। রাজাবাহাদুর বললো : "আমার মনে হয় আমরা যদি আমাদের

দুজনের পদমর্যাদা বিচার করে দেখি, তাহলে এটা উচিত হবে যে, তুমি লাট-বাহাদুর, ঐ নাড়ার বিছানাটাতে শোবে। ওটা আমার শয়নের পক্ষে উপযুক্ত নয়।"

জিম এবং আমি আবার তাদের মধ্যে একটা গোলমাল বেঁধে উঠবে মনে করে ঘেমে উঠলাম। সুতরাং আমরা খুশীই হয়ে গেলাম, যখন লাট-বাহাদুর বললো : "আমার ভাগ্যই এই, আমি অন্যের অত্যাচারের লৌহ-গোড়ালীর আঘাতে কাদার মধ্যে ডুবে যাব। দুর্ভাগ্য আমার রুক্ষ মেজাজ ভেঙে দিয়েছে! আমি আমার দাবী ছেড়ে দিলাম এবং আমার ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করলাম। আমি এ পৃথিবীতে একা! আমাকে একাই ভুগতে দিন। আমি তা সহ্য করতে পারি।"

অন্ধকার হওয়া মাত্র আমরা ভেলা ছেড়ে দিলাম। রাজাবাহাদুর আমাদেরকে বললো যে, আমরা নদীটার মধ্যখানটা দিয়ে যেন যাই। আর বহু দূর ভাটিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত যেন কোন আলো না দেখাই। আমরা ধীরে ধীরে থোক থোক আলো দেখতে পেলাম। সেটাই যে শহর তা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। সেটা পেরিয়ে আমরা আধ মাইলেরও বেশি ঠিক মতোই চলে এলাম। তিন পোয়াটাক মাইল যখন এসেছি, তখন আমাদের লণ্ঠনের নিশানটি তুলে দিলাম। প্রায় দশটায় বৃষ্টি শুরু হোল; সেই সাথে ঝড়-ও। বিদ্যুৎ চমকাতে এবং বাজ পড়তে লাগলো। সুতরাং রাজাবাহাদুর আমাদের দুজনকে আবহাওয়াটা সুবিধে মতো না হওয়া পর্যন্ত বাইরে থেকে পাহারা দিতে বললো। তারপর সে এবং মহামান্য লাট-বাহাদুর গুটি মেরে তাঁবুটির ভিতরে গেল। রাত্রির মতো আস্তানা গাড়লো। আমার পাহারা দেওয়ার সময় বারোটা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু আমার শোবার জন্যে যদি বিছানাও থাকতো, তা হলেও আমি বাইরে ছেড়ে ভিতরে যেতাম না। কারণ এরকম ঝড় সপ্তাহের প্রতিদিন হয় না। অনেকদিনে একবার হয়। ইস্! কি ভয়াবহ বাতাস শোঁ শোঁ করে চিৎকার করে যাচ্ছে। প্রত্যেক এক দু'সেকেণ্ড পরপর এরকম ঝলসে-দেয়া বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে, মাথার উপরে আকাশের উপরের সাদা টুপিটা আধ মাইলটাক আলোকিত করে দিচ্ছে আর তার মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, দ্বীপগুলো বৃষ্টির ধারার মধ্যে ধুলোটে দেখাচ্ছে। গাছগুলোকে বাতাসে তোলপাড় করছে। তারপর দেখছেন হক্ হক্ করে উঠলো—গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়—গুড়—গুড়—গুড়ুম—গু—ড়ু— ম বজ্র। এমনি ভাবে গড়গড় গুড়গুড় করে তা চলে গেল। পরে একেবারে থেমেই গেল। আবার হঠাৎ দেখলেন, আকাশ চিরে আর একবার বিদ্যুৎ চমকালো, আর তেমনি গড়গড় শব্দে তাণ্ডব চলতে থাকলো! কখনো কখনো ঢেউগুলো এত উঁচু হয়ে আসছিল যে, আমাকে প্রায় ভেলা থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার পরনে কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং তাতে আমার কিছু হয় নাই। আমাদের গাছের ডালপালার কোন ভয় ছিলো না; কারণ বিদ্যু এরকম চোখ ধাঁধানোভাবে চমকাচ্ছিল এবং এত ঘন ঘন চমকাচ্ছিল যে আমরা ডালপালা থাকলে তা

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে পাচ্ছিলাম। মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আমরা তার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করছিলাম।

আমার মধ্য-রাত্রির পাহারা ছিল; আপনারা তা জানেন। কিন্তু সে সময় আসার আগেই আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। জিম বললো, তার প্রথম অংশটা সে আমার জন্যে জেগে থাকবে। এসব বিষয়ে জিম প্রচণ্ড ভাল। আমি হামাগুড়ি দিয়ে কাঠের তাঁবুটার ভিতরে গেলাম। কিন্তু রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুর তাদের পা-গুলো এ-রকমভাবে বিস্তার করে রেখেছিলো যে, আমার জন্যে স্থান সঙ্কুলান হোল না। সুতরাং আমি বাইরেই শুয়ে পড়লাম—বৃষ্টির জন্যে কিছু মনে করলাম না। দিনটা বেশ গরম ছিল। ঢেউগুলো এখন আর অত উঁচু উঠে আসছিল না। প্রায় দু'টোর সময় আবার ঢেউগুলো উঁচু হয়ে আসা শুরু করলো। জিম আমাকে একবার ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে মনে করলো এখনো ক্ষতি করার মতো ততো উঁচু হয়ে আসছে না। কিন্তু সে ভুলই করেছিল। শিগগীরই হঠাৎ একটা ঢেউ আমাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। তাই না দেখে জিম হেসে মরে আর কি! নিগ্রোদের মধ্যে ও-রকমভাবে হাসার যদি কেউ থাকে তো সে জিমই হবে।

এর পরে আমি পাহারা দিতে লাগলাম। জিম শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করে দিল। ধীরে ধীরে ঝড় থামলো; সবকিছু একেবারে স্থির হয়ে গেল। পাড়ে, কোন গৃহের কোঠার মধ্যে প্রথম আলো দেখতে পেলাম। তখনি আমি তাকে জাগালাম। তারপর আমরা সুড়ুৎ করে ভেলাটাকে একটা জায়গায় ঢুকিয়ে সারাদিনের জন্যে সেটাকে লুকিয়ে রাখলাম।

রাজাবাহাদুর এক প্যাকেট পুরোনো ইঁদুর-খাওয়া তাস বের করলো। নাশতার পরে সে আর লাট-বাহাদুর, দুজনে তো দিয়ে সাত-এর খেলা খেলতে লাগলো। পাঁচ সেন্ট করে প্রতিবারের খেলায় বাজী ধরতে লাগলো। তারপর তারা খেলতে খেলতে হয়রান হয়ে পড়ল। তারা বললো যে, তারা "একটা অভিযান শুরু করবে"। অভিযান বলেই তারা কথাটা শেষ করলো। লাট-বাহাদুর তার কার্পেটের থলেটির ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল এবং এক রাশি ছাপানো ইশতাহার বের করলো। সেগুলোকে জোরে জোরে পড়তে লাগলো। ইশতাহারে ছিল—"প্যারিসের প্রখ্যাত ডাক্তার আরমান্দ দ্য মন্টাল ব্যান মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা করবেন! অমুক স্থানে, অমুক মাসে—অমুক দিনে বক্তৃতা করবেন; প্রবেশমূল্য দশ সেন্ট। তিনি চরিত্র গণনা-বিষয়ক তালিকাও প্রদান করবেন। প্রত্যেকটির মূল্য পঁচিশ সেন্ট।" লাট-বাহাদুর বললো, ডাক্তারটি হোল সে স্বয়ং। আরও একটি ইশতাহারে তার কথা লেখা ছিল—বিশ্ব-বিখ্যাত শেক্সপেয়ারীয় বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতা ড্রুয়ারী লেনের কনিষ্ঠ গ্যারিক। অন্য ইশতাহারগুলোতে তার অন্য নাম ছিল। তাতে অন্যান্য আশ্চর্য কার্য-কলাপেরও উল্লেখ ছিল। যেমন পানি এবং সোনাকে 'বিভাজক-দণ্ড' দ্বারা আবিষ্কার; 'ডাইনী

হতে মন্ত্রমুগ্ধকরণ'—ইত্যাকার সব। ধীরে ধীরে সে বললো : "কিন্তু মঞ্চের মায়া অতীব প্রিয়বস্তু। আপনি কি কখনো মঞ্চের উপর পদচারণ করেছেন?"

"না।" রাজাবাহাদুর বললো।

"তাহলে আপনার পরমায়ু আর তিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই উক্ত বঞ্চিত মহিমা আপনি স্বয়ং উপভোগ করতে পারবেন!" লাটবাহাদুর তাকে এইভাবে কথাটা বললো: "যখন আমরা সর্বপ্রথমে কোন একটা ভাল শহরে পৌছবো, তখন সেখানে একটি হল ভাড়া করবো এবং তৃতীয় রিচার্ডের অসি-যুদ্ধটা দেখিয়ে দেবো। রোমিও-জুলিয়েটের দ্বিতলের বারান্দার দৃশ্যের কথাগুলো আপনার কাছে কি রকম লাগে?"

"পয়সা পেলে আমি তার গোড়া পর্যন্ত যেতে রাজী আছি,—বিল্‌জ্‌-ওয়াটার, কিন্তু তুমিতো দেখছো, আমি অভিনয় সম্বন্ধে কিছুই জানি না। বিশেষ কিছু দেখিও নাই। যখন আমার আব্বা রাজপ্রাসাদে অভিনয় করাতেন তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। তুমি কি মনে কর আমাকে শিখিয়ে নিতে পারবে?"

"সহজেই!"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি নতুন কিছুর জন্যে, সে যা-ই হোক, যমালয়েও যেতে রাজী আছি। এসো, এখন আমরা শুরু করি।"

সুতরাং লাট-বাহাদুর রোমিও কে ছিল, জুলিয়েট কে ছিল, সে সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিফহাল করালো। সে বললো, অভিনয়ে সে রোমিও হোত। সুতরাং রাজাবাহাদুর জুলিয়েট হতে পারে!

"কিন্তু জুলিয়েট যদি এ ধরনের যুবতী মেয়ে হয়, তাহলে লাট-বাহাদুর, তুমিই বল, আমার চাঁচা-ছোলা মাথা আর পাকা গোঁফ একটুখানিক অসাধারণ এবং বেমানান দেখাতে পারে। তাই নয় কি?"

"না, সে জন্যে কোন চিন্তা করবেন না। এদেশের সাধারণ লোকেরা কোনদিন ও-বিষয়ে চিন্তা করে না। তাছাড়া, আপনি তো জানেন—আপনাকে সেই রকম পোশাক পরতে হবে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পোশাকেই সব কিছু তফাৎ করে দেয়। জুলিয়েট উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে এবং বিছানায় যাওয়ার আগে চাঁদের আলো উপভোগ করছে। তার গায়ে রয়েছে রাতের গাউন। এবং মাথায় রাতে কুঞ্চিত টুপি। এবার এই দেখুন ঐ চরিত্রের পোশাক।"

তার কাছে পরদা তৈরি করার মতো সুতি কাপড়ে তৈরি দু'তিনটে পোশাক ছিল। তার একটি দেখিয়ে সে বললো, এটা তৃতীয় রিচার্ডের যুদ্ধের পোশাক—সেটার সঙ্গে একটা সুতির লম্বা শার্ট আর একটা ভাঁজ-করা টুপী ছিল। সে বললো, অন্য দুটো এর সঙ্গে মিল করে করা হয়েছে। রাজাবাহাদুর খুবই সন্তুষ্ট হোল, সুতরাং লাট-বাহাদুর তার বই বের করলো এবং হাত দুটো ঈগল পাখির ডানার মতো মেলে নাচের ভঙ্গিয়ে জমকালোভাবে অভিনয় করতে লেগে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

বললো, এইভাবে ঐ কার্যটি সমাধা করতে হবে। সে রাজাবাহাদুরকে পুস্তকখানি দিল এবং তার অংশ-বিশেষ মুখস্থ করতে বললো।

বাঁকের তিন মাইল ভাটিতে একটি ছোট্ট শহরে এলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর লাট-বাহাদুর বললো দিনে জিমের বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি না করেও তারা কি করে চলতে পারে সে সম্বন্ধে সে একটি ফিকির বের করার চেষ্টা করছে। সুতরাং সে বললো, সে শহরে যাবে। এবং এই বিষয়টা স্থির করে ফেলবে। রাজা-বাহাদুরের এ বিষয়ে মত দিয়ে বললো, সেও যাবে এবং দেখবে, সে কোন একটা কাজ জুটিয়ে ফেলতে পারে কি না। আমাদের কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং জিম বললো আমিও না হয় তাদের সঙ্গে গিয়ে কিছু কফি নিয়ে আসি।

আমরা যখন সেখানে গেলাম, দেখি কেউ নাই। রাস্তাঘাট খালি। নিষ্প্রাণ এবং স্থির। রবিবারের দিনের মতো। আমরা দেখলাম, একজন নিগ্রো অসুস্থ হয়ে একটা বাড়ির পিছনে রোদ পোহাচ্ছে। সে বললো, যারা একবারে ছোট; অসুস্থ কিংবা বুড়ো নয়, এ রকম সকলেই জঙ্গলের দু'মাইল পেছনে ক্যাম্প-মিটিং করতে গেছে। রাজাবাহাদুর সেখানে যাওয়ার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে ঠিক করলো সে যাবে। সেই ক্যাম্পমিটিং-এ কিছু পাওয়া যায় কিনা তাই দেখবে। আর আমিও তার সাথে যেতে লাগলাম।

লাট-বাহাদুর বললো, সে যা চাচ্ছে সেটা হোল একটা ছাপাখানার অফিস। আমরা একটা পেলামও। ছাপাখানার মতোই একটা ব্যবস্থা। একটা কাঠের দোকানের ওপরে। কাঠের দোকানের ও সেই ছাপাখানার লোকজন সকলেই মিটিং-এ গেছে। কোন দরজা তালা দেওয়া তো নাই। জায়গাটা খুব নোংরা। চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, দেয়ালের উপরে কালির দাগ। ঘোড়া আর পলাতক নিগ্রোদের ছবিওয়ালা সব ইশতাহার লাগানো। লাট-বাহাদুর তার কোটটা খুললো। বললো যে তার এখন সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। সুতরাং আমি এবং রাজাবাহাদুর ক্যাম্পমিটিং-এর দিকে চলে গেলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে ঘাম টপটপ অবস্থায় আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দিনটাও খুব গরম ছিল। চারদিকের কুড়ি মাইল দূর থেকে প্রায় এক হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছিল। জোড়া জোড়া ঘোড়া এবং গাড়ি ইত:স্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে জঙ্গলটিকে প্রায় ভর্তি করে রেখেছিল। ঘোড়াগুলো লম্বা চাড়ার ভিতর থেকে খাবার খাচ্ছিল এবং পা ঝেড়ে ঝেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। অনেকগুলো চালাঘর দেখলাম। বাঁশের উপরে ডালপালা দিয়ে তৈরি। সেখানে লেমোনেড এবং আদার বুটি বিক্রি করা হচ্ছিল। আর তরমুজ ভুট্টা কিংবা ঐ জাতীয় সব জিনিস তুঁজ করা ছিল। এই রকম একটা চালাঘরের মধ্যেই ধর্মীয় বক্তৃতা চলছিল। সেখানে অনেক বেশি লোক জমা হয়েছিল, বেঞ্চগুলো ছিল গাছের গুঁড়ির বাইরের দিকটা দিয়ে তৈরি। তার গোল দিকটায় গর্ত করে তার মধ্যে কাঠি দিয়ে সেটাকে পায়া করা হয়েছিল। সেগুলোয় হেলান দেওয়ার কোন কিছু ছিল না। যারা বক্তৃতা দেবেন তাঁদের জন্যে

চালাঘরের এক পাশে উচ্চ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। মেয়েদের মাথায় রৌদ্র নিবারণের জন্যে হ্যাট ছিল। কারো কারো সস্তা উলের, কারো কারো ছিটের, আর কারো কারো সুতি কাপড়ের ফ্রক পরা ছিল। অল্প বয়সীদের পা ছিল খালি। আর কোনো কোনো ছেলের পরনে কোন কাপড়ই ছিল না, শুধু গায়ে ছিল শন-পাটের কাপড়ের শার্ট। বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্যে অনেকেই কাঁটা দিয়ে কিছু না কিছু বুনছিলেন আবার নিরালা কোণ দেখে কোন কোন যুবক-যুবতী গোপনে ভালবাসা প্রকাশ করছিলো। আমরা প্রথম যে চালাটার কাছে এলাম সেখানে বক্তা পংক্তি পংক্তি করে ধর্মসঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন। তিনি দুটো করে লাইন বলছিলেন আর সবাই তাই গাইছিল। শুনতে খুব চমৎকার লাগছিল। কারণ লোক ছিল বহু আর তারা খুব আগ্রহ ভরেই গান করছিল। তারপর বক্তা আবার দুই-পংক্তি বলছিলেন, আর তাদেরকে গাইতে দিচ্ছিলেন। এইভাবে চলছিল। লোকগুলো ক্রমে ক্রমে বেশি করে চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলো, এবং আরো বেশি জোরে জোরে গাইতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ গোঙরাতে এবং চিৎকার করতে আরম্ভ করলো। এবার পাদ্রী বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং বেশ আগ্রহ সহকারেই দিতে লাগলেন। প্রথমে এক পাশে। তারপর ঝুঁকে সামনের দিকে। তাঁর শরীর এবং হাত সব সময়ই চালু ছিল। তাঁর কথাগুলো যত জোরে পারেন চিৎকার করে বলছিলেন। মধ্যে মধ্যে যখন-তখন তিনি তাঁর বাইবেলটা খুলে উঁচু করে খুলে ধরছিলেন। এবং হাতটা একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলিয়ে—চিৎকার করে বলছিলেন—"এই দেখুন, বিজন জঙ্গলে সাপরূপী নির্লজ্জ শয়তান—দেখুন, এটা জীবিত।" আর লোকেরা চিৎকার করে উঠছিল—"পরামাত্মার নাম মহিমান্বিত হোক; আমীন!" তিনি এই কায়দায় বলে চললেন। লোকজনও সবাই গোঙরাতে লাগলো, চিৎকার করতে লাগলো, বলতে লাগলো—আমীন!

"আসুন, আপনারা সব এইখানে আসুন। শোকে কাতর পাপী-তাপী যাঁরা, তাঁরা বেঞ্চের নিকট আসুন। যাঁরা পাপের কালিমায় লিপ্ত তাঁরা আসুন, এগিয়ে আসুন। (আ-মী-ন)। আসুন, যাঁরা পাপের কালিমায় লিপ্ত তাঁর আসুন, এগিয়ে আসুন। (আ-মী-ন)! আসুন, যাঁরা অসুস্থ, দুস্থ, তাঁরাও আসুন (আ-মী-ন)! আসুন যাঁরা খঞ্জ, অচল এবং অন্ধ, তাঁরা আসুন (আ-মী-ন)! আসুন, যাঁরা দুঃখী, অভাবগ্রস্ত, লজ্জায় নিমজ্জিত, তাঁরা আসুন (আ-মী-ন)! আসুন, যাঁরা শোকজীর্ণ, দীনহীন এবং অপবিত্র, তাঁরা আসুন (আ-মী-ন)! ভগ্নমনোরথ যাঁরা তাঁরা লঘু অন্তঃকরণে এগিয়ে আসুন! আপনি আপনার জীর্ণ-বস্ত্র, আপনার পাপ এবং আপনার নোংরামি সঙ্গে নিয়েই আসুন। এই যে পানি, যা আপনাকে পবিত্র করবে, তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বেহেশতের দুয়ার মুক্ত হয়েছে! আসুন, আপনারা—তার মধ্যে এসে পরম শান্তি লাভ করুন—(আ-মী-ন)! প্রভু তোমার মহিমাধন্য হোক, আমীন।"

www.boiRboi.blogspot.com

এইভাবে চললো। তারপর বক্তা যে কি বলছিলেন, তা কান্না এবং চিৎকারের জন্যে মোটেই শোনা যাচ্ছি না। লোকজন ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে আসছিল। এবং গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে পাপী-তাপীদের বেঞ্চিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মুখ বেয়ে দরদর ধারায় চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছিল। সব পাপী-তাপী উঠে গিয়ে প্রথম বেঞ্চিটার কাছে ভিড় করতে লাগলো। এবং খড়ের উপর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়তে লাগলো। সবাই যেন পাগল এবং মাতাল হয়ে উঠেছে!

যা হোক, হঠাৎ প্রথমে আমি রাজাবাহাদুরের আওয়াজ শুনে মনে করলাম যে, সে কোন রকম একটা কাজ শুরু করেছে। তার গলা সবার উপর দিয়ে শোনা যাচ্ছিল। তারপর ভিড় ঠেলে ঠুলে সে মঞ্চে এবং বক্তার দিকে এগিয়ে চললো। গিয়ে বললো যে, তাকে কিছু বলতে দেওয়া হোক এবং তাকে বলতে দেওয়া হোল। সে তাদেরকে বললো, সে একজন জলদস্যু। ত্রিশ বছর ভারত মহাসাগরে সে জলদস্যু ছিল—এবং তার দলবলের সংখ্যা গত বসন্তকালে যুদ্ধ করে কমে গেছে। সে এখন ফিরে এসেছে আরও লোক সংগ্রহের জন্যে। হাজার শোকর যে কাল রাত্রিতে তার সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। একটা পয়সাও হাতে নাই, এই অবস্থায় তাকে পাড়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জন্যে সে সন্তুষ্টই। এটা সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হয়ে তার জীবনে এসেছে। কারণ এখন সে একজন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত লোক। তার জীবনে সর্বপ্রথম সে এইবার সুখী হোল, এবং যদিও সে গরীব তবুও এখান থেকে সে ভারত মহাসাগরে ফিরে গিয়ে তার কাজ আরম্ভ করতে চায়। এবং তার জীবনের বাকী দিনগুলো দস্যুদেরকে সৎপথে আনার চেষ্টায় কাটিয়ে দিতে চায়। কারণ এটা সে অন্যের চাইতে নিজেই ভাল করে করতে পারবে। এই জলদস্যুদের কাছে তার চাইতে বেশি পরিচিত আর কেউ নাই। যদিও পয়সা ছাড়া তাকে সেখানে যেতে অনেক দিন লাগবে, তবুও যে রকমেই হউক সে সেখানে পৌঁছবেই। এবং প্রত্যেকবারই যখন সে একজন জলদস্যুকে খোদার পথে আনতে সক্ষম হবে, তখনই তাকে বলবে—"তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিও না। এর জন্যে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। এর সব কৃতিত্ব এই পার্কভিল ক্যাম্পমিটিং-এর লোকদের। যাঁরা সমগ্র মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী এবং স্বভাবজাত-ভ্রাতা। এবং ঐ যে আমাদের প্রিয় পাদ্রী মহোদয় রয়েছেন, উনি,—জলদস্যুগণ তাদের জীবনে যে সব বন্ধু পেয়েছে তার মধ্যে উনিই সর্বত্তোম বন্ধু।" তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই কাঁদতে লাগলো। তারপর কোন একটা লোক চিৎকার করে বললো, "কেউ ওর জন্যে চাঁদা তোলা আরম্ভ করুন।" আর অমনি প্রায় আধ ডজন লোক লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। এদের একজন চিৎকার করে বললো, "তার হ্যাটটাকে নিয়ে হাতে হাতে সবার কাছে এগিয়ে দাও—যাতে ওর মধ্যে টাকা-পয়সা দেয়া যেতে পারে।" তখন প্রত্যেকেই চিৎকার করে তাই বলতে লাগলো। একন কি পাদ্রী

সাহেবও। সুতরাং রাজাবাহাদুর তার হ্যাট হাতে নিয়ে ভীড়ের ভিতর দিয়ে চোখ মুছে লোকদের প্রশংসা করে এগিয়ে যেতে লাগলো। এবং তারা যে জলদস্যুদের প্রতি এতটা মেহেরবান, সে জন্যে তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। অল্প দূরে দূরেই খুব সুন্দরী মেয়েরা বসে ছিল। তাদের কাছে গেলেই তারা রাজাবাদুরকে জিজ্ঞাসা করলো যে তাকে তারা চুমু খেয়ে এই দিনটাকে স্মরণে রাখতে চায়, তিনি তা দেবেন কিনা? রাজাবাহাদুর তা করতে দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রায় পাঁচ-ছ'বার চুমো খাচ্ছিল। তাকে তারা এক সপ্তাহ থাকার জন্যে আমন্ত্রণও করলো। এবং প্রত্যেকে চাইলো যে সে তাদের বাড়িতে বাস করুক। তারা বললো যে এটা তারা সম্মান হিসাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু রাজাবাহাদুর বললো যে আজই ক্যাম্পমিটিং-এর শেষ দিন। সুতরাং তার থাকায় কোন কাজ হবে না। তাছাড়া সে ভারত মহাসাগরে গিয়ে জলদস্যুদের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচার করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

আমরা যখন ভেলায় ফিরে এলাম তখন রাজাবাহাদুর যে টাকা পেয়েছে তা গণনা করে দেখা গেল। সে দেখলো যে সাতাশি ডলার এবং পঁচাত্তর সেন্ট সংগ্রহ করতে সে সক্ষম হয়েছে। অধিকন্তু তিন গ্যালনের এক জগ মদও মেরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। সেটা জঙ্গলের মধ্যে একটা গাড়ীর নিচে রাখা ছিল। তা দেখতে পেয়ে রাজাবাহাদুর ফেরার পথে সেটা বেমালুম নিয়ে এসেছিল। রাজাবাহাদুর বললো সব কিছু নিয়ে তার ধর্মপ্রচারের জীবনে আজকেই সব চাইতে বড় দাও মারা হোল। সে বললো অবিশ্বাসীদের কথা বলে বক্তৃতা করে তেমন লাভ হয় না। ক্যাম্পমিটিং-এ জলদস্যুর কথাই হোল মোক্ষম।

রাজাবাহাদুরের কীর্তিকলাপ জ্ঞাত হওয়ার আগে লাট-বাহাদুর মনে করছিল যে রোজগারের ব্যাপারে সে খুব একটা সুবিধে করেছে। কিন্তু রাজাবাহাদুর এসে যখন তার অবস্থাটা দেখালো, তখন আর তার এ ধরনের চিন্তা করার কিছুই থাকলো না। সে কৃষকের জন্যে ঘোড়া সংক্রান্ত দুটো ইশতাহার সেই ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে নিয়েছিল। এবং তার জন্যে চার ডলার গ্রহণ করেছিল। আর তার কল্পিত কাগজে দেয়ার জন্যে দশ ডলার মূল্যের বিজ্ঞাপন রফা করে বিজ্ঞাপনদাতাগণকে বলেছিল যে যদি তারা আগাম টাকাটা দিয়ে দেয় তাহলে তারা চার ডলারেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং তারা তাই করেছিল। আবার ঐ কাগজটির দাম বছরে দুই ডলার করে ধরে সে আধ ডলার করে তিনজনের চাঁদা তাদের কাছ থেকে এই বলে নিয়েছিল যে এখন যদি আবার ঐ টাকাটা দেয় তাহলে তাদের বাকীটা আর দিতে হবে না; সাধারণভাবে কৃষকরা যেমন নগদ টাকার বদলে লাকড়ি কিংবা পেঁয়াজ দেয়, তেমনি একেও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু লাট-বাহাদুর তাদেরকে বোঝালো যে সে এইমাত্র কাগজটির স্বত্ব কিনেছে এবং নগদ টাকায় এটা চালাবে স্থির করে যতটা কম করার করেছে। এবং তাদের মধ্যে বিশ্বাস জমানোর জন্যে তার মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত

www.boiRboi.blogspot.com

একটা তিন চরণের ছোট কবিতাও তাদেরকে পড়ে শুনিয়েছিল। কবিতাটি ছিল খুব মিষ্টি এবং দুঃখজনক এবং তার নাম ছিল—"হে তুহিন ধরণী চূর্ণ করে দাও মোর এ ভগ্ন হৃদয়—" এবং সেটা সে তাদেরকে দেখিয়ে বললো যে সেটার অক্ষরগুলো সাজানো হয়েছে এবং কাগজে ছাপার জন্যে তৈরিও হয়ে গেছে। কিন্তু সে তার জন্যে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করছে না।

যাক, সে সর্বমোট সাড়ে নয় ডলার সংগ্রহ করে এনেছে বললো এবং বললো যে এর জন্যে একদিনের খাটুনিটা বেশ যুৎসইভাবেই তার করতে হয়েছে। সে আমাকে দেখালো যে আর একটা ইশতাহারও সে ছেপেছে। তার জন্যে কোন পয়সা সে নেয় নাই। কারণ সেটা আমাদের জন্যে করেছে। ইশতাহারটার উপরে একটা পলাতক নিগ্রো কাঁধের উপর একটা লাঠি ফেলে তার মাথায় একটি বোচ্‌কা বেঁধে পালিয়ে যাচ্ছে—এই রকমের একটা ছবি আঁকা আছে। তার নিচে লেখা আছে "দুইশত ডলার পুরস্কার"। তার মধ্যে যা লেখা ছিল তা হোল জিম সংক্রান্ত, এবং জিমের হুবহু বর্ণনা দিলে যা হোত তার থেকে এক বিন্দুও তফাৎ নয়। এটায় বলা হয়েছিল যে নিউ অরলিন্সের চল্লিশ মাইল ভাটিতে সেই জ্যাকিসের উপনিবেশ থেকে গত শীতকালে সে পালিয়েছে এবং বোধ হয় উত্তরমুখো গিয়েছে। যে কেউ তাকে ধরতে পারবে এবং ধরে নিয়ে আসবে তাকে ঐ পুরস্কার এবং খরচাদি দেয়া হবে।

"তাহলে" লাট-বাহাদুর বললো, "আজ রাতের পরের থেকে যদি আমরা চাই তো দিনমানেও চলতে পারি। আমরা যখন দেখবো যে কেউ আসছে, তখন জিমের হাত-পা একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবো এবং তাকে তাঁবুটার মধ্যে রাখবো এবং যারা আসবে তাদেরকে এই ইশতাহার দেখিয়ে বলবো যে আমরা নদীর উজানে একে ধরেছি এবং আমরা গরীব বলে স্টীমারে না গিয়ে এটায় যাচ্ছি। এই ভেলাটা আমরা আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে, ওকে নিয়ে গিয়ে ঐ পুরস্কারটি পাব বলে, ধরে নিয়েছি। হাত-বেড়ি এবং শিকল বরং জিমের গায়ে মানাতো ভালো, তবে আমরা গরীব বলে যে গল্পের ফাঁদ তৈরি করতে চাইলাম, তার সঙ্গে এটা ভাল রকম খাপ খাবে না। সেটা গহনার মতো তার গায়ে অতিরিক্ত মনে হবে। দড়িই ঠিক জিনিস—ভেলার উপর থাকলে যা করতে হয় আমরা আমাদের সেই একতা রক্ষা করবো।"

আমরা সবাই একবাক্যে বললাম যে লাট-বাহাদুর বেশ তুখোড় ব্যক্তি। এখন দিনের বেলায় চলতে আর কোন বিপদ রইলো না। তবে ঐ রাত্রিতে ওদের কবল থেকে রক্ষা পেতে চুপিচুপি যতদূর চলে যাওয়া যায় তা যাব; তারপর আমরা যেমন ইচ্ছা ফুর্তিতে দিন কাটিয়ে যেতে পারবো।

আমরা চুপচাপ নিচু হয়ে পড়ে রইলাম এবং রাত দশটার আগ পর্যন্ত নিস্তব্ধ রইলাম। তারপর ফুড়ুৎ করে ভেলাটাকে ছেড়ে শহর থেকে বেশ দূর দিয়ে ভেসে

চললাম। যে পর্যন্ত না শহরটি আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল সে পর্যন্ত আর আমাদের লণ্ঠনটি লটকালাম না।

যখন সকালে চারটার দিকে জিম আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে ডেকে ওঠালো তখন সে বললো : "হাক, তুমি কি মনে কর যে আমাগো সাথে আরো রাজা-টাজা আইস্যা জুটতি পারে?"

"না।" আমি বললাম, "আমার মনে হয় না।"

"যাইকগ্যা।" সে বললো, "সে তা অলি বালোই। দুই এট্টা রাজা আলি ত্যামন কিছু মনে করি ন্যা। তয় দুই জনই বহুত। এই রাজাডা বারি মদ খায়। আর লাট-বাহাদুরও কম খায় না।"

আমি দেখলাম যে জিম তাকে ফরাসী ভাষায় কথা বলানোর খুব চেষ্টা করছিল, যাতে ফরাসী ভাষাটা কি রকম তা শুনতে পারে। রাজা-বাহাদুর বললো যে সে এই দেশে এতদিন রয়েছে যে সে তা ভুলে গেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আরকানসঅ-তে জটিল ঘটনা

সূর্য উঠে গিয়েছে। কিন্তু আমরা বরাবর চলে যাচ্ছিলাম। কোনখানে ভেলা বাঁধি নাই। রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুর দুজনেই একে একে বেরিয়ে এল। চেহারায় মরচে-পড়া ভাব। তারা ভেলা থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়লো এবং সাঁতার দিল। তখন তাদের মদালস ভাবটা কমে গেল। নাশতা খাওয়ার পরে রাজাবাহাদুর ভেলার এক প্রান্তে বসে বুট খুলে ফেলে দিয়ে তার সাঁটা প্যান্টটি গুটিয়ে পা'দুটো পানিতে নামিয়ে দিয়ে নাচাতে লাগলো, কিছুটা আরাম অনুভব করার জন্যে। তারপর সে পাইপটি জ্বালালো। এবং রোমিও জুলিয়েটের অংশগুলো মুখস্থ করতে লাগলো। যখন বেশ কিছুটা আয়ত্তে আনলো তখন লাট-বাহাদুর আর সে সেটা মহড়া দেওয়া শুরু করলো। লাট-বাহাদুর তাকে বার বার করে শিখাতে লাগলো। কি রকম করে প্রত্যেকটি কথা বলতে হবে তা তাকে দেখিয়ে দিল। সে বুকের উপর হাত রেখে কি করে হা-হুতাশ করতে হয়, তা শিখালো। এবং কিছু সময় শিক্ষা দেওয়ার পরে বললো যে, রাজাবাহাদুর ভালভাবেই কাজটি সমাধা করতে পেরেছে : "তবে", লাটবাহাদুর তাকে বললো, "আপনি ষাঁড়ের মতো কণ্ঠে রোমিও বলবেন না—আপনি বেশ নরম করে এবং কাতর স্বরে যে রকম অসুস্থ লোকেরা বলে সে রকম—রো—ও—ও—মি—ই—ও! ঠিক এই রকম বলবেন। কারণ, জানেন তো, জুলিয়েট হোল একটি পেয়ারা ও মিষ্টি, যেন শিশু, এমনি একটি মেয়ে। এবং সে গর্দভের মতো চিৎকার করে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

যা হোক, এরপরে ওক্ মাঠের তক্তা দিয়ে রাজাবাহাদুর যে দুটো তলোয়ার তৈরি করেছিল তা দিয়ে অসি-যুদ্ধের মহড়া দিতে লাগলো। লাট-বাহাদুর নিজেকে "তৃতীয় রিচার্ড" বলে আখ্যায়িত করলো। আর যেভাবে তারা দুজন পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে এবং ভেলার উপর ঘুরে ঘুরে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছিল তাতে তাকে অতি মনোরম একটি দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল। একটু একটু করে রাজা সরতে সরতে পা ফসকে একেবারে ডিগবাজী খেয়ে ভেলার উপর থেকে পানিতে পড়ে গেল। তারপর তারা ক্ষ্যান্ত দিয়ে একটুখানিক আরাম করতে লাগলো এবং যে-সব দুঃসাহসিক কার্যকলাপ তারা অন্য সময়ে নদীর উপর করেছে, সে সম্বন্ধে দুজনে আলাপ করতে লাগলো।

খানা খাওয়ার পরে লাট-বাহাদুর বললো : "দেখুন, আমরা এটাকে একটা প্রথম শ্রেণীর খেলা করতে চাই, বুঝতে পারলেন? আমার মনে হয়, আমরা এতে এমন কিছু যোগ করে দিতে চাই যে এন্‌কোর পড়লে তার জবাব দিতে পারি।"

"এন্‌কোর জিনিসটা কি বিল্‌জ্‌-ওয়াটার?"

লাট-বাহাদুর তাকে বললো যে আবার করার জন্যে দর্শকরা যে চিৎকার করে তাকে এন্‌কোর বলে। তারপরে বললো, আমি ওর উত্তরে হাইল্যাণ্ডের একটা নাচ দেখিয়ে এবং নাবিকদের সিঙ্গা পাইপ বাজিয়ে দেব। আর আপনি—দেখি চিন্তে করে কি করতে পারেন—ও! মনে পড়েছে—আপনি হ্যামলেটের স্বগতোক্তিটা করে দিতে পারেন।

"হ্যামলেটের কি?"

"হ্যামলেটের স্বগতোক্তি। আপনি জানেন, এইটাই শেক্সপীয়রের সব চাইতে বিখ্যাত জিনিস। আহা! কি মহান, কি মহান! দর্শকগণ এটার উপর একেবারে ভেঙে পড়ে। এই বইটায় এটা নেই। কারণ এটা একটা খণ্ড মাত্র। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি মনের থেকে জুড়ে জুড়ে জিনিসটাকে খাড়া করতে পারবো। আমি এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করি এবং দেখি স্মৃতির কোঠা থেকে এটাকে উদ্ধার করতে পারি কিনা।

সুতরাং সে কুচকাওয়াজের কায়দায় এদিক-ওদিক করতে লাগলো। এবং চিন্তান্বিতভাবে কখনো কখনো মারাত্মক ভেংচি দিতে লাগলো। আবার কখনো তার ভ্রূগুলো কুঁচকে উপরে তুলে আবার পর মুহূর্তেই একটি হাত দিয়ে মাথাটাকে চেপে ধরে ধরে টলতে টলতে পিছনের দিকে যাচ্ছিল এবং গোঙাচ্ছিল। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল তার। চোখ দিয়ে দু'এক ফোঁটা পানিও ফেলছিল। দেখতে অপরূপ সুন্দর মনে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে এটা উদ্ধার করলো। আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বললো। তারপর সে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের একটা ভাব ধারণ করলো। একটি পা'কে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাত দু'টোকে উঁচু ভঙ্গীতে দুদিকে বিস্তার করে মাথাটাকে একটুখানি পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। তারপরে চিড় খেয়ে

ওঠা উন্মাদের মতো দাঁতটা কড়মড় করতে লাগলো। তার সম্পূর্ণ বক্তৃতাটা কখনো গর্জন, কখনো বিলাপ করে, নিজেকে চারদিকে বিস্তার করে, বুক ভরা নিশ্বাস নিয়ে বলে যেতে লাগলো। আহ! আমি যত অভিনয় এর পূর্বে দেখেছি; তার কলঙ্কিত অংশগুলো যেন ঠুকে ঠুকে বের করে ফেলছে। সে বক্তৃতাটি যখন রাজা-বাহাদুরকে শেখাচ্ছিল, তখন সহজেই আমি সেটা শিখে নিয়েছিলাম—এই হোল তার সে বক্তৃতা :

"ঘটুক বা না ঘটুক, সুদীর্ঘ জীবনে আনে
সেই নগ্ন ভোঁতা সূচ মহাবিপর্যয়,
বিরনাম জংগল থেকে দানসিনানে যাওয়ার
সময়ের অপেক্ষায় কে বেড়াবে বয়ে
পুঞ্জিভূত সে সুঁচের বোঝা?
মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ভয় বিনষ্ট করে
প্রশান্তির ঘুম। বিশাল প্রকৃতির
সে বিপরীতগতি তোলে উন্মাদ করে—
উৎপীড়িত ঐশ্বর্য্যের তীর কোন্ লক্ষ্যে
যাবে চলে জানা নেই, তাও জানা নেই!
সম্মান মিলবে সেখানেই, আমাদের
এই গতি যেথা যাবে থেমে।
হে বীর ডানকান্ জেগে ওঠো সুপ্তি থেকে,
জেগে ওঠো শৌর্য্যের গৌরবে—
তোমার আরব্ধ কাজ করে যাবো আমি,
কে পারে বইতে বলো কষাঘাত,
সুদুঃসহ কালের যন্ত্রণা।
অত্যাচারী পীড়ন, দাম্ভিকের ঔদ্ধত্য,
আইনের উপেক্ষা, অলস আর নীরবতার
সকল যন্ত্রণা সহ্য করে চলে কেবা!
মরণের পরিত্যক্ততা, নীরবতা ঘনিষ্ঠ রাত্রির
ঘুম আনে গীর্জার প্রাঙ্গণে, ঢুলুনি অলস
কিন্তু সেই পরবর্তী অজ্ঞাত জীবনে অজানা প্রদেশ
সেথা হতে ফেরে নাকো কোন দিন কেউ,
এবং জমায় পাড়ি পৃথিবীর সংক্রামক জটিলতা থেকে
দেশীয় বর্ণের সংকীর্ণতাহেতু—যত্ন সহকারে রাখা।
তবু সেই রুগ্না মার্জারীর মতো
কিংবা মেঘে-ঢাকা আকাশের মতো গৃহচুম্বী,
হয়ে ম্লান ফিরে যাওয়া—তারই নামান্তর

www.boiRboi.blogspot.com

নাট্যমঞ্চে অভিনয়ে সর্বৈব ব্যর্থতা!
সমাপ্তির এ কল্পনা শুধু অন্তরের
আরও কাছাকাছি, পূর্ণতার ইচ্ছার ব্যাকুলি।
হে সুন্দরী অফেলিয়া! তবু তুমি শান্ত হও,
দিও নাকো খুলে তোমার গাম্ভীর্যে ভরা
মর্মর-খচিত যুগল চোয়াল ওই,
ফিরে যাও সন্ন্যাসিনী আশ্রমে তোমারি,
ফিরে যাও, এই লগ্নে . . . . . "*

যা হোক, বুড়ো লোকটি বক্তৃতাটি বেশ পছন্দ করলো। সে অল্প সময়ের মধ্যে এটাকে এমনভাবে রপ্ত করে ফেললো যে, প্রথম শ্রেণীর মতো করে বলতে লাগলো। মনে হোল যেন এ বক্তৃতাটা দেয়ার জন্যেই সে জন্মগ্রহণ করেছিল। যখনই সে এটা আওড়াতো তখনই সে মহা উত্তেজিত হয়ে উঠতো। যেভাবে নিজেকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে পশ্চাদ্‌ভাগটি উঁচু করে এ বক্তৃতাটিকে খালাস করতো, তাতে সেটা একটা দেখবার মতো জিনিস হোত।

প্রথম মওকা পেয়েই লাট বাহাদুর কিছু থিয়েটারী বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে নিলো; তারপর দু'তিন দিন আমরা ভেসে চললাম। এবং ভেলাটি অসামান্যভাবে একটি প্রাণবন্ত স্থান হয়ে উঠলো। কারণ লাট বাহাদুরের কথায় অসিযুদ্ধ এবং মহড়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিল না। সব সময় ওটাই চলছিল। একদিন সকাল বেলা আমরা আরকানসাস শহরটি ছাড়িয়ে একটি বড় বাঁকের ভাটিতে একটি ছোট শহর দেখতে পেলাম। আমরা সেই শহরটার পাশ দিয়ে তিন পোয়াটাক মাইল উজানে গিয়ে একটা খাড়ির ভিতর ভেলাটি বাঁধলাম। খাড়িটাকে ঘন সাইপ্রাস গাছের মধ্যে একটা সুড়ঙের মতো দেখা যাচ্ছিল। জিম ছাড়া আমরা সকলে নৌকা নিয়ে শহরে গেলাম। সেখানে আমাদের খেলা দেখানোর কোন অবকাশ আছে কিনা দেখতে গেলাম।

আমাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন; সেই দিন বিকেলে সেখানে একটা সার্কাস হচ্ছিল। গ্রামের লোক সবরকম পুরোনো নড়বড়ে গাড়ি এবং ঘোড়ায় চড়ে চারদিক থেকে আসছিল। সার্কাসটি রাত্রির আগেই চলে যাবে। সুতরাং আমাদের তামাশা দেখানোর বেশ একটা ভাল মওকা পাওয়া যাবে মনে করলাম। লাট বাহাদুর কোন একটি সমিতির মিলনায়তন ভাড়া করলো এবং আমরা ঘুরে ঘুরে আমাদের ইশতাহার লাগালাম। ইশতাহারটা পড়তে এ রকম ছিল :

* আসলে হ্যামলেটের To be or not to be দিয়ে শুরু হবে। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটক থেকে দু-একটা করে লাইন জুড়ে এমনি আবোলতাবোল অর্থহীন একটা বক্তৃতা দিয়েছিল সে।

শেক্সপীয়রের পুনঃ প্রচার !!!

মাত্র এক রজনীর জন্য!

বিরাট আকর্ষণ!

বিশ্ববিশ্রুত বিয়োগান্ত নাটকের প্রখ্যাত অভিনেতা লণ্ডনের ড্রুয়ারী থিয়েটারখ্যা ডেভিড্ গ্যারিক (ছোট)

এবং

লণ্ডনের পিকাডিলীস্থ পাড়লি লেনের হোয়াইট চ্যাপলে অবস্থিত রয়াল হেমার্কে থিয়েটার ও রয়াল কন্টিনেন্টাল থিয়েটারখ্যাত এড্মাণ্ড ফিন (বড়)

তাঁদের অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন। অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত নাট্যাংশ শেক্সপীয়রের বিশ্ববিখ্যাত অবদান

রোমিও ও জুলিয়েট

থেকে গৃহীত ব্যাল্কনী দৃশ্য

রোমিও..... মিঃ গ্যারিক

জুলিয়েট..... মিঃ ফিন্

সহযোগিতায় আছে কোম্পানির সকল সদস্যবৃন্দ।

নতুন পোশাক, নতুন দৃশ্যসজ্জা, নতুন অভিনেতাবৃন্দের অভাবনীয় সমাবেশ, তৎসহ

রোমাঞ্চকর, দক্ষতাপূর্ণ ও রক্তজমাটকারী তরবারি-যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য

তৃতীয় রিচার্ড

থেকে গৃহীত

তৃতীয় রিচার্ড..... .... মিঃ গ্যারিক

রিচমণ্ড .... মিঃ ফিন্

বিশেষ আকর্ষণ

(বিশেষ অনুরোধে)

হ্যাম্লেট থেকে অবিস্মরণীয় স্বগত কথনের দৃশ্য

পরিবেশন করবেন সার্থক অভিনেতা ফিন্।

একাদিক্রমে তিনশত রজনী যার অভিনয়ে প্যারিসের দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল।

ইউরোপে বিশেষভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকায় এখানে মাত্র এক রজনীর জন্যে।

প্রবেশ মূল্য ঃ পঁচিশ সেন্ট মাত্র

শিশু ও ভৃত্যদের জন্য দশ সেন্ট মাত্র

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর আমরা ভবঘুরের মত শহরটা ঘুরলাম। দোকান এবং বাড়িগুলো বেশ পুরানো দেখলাম। বাড়িগুলো নড়বড়ে এবং কাঠগুলো শুকনো; রং দেয়া হয় নাই, মনে হোল। বাড়িগুলো মাটি থেকে তিন চার ফুট উঁচু পায়া করে তার উপরে তৈরি করা হয়েছিল। যাতে নদীতে বন্যা এলে অতদূর পর্যন্ত না উঠতে পারে। বাড়িগুলোর চারপাশে বাগান! কিন্তু কেউ সে বাগান তৈরি করেছে বলে আমাদের মনে হোল না। আগাছা, সূর্যমুখী, ছাইয়ের গাদা, পুরানো কাটা-ছেঁড়া বুট এবং জুতো, ভাঙা বোতল, ছেঁড়া কাঁথা এবং ভাঙা-চোরা টিনের বাক্স, এ ছাড়া সেগুলোতে আর কিছু ছিল না। আর বাগানের বেড়া পাঁচ মিশালি কাঠ দিয়ে তৈরি। সেগুলোকেও আবার ইতঃস্তত পেরেক মেরে মেরে তৈরি করা হয়েছিল। বেড়ার কাঠগুলো কোনটা এদিকে কোনটা ওদিকে বেঁকেছিল এবং তার মধ্যে যে গেটগুলো ছিল, তাতে একটার বেশি কোন কব্জা ছিল না। সে কব্জাও ছিল চামড়ার তৈরি। কোন কোন বেড়ায় কোন এক কালে হয়তো সাদা রঙ করা হয়েছিল মনে হয়। লাট বাহাদুর বলছিল যে নিশ্চয়ই রঙটা কলম্বাসের সময় দেওয়া হয়েছিল; প্রায় সব বাগানের মধ্যেই শূকর চরছিল এবং জনকয়েক লোক সেগুলোকে তাড়া করে বের করে দিচ্ছিল।

দোকানগুলো সবই একটা মাত্র রাস্তার উপরে ছিল। এবং দোকানগুলোর সামনে সামিয়ানা লটকানো ছিল। লোকজন তাদের ঘোড়াগুলো সেই সামিয়ানার থামগুলোর সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল।

শুকনো জিনিস যে সব বাক্সে আসে, সে সব খালি বাক্স থামগুলোর নিচে পড়েছিল এবং সেগুলোর উপরে বাউণ্ডুলেগুলো বেশ আরামে অবস্থান করছিল। সারাদিন তাদের ধারালো ছুরি দিয়ে তারা সেই বাক্স চাঁচছিল আর তামাক চিবুচ্ছিল, তারা সবকিছু হাঁ করে দেখছিলও। মধ্যে মধ্যে হাতে ছুঁড়ছিল এবং গা-হাত মোড়ামুড়ি দিয়ে আলসি ভাঙছিল। অত্যন্ত মামুলি একটি দল। তাদের মাথায় ছাতার মত বড় সব খড়ের হ্যাট। গায়ে কোন কোট কিংবা ওয়েস্ট কোট ছিল না। তারা একজন আর একজনকেব বিল, বাক, ব্যাঙ্ক, জো এবং এণ্ডি—এই ভাবে গ্রাম্য কায়দায় সম্বোধন করছিল। অলসের মতো টেনে টেনে কথা বলছিল আর বকাবকি করছিল। প্রত্যেকটি থামের গায়ে একটা-একটা করে বাউণ্ডুলে হেলান দিয়ে বসেছিল। তাদের সাঁটা প্যান্টাগুলোর পকেটে ছিল হাত গোঁজা। অবশ্য তামাকের দলা ধার দিতে কিংবা গা চুলকাতে হাত বের করছিল। তাদের মধ্যে যে সব আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল, তাহলো এই রকম :

"হ্যাঙ্ক, আমাকে চিবানোর জন্য একদলা তামাক দাও তো?"

"না, দিতে পারবো না। আমার কাছে মাত্র এক দলাই আছে। বিলের কাছে চাও।"

হয়ত বিল তাকে খানিকটা তামাক দিলো, কিংবা হতে পারে, সেও মিথ্যা করে বললো যে, তার কাছেও তামাক নাই। এই রকম ভবঘুরেদের কাছে পৃথিবী

খুঁজলেও কখনো একটা পয়সা পাওয়া যাবে না। কিংবা তাদের নিজের বলতে এক খোরাক তামাকও পাওয়া যাবে না। তারা চিবানোর জন্য সব তামাকই এমনি ধার করে করে যোগাড় করে; তারা এমনি করে কথা বলে : "জ্যাক, তুমি আমাকে কিছু তামাক ধার দাও না। আমি আবার এই মাত্র বেন টনসনকে আমার তামাকের শেষ টুকরোটা দিয়ে দিয়েছি।" অবশ্য সব সময়েই এটা মিথ্যে করেই বলে। সুতরাং বাইরের লোক ছাড়া ওদের এ-ফাঁকিতে আর কেউ পড়ে না, জ্যাক তো আর বাইরের লোক নয়! তাই সে বলে, "আচ্ছা, তুমি তাকে এক খোরাক তামাক দিয়েছ, তাই না? তুমি দিয়েছ। তোমার বোনের বিড়ালের নানি যেমন করে দেয়, তেমনিই দিয়েছো, নয় কি? তুমি আমার কাছ থেকে যে তামাক ধার করেছিল, সেইটাই আগে ফিরিয়ে দাও লেফ বাকনার তাহলে আমি তার মধ্য থেকে তোমাকে এক কি দুই টান তামাক ধার দিতে পারি। অবশ্য তার জন্য প্রথম থেকে তোমার কাছে সুদও চাইবো না।"

"কেন. আমি তো তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, দেই নি?"

"হ্যাঁ, দিয়েছ?—ছয় খোরাক দিয়েছ বটে, কিন্তু কি দিয়েছ? মনিহারি দোকানের ভাল তামাক নিয়েছিলে, তার বদলে নিগ্রোরা যে তামাকে চিবোয়, তাই ফেরত দিয়েছো।"

মনিহারি দোকানের তামাক দেখতে কালসিটে ধরনের হয়। কিন্তু এই লোকগুলো ক্ষেতের কাঁচা তামাক পেঁচিয়ে নিয়ে তাই চিবোয়। তারা তামাকের দলা থেকে চাকু দিয়ে ছোট করে টুকরো করে নেয় না, বরং দাঁত দিয়ে কেটে নেয়। সুতরাং অনেক সময় সেটার উপর এত বড় কামড় বসায় যে, তখন তামাকের আসল দলাটার চাইতে টুকরোটার ফাউই বড় হয়ে দাঁড়ায়। তখন তামাকের মালিককে খুব শোক-কাতর দেখা যায়। সে বলে ওঠে : "আমাকে বরং টুকরোর ফাউটাই দাও, ভাই, আসল দলাটা তুমিই রাখো।"

রাস্তাঘাটগুলো সব কর্দমাক্ত এবং আলকাতরার মত কালো দেখা যাচ্ছিল। কোন কোন জায়গায় এক ফুট—আর সব জায়গায় দুই-তিন ইঞ্চি গভীর হয়ে এই কাদা জমেছিল। তার ভিতরে শূকরগুলো বেপরোয়াভাবে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছিল। আপনি থাকলে দেখতে পেতেন যে, কাদায়-ভরা মাদি শূকরগুলো কিরকম নিশ্চিন্তভাবে ও আলস্যভরে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে রাস্তায় চলছিল—রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি খাচ্ছিল—লোকজনকে রাস্তায় চলতে গিয়ে সেগুলোর পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছিল। শূকরটা কখনো কখনো চিৎপাত হয়ে পা'দুটো বিস্তার করে কান দোলাচ্ছিল, বাচ্চাগুলো তার বুকের উপর পড়ে দুধ খাচ্ছিল। এবং তাতে শূকরটিকে একরকম সুখী দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে এর জন্যে নিয়মিত বেতন ভোগ করে থাকে। এর মধ্যে হঠাৎ আপনি শুনলেন, কোন বাউণ্ডুলে চীৎকার করে বলছে, "হেই, টিগি, শালারে মার।" অমনি সে শূকরটি সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিচ্ছে; দু'টো কুকুর তার দুটো কান কামড়ে

www.boiRboi.blogspot.com

ধরেছে, এবং শূকরটি ভয়ে চীৎকার করতে করতে দৌড়াচ্ছে; আরো তিন-চার ডজন কুকুর দৌড়ে আসছে। বাউণ্ডুলেগুলো তখন দাঁড়িয়ে উঠছে এবং শূকরটি দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে, আর এই রকম হৈ-হুল্লোড় কাণ্ডর জন্যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে। পরে দেখলেন তারা সব বসে গেল। যে পর্যন্ত না একটা কুকুরের যুদ্ধ হোল সে পর্যন্ত বসেই থাকলো। কুকুরের ঝগড়া এদের খুব আনন্দ দেয়। অবশ্য কুকুরের উপর তারপিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া, কিংবা তার লেজে টিন বেঁধে দিয়ে তাকে দৌড়িয়ে মারা, তাদের কাছে আরো বেশি আমোদ-জনক।

নদীর পারের কতকগুলি বাড়ি ঝুঁকে পড়েছিল। লোকজন সেগুলো ছেড়ে চলে গিয়েছে। নদীর পাড়টা খেয়ে খেয়ে কোন কোন বাড়ির কোণ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল এবং সেই কোণটা নদীর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সেগুলোর মধ্যেও তখনো লোক বাস করছিল। খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। মাঝে মাঝে গোটা একটা বাড়ির মতো এক এক ফালি জমি নদীর মধ্যে ধ্বসে পড়ছিল। এসব নদীর পাড়ে কখনো আবার দেখা যায় যে পোয়া মাইলটাক জুড়ে জমি ধ্বসে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ জমির ফালিটা নদীর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। ফলে শহর সব সময় পিছে সরে সরে যেতে থাকে। আর নদী সব সময় সেটাকে দাঁতে কাটতে থাকে। সেদিন দুপুর হয়ে এলে রাস্তায় ঘোড়া আর গাড়ির ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগলো; ভিড় ঘন হয়ে উঠতে লাগলো। লোকজন তাদের খাবার গ্রাম থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল; সেগুলো তাদের গাড়িতে বসে বসে খাচ্ছিল। মদও খুব খাওয়া হচ্ছিল। আমি তিন তিনটে মারামারিও দেখেছিলাম। হঠাৎ শুনি একজন লোক ডেকে বলছে : "এই যে বুড়ো বগস্ আসছে। গ্রাম থেকে প্রত্যেক মাসে সে একবার করে শহরে এসে মদ খায়—সেই জন্যে এবারও এসে গেছে। এই দেখো ছোকরারা, এসে পড়েছে।"

বকাটে ছোকরাগুলো তখন খুব খুশি হয়ে উঠলো। আমার মনে হোল তারা বগস্‌কে নিয়ে এবার খুব ফূর্তি উড়াবে। তাদের মধ্যে একজন বললো : "ভাবছি, এবার কাকে সে চিবিয়ে খেতে চাবে। গত কুড়ি বছর যতোগুলো লোককে চিবিয়ে খেতে চেয়েছে, তা' যদি সত্যিই খেত তা'হলে এখন তার বেশ নাম-ধাম হতো।"

আর একজন বললো, "আহা! বগস যদি আমাকে ভয় দেখাতো তাহলে বুঝতাম যে, আমি অন্ততঃ আর এক হাজার বছর মরছি না।"

বগস ঘোড়া ছুটিয়ে সকলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এলো। একটা দৈত্যের মত হুপ হুপ শব্দে ডাক দিয়ে চীৎকার করতে করতে সে এগিয়ে এলো। বললো : "আমার রাস্তা থেকে সবাই সরে দাঁড়াও। আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে এসিছি। কাফনের টাকা যোগাড় করার জন্যে সবাই তৈরি হও।"

সে প্রচুর পরিমাণে মদ খেয়েছে। খুব মাতাল হয়েছে। ঘোড়ার জীনের উপরে সে ঘুরে ঘুরে পড়ছিল প্রায়। তার বয়স পঞ্চাশের উপর, মুখটি ছিল খুব লাল। প্রত্যেকেই তাকে দেখে হৈ-হুল্লোড় আর ঠাট্টা করছিল। সে-ও তার বদলে পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। সে বললো, সে তাদের একে একে শায়েস্তা করবে। কিন্তু সে এখন আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সে কর্ণেল শেরবার্ণকে খুন করার জন্যে শহরে এসেছে। সে বললো, তার নীতি বাক্য হোল : "প্রথমে চাই গোস্ত, তারপরে চাই চামচে তুলে খাওয়ার মতো খাদ্য।"

সে আমাকে দেখলো, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে এলো এবং বললো "কিহে ছোকরা তুমি কোথা থেকে এসেছো? তুমি কি মরার জন্যে তৈরি আছ?" তারপর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একটা লোক বললো যে, সে কিছু না মনে করেই ও কথা বলেছে। সে মাতাল হলেই এরকম কাণ্ড করে। আরকানসাস-শহরের সবচেয়ে ভাল স্বভাবের বুড়ো আহাম্মক ব্যক্তি হোল সে। সুস্থ কিংবা মাতাল যে কোনো অবস্থাতেই সে কাউকে আঘাত করে না।"

বগ্‌স এরপর শহরের সব চাইতে বড় মনোহারী দোকানটার সামনে ঘোড়া নিয়ে গেল। মাথাটা অফনেকটা নিচু করলো, যাতে সে সামিয়ানার তলা দিয়ে দেখতে পারে। তারপর চীৎকার করে বললো : 'ওহে শেরবার্ণ বেরিয়ে এসো! বেরিয়ে এসো। যে লোকটার সাথে তুমি জোচ্চুরি করেছো, তাকে সাক্ষাৎ দাও। তোমার শিকারী কুকুরকেই আমি খুঁজছি। তোমাকেও আমি দেখবো।"

এইভাবে যা তার জিভে আসে তাই বলে গালিগালাজ করতে লাগলো, হাসতে লাগলো আর এদিক-ওদিক যেতে লাগলো। খুব গর্বিত মনে হয়, এমন একজন পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো এই শহরটির এক গাদা লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবেশী বলেও মনে হোল, সেই মনোহারী দোকানের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। ভীড়ের লোকেরা পিছনের দিকে সরে গিয়ে তাকে রাস্তা করে দিল। সে বগ্‌সকে অত্যন্ত সুস্থির কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললো : "আমি তোমার এ রকম কথা শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বেলা এক'টা পর্যন্ত আমি সহ্য করবো। মনে রেখ—বেলা এক'টা পর্যন্ত—তার বেশি নয়। যদি তার পরে মাত্র একবারও আমার বিরুদ্ধে তুমি কিছু বলার জন্যে মুখ খোলো, তাহলে আর তোমাকে দূরে সরে যেতে হবে না। তার আগেই তোমাকে আমি দেখে নেবো।"

সে তারপর ফিরলো। ভিতরে চলে গেল। জনতা বেশ একটা শান্তভাব ধারণা করলো। কেউ নড়চড় করলো না। হাসিও আর শোনা গেল না। বগ্‌স ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। শেরবার্ণকে নানান রকম লান্‌ছনাজনক কথা—যত চীৎকার করে পারে—বলতে বলতে সমস্ত রাস্তা বেয়ে চলে গেল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আবার ফিরে এলো। দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে গালি-গালাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। কতকগুলো লোক, যারা তার পাশে জড়ো হয়েছিল,

www.boiRboi.blogspot.com

তারা তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু যখন দেখলো যে সে তা করবে না তখন তারা তাকে বললো যে আর মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই একটা বাজবে; সুতরাং নিশ্চয়ই তার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু এ কথায় কোন কাজ হোল না। সে তার সাধ্যমত গাল দিয়ে যেতে লাগলো। তার মাথার হ্যাটটি কাদার উপর ফেলে তার উপর দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমুলভাবে তার মাথার সাদা চুলগুলোকে উড়িয়ে যেন বাতাস বয়ে গেল। প্রত্যেকে, যে কোন সুযোগে চেষ্টা করছিল তাকে ঘোড়া থেকে যদি নামাতে পারে, তাহলে তাকে তালা বন্ধ করে রাখবে, শান্ত হওয়ার সুযোগ করে দেবে। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হোল না—পর মুহূর্তেই আবার সে রাস্তাকে ছিঁড়ে কুটে এসে উপস্থিত হোল, শেরবার্ণকে আর এক দফা গালি-গালাজ করতে লাগলো। তখন একজন বললো : "যাও তার মেয়েকে নিয়ে এসো কেউ। তাড়াতাড়ি তার মেয়েকে নিয়ে এসো। যদি কখনো কেউ তাকে খোশামুদি করে থামতে পারে তাহলে সেই তা পারবে।" সুতরাং একটা লোক দৌড় দিয়ে চলে গেল। আমি রাস্তার অপর দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দাঁড়িয়ে গেলাম। আবার দশ কি পাঁচ মিনিট পরে বগ্‌স সেখানেও এলো। এবার সে ঘোড়ার পিঠে নয়। সে মাতালের মত টলতে টলতে রাস্তা পার হয়ে আমার দিকটায় এলো। খালি মাথা। তার উভয় পার্শ্বে তার বন্ধুরা, সে এখন চুপচাপ। মনে হচ্ছিল, অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছে সে। কোন লোকের উপর যেন আর নির্ভর করতে পারছে না। নিজের ক্ষমতায় দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করছে যেন। এর মধ্যে কে যেন চীৎকার করে বললো : "বগ্‌স।"

কথাটি কে বললো দেখার জন্য ওদিকে চাইলাম। দেখলাম কর্ণেল শেরবার্ণকে। সে স্থির হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। তার ডান হাতে একটা পিস্তল উঁচু করা, কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য নাই। পিস্তলের নলটা উঁচু করে আকাশের দিকে ধরা ছিল। ঠিক সেই একই মুহূর্তে দেখলাম, একটি মেয়ে দৌড়ে আসছে। তার সঙ্গে দুটো লোকও। বগস এবং লোক দু'টো ফিরে দেখলো কে যেন তাদের ডাকছে। লোক দু'টো তার হাতে পিস্তল দেখে একটা লাফ দিয়ে এক এক দিকে সরে গেল। তখন দুটি নলই গুলি ভরা অবস্থায় শেরবার্ণের হাতে। বগ্‌স তার দু'টো হাতই বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "খোদার দোহাই আমাকে গুলী করো না।" কিন্তু ফট! প্রথম গুলীটা বেরিয়ে গেলো। বগ্‌স পিছিয়ে এল। আকাশের দিকে হাত তুলে ধরার চেষ্টা করলো—ফট! দ্বিতীয়বার গুলী হোল। সে ঘুরে পিছনের দিকে মাটিতে চীৎ হয়ে পড়ে গেল, একটা শক্ত ভারী জিনিসের মতো। যুবতী মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো—দৌড়ে এলো। তারপর বাবার দেহের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলো, বলতে লাগলো : হায় খুন হয়ে গেছে। শেরবার্ণ তাকে খুন করেছে।" এদিকে জনতা ক্রমেই চারদিকে থেকে এগিয়ে গায়ে গায়ে মিলে ঠাসা-ঠাসি অবস্থার সৃষ্টি করলো। প্রত্যেকেই ঘাড় এগিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

ভিতরে যে সব লোক ছিলো, তারা তাদের ঠেলে পিছনে ফেলার চেষ্টা করে, চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো,—"পিছিয়ে যাও, পিছিয়ে যাও। তাকে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে বাতাস আসতে দাও।"

কর্ণেল শেরবার্ণ পিস্তলটি মাটির উপর ফেলে দিল। তারপর চলে গেল। সবাই তখন বগসকে একটা ছোট দাওয়াখানায় নিয়ে গেল। লোকগুলো ঠিক একই রকম চাপাচাপি ঠাসাঠাসি করছে। আর সম্পূর্ণ শহরটা যেন তাদের পিছনে এসে উপস্থিত হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে জানালায় একটা ভাল জায়গা দেখে স্থান করে নিলাম। সেখান থেকে আমি খুব কাছেই ছিলাম। সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা তাকে মেঝের উপর শুইয়ে দিল। তার মাথার নিচে একখানা বড় বাইবেল রাখলো, আর একখানা খুলে তার বুকের উপর বিছিয়ে দিল। তার আগে তারা তার সার্টের বুকটা ছিঁড়ে ফেললো। একটি গুলী যে জায়গাটায় লেগেছে, সে জায়গাটা আমি দেখলাম। সে দশ-বারোবার হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লো। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় বাইবেলটি নিচে নেমে গেল। তারপরে সব স্থির। সে মারা গেল। তার মেয়েটিকে সবাই তার কাছ থেকে টেনে নিয়ে চলে গেল। সে চীৎকার করে কাঁদছিলো। তার বয়স ষোল। দেখতে খুবই নম্র এবং মিষ্টি স্বভাবের মনে হোল; কিন্তু তাকে রক্তশূন্য, ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল।

যাক অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ শহরের লোক সেখানে এসে উপস্থিত হোল। লোকে লোকারণ্য ব্যাপার। সুবিধামতো জায়গা পাওয়ার জন্য মারামারি ঠেলাঠেলি। জানালা দিয়ে দেখার জন্যে জানালার দিকে কনুই মেরে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল অনেকে। কিন্তু যে লোকগুলো আগের থেকেই সে জায়গা দখল করেছিল, তারা সে জায়গা ছেড়ে দিতে চাইছিল না। তাদের পিছনে যে সব লোক ছিল তারা সর্বক্ষণ বলছিলো : "তোমরাই এখন বলো একি কথা? তোমরা অনেক দেখেছো। এটাতো ঠিক নয়। ন্যায্যও নয়! তোমরা এখানে সবসময় থাকবে, আর অন্যকে দেখবার কোন অবকাশই দেবে না। অন্য লোকদেরও তো তোমাদের মতো দেখার হক্ রয়েছে।"

যাক, এমনিভাবে যখন খুব বকাবকি শুরু হোল, তখন আমি সুড়ুৎ করে সরে পড়লাম। চিন্তা করে দেখলাম যে, গোলমাল হতে চলেছে। রাস্তাটা ছিল লোকে ভর্তি। প্রত্যেকে খুব উত্তেজিত হয়েও উঠেছিল। যারা গুলী করতে দেখেছে, তারা ঘটনাটি বলছিল। এদের প্রত্যেকেরই চারদিকে বহুত লোক ঠেসে জমা হচ্ছিল এবং পিছন থেকে লোকে গলা উঁচু করে শুনছিল। একটি লম্বা পাটখড়ির মতো লোক—লম্বা চুল এবং মাথায় তার উঁচু একটা সিল্কের টুপি, পিছনের দিকে একটু ঠেলে দেওয়া—হাতে একটা বাঁকা উঁটাওয়ালা ছড়ি দিয়ে বগ্‌স যেখানে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, এবং শেরবার্ণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে জায়গাগুলো চিহ্নিত করছিল। লোকজন তার পিছু পিছু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছিল। তার কার্যকলাপ খুব মন দিয়ে দেখছিল। মাথা নেড়ে নেড়ে বুঝাচ্ছিল যে তারা

www.boiRboi.blogspot.com

বুঝতে পারছে। কেউ কেউ হাঁটুর উপর হাত রেখে নিচু হয়ে তাকে জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে দেখছিল। তাকে ছড়ি দিয়ে নির্দেশ করতে দেখছিল। তারপর সেই লম্বা লোকটি সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং বেশ রুক্ষভাবে যেখানে শেরবার্ণ দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গেলো। ভ্রুকুটি করলো। তারপর তার হ্যাটটি তার চোখের উপর নামিয়ে চীৎকার করে বললো : "বগ্‌স!" ছড়িটি পিস্তলের মতো নামিয়ে আনলো। বগসের বুকের সমান্তরাল করে লক্ষ্য করে বললো, "ফট", তারপর একটু পিছে হটে গেল। আবার বললো "ফট" এবং হাত বিস্তার করে মাটির উপর চীৎ হয়ে পড়ে গেল। তখন যে সব লোকেরা ঘটনাটি দেখেছিল, তারা তাকে বললো, সে অবিকল নকল করতে পেরেছে। তারা বললো, ঠিক এই রকম ভাবেই সবকিছু ঘটেছিল। তখন কমপক্ষে দশ-বারো জন লোক তাদের মদের বোতল বের করলো। তা থেকে তাকে পান করতে দিল।

যাক, আস্তে আস্তে কেউ একজন বললো, শেরবার্ণকে খুন করা উচিত। এক মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকেই এ কথা বলতে শুরু করলো। তারা তখন উন্মাদ হয়ে চীৎকার করে এগিয়ে চললো। চলার পথে কাপড়-শুকোনোর জন্য যেসব দড়ি টানানো ছিল, সেগুলোকে টেনে ছিঁড়ে শেরবার্ণকে ফাঁসি দেয়ার জন্যে নিয়ে চললো।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
জনতা খুন করতে সক্ষম হোল না কেন

তারা মৌমাছির মত জোট বেঁধে শেরবার্ণের বাড়িমুখো ছুটলো। অপদেবতার মতো হুঙ্কার ছেড়ে গর্জন করতে করতে চললো। প্রত্যেকটি জিনিস, যা তাদের সম্মুখে পড়ছিল সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হচ্ছিল। নইলে সেগুলোকে ওরা ভেঙেচুরে চলে যাচ্ছিল। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ছেলেপুলেরা চীৎকার করে জনতার সামনে থেকে সরে পড়ার জন্যে দৌড়ে পালাচ্ছিল। রাস্তার পাশের জানালাগুলো দিয়ে মেয়েমানুষের মাথা দেখা যাচ্ছিল। আর প্রত্যেকটি গাছের উপর নিগ্রো ছোকরাগুলোকে দেখা যাচ্ছিল। বাবু-চাকরানী সবাই বেড়ার ধারে এসে সারা রাস্তাটা দেখছিল। যখনই জনতা তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তারা পিছনে সট্‌কে পড়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। অনেক মেয়েলোক এবং বালিকা এত অভিভূত হয়েছিল যে, ভয়ে মরে যাওয়ার মতো চিৎকার করছিল।

তারা দলে দলে পঙ্গপালের মতো শেরবার্ণের সেই গোঁজায় তৈরি বেড়ার সামনে গিয়ে জমা হোল। এমন ঠেসে সব জমা হোল যে, তার মধ্যে আপনি

আপনার নিজের কথাই শুনতে পাচ্ছেন না, এবার চিন্তা করে দেখুন কি ব্যাপার! আঙিনাটা মাত্র বিশ ফুট হবে, এতো ছোট। কেউ কেউ চিৎকার করে বললো বেড়াটা ভেঙে ফেলো। তারপরই ভেঙে তচনচ করা এবং উঠিয়ে তুলে ফেলার প্রচণ্ড সব শব্দ শোনা যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে বেড়ার দফা শেষ হয়ে গেল। দেওয়ালের মতো জনতার প্রথম সারিটা ঢেউয়ের মতো ভিতরে গিয়ে পৌঁছলো।

ঠিক সেই সময় শেরবার্ণ হাতে একটি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এসে তার বাড়ির সামনের গাড়ি-বারান্দার ছাদের উপর দাঁড়ালো। খুব শান্তভাবে এবং দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েই দাঁড়ালো। কোন কথা বললো না। চিৎকার থেমে গেল। জনতা পিছনে হটে গেল। হৈ-হল্লা স্তব্ধ হয়ে গেল।

শেরবার্ণ কোন কথা বললো না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকলো। নিচের দিকে চেয়ে রইলো। নিস্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রকম অস্বস্তিকর এবং অস্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছিল। শেরবর্ণ তার চক্ষু দু'টি জনতার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বুলিয়ে নিল, এবং তাকে ভয় দেখানোর জন্যে কেউ তার দিকে গরম নজরে চেয়ে রয়েছে মনে হলে তার দৃষ্টি তার উপর আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সে লোকও সে দৃষ্টির সামনে টিকতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল, এবং চোরের মতো একটা ভাব করছিল। একটুক্ষণ পরে শেরবার্ণ এক প্রকার হাসি হেসে উঠলো। সেটা শুনতে আনন্দদায়ক ছিল না। বরং তা এরকম ছিল, যা শুনলে আপনি মনে করতেন যে, পাউরুটির টুকরো খেতে খেতে যেন বালুতে কামড় দিয়েছেন। তারপর সে কথা বললো।

ধীর সুস্থির ঘৃণা সহকারে বললো : "তোমাদের মতো লোক কাউকে এমনভাবে খুন করবে, এ চিন্তাও হাস্যকর। তোমাদের মতো লোক কোন মানুষের মতো মানুষকে খুন করবে, এ কথাটা একবার ভাববার মতো বটে! তোমাদের যে সাহস তা দিয়ে কোন একঘরে, অসহায় ও বিতাড়িত মেয়েমানুষের গায়ে আলকাতরা এবং তুলো জড়িয়ে দিতে পার বলেই কি আসল মানুষের উপর হাত দেওয়ার তোমাদের ক্ষমতা আছে? মনে কর মানুষের বাচ্চা মানুষ যদি কেউ হয়, তা হলে সে যতক্ষণ পর্যন্ত দিবালোকে থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার পিছন থেকে আক্রমণ না করতে পারো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মতো দশ হাজারের হাতেও সে নির্বিঘ্নে থাকতে পারে!

"তোমাদের তো আমি চিনি! হ্যাঁ, তোমাদেরকে হাড়েহাড়ে চিনি! আমি দক্ষিণ প্রদেশে জন্মেছি, সেখানে প্রতিপালিতও হয়েছি। আমি উত্তর প্রদেশেও থেকেছি। সুতরাং গড়ে তোমাদের আমি সবাইকে চিনি। গড়ে তোমাদের প্রত্যেকেই একটি করে কাপুরুষ! উত্তর প্রদেশের যে-কোন লোক তোমাদের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে। কিছু বলতে সাহস করবে না; কিন্তু বাড়ি গিয়ে প্রার্থনা করবে যেন সেটাকে নীরবে সহ্য করতে পারো। দক্ষিণের একটি মাত্র লোক একটি গাড়ি থামিয়ে সম্পূর্ণ দিনমানে একগাড়ি লোকের উপর ডাকাতি

www.boiRboi.blogspot.com

করেছে। এইতো তোমরা! তোমাদের পত্রিকাগুলো তোমাদেরকে বলে সাহসী জাতি। আর তোমরা মনে করো তোমরা অন্য জাতির চাইতে বেশি সাহসী, কিন্তু কথাটা হচ্ছে, তারাও যে রকম সাহসী, তোমরাও তাই, তার বেশি নয়। তোমাদের জুরীরা লোকদের ফাঁসি দেওয়ার হুকুম দেয় না কেন? কারণ তারা ভয় পায় অন্ধকারে কোন বন্ধু তাদেরকে পিছন থেকে গুলী করবে, এবং সেটা তারা করেও। সুতরাং জুরীরা সব সময়েই আসামীকে খালাস করে দেয়। তার ফল হয় এই যে, একটি মাত্র মানুষের বাচ্চা মানুষ তোমাদের মতো একশ' জন ভীরুকে নিয়ে সেই হারামী লোকটাকে অবৈধভাবে খুন করে। তোমরা এখন যে ভুলটি করেছো, তা হোল, অমনি একটি মানুষ সঙ্গে আনো নাই। সেটা হোল এক নম্বরের ভুল। অন্য ভুলটি হোল, তোমরা অন্ধকারেও আস নাই, মুখোশ পরেও আস নাই। তোমরা একটা অর্ধেক মানুষকে নিয়ে এসেছো—ঐ যে ওখানে বাক হার্কনেসকে দেখা যাচ্ছে, তাকেই। তোমরা যদি তাকে শুরুটা করার জন্যে না পেতে, তাহলে তোমাদের সব জোশ ফুঁকে বেরিয়ে যেতো।

"তোমরা আসতে চাও নাই, জানি, সাধারণ মানুষ বিপদ-বিপত্তির মধ্যে যেতে চায় না। তোমরাও বিপদ কিংবা বিসংবাদ চাও না। কিন্তু ঐ যে বাক হার্কনেস যেমন রয়েছে, সে রকম যদি কোন অর্ধ মানুষ চিৎকার করে বলে, "ওকে খুন কর, খুন কর"—তা'হলে তোমরা পিছিয়ে যেতে ভয় পাও, কারণ তোমরা যা অর্থাৎ কাপুরুষ—সেটা আবিষ্কার হয়ে যাবো। সুতরাং তোমরা ঐ অর্ধ মানুষটার সঙ্গে চিৎকার তোলো। এবং তার কোটের লেজে নিজেদেরকে ঝুলিয়ে দাও। গর্জন করে এগিয়ে আস; আর বাগাড়ম্বর করে যে একটি বৃহৎ কাজ করতে যাচ্ছ তা বলতে থাক। সবচেয়ে করুণার বস্তু হোল—জনতা; একটি সৈন্যদলও তাই—সেই জনতা। তারা তাদের স্বভাবজাত সাহস দিয়ে যুদ্ধ করে না—তারা যুদ্ধ করে অন্যদের থেকে ধার-করা সাহস দিয়ে এবং তাদের অফিসারদের হুকুমের বলে। কিন্তু জনতা যদি কোন মানুষের মতো মানুষকে তাদের নেতা হিসাবে না নিয়ে আসে, তাহলে তাদের অবস্থা দাঁড়ায় করুণা করার চাইতেও অতি নিচে। এখন তোমাদের মতো লোকের উচিত হোল যে তোমরা লেজ গুটিয়ে বাড়িতে ফিরে যাও এবং গিয়ে গর্তে লুকিয়ে থাক। যদি সত্যি কোন অবৈধ হত্যার কথা চিন্তা করে থাক, তাহলে দক্ষিণ-প্রদেশের প্রথানুযায়ী করতে হবে—রাত্রিতে আসবে, মুখোশ পরে আসবে, আর একটি আসল মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। এখন তোমরা চলে যাও।"

"আর তোমাদের ঐ অর্ধ মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" একথা বলার সময় সে বন্দুকটি তাঁর বাঁ' হাতের উপর রাখলো এবং সেটা জনতার দিকে সোজা করে ধরলো। লোকেরা হঠাৎ পিছিয়ে গেল, সর্বত্র জনতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর যে যেদিকে পারলো ছিঁড়ে ফুঁড়ে দৌড় দিল। এবং বাক হার্কনেসও তাদের

পদানুসরণ করলো। তাকে আমার খুব খেলো মনে হোল—আমি ইচ্ছে করলে আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি আর ইচ্ছে করলাম না।

আমি সেখান থেকে সার্কাসের ওখানে গেলাম। তাঁবুটার চারদিকে ভবঘুরের মতো ঘুরতে লাগলাম। তারপরে যখনই দেখলাম যে, ওদের পাহারাদারেরা কেউ ওখানে নাই, অমনি পর্দার নিচ দিয়ে ডুব মেরে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমার কাছে অবশ্য স্বর্ণ-মুদ্রা—কুড়িটি ডলার ছিল এবং তার উপরও ভাংতি কিছু ছিল, কিন্তু আমি স্থির করেছিলাম সেটা বাঁচানোই ঠিক। কারণ বাড়ি থেকে দূরে, বিদেশ বিভুঁইয়ে সেটা আমার কত শীঘ্র দরকার হয়ে পড়বে, তা বলা যায় না। আর দেখুন এসব ক্ষেত্রে আপনিও টাকা-পয়সা সম্বন্ধে কতদূর সতর্ক হতেন, তা বলতে পারা যায় না। এমন কি যতদূর সতর্কতা অবলম্বন করছেন, সেটাই যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, তা-ও মনে করবেন না। যা হোক, কিছু টাকা খরচ করে সার্কাসে ঢোকার আমি একেবারে বিরুদ্ধে নই। যখন সার্কাসে ঢোকার জন্যে অন্য কোন পথ নাই দেখি তখন তার জন্যে টাকা খরচ করাটাও আমি যে অপছন্দ করি এমন নয়, তবে বিনা পয়সায় যেখানে প্রবেশ করার মওকা রয়েছে, সেখানে অযথা পয়সা নষ্ট করারও আমি পক্ষপাতী নই। সার্কাসটি সত্যি একটি আসল আনন্দকর সার্কাস। যখন একটি লোক একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল, তখন আমার কাছে খুব জমকালো লাগছিল। পুরুষদের পরনে ছিল স্রেফ গেঞ্জি আর জাঙিয়া। ঘোড়াগুলোতে কোন জীন-গদি ছিল না। তারা তাদের হাঁটুর উপরে হাত রেখে খুব স্বচ্ছল এবং সহজভাবে আসছিল—প্রায় কুড়িজন হবে—এবং তাদের জোড়ার মহিলাদেরও দেখতে চমৎকার লাগছিল। তেমনি মনে হচ্ছিল রঙও খুব উজ্জ্বল। ঠিক যেন একদল সত্যিকার রানী লক্ষ ডলারে প্রস্তুত এবং ছড়িয়ে দেয়া হীরে-বসানো পোশাক পরে আসছিল। দৃশ্যটি এমন জবরদস্ত ছিল যে, এমন সুন্দর কিছু আমি আর দেখি নাই। তারা একে একে ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর সার্কাসের বৃত্তটি ঘিরে সহজ ছন্দোময় এবং কমনীয় ঢেউয়ের মতো করে ঘুরতে লাগলো। মানুষগুলোকে বেশ সুন্দর লম্বা লাগছিল : প্রফুল্ল ঋজু দেখাচ্ছিল আরো! ওদিকে ছাদের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় কি সুন্দর ও স্বচ্ছন্দভাবে তারা মাথা নিচু করে করে যাচ্ছিল। প্রত্যেকটি মেয়ের গোলাপের পাঁপড়ির মতো পোশাকগুলোর দোদুল্যমান অংশগুলো তাদের কোমরে সিল্কের মতো কোমল এবং নম্রভাবে আঘাত করছিল। এবং তাকে দেখে সুন্দরতম রঙিন ছাতার মতো মনে হচ্ছিল।

ক্রমেই তারা অধিকতর দ্রুত যেতে লাগলো এবং সকলেই নৃত্য করতে লাগলো। প্রথমে এক পা আকাশের দিকে তুলে দিলো, তার পর সেটা রেখে অন্য পা'টাও। ঘোড়াগুলো বেগে চলবার সময় ক্রমশঃ একপাশে অধিকতর কাৎ হয়ে যাচ্ছিল। রিং-মাস্টার তাঁবুর মধ্যস্থলের খুঁটিটির কাছে দাঁড়িয়ে তার বেত দিয়ে আওয়াজ করছিল আর ঘুরে ঘুরে চিৎকার করছিল—"হি হি"। ক্লাউনটি তার

www.boiRboi.blogspot.com

পিছনে পিছনে ভাঁড়ামি করে বেড়াচ্ছিল। একে একে সকলেই তাদের হাতের লাগাম ফেলে দিল। প্রত্যেকটি মহিলা কোমরে হাত দিয়ে, প্রত্যেকটি পুরুষ বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলো। আর ঘোড়াগুলো কি সুন্দরভাবে মাথা উঁচু করে পিঠ বেঁকিয়ে কাৎ হয়ে চক্কর দিতে লাগলো। তারপর এক এক করে তারা বৃত্তের মধ্যে লাফিয়ে নামলো এবং এমন মধুরতম ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলো যে আমি এ রকম আর দেখি নাই। তারপর তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। তখন প্রত্যেকেই খুব হাততালি দিতে লাগলো। আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলো।

সম্পূর্ণ সার্কাসের সময়টা তারা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখাতে লাগলো আর ক্লাউনটি সারাক্ষণ এ-রকমভাবে চালিয়ে গেল যে, লোকে হাসতে হাসতে মরে আর কি! ক্লাউনটি রিং-মাস্টারের পিছনে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করছিল। রিং-মাস্টার কিছু বলতে গেলে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং পরমুহূর্তে তার পেছনে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। অত্যন্ত কৌতুককর কাজ করে যাচ্ছিল। আমার বুদ্ধিতে আসে না, সে এত তাড়াতাড়ি এত চিন্তা করে কি করে! এ রকম প্যাটপ্যাট শব্দ করে কি করে! কেন? আমিতো এক বছরে এত চিন্তা করতে পারতাম না। আস্তে আস্তে দেখা গেল যে, একটি মাতাল লোক রিং-এর ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং বলছে, যদি কেউ কখনো খুব ভাল করে ঘোড়ায় চড়তে পারে, তা' হলে তা পারে সে নিজেই। লোকেরা তার সাথে তর্ক করতে লাগলো। কিন্তু সে শুনতে চাইলো না। তখন সম্পূর্ণ খেলা থেমে গেল। লোকগুলো তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগলো। তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা শুরু করলো। সে ঠাট্টা তাকে আরো পাগল করে তুললো। সে তখন খুব আস্ফালন করতে লাগলো। লোকেরা এতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বেঞ্চ ছেড়ে রিং-এর নিকট এসে জমলো। আর বলতে লাগলো, "মেরে ওকে ধরাশায়ী করে দাও। ওকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।" দু' একটি মেয়ে চিৎকার করতে শুরু করলো। সুতরাং রিং-মাস্টার তখন ছোট একটি বক্তৃতা দিল। বললো, তারা যেন কোন রকম গণ্ডগোল না করেন। লোকটি যদি প্রতিজ্ঞা করে, সে আর কোন গোলমাল করবে না, যদি সে অন্ততঃ ঘোড়ার উপর চড়ে বসে থাকতে পারে, তা' হলে তাকে চড়ার অবকাশ দিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকে হাসলো এবং বললো, "আচ্ছা, বেশ, তাই হোক।" তখন লোকটি ঘোড়ার উপর উঠে বসলো। যা হোক, সে ঘোড়াটায় চেপে বসলো, অমনি ঘোড়াটা যেন চিড় খেয়ে উঠলো। লম্ফঝম্ফ দিয়ে সতেজে ছুটে চললো। তখন সার্কাসের দু'টি লোক তার লাগাম ধরে তাকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর এদিকে মাতাল লোকটি ঘোড়ার গলা ধরে ঝুলতে রইলো। আর তার পা দুটো প্রত্যেকবার লাফ দেয়ার সময় আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগলো। দর্শকদের সম্পূর্ণ জনতাটি দাঁড়িয়ে উঠলো। চিৎকার করতে লাগলো। তাদের চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই সার্কাসের লোক দুটির

চেষ্টা সত্ত্বেও ঘোড়াটি তাদের হাত থেকে সটকে পড়লো। মত্ত হয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়তে লাগলো। আর এদিকে বদ্ধ মাতালটি তাকে জাপটে ধরে ঝুলেঝুলে চলতে থাকলো। প্রথমে তার একটা পা এবং পরে অন্য পা'টা মাটিতে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। লোকজন উদ্দীপনায় পাগল হয়ে উঠছে দেখলাম। কিন্তু আমার কাছে এটা মজার ব্যাপার মনে হয় নাই। আমি তার বিপদ দেখে কাঁপছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই মাতালটি কষ্টেসৃষ্টে দু'টো ঠ্যাং দু'দিকে দিয়ে ঘোড়াটার উপরে চড়ে বসলো এবং লাগামটা ধরে ফেললো। তারপর একবার এদিকে পড়ে তো আবার ওদিকে পড়ে, এমনিভাবে চালিয়ে যেতে লাগলো। পরের মিনিটেই দেখি লাফ দিয়ে উঠে ঘোড়াটার উপরে দাঁড়ালো। লাগামটা ফেলে দিল। ঘোড়াটা আগুনের মতো ছুটে চলতে থাকলো। লোকটি ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। এতো স্বচ্ছন্দ আরামের সাথে আছে যেন সে তার জীবনে কোন দিন মাতাল হয় নাই। তারপর সে তার কাপড়গুলো টেনে টেনে খুলতে লাগলো। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। এতগুলো কাপড় ফেলে দিলো যে, তাতে মনে হোল যেন বাতাস কাপড়ে ভর্তি হয়ে গেল। সে মোটমাট সতেরোটি পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দেখা গেল, বারে—সে একটি ছিপাছপে গড়নের সুপুরুষ। তার গায়ের পোশাকটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। সে সেই ঘোড়াটার উপর চাবুক হাঁকিয়ে কখনো লঘু, কখনো ক্ষিপ্ত গতিতে এমনভাবে চালাতে লাগলো যে, ঘোড়াটির হাঁপ উঠে গেল। শেষে সে লাফ দিয়ে নামলো। মাথা নত করে অভিবাদন করে নাচের তালে লাফ দিয়ে তাদের সাজঘরে চলে গেল। প্রত্যেকেই বিস্ময়ে এবং আনন্দের চোটে হাউহাউ করে চিৎকার করতে লাগলো।

এরপর রিং-মাস্টার বুঝলো যে, লোকটি তাকে আহাম্মক বানিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল সে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়েছে। কারণ লোকটি তারই দলের একজন। লোকটি নিজের মস্তিষ্ক থেকে এই মজার কাণ্ডটি বের করেছিল। কাউকে তা জানতে দেয় নাই। যাক, আমি নিজেই এরকম ভাবে আহাম্মক বনে যাওয়ায় আমার নিজকে ভেড়ী-ভেড়ী মনে হচ্ছিল। তারতো আরো খারাপ লাগার কথা। আমাকে একহাজার ডলার দিলেও অমন অবস্থায় আমি ঐ রিং-মাস্টার হতাম না। আমি জানি না, হয়তো এর চেয়েও আরো ফাঁকিবাজী অন্য সার্কাসে থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলোর সাক্ষাৎ এখনো পাই নাই। সে যা-হোক তবু আমার কাছে এ সার্কাসটি খুবই ভাল লেগেছিল। আমি যখনই এরকম সার্কাস পাব, তখনই আমার সব টাকা খরচ করে হলেও দেখবো।

যাক, সেই রাত্রিতে আমরাও আমাদের খেলা দেখালাম। তাতে দশ বারোটি লোকও উপস্থিত হয় নাই। কোন মতে খরচটা এসে গেল মাত্র। লোকগুলো এরকমভাবে ঠাট্টা করতে লাগলো যে, লাট-বাহাদুরের পাগল হওয়ার কথা আর কি! খেলা শেষ হওয়ার আগেই সকল লোক চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র একটি ছেলে উপস্থিত ছিল। কারণ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুতরাং লাট-বাহাদুর বললো

www.boiRboi.blogspot.com

এই আরাকন্‌স আহাম্মকরা এখন পর্যন্ত শেক্সপীয়রের নাটকের সমঝদার হয়ে উঠতে পারে নাই! সুতরাং তারা যা চাইছে, তা হোল নিম্নস্তরের হালকা প্রহসন নাটক কিংবা হতে পারে তার চেয়েও নিচের স্তরের কিছু। সে বললো, যে, তাদের চাওয়ার ধরনটা সে মেপে বের করে ফেলতে পারে। সুতরাং পরের দিন বড় কয়েকখান প্যাকেট মোড়ার কাগজ এবং কিছুটা রং নিলো। এবং তার উপর কতকগুলো পোস্টার আঁকলো এবং সেগুলো গ্রামটার সর্বত্র লাগিয়ে দিল। পোস্টারগুলো এই রকম ছিল :

আদালত বাড়িতে—মাত্র ৩ রাত্রির জন্যে
বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক (ছোট)
এবং
এড্‌ম্যাণ্ড কীন (বড়)
(লন্ডন ও কন্টিনেন্টাল থিয়েটারের)
অভিনয় করবেন
তাঁদের রোমাঞ্চকর বিয়োগান্ত নাটক

দি কিংগস ক্যামেলেপার্ড

অথবা

দি রয়াল নানসাচ
প্রবেশ মূল্য ৫০ সেন্ট
সেগুলোর শেষে সবচেয়ে বড় পংক্তি যেটা ছিল, সেটা হোল :

মহিলাগণ এবং শিশুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

"এই যে" সে বললো, "এই পংক্তির জন্যেই যদি তারা তাদেরকে সঙ্গে না আনে তাহলে আমি ধরবো, আরকান্‌স—অ-বাসীদেরকে আমি এখনো চিনতে পারি নাই।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজারা কতো মামুলী

যাক সমস্ত দিনটা ধরে সে আর রাজাবাহাদুর দু'জন দড়ি রশি কষে একটা মঞ্চ মতো বাঁধলো। একটা পর্দা টাঙালো আর পাদপ্রদীপের জন্যে মোমবাতির সারি লাগিয়ে দিলো। সেই রাত্রিতে গৃহটিতে তিল ধরার জায়গা হয় না, এমনভাবে লোকে ভর্তি হয়ে গেল। গৃহটিতে আর যখন জায়গা দেখা যাচ্ছিল না, তখন

লাট-বাহাদুর দরজা ছেড়ে পিছনের দিক দিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠলো এবং পর্দার সামনে এসে নাটকটার চুটিয়ে তারিফ করে একটা বক্তৃতা দিল। নাটকটি একটি বিয়োগান্তক নাটক। এটার প্রশংসা করে করে সে এটাকে তুঙ্গে চড়াল। সে বললো যে, নাটকটি অতীতের, এবং এই নাটকে যিনি অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন তিনি হলেন বিখ্যাত এডামস্ কীন। একথা খুব বাহাদুরির সঙ্গে বার বার বললো। এমনি করে সে দর্শকদের আশাকে যখন খুব উঁচুতে তুললো, তখনই মঞ্চের পর্দা উঠলো। পরক্ষণেই নগ্ন প্রায় রাজা হামগুড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে এলো। তার সারা গা' রং দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছিল। নানা রঙের গোল চক্কর এবং ডোরা আঁকা দেহটাকে রামধনুর মতোই চমকপ্রদ লাগছিলো। এর চেয়ে আর দরকার নাই—মোটের উপর পোশাক যতদূর বন্য হতে হয় তা হয়েছিল এবং দেখতেও বেশ মজার হয়েছিল। লোকগুলো হেসে খুন হয়ে যাচ্ছিল। রাজাবাহাদুর যখন তার লম্ফ-ঝম্ফ শেষ করে দৃশ্যের পিছনে চলে গেল, তখন লোকেরা জোশে চিৎকার করতে লাগলো। তালি বাজাতে লাগলো। তুমুল গোলমাল করতে লাগলো। আর তাকে ফিরে এসে ওটার পুনরাবৃত্তি করার জন্যে হৈ চৈ করতে লাগলো। রাজাবাহাদুরকে বার বার নাচিয়ে ছাড়লো। বুড়োর কাণ্ডকারখানা এ-রকম প্রচণ্ডভাবে মজার হয়েছিল যে, তা দেখে গরুও হেসে মরতো।

তারপর লাট-বাহাদুর পর্দাটা নামিয়ে দিলো। লোকদেরকে মাথা নুইয়ে নুইয়ে অভিবাদন করে বললো, এই বিষাদময় নাটকটি আর মাত্র দুদিন অভিনীত হবে। কারণ লণ্ডনে এ-নাটকটি বিখ্যাত ড্রুয়ারিলেন গৃহে পুনরায় মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ টিকেট বিক্রী হয়ে গেছে। সে আর একবার মস্তক নত করে অভিবাদন জানিয়ে বললো, যদি সে তাদেরকে খুশী করতে কিংবা এর থেকে কোন রকম শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে সে কৃতার্থ অনুভব করবে। তাদেরকে বললো, তারা যেন তাদের বন্ধুদেরকে এটাই বলেন এবং নাটকটি দেখার জন্যে অনুরোধ করেন।

কুড়িটি লোক চিৎকার করে বললো, "একি? শেষ হয়ে গেল? এইটুকুই নাকি?"

লাট-বাহাদুর বললো, "হা।" তারপর সে এক এলাহি কাণ্ড! প্রত্যেকেই চিৎকার করে বলতে লাগলো, "শালা ঠকিয়েছে।" তারা পাগলের মতো সব উঠে দাঁড়ালো। উক্ত বিয়োগান্ত নাটকের কর্মকর্তাদের হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। তখন একজন জোয়ান মতো এবং দেখতে সুন্দর এমন একটি লোক লাফ দিয়ে একটি বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালো। সে চিৎকার করে বললো : "আসুন, নিজেদের একটু স্মরণ করুন! ভদ্রমহোদয়গণ, আমার একটি কথা আপনারা শুনুন।"

www.boiRboi.blogspot.com

তখন তারা সকলে তার কথা শোনার জন্যে থামলো। "আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছে—খুব ফাঁকি দিয়েছে—একথা ঠিক। কিন্তু আমরা পুরো শহরের হাসির পাত্র হতে চাই না। যতদিন বাঁচবো, ততদিন এ কথা যেন না উঠতে পারে যে, আমরা আহাম্মক বনেছিলাম, না আমরা তা চাই না। আমরা যা চাই তা হচ্ছে এখান থেকে আমরা চুপচাপ চলে যাব এবং সকলকে বলবো যে, নাটকটি অতি চমৎকার হয়েছে। তাহলে শহরের বাকি লোকগুলোও আমাদের মতো আহাম্মক বনবে। তখন আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী হবো। যে কথা বললাম সেটা কি বুদ্ধিসম্মত নয়?" "হাঁ হাঁ বাজী ধরে বলতে পারি, ঠিক কথা বলেছেন", প্রত্যেকেই চিৎকার করে বললো, "তাহলে বেশ এই ফাঁকিবাজীর একটা কথা যেন না বেরোয়। আপনারা প্রত্যেকে ঘরে ফিরে যান। গিয়ে প্রত্যেককে এখানে এসে এই বিয়োগান্তক নাটকটি দেখার জন্যে অনুরোধ করুন।"

পরের দিন শহরের মধ্যে খেলাটি কি অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে—সে কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না। সেই রাত্রিতে আবার খেলার গৃহটি জমজমাটভাবে ভর্তি হয়ে গেলো। আমরা ঠিক তেমনি ভাবে এদিনও বহুলোককে ঠকালাম। এরপর আমি, লাট-বাহাদুর আর রাজাবাহাদুর আমাদের ভেলার ঘরটিতে ফিরে এলাম। রাত্রের খানাপিনা শেষ করলাম। প্রায় মধ্যরাত্র হবে, এমন সময় লাট ও রাজাবাহাদুর উঠলো। জিম এবং আমাকে দিয়ে ভেলাটা বের করিয়ে নিয়ে নদীর মধ্যে দিয়ে ভাটিতে দু'মাইল মতো দূরে হবে, এমন একটি জায়গায় লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করলো।

তৃতীয় রাত্রিতেও নাট্য-গৃহটি লোকে জমজমাট হয়ে উঠলো। এবার কোন নতুন লোক আসে নাই। এরা ঐ সব লোক, যারা আগের দু'রাত্রে এসেছিল। আমি লাট-বাহাদুরের পার্শ্বে দরজার উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম যারা ভিতরে যাচ্ছে তাদের পকেটগুলো উঁচু করে ভর্তি করা রয়েছে। কারো কারো কোটের নিচে কি সব জিনিস লুক্কায়িত রয়েছে। দূর থেকে যতটা বুঝা যায় তাতে, আমি বুঝতে পারলাম এগুলো কোন সুগন্ধী দ্রব্যের সম্ভার নয়। আমি যে গন্ধ পেলাম তাতে মনে হোল যে পচা ডিম, পাতা-কপি—এই ধরনের জিনিসপত্রই আসছে। মড়া বিড়ালের কাছাকাছি থেকে তাদের সান্নিধ্য বোঝার শক্তি যদি আমার থাকে এবং আমি বাজী ধরে বলতে পারি আমার তা নিশ্চিত আছে, তাহলে এও বলতে পারি যে, অন্তত সেগুলোর চৌষট্টিটি তারা ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি একটু খানিক ভিতরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু তাদের ভাবটা এত বারোয়ারী ধরনের দেখলাম যে, টিকতে পারলাম না। যখন আর লোক আসতে দেখা গেল না, তখন লাট-বাহাদুর একটা লোককে একটা সিকি দিয়ে বললো, এক মিনিট সে যেন দরজায় পাহারা দেয়। তারপর সে গৃহটির বাইরের দিক ঘুরে মঞ্চে যাওয়ার জন্যে এগিয়ে গেল; আমি তার পিছু পিছু গেলাম, আমরা একটা কোণা ঘুরে একটু অন্ধকার মতো জায়গায় এসেছি, অমনি লাট-

বাহাদুর বললো, যতক্ষণ না গৃহটি থেকে একটু দূরে না যাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু তাড়াতাড়িই হাঁটবে। তারপর ভেলার উদ্দেশ্যে এমনভাবে দৌড় দেবে যেন শয়তান তোমার পিছু নিয়েছে।"

আমি তাই করলাম। সেও করলো। আমরা ঠিক একই সময়ে দৌড়ে এসে ভেলায় পৌছলাম। এবং দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই ভাটিতে ভেলা ছেড়ে দিলাম। সব অন্ধকার এবং চুপচাপ। নদীটির মধ্যখান দিয়ে চলতে লাগলাম। কেউ কোন কথা বললো না। আমার মনে হোল গরীব বেচারী রাজাবাহাদুরকে নিয়ে এতক্ষণ দর্শকগণ রীতিমতো জাঁকজমকপূর্ণ কাণ্ডকারখানা ঘটাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম, সে রকম কিছুই নয়। কারণ একটু পরেই সে সশরীরে কাঠের তাঁবুটির নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো এবং বললো : "কি হে, লাট-বাহাদুর? এইবার বলো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়ালো।' রাজা-বাহাদুর শহরেই ওদিন যায় নাই।

আমরা সেই গ্রাম ছেড়ে দশ মাইল ভাটিতে অন্ততঃ না আসা পর্যন্ত কোন বাতি জ্বালাই নাই। তারপর বাতি জ্বালালাম এবং খানা খেলাম। রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুর লোকগুলোকে কিভাবে দুরস্ত্ করেছে, সে কথা বলে এরকম হাসতে লাগলো যে, মনে হোল তারা হাসতে হাসতে তাদের হাড্ডিগুলো ঝরঝরে করে ফেলবে। লাট-বাহাদুর বললো : "হায় রে, গ্রীণ হর্নস-এর আহাম্মকগুলো! আমি জানতাম প্রথম দিন যারা আসবে তারা চুপ করে থাকবে, এবং শহরের অন্য লোকদের ভিড়িয়ে আনবে। আমি এ-ও জানতাম তৃতীয় রাত্রিতে আমাদের জন্যে তারা তৈরি হয়েই আসবে। মনে করবে যে, এবার তাদের পালা। তা এটাও তাদেরই পালা হোল। এবার তাদেরকে কতদূর আহাম্মক বানানো যেতে পারে। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছে তারা যে এইভাবে তৈরি হয়ে এলো, এ সুযোগের কি সদ্ব্যবহার করছে। তবে যদি তারা চায়, তবে এটাকে একটা চড়ুইভাতিতে পরিণত করতেও পারে। তারা যথেষ্ট সামগ্রী তো সঙ্গে এনেছে।"

এই ধড়িবাজ দু'জনে তিন রাত্রিতে চার'শ পঁয়ষট্টি ডলার তুলেছিল। আমি এই রকম গাড়ি-ভর্তি টাকা তুলতে এর আগে আর দেখি নাই। আস্তে আস্তে তারা ঘুমিয়ে পড়লো। নাক ডাকাতে শুরু করলো। জিম বললো : "আচ্ছা হাক, যে রকমভাবে এই রাজরাজড়ারা কাম করতিছে তা কি তোমারে তাজ্জব করে না?"

"না" আমি বললাম, "তা করে না।"

"ক্যান করে না, হাক?"

"না, দেখো করে না, এই জন্যে যে, এটা তাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। আমার মনে হয় তারা সবাই এই একইরকম।"

'তা' অলি হাক, রাজাগুনি দেখতিছি সব রীতিমতো বদমাইস। হ, তারা তাই।"

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ, সে কথাতো আমি আগেই বলেছি। যতদূর আমার জানা আছে, সব রাজাগুলোই প্রায় ধড়িবাজ।"

"তাই নাকি?"

"তুমি তাদের সম্বন্ধে একবার পড়ে দেখ, তাহলে দেখবে। অষ্টম হেনরীকে একবার দেখো। এরাতো তার কাছে রবিবারের স্কুলের সুপারের মতো নিরীহ। আবার দ্বিতীয় চার্লসকে দেখো—চতুর্দশ লুইকে দেখো—পঞ্চদশ লুইকে দেখো—দ্বিতীয় জেম্‌স, তৃতীয় এডওয়ার্ড, তৃতীয় চার্লস—এদের সবাইকে লক্ষ্য কর। এমন আরও জন চল্লিশেক রয়েছে। তা'ছাড়া পুরোনো স্যাকসন রাজাদেরও একবার দেখো। তারা কি রকমভাবে চারদিকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে যেতো; তারা কিভাবে গোলমালের সৃষ্টি করতো; আর ভাইদেরকে খুন করতো। বাপস্ তুমি যদি অষ্টম হেনরীকে, মুকুলিত অবস্থায় একবার দেখতে! হ্যাঁ মুকুলিত কথাটাই ব্যবহার করলাম, কারণ সে ফুলের মতোই ফুটতো; কারণ প্রত্যেক দিন নতুন বিয়ে করতো, পরের দিন রানীর মাথাটা খচাৎ করে কেটে ফেলতো। সে এত সহজে এই হুকুম দিত যে, মনে হোত যেন খাওয়ার জন্যে একটি ডিম তৈরি করার হুকুম দিচ্ছে। সে বলতো, 'নেইলগুইনকে নিয়ে এসো তো'। আর তারা তাকে নিয়ে আসতো। পরের দিন সকালে তার মাথাটা কেটে ফেলতো। 'জেন সোরকে নিয়ে এসো' অমনি তারা তাকে আনতো। পরের দিন বলতো, মাথা কেটে ফেলতে। 'সুন্দরী রোসামুনকে আনার জন্যে ঘন্টা বাজাও'—ঘন্টা বাজানো হোল—সুন্দরী রোসামুন আসলো। পরের দিন সকালে মাথা কেটে ফেলা হোল। তাদের প্রত্যেককেই রাত্রে একটা করে কেচ্ছা বলতে হোত। এইভাবেই সে চালালো। এক হাজার একটা গল্প বলালো। তারপর সেগুলো একটা বইয়ের মধ্যে লিখলো। সে বইটার নাম দিলো 'ডুমস ডে বুক'। নামটা ভালই বটে, তার মধ্যে মোকদ্দমার কথা লেখাই রয়েছে। তুমিতো রাজাদের জান না জিম, কিন্তু আমি তাদেরকে জানি। এই যে আমাদের বুড়োটিকে দেখছো, ইতিহাসে আমি যে-সব রাজাকে পেয়েছি তার মধ্যে ধড়িবাজীতে এর হাত সব চাইতে সাফ! রাজা হেনরীকে একবার দেখো—সে ইচ্ছে করলো যে আমাদের দেশের সাথে একটা গোলমাল বাঁধাবে। কিন্তু সে কি করবে না-করবে—তাতো দেশকে জানাবে? না, তা' না। হঠাৎ সে কি করলো? না, বোস্টন বন্দরে যে-সব চা মজুদ ছিল, সেগুলো পানিতে ফেলে দিলো। হঠাৎ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। আর সাহস করে কে তার কাছে আসে? এই ছিল তার কায়দা। সে কখনো কাউকে সুযোগ দিতো না; শোনো, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ছিল তার বাবা—তাকে সে সন্দেহ করলো। তখন সে কি করলো? তাকে কি বললো, এসে ধরা দাও? না—তাকে একটি বেড়ালের মতো মদের পিপার মধ্যে ডুবিয়ে মারলো। ধর, যদি কোন লোক থাকার জায়গার চারদিকে টাকা ছড়িয়ে রাখে তাহলে উনি কি করবেন? সেগুলো নিয়ে নেবেন। আবার ধর, যদি কেউ কোন একটা জিনিস

তৈরি করার জন্যে কাউকে ঠিক করে এবং তার জন্যে টাকা দেয়, এবং লোকটি কি করছে না করছে তা দেখার জন্যে বসে না থাকে, তবে সে লোকটি কি করবে? অন্য কাজ করে বসবে। কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে যদি এই লোককে মুখ খুলতে দাও, অবশ্য লোকটি মুখ খোলার আগে যদি সাত তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ না করে তাহলে কি প্রত্যেক বারই সে একটা মিথ্যা কথা বলবে? ঠিক এই রকম ছারপোকা-মার্কা ছিল রাজা হেনরী। আমাদের এই রাজাবাহাদুরের বদলে যদি হেনরী হোত, তা' হলে সে এই জায়গার লোকগুলোকে, এরা যা করেছে তার চাইতে আরো বেশি করে আহাম্মকি যে কি, তা' বুঝিয়ে দিতো। আমি অবশ্য বলছি না যে, আমাদের এনারাও মেষশাবকের মতো নিরীহ। কারণ এনারাও তা নন। তবুও তুমি যদি সত্যি-সত্যি আসল তথ্যটি খোঁজো তবে বলি, সেই বুড়ো মেষ রাজা হেনরীর কাছে এনারা কিছুই না। যাই হোক। আমি যা বলছি—তা' হোল রাজারা রাজাই। তাদেরকে তোমার ধরোগে কিছুটা প্রশ্রয় দিতেই হবে। তাদের সবাই ধরতে গেলে একেবারেই মহা মামুলি। তবে এইভাবেই তাদেরকে প্রতিপালিত করা হয়েছে।"

"হ, এডারে দেখলি মনে অয় এডাও অমনি হাড়-হাভাইতে। মনে অয় একজন রাজার বদবু এর মদ্দি পাতিছি।"

"হ্যাঁ তাদের সবার গায়েই ঐ এক গন্ধ পাবে, জিম। রাজাদের গায়ে যে অন্য রকম গন্ধ ছিল, তা ইতিহাসে বলে না।"

"কিন্তু দরতি গেলি লাট-বাহাদুর এহেবারে না-পছন্দসই লোক না।"

"হ্যাঁ, লাট-বাহাদুর অবশ্য এর থেকে তফাৎ। কিন্তু খুব বেশি না। অবশ্য আমাদের এই লাট-বাহাদুর মাঝামাঝি ধরনের হতভাগ্যের লোক। কিন্তু সে যখন মদ খেয়ে মাতাল হয়, তখন নিকটবর্তী লোকেরা তাকে রাজা থেকে যে খুব বেশি তফাৎ মনে করে, তাও না।"

"যাই ওক, আমি আর এগো কাঙাল না। সহ্য করার জন্যি এই দুজনই বহুত বেশি।"

"হ্যাঁ আমিও তাই মনে করি জমি। কিন্তু যখন তারা আমাদের হাতেই রয়েছে, তখন আমাদের মনে করা উচিত তারা কি, এবং সেইভাবে তাদের পাওনা তাদেরকে দেয়া উচিত। আহা যদি জানতে পারতাম, এমন কোন দেশ আছে যেখানে রাজা নাই!"

তারা যে সত্যিকারের রাজা কিংবা লাট কিছুই ছিল না, সে কথা জিমকে বলার কি প্রয়োজন ছিল? এটা তার কোন উপকারে লাগতো না। বরং আমি যেমন বলেছি, সেটাই ঠিক যে "আসল রাজা আর এরা, এদের মধ্যে কে কোন্ জন—তার তফাৎ দেখিয়ে কেউ কিছু বলতে পারবে না।"

আমি ঘুমোতে গেলাম। কিন্তু আমার পাহারার সময় যখন এলো, তখন জিম আমাকে জাগালো না। সে প্রায়ই তাই করতো। সকালে জেগে দেখি, তার

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা দুটো হাঁটুর মধ্যে রেখে সে বসে আছে। এবং হা-হুতাশ ও আফসোস করছে। আমি এটা বিশেষভাবে কখনো লক্ষ্য করি নাই; এবং এটা লক্ষ্য করার মতো মনেও করি নাই। কারণ আমি জানতাম, এটা কিসের জন্যে? তার স্ত্রী এবং ছেলেপুলে যারা দূরে ছিল, তাদের কথা চিন্তা করে সে এমন করছে। বাড়ির জন্যে কাতর হয়ে পড়েছে সে। সে বাড়ি থেকে কখনো বাইরে থাকে নাই। আমি বিশ্বাস করি যে, সে নিজের লোকদের জন্যে ঠিক ততোটাই অনুভব করে, যে রকম শ্বেতকায়রা তাদের নিজেদের লোকদের জন্যে করে। অবশ্য এটা স্বাভাবিক মনে হয় না। তবু আমার মনে হয়, এটাই ঠিক। সে প্রায়ই রাত্রে যখন মনে করে আমি ঘুমিয়ে আছি, তখনই হা-হুতাশ আর দুঃখ করে। বলে "বেচারী—লিজাবেথ; গরীব বেচারীর জন্যে বড় দুঃখু যে, তাগো আর দেইখ্যা যাতি পারবো না।" নিগ্রোদের মধ্যে জিম অত্যন্ত ভাল। সত্যিই সে খুবই ভাল।

কিন্তু এবার কোনক্রমে আমি তার বিবি এবং বাচ্চাদের কথা তাকে বলাতে সক্ষম হলাম। সে বললো : "এবার আমার এতো খারাপ লাগে ক্যান? সেডা অইল আমি পারের ঐ দিকে খটাস কইর‍্যা কিছু বন্দ অওয়ার এট্টা আওয়াজ পালাম কিছুক্ষণ আগে। এডাই আমার মনে করাইয়া দিল আমি আমার বাচ্চা এলিজাবেথের সাথে ক্যান খারাপ ব্যাভার করছিলাম। তার বয়স তখন মাত্তর চাইর বছর অইছিল। তার একবার খুব জ্বর অয়, আর অনেকদিন সেডায় ভোগে। তারপর সে ভাল অইলে একদিন সে আমার কাছে খাড়াইয়া ছিল, আমি তারে কলাম, 'দরজাডা বন্দ কইর‍্যা দে তো।' সে তা করলো না। সে খাড়াইয়াই রইলো, ঠিক একই রকম। আর ক্যামন কইর‍্যা য্যানো হাসতি লাগলো। আমার মাথায় খুন চইড়্যা গ্যালো। আমি কলাম : 'আমি তোরে আমার কাজ করাইয়া ছাড়বো!'

"আর সেই কথার সাথে সাথে তার মাথায় এক চটকানি মারলাম। আর সেডা খাইয়া চাইর হাত পাও ছড়াইয়া উপুড় অইয়া সে পইড়া গেল। তারপরে আমি আর একটা কামরায় চইল্যা গেলাম। প্রায় দশ মিনিট সেই হানে ছিলাম। তারপর যহন ফিরা আইলাম, দেখলাম যে দরজাডা সেই রহম খোলাই রইছে। আর দেহি বাচ্চাডা তার মদ্দি হানে খাড়াইয়া রইছে। মাথাডা নিচা কইরা ফুঁপাইতিছে। আর চোখ দিয়ে পানি পরতিছে। ইয়া খোদা! আমি এবার রাগে পাগল অইয়া গেলাম। আমি মারবার জন্যি সেদিকে যাতি ছিলাম। এমন সময় দরজাডা, যেটা বিতরের দিকি খুলতো—সেই দরজাডা খুব জোরে ঝাপটা বাতাস খাইয়্যা পিছনের দিক থিক্যা আইস্যা বাড়ি মাইর‍্যা মাইয়্যাডারে মাটিতি ফালাইয়া দিল। আর হায় আমার খোদা! বাচ্চাডা আমার ঐ যে পড়লো আর নড়াচড়া করলো না। আমার দমডা প্রায় বাইর অইয়া যাতিছিল। আমার কি রকম লাগতি ছিল, তা ঠিক কবার পারবো না। আমি হাঁটু গাইড়্যা তারে ধরলাম। আর দরজাডারে আস্তে আস্তে খুইল্যা ফেলাইলাম। আর আমার মাথাডা

ডুকাইয়া মাইয়াডার পিঠির সাথে লাগইলাম। নরম আর শান্ত অইয়া পইড়া রইছে। আমি সাধ্যমত চিল্লাইয়া কলাম, ওই—ওঠ—খুব জোরে কলাম, কিন্তুক সে নড়াচড়া করলো না। ওহ! হাক, আমি কাইন্দা ফাইটা পড়লাম। আর তারে আমার বুকির মদ্দি উঠাইয়া নিলাম আর কলাম, "ওরে আমার মণি রে, ও রে আমার গরীব বাচ্চাডারে! এয়া মাবুদ, তুই এই গরীব জিমরে মাফ কইর‍্যা দিস্। সে যত দিন বাঁচবি সে নিজিরি মাফ করতি পারবি না।" থাক্ কি কবো, বাচ্চাডা না কানে শুনতো, না কথা কতি পারতো। বাচ্চাডা এহেবারে বোবা ছিল। আর আমি তার সাথে এই রকম ব্যাভারডা করলাম।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রাজাবাহাদুর পাদ্রী সাজলো

পরের দিন রাত্রের দিকে আমরা উইলো গাছের নিচে একটা বাকের মাঝামাঝি আস্তানা গাড়লাম। সেই নদীটার দু'দিকেই একটি করে গ্রাম ছিল। লাট-বাহাদুর এবং রাজাবাহাদুর ফন্দি তৈরি করতে লাগলো কিভাবে সেখানকার শহরে কাজ হাসিল করা যায়! জিম লাট-বাহাদুরকে বললো, তার পক্ষে সারাদিন হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় কাঠের তাঁবুটার মধ্যে পড়ে থাকাটা ভারী কষ্টকর। আপনি বুঝতে পারলেন তো? আমরা যখন তাকে একা রেখে যেতাম, তখন আমরা তাকে বেঁধে রেখে যেতাম, কারণ যদি কেউ তার কাছে এসে পৌঁছে এবং দেখতে পায় যে তার হাত-পা বাঁধা নয়, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই পলাতক নিগ্রো বলে ধরবে। সুতরাং লাট-বাহাদুর বললো যে, এই রকম ভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকাটা কঠিনই বটে। সে ওটা থেকে জিমকে উদ্ধার করার মতো কোন একটা মতলব বের করবেই।

এই লাট-বাহাদুরটি অসম্ভব রকম বুদ্ধিমান। অল্পকালের মধ্যে একটা উপায় তার মাথায় ঢুকলো। সে জিমকে রাজা লিয়ারের পোশাকটি পরালো। পোশাকটি বেশ লম্বা সূতি-পর্দার কাপড়ের একটা গাউন। সেটা পরিয়ে তার মাথায় সাদা একটা লোমের তৈরি পরচুলা পরালো। গোঁফ লাগিয়ে দিল! তারপর অভিনয় করার জন্যে যে রং ছিল, তা' দিয়ে তার মুখে, হাতে, কানে এবং গলায় সর্বত্র একটা মরাটে ধরনের জমাট নীল রং মেখে দিল। দেখে ঠিক যেন ন'দিনের ডুবে-মরা লোকের মতো মনে হচ্ছিল। একটা খুব ভয়ানক রকম অপ্রীতিকর কিছু মনে হচ্ছিল। তারপরে লাট-বাহাদুর একখানা তখতা নিয়ে তার উপর এমনি একটি বিজ্ঞাপন লিখলো :

"একটি অসুস্থ আরববাসী। কিন্তু মাথাটি খারাপ না হলে কারও ক্ষতি করে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

এবং সে একটা কাঠের বাতা দিয়ে তখতাটাকে আটকে কাঠের তাঁবুটার চার-পাঁচ ফুট সামনে পুতে দিল। জিম বেশ খুশী হোল। সে বললো যে, বছর দুই দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকার চাইতে এবং সারা বছর আওয়াজ পাওয়া মাত্র ভয়ার্ত হয়ে থাকার চাইতে এ অনেক ভাল। লাট-বাহাদুর তাকে বললো, সে এখন স্বাধীন ও অবাধ ভাবে থাকতে পারে। যদি কেউ তার কাছাকাছি এসে কিছু গড়বড় করতে চায়, তাহলে সে যেন কাঠের তাঁবুটার কাছ থেকে লাফ দিয়ে বের হয় এবং বন্য জন্তুর মতো মুখ ভেংচি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকায়, চিৎকার করে। তাহলে সে ব্যক্তি লাফ দিয়ে নামবে, আর তাকে ছেড়ে ছুড়ে ভাগবে। এই পরামর্শটা বিচার করলে নিখুঁতই মনে হয়। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ মানুষকে ধরেন, তাহলে সে জিমের চিৎকার করার জন্যে অপেক্ষাই করবে না, কেন না তাকে মরা মানুষের মতোই শুধু দেখা যাচ্ছিল না, তার চেয়েও কিছু বেশি ভয়ঙ্কর দেখা যাচ্ছিল।

এই বদমাইশগুলো, এবারও গতবারের ননসাচ শো'টা করতে চাচ্ছিল। কারণ তাতে বেশ টাকা-পয়সা তোলা যায়। কিন্তু তারা বিচার করে দেখলো ব্যাপারটা বোধ হয় আর নিরাপদ হবে না, তাদের খবরটা কোনক্রমে যদি রাস্তা বেয়ে এখানে এসে যায়, তা হলেই হোল। সুতরাং তারা কোন রকম মতলব, যেটা তাদের ঠিক মতো কাজে লাগতে পারে, এ রকম কিছু মাথায় আনতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত লাট-বাহাদুর বললো যে, সে এক দু'ঘন্টা চিৎপাত পড়ে চিন্তা করতে চায় এবং আবার আর কানস-অ গ্রামের মতো কিছু উদ্ভব করতে চায়। রাজাবাহাদুর কিন্তু বললো যে সে কোন পরিকল্পনা না করেই অন্য দিকের গ্রামটিতে যাবে এবং লাভ করার উপায়টি সে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেবে। ভাগ্য আমার মনে হোল সে শয়তানকেই মনে করেছে। আমরা সকলেই যেখানে সব শেষে এসে নামলাম, সেখানের একটা দোকান থেকে আমাদের পোশাক-টোশাক কিনলাম।

এবার রাজা তার পোশাক পরলো, এবং আমাকে আমার পোশাক পরতে বললো। আমিও তাই করলাম। রাজার পোশাকটি ছিল কালো এবং দেখতে বেশ জাঁদরেল ও পরিপাটি ধরনের। আমি কখনো জানতাম না যে, পোশাকে কি করে এ রকম চেহারার পরিবর্তন করতে পারে; একজন অতি সাধারণ লোককে কি করে এ-রকম দেখাতে পারে। আবার যখন সে তার সাদা পশমের হ্যাটটি মাথা থেকে তুলে নিয়ে মাথা নিচু করে অভিবাদন করলো, তখন এমন একটা চমৎকার সাধুভাব তার মুখে ফুটে উঠলো যে, আপনি মনে করতে পারতেন যে নূহের নৌকা থেকে মহাপুরুষ লেভিটাস যেন বেরিয়ে এলেন। জিম ডোঙাটাকে পরিষ্কার করে ফেললো। আমি বৈঠা ঠিক করে রাখলাম। দূরে বাঁকের মাথায় একখানা স্টীমার পারে লাগানো ছিল। প্রায় ঘন্টা দুই হবে। শহর থেকে প্রায় তিন মাইল উজানে। মাল তুলছিল।

রাজাবাহাদুর বললো : "দেখছো না, আমি যেভাবে পোশাক পরেছি, তাতে মনে হয় আমি যদি সেন্ট লুই কিংবা সিনসিনাটি কিংবা কোন বড় জায়গা থেকে এখানে আসার ভাব করি, তা'হলে ভালই হবে। হাকেলবেরী, আমরা ওটাতে চড়েই ওখান থেকে এই গ্রামে আসবো।"

স্টীমার চড়ার লোভ দেখিয়ে আমাকে কোনখানে যাবার জন্যে দু'বার করে বলতে হয় না। আমি গ্রামের আধ মাইলটাক উপরের দিকে ডোঙাটা চালিয়ে নিয়ে গেলাম। তারপর খাড়া পারের দিক দিয়ে স্থির পানি বেয়ে এগিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি নিরীহ গোবেচারীর মতো একটি গ্রাম্য যুবক একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে মুখের ঘাম মুচছে। আবহাওয়া ছিল ভীষণ গরম এবং তার সঙ্গে ছিল দুটো বড় কার্পেটের থলি।

"নৌকাটা নাক বরাবর দিয়ে পারেতে লাগাও তো।" রাজা-বাহাদুর আমাকে বললো। আমি তাই করলাম।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ মিয়া?"

"স্টীমারের জন্যি যাচ্ছি। আমি অরলিন্সে যাব।"

"উঠে এসো" রাজাবাহাদুর লোকটাকে বললো। "এক মিনিট দাঁড়াও। আমার এই চাকর ছোকরাটা তোমার ব্যাগ নামিয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। যাও, এবার নামো, লোকটাকে সাহায্য করো এডলকাস"—আমাকে উদ্দেশ্য করেই দেখি রাজাবাহাদুর এ কথা বললো।

আমি তাই করলাম, তারপর আমরা তিন জন আবার চলা শুরু করলাম। যুবকটি খুব ধন্যবাদ দিতে লাগলো। সে বললো যে, এ রকম আবহাওয়ায় তার বোঁচকা নিয়ে চলা খুব কঠিন ব্যাপারই ছিল বটে। সে রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলো, সে কোথায় যাচ্ছে।

রাজাবাহাদুর বললো, তারা নদী দিয়ে ভাটিয়ে এসেছে এবং অন্য একটি গ্রামে এসে উঠেছে। এখন কয়েক মাইল উজিয়ে যাচ্ছে, তার কোন এক পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। যুবা পুরুষটি তখন বললো, "আমি আপনাকে দেখে মনে করছিলাম, ইনি নিশ্চই মিঃ উইলকস। তিনি ঠিক সময়ের কাছাকাছিতে আইসেই পৌছলেন। কিন্তু আবার মনে হয়েছিল, 'না, হয় তো ইনি তানি নন। তা না হলে নদী দিয়ে নৌকা কইরে আসতেন না। নিশ্চয় আপনি তানি নন। তাই না?"

"না, আমার নাম হোল ক্লজেট; আলেকজাণ্ডার ক্লজেট; পাদ্রী। আমার বলা উচিত, আমি পরম করুণাময়ের মাত্র একজন গরীব ভৃত্য বলে আমাকে মনে করি। তা সত্ত্বেও যদি মিস্টার উইলকস সময় মতো না আসার জন্যে কোন সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তা'হলে তার জন্যে ন্যায্যমতো দুঃখিত হতে আমার কোন বাধা নাই। আমরা মনে হয়, তিনি সে রকম কিছু হতে বঞ্চিত হন নাই।"

www.boiRboi.blogspot.com

"না, তানি অবশ্য সময় মতো না আসার জন্যি কোন সম্পত্তি থেইকে বঞ্চিত হবেন না। তানি তা ঠিকমতোই পাবেন। তবে তানি যেটা থেকে বঞ্চিত হবেন, সেটা হোল তার ভাইয়ের সঙ্গে শেষ-দেখা করতি পারবেন না। তা তানি সে জন্যে কিছু মনে না-ও করতি পারেন—কারণ তার মনের কথা তো কেউ বলতি পারে না। তবে তার ভাই তাকে মৃত্যুর আগে একবার দেখার জন্যি পৃথিবীর যে কোন জিনিস দান করতি পারতেন। কারণ তানি গত সপ্তাহে এছাড়া আর কোন কথাই কন নাই।

"যখন তাঁরা বালক ছেলেন তখন তাদের দেখা। তারপর থিকে আর তাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই। আর তার ভাই উইলিয়ামকে তো মোটেই দ্যাহেন নাই—উইলিয়াম হচ্ছে বোবা এবং কালা। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি না। পিটার আর জর্জ এরাই এদেশে আইছিলো। জর্জ হইলো তার বিবাহিত ভাইটি। সে এবং তার স্ত্রী গত বছর তারা দু'জনেই মরে গেছেন। হার্ভে এবং উইলিয়াম—এরাই মাত্র এখন বেঁইচে আছেন। তাই আমি কচ্ছিলাম, তারাও সময়মতো আইলেন না।"

"কেউ তাদের সংবাদ পাঠিয়েছিলো?"

"ও, হ্যাঁ। এক কিংবা দু'মাস হবি, যখন পিটার প্রথম অসুস্থ হয়্যা পড়লেন, তখন দেয়া হয়্যাছিল। পিটার বলতেন যে, তানি মনে করেন, এবার বোধহয় আর বাল হবেন না। বুঝতে পারলেন না। তানি বেশ বুড়ো হয়্যা গিয়েছিলেন, এবং ভাই জর্জের মায়্যারা তাকে সঙ্গদানের জন্যে খুব কম বয়সেরই বলতি হবে। খালি মেরী জেইন—সেই লাল চুলওয়ালা মায়্যাটি ছাড়া। সুতরাং তিনি এক রকম খুব একাকী অনুভব করতেন। জর্জ এবং তার বৌ মারা যাবার পর জীবিত থাকার জন্যি তার খুব বড় একটা ইচ্ছা ছেল না। তানি হার্ভেকে দেখার জন্যি অত্যন্ত অস্থির হয়্যাছিলেন এবং উইলিয়ামকেও অবশ্যি। এর মানে হইলো যে, তানি ঐ প্রকৃতির লোক ছেলেন, যারা নাকি উইল করার কথা চিন্তা করতেও পারেন না। তানি হার্ভের জন্যি একখানা চিঠি লিখে রেইখে গেছেন এবং তার টাকা কিভাবে লুকানো রইয়েছে, তা তাতে বলেছেন। আর তার বাকী সম্পত্তি জর্জের মায়্যাদের মধ্যে কিভাবে ঠিকমত ভাগ করে দিতে হবি, সে কথাও তাতে লিখে গেছেন। কারণ জর্জ তাদেরকে কিছুই দ্যা যান নাই আর এই চিঠিটাই একমাত্র দলিল, যার উপর সবাই তাকে ধরে সই করাতে পেইরেছে।"

"হার্ভে এলো না কেন, তার কারণ বলতে পারো? সে কোথায় থাকে?"

"ওহ! তানি তো ইংলণ্ডে থাকেন! সেখানেই পাদ্রীগিরি করেন। এদ্যাশে মোটেই আসেন নাই। আর এখানে আসার মতো তার সময়ও ছেল না। তা'ছাড়া এমনও হতি পারে, সে চিঠি হয়তো পানও নাই—বুঝলেন?"

"অতি খারাপ, আহা গরীব বেচারা, তার ভাইদেরকে জীবিত থেকে দেখে যেতে পারলো না। আচ্ছা তুমি তো বললে যে, অরলিন্সে যাচ্ছ। তাই না?"

হ্যাঁ, কিন্তু সেডা, আমি যা করতি চাচ্ছি, তার অংশ মাত্তর। আমি আসলে আগামী বুধবার একটা জাহাজে রিও-জেনেরিও যাচ্ছি। সেখানে আমার কাকা থাকে।"

"হ্যাঁ, খুব লম্বা যাত্রা অবশ্য, কিন্তু ভারি চমৎকার। আহা, আমিও যদি যেতে পারতাম! মেরী জেনই সব চাইতে বড়, তাই বললে না! অন্যেরা কত বড়?"

"মেরী জেইনের বয়েস উনিশ বছর, সুসানের হোল পনোরো। আর জোয়ান্নার প্রায় চৌদ্দ—সে-ই খুব কাজের। তবে তার ঠোঁটটা খরগোশের মতো চেরা।"

"আহা! বেচারীরা এই বেদরদী পৃথিবীতে একলা হয়ে পড়া কি কঠিন ব্যাপার!"

"তাদের অবস্থা আরো খারাপ হতি পারতো। তবে বুড়ো পিটারের অনেক বন্ধু আছেন, তাই রক্ষা। তারা অবশ্যি দেখবেন কেউ যেন কোন রকমে ক্ষতি করতি না পারে! ব্যাটিস-এর পাদ্রী হবসন আছেন, বড় পাদ্রী লট হভে রইয়েছেন। তা ছাড়া বেনরাকার, এবনর ও শ্যাকলফোর্ড এবং উকিল লেভিবেল, ডাক্তার রবিনসর ও এঁদের স্ত্রীগণও রইয়েছেন। বাটলি সাহেবের বিধবাটিও অবশ্য আছেন এঁদের সাথে। পিটারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে ছিল, তাই পিটার যহন ইংলণ্ডে চিঠি লিখতেন তখন এনাদের কথাও লিখতেন। সুতরাং হার্ভে সাহেব এসে পৌঁছলেই জানতে পারবেন তাঁর বন্ধুদের কোথায় খুঁজলি পাওয়া যাবি।"

যাক, এইভাবে আমাদের বুড়ো প্রশ্ন করে করে যুবকটির পেট থেকে সব কিছু খালাস করে ফেললো। আল্লা-মালুম। সে এই গ্রামের উইলকস-পরিবার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি লোক এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওয়াকিফহাল হয়ে পিটারের ব্যবসা সম্বন্ধে জানলো—চামড়ার কারখানা ছিল তাঁর। জর্জ ছিলেন ছুতার। হার্ভে হলেন একজন ভিন্ন মতাবলম্বী—পাদ্রী—ইত্যাদি—ইত্যাদি। এইভাবে চললো। তারপর রাজাবাহাদুর বললো : "তুমি মিয়া, এতদূর হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠতে চাচ্ছিলে কেন?"

"কারণ জাহাজটি অরলিন্সের একটি বড় জাহাজ। আর আমার ভয় ছিল যে, রাস্তায় হয়তো ওটা থামবি না। ডাকলি থামবি না। যখন জাহাজগুলো অনেক দূরে যায়, তখন রাস্তায় ডাকলি থামে না। সিনসিনাটি-মুখী জাহাজগুলো অবশ্য থামে, কিন্তু এটা হইলো সেন্ট লুইগামী।"

"পিটার উইলকস কি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন?"

"হ্যাঁ, বেশ ভালো অবস্থার লোক ছেলেন। তাঁর অবশ্য কয়েকখানা বাড়ি ও জমি আছে। অনেকে কয় যে, তানি চার-পাঁচ হাজার ডলার নগদ কোনখানে লুকায় রেইখে গেছেন।"

"তিনি কখন মারা গিয়েছিলেন কই নাই তো? গতরাত্রি মারা গেছেন।"

"তাঁর জানাজা কালই হবে বোধহয়।"

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ, দুপুর বেলার দিকে।"

"ভারী দুঃখের বিষয়। আমাদের সবাইকে কোন-না-কোন সময় যেতেই হবে। সুতরাং আমাদের যা করা দরকার, তা হোল তার জন্যে তৈরি হয়ে থাকা। তাহলেই সব ঠিক থাকবে।"

"হ্যাঁ জনাব, এডাই সব চেয়ে ভাল উপায়। আমার মা-ও তাই কতেন।"

যখন আমরা জাহাজটির সঙ্গে নৌকাটা লাগালাম, তখন মালতোলা শেষ হয়ে গেছে। একটু পরেই জাহাজটি ছেড়ে চলে গেল। রাজাবাহাদুর জাহাজের উপরে ওঠার কথা কিছুই বললো না। সুতরাং আমার জাহাজ চড়ার সুযোগটা শেষ পর্যন্ত হারালাম। জাহাজটি যখন চলে গেল, তখন রাজাবাহাদুর আমাকে দিয়ে আর একমাইল উজানে নৌকাটা বাইরে নিয়ে গেল। তারপরে পারে নামলো। বললো, "যাও, তাড়াতাড়ি করে ফিরে যাও। এক্ষুনি, লাট-বাহাদুরকে নিয়ে এসো। নতুন কার্পেটের থলিগুলোও নিয়ে এসো! আর হ্যাঁ, ও যদি এর মধ্যে নদীর ও-দিক গিয়ে থাকে, তাহলে সেখানেই যাও। তাকে গিয়ে ধর। তাকে বলো যে সে যেন এখানে গড়িমসি না করেই চলে আসে। ঝটপট বেরোও। চলে যাও, এক্ষুনি।" আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সে কি মতলব পাকিয়েছে! কিন্তু আমি কিছুই বললাম না লাট-বাহাদুরকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম। ডোঙাটি আমরা লুকিয়ে রাখলাম। তারপর ওরা কাঠের একটা গুঁড়ির উপরে গেলো। এবং রাজাবাহাদুর লাট-বাহাদুরকে সব কিছুই বললো। ঠিক যেমন করে ঐ জোয়ান লোকটি সব কিছু তাকে বলেছিল হুবহু অমনি করে—প্রতি কথা সে ইংরেজদের মতো করে বলার চেষ্টা করছিল। তার মতো একজন হোঁৎকার পক্ষে, বলা যায়, বেশ ভালোই হচ্ছিল, আমি তাকে নকল করতে পারবো না, সুতরাং নকল করার চেষ্টাও করবো না। কিন্তু সে সত্যিই এ-কর্মটি ভালরূপেই করেছিল।

তারপরে সে বললো : "বিল্‌জ-ওয়াটার তুমি বোবা এবং কালা সাজাটা কি রকম ভাবে সমাধান করতে পারবে মনে করো।" লাট-বাহাদুর তাকে বললো, সে তার উপর সেটা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারে। সে কালা ও বোবার অভিনয় বহুত থিয়েটারে করেছে। সুতরাং তারা জাহাজ আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঠিক দুপুরের মাঝামাঝি দু'একখানা ছোট স্টীমার আসলো বটে কিন্তু বেশি দূর থেকে কোন জাহাজ আসে নাই। কিন্তু বেশ বড় একখানা জাহাজ এলো এবং তারা হাত উঁচু করে থামতে বললো। জাহাজটি তার জালি বোট পাঠিয়ে দিলো। জাহাজটি সিনসিনাটি থেকে আসছিল। যখন তারা দেখলো যে, আমরা মাত্র চার-পাঁচ মাইল যাবো, তখন তারা রেগে টং হয়ে গেল। আমাদেরকে গালিগালাজ করতে লাগলো। এবং বললো যে, আমাদেরকে নামিয়ে দেবে না।

রাজা বাহাদুর খুব শান্তভাব ধারণ করেছিল। সে তাদেরকে বললো, যদি কোন ভদ্রলোক মাইল প্রতি এক ডলার করে তাদেরকে জাহাজে তুলে নেওয়ার জন্যে এবং আবার নামিয়ে দেওয়ার জন্যে দিতে পারে, তাই না?"

সুতরাং তারা বেশ নরম হয়ে গেল। বললো ঠিক আছে। আমরা যখন গ্রামটির কাছে এলাম, তখন তারা আমাদেরকে জালি বোটে পারে নামিয়ে দিয়ে গেল। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন লোক আমাদের জালি বোটকে পারে আসতে দেখে জমা হয়েছিল। রাজাবাহাদুর তাদেরকে বললো : "জনাব, আপনারা বলতে পারেন, পিটার উইলকস্ কোথায় থাকেন?"

তারা এ-ওর দিকে চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলো। মাথা নেড়ে এমন ভাব দেখালো, যেন বলছে, তা মিয়া, আমি বলি নাই? তারপর তাদের একজন খুব নম্র এবং মোলায়েমভাবে বললো : "জনাব আমরা বড় দুঃখিত। আমরা বড়ো জোর বলতে পারি তিনি গতকাল রাত পর্যন্ত কোথায় থাকতেন!"

এক পলকের মধ্যে এই ফালতু বুড়ো লোকটি একেবারে যেন ভেঙে পড়লো এবং লোকটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল—তার থুত্‌নীটা লোকটির স্কন্ধের উপর রেখে অঝোরে কেঁদে তার পিঠ ভাসিয়ে দিল। বললো : "হায়, হায়, আমার হতভাগা ভাইয়া মারা গেছে। আমরা তাকে দেখতে পাবো না। ওহ! বড়ো শক্ত আঘাত, এ বড়ো শক্ত আঘাত।" তারপর সে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মুখ ফিরালো। আহাম্মকানা ভাবে লাট-বাহাদুরকে ইশারায় অনেক কিছু বুঝালো। নাউজোবিল্লাহ! কি বলবো! সে-ও তার কার্পেটের থলেটি ফেলে দিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। এই দুজনের মতো পেটাই-করা জঘন্যতম কোন ব্যক্তিকে আমি জীবনে দেখি নাই।

যাক, লোকেরা একে একে এসে জড়ো হতে লাগলো এবং সহানুভূতি দেখাতে ও নানা রকম প্রবোধ দিতে লাগ্‌লো। তারপর তাদের কার্পেটের থলেগুলো পাহাড় বেয়ে নিয়ে গেলো এবং ওরাও তাদের উপর ভর করে কাঁদতে কাঁদতে চললো। তারা রাজাবাহাদুরকে পিটারের শেষ মুহূর্তের সব কথা খুলে বললো। ইশারা করে লাট-বাহাদুরকে বুঝিয়ে দিলো। তারা সেই মৃত চামড়ার ব্যবসায়ীটিকে লক্ষ্য করে অন্ততঃ বারটি প্রিয়জন হারানোর মতো এ-রকম শোকাহত ভাব দেখাতে লাগলো, যা কহতব্য নয়। আমার জাতের দোহাই, এই দৃশ্যের মতো দৃশ্য আমি জীবনে আর দেখি নাই! তাদের কাণ্ড কারখানা দেখে যে কেউ এই মানুষ জাতির একজন মনে করে যথেষ্ট লজ্জিত হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হাসি-কান্নার দোলায়

দু'মিনিটের মধ্যে সারা শহরটিতে' খবর রটে গেল। আপনি থাকলে দেখতে পেতেন, লোকেরা চারদিক থেকে রাস্তা বেয়ে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে আসছিল। কেউ কেউ কোট পরতে পরতে দৌড়োচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা ভিড়ের ভিতর পড়ে গেলাম, চার দিক থেকে লোক ছুটে আসার পদধ্বনি সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজের মতোই শোনাচ্ছিল। জানালা এবং দরজাগুলো লোকে ভর্তি। প্রত্যেক মিনিটে কেউ না কেউ বেড়ার উপর দিয়ে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল : "এরাই নাকি?"

আবার পানি নিয়ে দৌড়ে আসছে, এমন কেউ মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিচ্ছিল, "কসম খেয়ে বলছি এরাই!"

আমরা যখন বাড়িটায় গেলাম, তখন দেখি সেটার সামনের রাস্তাটা মানুষে ভর্তি। মেয়ে তিনটি দরজার উপর দাঁড়ানো। মেরী জেইন-এর লাল চুলই দেখলাম। অন্যের মতোই, কোন তফাৎ নেই। কিন্তু যাকে বলে ভয়ঙ্কর সুন্দরী, দেখলাম সে তাই। তার কাকাকে আসতে দেখে সে এত খুশী হোল যে তার মুখ এবং চোখ মহিমার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রাজাবাহাদুর তার হস্ত প্রসারিত করে ধরলো এবং সে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে এলো। এবং কাটা-ঠোঁটও এগিয়ে গেল লাট-বাহাদুরের উদ্দেশ্যে এবং তারা দু'-জনেই যথাস্থানে আশ্রয় পেলো। সবাই বিশেষ করে মেয়েলোকেরা পুনর্মিলিত হতে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললো। যাক শেষ পর্যন্ত এদের সময়টা ভালই কাটবে।

অতঃপর রাজাবাহাদুর লাট-বাহাদুরের সঙ্গে কি একটা মতলব আঁটলো—আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম—তারপর কফিন বাক্সটির উদ্দেশে চারদিকে তাকালো। এক কোণে দুখানি চেয়ারের উপর সেটা রক্ষিত আছে দেখতে পেলো। তখন সে আর লাট-বাহাদুর একজন অন্যজনের ঘাড়ের উপর একখানি হাত রেখে অন্য হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ধীর গম্ভীরভাবে সেখানটায় গেল। তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে প্রত্যেকে পিছে হটে যেতে লাগলো। সব কথা-বার্তা এবং গোলমাল লোকে 'হুস' 'হুস' করে থামিয়ে দিলো। লোকেরা তাদের হ্যাটগুলো তুলে নিলো এবং মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। সবাই এত চুপচাপ হয়ে গেল যে, একটি আলপিন পড়লেও আপনি তার শব্দ শুনতে পেতেন না। তারা কফিন বাক্সটার কাছে গিয়ে উপুড় হয়ে বাক্সের ভিতরে একবারটি দেখলো, তারপর হু হু করে এত জোরে কেঁদে উঠলো যে, আপনি যদি অরলিন্সে থাকতেন, তাহলে তাদের কান্নার বেশির ভাগই শুনতে পেতেন। তারপর তারা একজন আর এক জনের গলা দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরলো এবং একজনের ঘাড়ের উপর আর জনের থুত্‌নি রাখলো। তারপর তিন মিনিট হবে, কিংবা চার মিনিটও হতে পারে,

এমনি চেখের পানি ছেড়ে দিল যে, সে রকম কস্মিনকালেও দেখা যায় না। মনে করুন প্রত্যেকেই তখন এই কর্মটিই করতে লাগলো। জায়গাটি এমন স্যাতস্যাতে হয়ে উঠলো যে, আমার মনে হয়, জন্মেও আমি আর এ রকম দেখি নাই। তারপর একজন কফিন বাক্সটির একদিকে গেল এবং অন্যজন অন্যদিকে গেল। তারপর হাঁটু গেড়ে মাথাটি কফিন বাক্সের উপর রাখলো। সকলকে প্রার্থনা করতে বললো। তখন যে অবস্থাটা হোল, তা আপনি কখনও ভাবতে পারবেন না। প্রত্যেকেই কান্নায় ভেঙে পড়লো। জোরে জোরে ফোঁপাতে লাগলো। আর বেচারী মেয়েগুলো! মহিলারা তাদের কাছে গেল। কিছু না বলে খুব গাম্ভীর্য সহকারে কপালের উপর চুমু খেলো এবং দরদর ধারে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মেয়েদের মাথার উপর হাত রেখে কান্নায় ফেটে পড়ে নাক সাফ করতে করতে অন্য মহিলাদেরকেও শোক প্রকাশের অবকাশ দেওয়ার জন্যে সরে পড়তে লাগলো। এরকম ঘিন-ঘিন কাণ্ড কেউ জীবনে দেখে নাই!

যাক, শিগগীরই রাজাবাহাদুর উঠলো, একটুখানি এগিয়ে এলো। তারপর চেষ্টা করে কান্নায় জবজবে একটা বক্তৃতা দিলো। বক্তৃতাটা চোখের পানির জোয়ার এবং ফষ্টি-নষ্টিতে ভরে ফেললো। যেমন, তার গরীব ভাইকে হারানো তাদের জন্যে যে একটা কঠোর পরীক্ষা তা বললো, চার হাজার মাইল দূর থেকে এসেও ভাইকে জীবিত দেখতে না পাওয়া যে কি চরম দুঃখের তাও বললো। আবার বললো, এই যে পরীক্ষা, তা আজ যাঁরা এসেছেন তাঁদের সহানুভূতি এবং চোখের পানির দ্বারা পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তার নিজের বুকের মধ্য থেকে সে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। মুখে তারা সব কথা বলতে পারছে না, কারণ তারা দুর্বল এবং হতাশ হয়ে পড়েছে। এরকম সব বাজে এবং মামুলি কথা বলতে লাগলো যে, আমার গা ঘিন-ঘিন করতে শুরু করলো। সবশেষে সে কান্নার সুরে মিষ্টি করে 'আমিন' 'আমিন' বললো। নিজেকে হারিয়ে ফেলে এরকম হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো যে, মনে হোল ফেটে পড়বে বুঝি।

ঠিক যে মুহূর্তে সে কথাগুলো শেষ করলো, অমনি কোন একটি লোক আরাধনার একটি সঙ্গীত আরম্ভ করে দিলো। প্রত্যেকেই চিৎকার করে তার সঙ্গে সেটা গাইতে লাগলো। গানটা সবাইকে খানিকটা গরম করে তুললো। মনে হোল, গীর্জার গানটাই সমস্বরে গীত হচ্ছে। এতক্ষণ ধাঙরদের চর্বি-ঘাঁটা এবং শূকরের গা ধোওয়ার মতো নোংরা কাণ্ড-কারখানার পর গানটা আরামদায়ক এবং ছন্দময় লাগলো। এরকম পূর্বে আমি আর অনুভব করি নাই। মনে হোল অন্ততঃ সাধু এবং মহৎ একটা ব্যাপার এতক্ষণে ঘটলো।

তারপরে রাজাবাহাদুর আবার তার চোপড়াবাজি শুরু করলো। বললো, এই পরিবারের প্রধান বন্ধু যাঁরা রয়েছেন তাঁরা যদি আজ রাতে তাদের সঙ্গে খানা খান এবং মৃতের ভস্ম সমাহিত করার জন্যে সাহায্য করেন তা'হলে, সে এবং তার ভ্রাতষ্পুত্রীরা খুশী হবে। তারপর সে বললো, যদি তার মৃত ভাইটি আজ কথা

www.boiRboi.blogspot.com

বলতে পারতো, তাহলে, কার নাম করতো তা সে জানে কারণ যে সব নাম তার প্রিয় ছিল সে সব নাম তার চিঠিতে প্রায়ই জানাত, তাদের সে নাম সে এমনিভাবে বলতো : পাদ্রী মিঃ হবসন; ধর্মযাজক লট হর্তে, মিঃ বেন রাকার, এবনার শ্যাকেলফোর্ড, লেভী বেল, ডাঃ রবিনসন আর এঁদের স্ত্রীগণ ও বাটলি সাহেবের বিধবা পত্নী।

পাদ্রী হবসন এবং ডাঃ রবিনসন দুজনেই শহরের অন্যপ্রান্তে একত্রে শিকারে বেরিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমি যা বলতে চাই, তা হোল, এই ডাক্তারটি কোন লোককে হয়তো ভবতরী দিয়ে ওপারে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছেন, আর পাদ্রীটি তাকে ঠিক পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। উকিল বেল সাহেব লুইভিলে কোন কাজে গিয়েছেন। আর অন্য সকলে যাঁরা হাতের কাছে ছিলেন, তাঁরা একে একে এসে রাজাবাহাদুরের করমর্দন সাঙ্গ করলেন। তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর তাঁরা লাট-বাহাদুরের সাথে করমর্দন করলেন কিন্তু কিছু বললেন না। শুধু একটুখানি হেসে মাথাটা চারা গাছের মতো নাড়ালেন। আর লাট-বাহাদুরও যত রকমে সম্ভব হাত নেড়ে তাঁদেরকে গো-গো-গো-গো —গো বলে বোঝাতে লাগলো। একটি শিশু—যে কথা বলতে পারে না, ঠিক তার মতো করে বলতে লাগলো।

তারপর রাজবাহাদুর গড়গড় করে প্রত্যেক মানুষ এবং কুকুর সম্বন্ধে নামধাম উল্লেখ করে করে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। কখন-সখন যে-সব ঘটনা শহরে ঘটেছে, কিংবা জর্জের পরিবার কিংবা পিটারের সম্বন্ধে যা ঘটেছে, সে-সবের কিছু কিছু উল্লেখ করলো। বললো, সব সময়ই পিটার তাকে এদের সংবাদ চিঠিতে জানিয়েছে। আসলে কিন্তু সব ডাহা মিথ্যা। সে এই সব খবরের প্রত্যেকটিই সেই আহাম্মক যুবক লোকটা—যাকে আমরা ডোঙা দিয়ে জাহাজে পৌঁছে দিই তার কাছে থেকে জেনে নিয়েছিল।

তারপর মেরী জেইন তার মৃত পিতা যে চিঠিটা লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেটা নিয়ে এলো। রাজাবাহাদুর চিঠিটা নিয়ে কাঁদতে লাগলো। চিঠি অনুসারে দেখা গেল যে, তাদের বসত বাড়িটা এবং তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা তিনি মেয়েদেরকে দিয়ে গেছেন। আর চামড়ার কারখানাটা, (ব্যবসা সেখানে ভালই চলছিল) এবং অন্যান্য বাড়ি-ঘর ও জমিসহ (প্রায় সাত হাজার ডলার দাম হবে) আরো তিন হাজার সোনার মোহর হার্ভেকে এবং উইলিয়ামকে দিয়ে গেছেন। তাদের নিচের তলায় মদ রাখার কোঠায়, যেখানে তা পুঁতে রাখা হয়েছে, সে জায়গাটার কথাও চিঠিতে লিখে গেছেন। সুতরাং এই দুজন জোচ্চর বললো যে, তারা নিচে যাবে এবং সেগুলো নিয়ে আসবে, প্রত্যেকটি কাজ সন্দেহাতীত এবং পরিষ্কারভাবে করবে। আমাকে একটা মোমবাতি নিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে বললো। আমরা মদের কোঠার ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। থলেটি পাওয়ার পর মোহরগুলোকে তারা মেঝের উপর ঢাললো। দেখতে অতীব চমৎকার! সবগুলো

হলদে, ঝকঝক করছে। আরে বাপ রে, রাজাবাহাদুরের চোখ জ্বলে উঠলো যেন। সে লাট-বাহাদুরের কাঁধে একটা থাপ্পড় মারলো এবং বললো: "আহা, এটা যদি একটা প্রথম শ্রেণীর কাণ্ড না হয় তবে আর প্রথম শ্রেণীর কাণ্ড বলবে কাকে? আমি তো তাই মনে করি। কিহে, লাট-বাহাদুর, কি বলো? আরকানসঅর লোকদেরকে আহাম্মক বানিয়ে যে টাকা রোজগার করলাম, সেটা কি কম বড় কাণ্ড! কিন্তু এটা সেটাকেও হার মানায়—তাই নয় কি?"

লাট-বাহাদুর বললো, "হ্যাঁ তা তো বটেই।" তারা সেই হলদে মোহরগুলোকে খুব করে হাতালো এবং তাদের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে টুং টাং করে মাটিতে পড়তে দিলো।

রাজাবাহাদুর বললো : "আর কথা বলে বিশেষ লাভ নাই। মৃত ধনী ব্যক্তিদের ভাই এবং ওয়ারিশ হওয়া তোমার ও আমার জন্যে রোজগারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, নয় কি বিল্‌জ? এটাই হচ্ছে তোমার গে ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করার ফল। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এটাই রোজগারের জন্যে সব চাইতে প্রশস্ত রাস্তা। আমি সব রকমই তো চেষ্টা করে দেখলাম, কিন্তু ভাগ্যের চাইতে রোজগারের মতো বড় রাস্তা আর নাই।"

টাকার যে তুঁজটা ছিল প্রায় প্রত্যেকেই সেটা দেখে সন্তুষ্ট হতো এবং মেনে নিতো : কিন্তু এরা সে পাত্র নয়; এরা সেটা গুণবেই এবং এরা গুণলোও। গোণার পর দেখা গেল চারশ পনেরটি ডলার কম রয়েছে।

রাজাবাহাদুর বললো : "আচ্ছা, হতচ্ছাড়া তো, আমি ভাবছি চারশ পনেরটা ডলার—সে কি করলো?"

এটা নিয়ে তারা বেশ কিছুটা চিন্তায় পড়লো। সবখানে এলোপাথাড়ি খুঁজে দেখলো। অবশেষে লাট-বাহাদুর বললো, "থাকগে, উনি একজন অসুস্থ লোক ছিলেন, হয়তো ভুলই করেছেন—কারণ এভাবে ভুল হয়, আমি জানি। সবচেয়ে ভাল হোল ক'টা মোহর ছেড়ে দেওয়া এবং চুপ করে থাকা। আমরা এ-কটি মোহর ছেড়ে দিতে পারি।"

হ্যাঁ, আমরা ছেড়ে দিতে পারি বটে! আমি অবশ্য ও-ক'টার জন্যে পরোয়া করি না। তবু এই গণনাটার জন্যে চিন্তা করছি। আমরা সাধুতা দেখাতে এবং সন্দেহের বাইরে থেকে যে কাজ করতে চাইলাম তার কি হবে? আমরা এই টাকাটা উপরে নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে গুণতে চেয়েছিলাম, যাতে কেউ কোন সন্দেহ না করতে পারে। এখন কথা হোল, মৃত ভদ্রলোক বলেছে যে, ছ'হাজার ডলার এতে রয়েছে; তুমি তো তা জানো। সুতরাং আমরা চাই নাই যে—"দাঁড়াও, দাঁড়াও" লাট-বাহাদুর বললো, "আমি তোমার এটা পুরো করে দিচ্ছি।" এই বলে পকেট থেকে হলুদ মোহর বের করতে লাগলো।

"ভারি চমৎকার একটি বুদ্ধি কাজ করলে লাট-বাহাদুর, তোমার ঘাড়ের উপর বুদ্ধি বোঝাই একটি মাথা রয়েছে, দেখছি।" রাজাবাহাদুর বললো, "দেখ

www.boiRboi.blogspot.com

আরাকানস-অর সেই ফাঁকি দিয়ে রোজগার করা টাকাটা আবার আমাদের কাজে লাগছে।" এই বলে সেও সব হলদে মুদ্রাগুলো পকেট থেকে বের করে জমা করলো।

কাজটা তাদেরকে বেশ উল্লসিত করলো, তারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে গুণে ছ'হাজার ডলার একত্র করলো।

"দেখ", লাট-বাহাদুর বললো, "আমার আর একটা কল্পনা মাথায় এসেছে। চল উপরে যাই। এই টাকাগুলো মেয়েদেরকে দিয়ে দিই।"

"বারে বাহ, লাট-বাহাদুর, "এসো তোমাকে জড়িয়ে ধরি।" এটা তোমার বেশ একটি চমকপ্রদ বুদ্ধির প্যাঁচ! তোমার মাথাটি সত্যি খুব আশ্চর্য। হ্যাঁ, এটা যে একটা উচ্চাঙ্গের ফাঁকিবাজি সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। যদি তারা এখন মনে কনো সন্দেহ আনতে চায়, তাহলে এচালে তারা একেবারে চিতপটাং হয়ে যাবে।

যখন আমরা উপরে এলাম, প্রত্যেকেই টেবিলের চারদিকে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। রাজাবাহাদুর মোহরগুলো গুণলো। গাদা দিয়ে রাখলো। তিনশ ডলার করে এক একটা গাদা বেশ সুদৃশ্য কুড়িটি ছোট ছোট তুঁজ হোল। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্তের মতো এগুলোর দিকে তাকালো আর জিভ চাঁটলো। তারপর ওরা ওগুলো আবার থলের মধ্যে ভরলো। আমি অনুভব করলাম রাজাবাহাদুর আর একটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে নিজেকে ফুলিয়ে তুলছে। সে বললো : "বন্ধু বান্ধুব, সবাই শুনুন, ঐ যে হোথায় শায়িত আমার হতভাগ্য ভাইটি, তিনি যাদেরকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে রেখে গেছেন, তাদের প্রতি উদারতাও দেখিয়ে গেছেন। আর এই যে মেষশাবকের মতো অসহায় মেয়েদেরকে রেখে গেছেন, পিতৃহীন, মাতৃহীন, এদেরকে তিনি ভাল বেসেছিলেন, আশ্রয় দান করেছিলেন। এদের প্রতিও উদারতা প্রদর্শন করে গেছেন। হ্যাঁ, আর আমরা যারা তাঁকে জানি, তারা এও জানি যে, তিনি যদি তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তার প্রিয় উইলিয়াম ও আমার মনে কষ্ট দেওয়ার কথা চিন্তা না করতেন, তাহলে এদের প্রতি আরও উদারতা দেখাতে পারতেন, হ্যাঁ, তাই, তাই করতেন না কি? অন্তত আমার মনে এ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। তা হলে সে ভায়েরাই বা কি রকম, যারা এই দুঃখের দিনে তাঁর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবে! আর চাচারাই বা কি রকম চাচা, যারা এই রকম মেষশিশুর মতো নিরীহ ভাইঝিদের উপর ডাকাতি—হা, ডাকাতিই বলছি—এই সময় ডাকাতি করবে? আমি যদি উইলিয়ামকে জেনে থাকি—আমি মনে করি ভাল রকমই জানি—বেশ, না হয় তাকে জিজ্ঞেস করি।" এই বলে তিনি মুখ ফিরালেন এবং হাত দিয়ে লাট-বাহাদুরকে নানা রকম ভঙ্গি করে দেখালেন। লাট-বাহাদুর প্রথমে যেন কিছু বুঝে নাই এমনিভাবে আহাম্মকের মতো চেয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ যেন রাজাবাহাদুরের ইশারার অর্থটা বুঝতে পারলো এবং লাফ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। আর

সাধ্যমতো গো—গো করে তার আনন্দ প্রকাশ করলো। আর রাজাবাহাদুরকে ছেড়ে দেয়ার আগে কম-সেকম পনের বার তাকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলো। রাজাবাহাদুর বলল, "আমিও জানতাম, আমার মনে হয় যেভাবে সে মত প্রকাশ করলো তাতে যে-কেউ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে তার মনোভাব কি! এই যে মেরী জেইন, সুসান এবং যোয়ান্নার, তোমরা, এই টাকা নাও—সম্পূর্ণ-টা-ই নিয়ে যাও। ঐ যে ওখানে শায়িত রয়েছে যে, এ তারই দান, ঘটনাটা হিমশীতল করুণ বটে, কিন্তু আনন্দদায়ক।"

মেরী জেইন এগিয়ে তার কাছে গেল, সুসান এবং ঠোঁট-চেরা মেয়েটি লাট-বাহাদুরের নিকট গেল, তারপর আলিঙ্গন এবং চুম্বনের এমন পালা চললো যে, সে-রকমটি আমি এ পর্যন্ত দেখি নাই। প্রত্যেকেই অশ্রুভরা চোখে তাদের পাশে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো এবং সেই দুটি জোচ্চোরের সঙ্গে করমর্দন করে সর্বক্ষণ বলতে লাগলো : "সত্যিই আপনারা খুব বড় আত্মাওয়ালা! কি চমৎকার! কি করে এমন হতে পারে।" পরক্ষণেই আবার সকলেই মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় লেগে গেল। তিনি কেমন ভাল লোক ছিলেন, তাঁকে হারানো যে কি ক্ষতিকর—এই সব। বেশি সময় কাটার আগেই—লোহার মতো চোয়ালওয়ালা একটা লোক রাস্তা করে করে বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকলো এবং দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে ও শুনতে লাগলো। সে কাউকে কিছু বললো না, কেউ তাকেও কিছু বললো না। কারণ, রাজাবাহাদুর কথা বলে যাচ্ছিল আর তারা সবাই শুনছিল। রাজাবাহাদুর তার আগের কথার তাল রেখে বলে চললো—"তারা মৃত ব্যক্তির বিশিষ্ট বন্ধু। সেই জন্যেই তাদেরকে অদ্য সন্ধ্যায় এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু আগামীকাল আমরা চাই সবাই আসবেন—আপনারা প্রত্যেকেই। কারণ তিনি সবাইকে সম্মান করতেন, সবাইকে পছন্দ করতেন। সুতরাং মৃত ব্যক্তিটির কবর দেয়ার সময় তাঁর সন্তুষ্টিক্রিয়ায় জনসাধারণ সবাই আমন্ত্রিত হবেন এটাই তো ঠিক।"

এমনভাবে রাজাবাহাদুর অবিরাম বলে চললো, যেন তার নিজের বক্তৃতা শোনার মোহে সে নিজেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল, এবং দু-চার মুহূর্ত অন্তরই 'সন্তুষ্টি' ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করছিল।

লাট-বাহাদুর আর সহ্য করতে পারলো না। সেই এক টুকরো কাগজে লিখলো, "ও রে আহম্মক, ওটা হোল অন্তেষ্টিক্রিয়া, সন্তুষ্টিক্রিয়া নয়"—এবং সেটাকে ভাঁজ করে গো-গো করে এগিয়ে লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে রাজাবাহাদুরের হাতে পৌঁছে দিল। রাজাবাহাদুর সেটা পড়ল এবং পকেটে রেখে দিল। তারপর বললো : "বেচারী উইলিয়াম, কথা বলতে না পারলেও তার অন্ত:করণটা ঠিক আছে। আমাকে বলতে বলেছে যেন সবাইকে সাদরে নিমন্ত্রণ করি। কিন্তু তার সে চিন্তা করার দরকার নাই; কারণ, আমি তার সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর আবার কিছুটা কথার বুনুনী চললো। পূর্বের মতোই সন্তুষ্টিক্রিয়া কথাটি কখনো-সখনো আমদানী করতে লাগলো। তারপর যখন তৃতীয়বার ওটা উল্লেখ করলো, তখন বললো : 'আমি সন্তুষ্টিক্রিয়া বলছি, তা এই জন্যে নয় যে, লোকে এটা সাধারণত বলে; সাধারণত : বলে না বলেই ওটা আমি ব্যবহার করছি। অবশ্য সাধারণ লোক এটাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলে, কিন্তু সন্তষ্টি-ক্রিয়াটাই হোল ঠিক শব্দ। অন্তেষ্টিক্রিয়া কথাটি এখন আর বিলাতে ব্যবহার হয় না। এটা প্রথার বাইরে চলে গেছে। আমরা ইংলন্ডে সন্তুষ্টি-ক্রিয়া বলি। ওটাই ভাল, কারণ ওটাতে অর্থটা ঠিকভাবে প্রকাশ পায়। এ কথাটি গ্রীক অর্গো থেকে এসেছে, অর্থ হোল বহির্দেশে, উন্মুক্ত জায়গায় এবং ঘরের বাইরে। এবং হিব্রুতে কথাটির অর্থ হোল প্রোথিত করা, ঢেকে দেওয়া। সুতরাং এ থেকেই কবর দেওয়া কথাটি এলো, তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন সন্তুষ্টিক্রিয়ার অর্থ হোল উন্মুক্ত জায়গায় জনসাধারণ দ্বারা যে কবর প্রদান করা হয়—তাই।

আমার মনে হোল সে এর চাইতে বেকায়দায় আর কখনো পড়ে নাই। সেই লৌহ-চোয়াল লোকটি, তার মুখের উপর হো হো করে হেসে উঠলো। এতে প্রত্যেকেই মর্মাহত হোল। প্রত্যেকেই বললো, "একি ডাক্তার, আপনি?" এবনার শ্যাকেলফোর্ড বললো : "কেন, রবিনসন, তুমি কি খবর শোন নাই? ইনিই তো হার্ভে উইল্‌ক্‌স।"

রাজাবাহাদুর আগ্রহের সঙ্গে হাসলো। হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলো এবং বললো : "ইনিই কি আমার হতভাগ্য ভাইয়ের নিকটতম বন্ধু, ডাক্তার ভদ্রলোকটি?.আমি—"

"আমার গা থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও!" ডাক্তার বললো, "তুমি ইংরেজের মতো কথা বলছো, তাই নয় কি? এটা সব চাইতে রদ্দি নকল করার চেষ্টা। তুমি পিটার উইল্‌কসের ভাই! তুমি একটি ভণ্ড—তুমি আসল ভণ্ড।"

হতভম্ব হয়ে সবাই কথাটা শুনলো। সবাই ডাক্তারের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। বললো, অন্ততঃ চল্লিশটি উপায়ে হার্ভে প্রমাণ করেছে সে হার্ভে; সে প্রত্যেকটি মানুষকে নামে চিনেছে; এমনকি কুকুরগুলোকে পর্যন্ত; তারা সব অনুনয় করতে লাগলো এবং অনুরোধ করে বলতে লাগলো, সে যেন হার্ভে আর দুঃখী মেয়েগুলোর মনে কষ্ট না দেয়। কিন্তু কোন ফল হোল না; সে প্রচণ্ড বেগে তার উপর চোটপাট করে চললো। বললো, কোন লোক যদি ইংরেজদের নকল করে কথা বলার চেষ্টা করে ওর মতো অকৃতকার্য হয়, তাহলে সে ওর মতো ভণ্ড এবং মিথ্যাবাদীই প্রমাণিত হবে। বেচারী মেয়েগুলো রাজাবাহাদুরের সঙ্গে লেপ্‌টে থেকে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো; হঠাৎ ডাক্তার ঘুরে তাদেরকেই ধরলো। বললো : "আমি তোমাদের বাবার বন্ধু, সুতরাং তোমাদের বন্ধু। আমি তোমাদের একজন সত্যিকার বন্ধু, আমি তোমাদের হিত চাই। তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে বন্ধু হিসেবেই

বলছি যে, তোমরা ঐ বদমাইশ, বাউণ্ডুলে এবং গ্রীক-হিব্রুর জ্ঞানফলানো মূর্খ লোকটির উপর থেকে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে নাও। ও একজন অতিরিক্ত ফালতু ধরনের প্রতারক। কোনখান থেকে অন্তঃসারশূন্য কিছু নামধাম সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে আর তোমরা তাকেই প্রমাণ বলে ধরছ। কতকগুলো আহাম্মক বন্ধুর সাহায্যে নিজেদেরকে বোকা বানাচ্ছ। ওদের অন্ততঃ এসব জানা উচিত ছিল। মেরী জেইন উইলকস তুমি আমাকে তোমার বন্ধু হিসেবে, নি:স্বার্থ বন্ধু হিসেবে জানো। এখন আমার কথা হোল এই হতচ্ছাড়া পাজীটাকে এক্ষুণি বের করে দাও—আমি তোমাকে তা করতে অনুরোধ করছি। করবে না?"

মেরী জেইন নিজে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এ খোদা, লোকটা কতো চমৎকার! সে বললো : "এই আমার উত্তর।" সে টাকার থলেটি তুললো। সেটা রাজাবাহাদুরের হাতে দিয়ে বললো : "এই ছ' হাজার ডলার নিন, যেভাবে আপনার ইচ্ছা আমার ভগ্নিদের জন্যে এগুলো কারবারে লাগান; এর জন্যে আমাদেরকে কোন রশিদ পর্যন্ত দিতে হবে না।"

তারপর সে এক পাশ দিয়ে রাজাবাহাদুরকে জড়িয়ে ধরলো আর সুসান ও ঠোঁট-চেরা মেয়েটি অন্য পাশ দিয়ে তাই করলো। প্রত্যেকেই তখন করতালি আর মেঝেতে জোরে জোরে পদাঘাত করতে লাগলো। মনে হোল যেন ঝড় উঠেছে। রাজাবাহাদুর তার মাথা উঁচু করে গর্বের হাসি হাসতে লাগলো। ডাক্তার বললো : "বেশ, তাই হোক। আমি এ ব্যাপার থেকে হাত ধুয়ে ফেললাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, এমন সময় আসবে যখন তোমরা এই দিনটিকে মনে করে কাতর হয়ে পড়বে।" কথাটা শেষ করেই সে চলে গেল সেখান থেকে।

"ঠিক আছে ডাক্তার", রাজাবাহাদুর বললো। একরকম বিদ্রূপ করেই বললো, "তখন এদেরকে দিয়ে তোমাকে ডাকাবো।" একথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। বললো, "পাল্টা আঘাত বেশ যুৎ মতোই দেয়া হয়েছে।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

রাজার লুটের মাল আমি চুরি করলাম

যাক, সবাই চলে গেল। রাজাবাহাদুর মেরী জেইনকে জিজ্ঞাসা করলো, তাদের বাড়তি কামরা কিছু আছে কিনা। জেইন বললো তাদের একটা বাড়তি কামরা আছে। সেটায় উইলিয়াম কাকার চলবে। তার নিজের কামরাটা সে হার্ভে কাকাকে দেবে, এ কামরাটা ওটার চাইতে একটু বড়। সে তার বোনদের কামরায় চলে যাবে আর সেখানে একটি ক্যাম্প-খাটের উপর শোবে। চিলে-কোঠায় চৌকোমতো একটা কামরা ছিল। তার ভিতরে একটা খড়ের গদিও

www.boiRboi.blogspot.com

বিছানো ছিল; রাজাবাহাদুর বললো ঐ চৌকা কামরাটা তার চাকরটির জন্যে চলবে—চাকরটি বলতে আমাকে বুঝালো।

সুতরাং মেরী জেইন আমাদেরকে উপরে নিয়ে গেল এবং আমাদেরকে তাদের কামরা দেখালো। কামরাগুলো সাদাসিধে এবং সুন্দর। সে বললো, তার ফ্রকগুলো ও অন্যান্য জিনিসপত্র যা সেখানে রয়েছে, তা যদি হার্ভে কাকার অসুবিধে ঘটায় তাহলে সেগুলোকে কামরা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু রাজাবাহাদুর বললো তার দরকার নাই। ফ্রকগুলো দেওয়ালের গায়ে ঝুলছিল; সেগুলোর সামনে দিয়ে একটা বড় সুতি পরদা মাটি পর্যন্ত লটকানো ছিল। এক কোণে একটা লোমের তৈরি বাক্স ছিল। অন্য কোণে ছিল একটা গীটারের বাক্স। এমন হাজারো রকম ছোটখাটো অকেজো জিনিস, যা দিয়ে মেয়েরা ঘর সাজায়, সে-সব সেখানে ছিল।

রাজাবাহাদুর বললো, এগুলো থাকলে বরং তার আনন্দই লাগবে। কারণ নিজের বাড়িতে রয়েছে বলে তার মনে হবে। লাট-বাহাদুরের কামরাটি ছোট ছিল বটে, কিন্তু বেশ ভালই ছিল। আমার কোঠাটিও তেমনি।

সে রাত্রিতে তাদের একটা বড় ভোজ হোল। পুরুষ এবং মেয়ে উভয়েই ভোজে উপস্থিত ছিল। আমি রাজাবাহাদুরের এবং লাট-বাহাদুরের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের খিদমতগারী করতে লাগলাম। অন্যদের, নিগ্রো চাকরগুলো করলো। মেরী জেইন টেবিলের এক মাথায় বসলো এবং সুসানকে তার পাশে বসালো। খাওয়ার সময় বলতে লাগলো : "ইস্ বিস্কুটটা কি রকম খারাপ হয়েছে, আচারটা যাচ্ছে-তাই; মুরগীর রোস্ট কি রকম শক্ত আর মামুলি"—এই ধরনের সব আজেবাজে কথা, মেয়েরা প্রশংসা আদায় করার জন্যে যেমন বলে, তেমনি বলতে লাগলো। অথচ সবাই জানে যে সব কিছুই ভালো হয়েছে। তারা তাই পাল্টা বললো : "মাশে আল্লা, বলুন তো এত সুন্দর বাদামী ও ভালো বিস্কিট কোথায় পেলেন? আর এই অদ্ভুত আচার যোগাড় করলেন কোত্থেকে?" এই রকম সব আহাম্মকিয়ানা খোশালাপ, আপনি জানেন, যা খানাপিনায় চলে, তাই চলতে লাগলো।

সময়ে সব শেষ হোল। তখন আমি আর চেরা-ঠোঁট মেয়েটি, আমরা দুজনে বাবুর্চিখানায় বসে,—যে খানা বেঁচে গিয়েছিল, তার থেকে নিয়ে খেতে লাগলাম; অন্যরা নিগ্রো চাকরদেরকে সব কিছু পয়-পরিষ্কার করার জন্যে সাহায্য করতে লাগলো। চেরা-ঠোঁট মেয়েটি আমার কাছ থেকে ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে খবর পাম্প করে বের করার চেষ্টা করছিল। হায় রে ভাগ্য, কথার বরফ সময় সময় এতো পাতলা হয়ে যাচ্ছিল যে আটকে যাওয়ার অবস্থা!

সে বললো : "তুমি কি কখনো রাজাকে দেখেছ?"

"কাকে? চতুর্থ উইলিয়ামকে? হ্যাঁ, কসম করে বলতে পারি দেখেছি—তিনি আমাদের গির্জায় আসেন।" আমি জানতাম যে তিনি বহু বৎসর পূর্বে মারা

গিয়েছেন; কিন্তু আমি তা জানতে দিলাম না। সুতরাং আমি যখন বললাম আমাদের গির্জায় আসেন, তখন সে বললো : "কি—নিয়মিতভাবে আসেন?"

"হাঁ—নিয়মিতভাবে আসেন? তাঁর আসন ঠিক আমাদের আসনের সামনেই—পাদ্রীর বক্তৃতার জায়গাটার উল্টোদিকে।"

"আমি তো মনে করেছিলাম তিনি লণ্ডনে থাকেন?"

"হাঁ, হাঁ, লণ্ডনে থাকেন। নইলে কোথায় থাকবেন?"

"কিন্তু আমি মনে করেছিলাম তুমি শেফিল্ডে থাক?"

"আমি . . . . .

আমি দেখলাম যে কঠিন চক্কোরে পড়েছি আমার আউট হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে, সুতরাং গলার মধ্যে মুরগীর হাড্ডি আটকিয়ে দিতে হোল, যাতে আবার কি করে কথাটা চালানো যাবে, তার জন্যে চিন্তার সময় পাই। তারপর আমি বললাম : "আমি যা বলতে চাই, তাহলো এই যে, যখন তিনি শেফিল্ডে থাকেন তখন নিয়মিত আসেন। সেটা হোল গরমের মৌসুমে, সে সময় তিনি সমুদ্রে গোসল করতে আসেন কি না!

"তুমি কি করে একথা বলছো, শেফিল্ড তো সমুদ্রের উপর নয়।"

"বাঃ রে, কে বলেছে সমুদ্রের উপর?"

"কেন, তুমিই বললে তো?"

"না, আমি বলি নাই।"

"বলেছ।"

"বলি নাই।"

"বলেছ।"

"না, ওরকম কিছুই আমি বলি নাই।"

"বেশ, তা হলে কি বলেছ?"

"বলেছি, সমুদ্রের পানিতে গোসল করতে আসেন—আমি যা বলেছি তা এই।"

"বেশ, তা হলেই হোল, যেখানে সমুদ্র নাই, সেখানে সমুদ্রের পানিতে গোসল করতে আসবে কি করে?"

"শোন", আমি বললাম, "তুমি কি কংগ্রেসের পানি কখনো দেখেছো?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, সেটা পেতে কি তোমার কংগ্রেসে যেতে হয়?"

"না।"

"তা হলে চতুর্থ উইলিয়ামেরও সমুদ্রের পানিতে নাইতে হলে সমুদ্রে যেতে হয় না।"

"তা হলে সে-পানি সে পায় কি করে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ঠিক এখানে কংগ্রেসের পানি লোকে যেমন করে পায়, তেমনি করে—পিপাঁতে করে। শেফিল্ডে একটি রাজপ্রাসাদ রয়েছে, তাতে খুব বড়ো বড়ো চুলো আছে, কারণ, রাজা তো গরম পানি চাইবেন, আর তারাও রাজার জন্যে দূরে সমুদ্রের পারে অতটা গরম পানি করে উঠতে পারবে না, তাই এ-ব্যবস্থা। সমুদ্রে যাতায়াতের তেমন সুবিধা নাই।"

"ও, এবার বুঝলাম। তা তুমি এ-কথা আগেই বলতে পারতে, তাতে অনেক সময় বাঁচতো।"

যখন সে এ-কথা বললো, তখন আমি বুঝলাম যে, বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এতে আমি বেশ খুশী ও আরাম বোধ করছিলাম।

তারপর সে বললো : "তুমি কি গির্জায়ও যাও?"

"হাঁ, নিয়মিত ভাবেই যাই।"

"বসো কোথায়?"

"কেন, আমাদের বসবার জায়গাতে।"

"কাদের বসবার জায়গাতে?"

"কেন আমাদের নিজেদের—হার্ভে কাকার যে বসবার জায়গা, তাতে।"

"তার? তার আবার আলাদা বসবার জায়গার দরকার কেন।"

"বসবার জন্যে। বসবার জায়গা অন্য কি জন্যে চাইবে, তুমি মনে করো?"

"কেন, আমি মনে করেছিলাম যেখান থেকে তিনি বক্তৃতা দেন, সেখানেই তো তার বসবার জায়গা থাকবে।"

ধুত্তোর আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, সে একজন পাদ্রী। সুতরাং বুঝলাম আবার চক্কোর-র এ পড়েছি; আর একবার চিন্তা করার জন্যে আবার গলায় হাড় ফুটালাম। তারপর বললাম : "তওবা, তওবা, তুমি কি মনে করো যে, গির্জায় মাত্র একজনই পাদ্রী থাকতে হবে।"

"কেন? এর বেশি দিয়ে কি তাদের দরকার?"

"কি যে বলো—রাজাকে ধর্মোপদেশ দেবে মাত্র একজনে? তোমার মতো মেয়ে আমি আর দেখি নাই। তাদের পাদ্রী সতেরো জনের কম নাই।"

"সতেরো জন! অ-আল্লা, যত গৌরবই আমি দেখাতে চাই না কেন, সতেরো পাদ্রীকে গেঁথে তা করবো না; কেন না তাদের বক্তৃতা শুনতেই তো এক সপ্তাহ কেটে যাবে।"

"ধ্যাৎ তারা সবাই তো একদিনে ধর্মোপদেশ দেয় না—তাদের মধ্যে মাত্র একজন দেয়।"

"বেশ, তা হলে তাদের বাকী সব কি করে?"

"তা বেশি কিছু করে না। আলসেমি করে ঘুরে বেড়ায়, চাঁদার থালাটা এর কাছ থেকে ওর কাছে দেয়—এটা সেটা করে আর কি—আসলে কিছুই করে না।"

"তা হলে তারা আছে কেন?"

"কেন, তারা রয়েছে কারণ, এটা একটা ফ্যাশন! তুমি কিছুই জান না?"

"না, এরকম আহাম্মকি ফ্যাশন-এর কথা আমি জানতেও চাই না। ইংলন্ডে তারা চাকর-বাকরদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করে? আমরা আমাদের নিগ্রো চাকরদের প্রতি যে ব্যবহার করি, তার চাইতে ভাল ব্যবহার করে নাকি।"

"না! সেখানে চাকর কোন মানুষই নয়, তারা তাদের প্রতি কুকুরের চাইতেও খারাপ ব্যবহার করে।"

"তাদের কি তারা কোন ছুটি দেয় না, যেমন আমরা তাদেরকে বড়দিনে ও নতুন বছরের সপ্তাহে এবং চৌঠা জুলাইয়ে দিই?"

"ও, শোন! তোমার একথা শুনে যে-কেউ বলতে পারবে যে তুমি কখনো ইংলণ্ডে থাকো নাই। জান চেরা-ঠোঁটে—জান যোয়ান্না, তারা এক বছরের শেষ থেকে অন্য বছরের শেষ পর্যন্ত কোন ছুটির মুখই দেখতে পায় না; সার্কাসে যায় না; থিয়েটারে যায় না; কোন-ফুর্তি-ফার্তিতে যায় না; কোন খানেই যায় না।"

"গির্জায়ও যায় না?"

"না, গির্জায়ও যায় না।"

"কিন্তু তুমিতো সব সময়ে গির্জায় যেতে।"

এই রে আবার কুকাণ্ড ঘটালাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি বুড়োটার চাকর। কিন্তু পরের মুহূর্তেই আমি কথা ঘুরিয়ে একটা ব্যাখ্যার মতো তৈরি করে বললাম যে, খানসামা, চাকর থেকে অনেক অনেক তফাৎ এবং চাক-না-চাক, পরিবারের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে তাকে বসতেই হবে, কারণ এটাই হোল আইন। কিন্তু আমি খুব সুবিধেমতো করে বলতে পারলাম না। বলা শেষ হলে দেখলাম যে সে সন্তুষ্ট হয় নাই।

সে বললো : "অ-আল্লা, এখন দেখছি তুমি আমাকে খুব মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছিলে?"

"ইয়া আল্লা, না।" আমিও বললাম।

"কেন তোমার কোন কথাই মিথ্যা নয়, নাকি?"

"না, কোনটাই নয়। এর মধ্যে একটাও মিথ্যা কথা নাই।" আমি বললাম।

"তা হলে এই বইয়ের উপর হাত রাখ, আর বলো।"

আমি দেখলাম বইখানি একখানা অভিধান মাত্র। সুতরাং সেটার উপর হাত রেখে আমি আবার তা বললাম, তাকে দেখে মনে হোল কিছুটা পরিতুষ্ট হয়েছে।

সে বললো : "যাক, তা'হলে তোমার কথার কিছুটা আমি বিশ্বাস করবো; বাকীটা খোদাই জানেন, আমি বিশ্বাস করতে পারবো না।"

"কি বিশ্বাস করতে পারবে না যো?" মেরী জেইন পিছনে সুসানকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলো, "একজন বিদেশী, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সে দূরে এসেছে, তাকে এরকম কথা বলা ঠিক তো নয়ই, এ নির্দয়ও। ও এখানে এসেছে;

www.boiRboi.blogspot.com

বিদেশী, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে। তোমার উপর এরকম ব্যবহার করলে তোমার কি রকম লাগতো।"

"তোমার সব সময়েই ঐ একই ধরন আপা,—কেউ কোন আঘাত পাওয়ার আগেই সুড়ুৎ করে এসে উপস্থিত হও! আমি তাকে কিছুই করি নাই। আমার যতদূর মনে হচ্ছিল ও বেশ কিছুটাক বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলছিল। সেটাই আমি হজম করতে পারছিলাম না। আমার মনে হয় এ রকম সামান্য একটু-আধটু সে সহ্য করতে পারে। পারে না কি?"

"একটুই হোক কিংবা বেশিই হোক, সে কথা হচ্ছে না; সে আমাদের বাড়ি এসেছে, বিদেশী। তোমার ওসব কথা তাকে বলা ঠিক হয় নাই। যদি তুমি তার জায়গায় হতে, তা হলে তুমি এরকম কথায় নিশ্চয় লজ্জা পেতে। সুতরাং যা অন্যকে লজ্জা দিতে পারে সে রকম কথা তোমার নিজেরও বলা উচিত নয়।"

"কেন, আপা সে বলেছে—"

"সে কি বলেছে-না-বলেছে তা কিছু তফাৎ হয় না—সেটা কথা নয়। কথা হচ্ছে যে, তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে; এমন কথা বলবে না, যাতে সে নিজের দেশে এবং আপন পরিবারের মধ্যে নাই।"

আমি মনে মনে বললাম, এই রকম যে মেয়ে তার টাকাগুলো আমি কিনা এক বুড়ো সাপকে চুরি করতে সাহায্য করছি!

তারপর সুসান যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো। আর, আপনারা বিশ্বাস করুন, সে চেরা-ঠোঁট মেয়েটিকে এমন শক্ত কথা শোনালো মনে হোল যেন কথাগুলো কবর থেকে ভেসে আসছে।

মনে মনে বললাম, এই আর একজন যার টাকাটা আমি চুরি হতে দিচ্ছি।

তারপর মেরী জেইন আবার একহাত নিলো। বেশ মিষ্টি এবং সুন্দর করে। তার ধরনই ছিলো এই রকম; সে যখন তার বক্তব্য শেষ করলো, তখন বেচারী চেরা-ঠোঁট মেয়েটির আর কিছুই বাকি রইলো না। সুতরাং সে চিৎকার করে বললো, "কি করতে হবে।"

অন্য মেয়ে দুটি বললো, "তুমি ওর কাছে মাফ চাও।"

সেও তাই করলো, আর বেশ সুন্দরভাবেই করলো। মাফ চাওয়ার সময় এমন সুন্দরভাবে সে কথা বললো যে, শুনতে খুব মিষ্টি লাগছিলো; আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো যদিও আবার এমনিভাবে মাফ চায়, তবে আমি আরও এক হাজার মিথ্যা কথা বলতে পারি।

আমি মনে মনে বললাম, এও আর একটি মেয়ে যার টাকাও আমি চুরি হতে দিচ্ছি। আমি বাড়িতেই আছি এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই আছি—এমন একটি ভাব আমার মনে তৈরি করে দিতে যা করার দরকার, যখন তারা তা করলো, তখন আমার নিজেকে এত বাজে এবং নীচ মনে হতে লাগলো যে, আমি ঠিক করলাম, ওদের জন্যে ঐ টাকাটা আমি চুরি করবোই—জান কবুল, তবুও।

সুতরাং আমি চলে এলাম, বললাম, শোবার জন্যে যাচ্ছি। তখন না হলেও অন্য সময় শোবতো তাই মনে করেই বললাম!

একথা হওয়ার পর জিনিসটা মনের মধ্যে উল্টে-পাল্টে চিন্তা করলাম। আমি মনে মনে বললাম, তাহলে কি সেই ডাক্তারটির কাছে গোপনে যাবো, জোচ্চোরি ফাঁস করে দেব? না—

না, তাহলে কাজ হবে না। তিনি হয়তো বলতে পারেন, কে বলেছে। তাহলে রাজা ও লাট-বাহাদুরেরা আমার জন্যে সব কিছু গরমা-গরম করে তুলবে! আমি কি গোপনে গিয়ে মেরী জেইনকে বলবো? না—আমার সাহস হয় না। নিশ্চয় তাহলে তার মুখের উপর প্রকাশ পাবে যে, দুর্বৃত্তেরা টাকাটা মেরেছে। ওরা সুড়ুৎ করে টাকাটা নিয়ে ভেগে পড়বে। আর মেরী জেইন যদি সাহায্য আনতে চায়, তাহলে কাজ উদ্ধার হওয়ার আগেই আমার মনে হয়, আমি ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়বো। না, এটা ছাড়া আর কোন উপায় তেমন ভাল দেখছি না। কোন মতে আমাকে ঐ টাকাটা চুরি করতেই হবে। আমাকে এমনভাবে চুরি করতে হবে, যেন কারও মনে কোন সন্দেহ না হয় যে আমি কাজটি করেছি। বদমাশগুলো একটা ভাল জিনিস ঠাওর করছে বলতে হবে। তারা ঠিক করেছে যে, এই পরিবারকে এবং এখানকার লোকগুলোকে তাদের মূল্য যতটা, ততটা আহাম্মক যে পর্যন্ত না বানাতে পারবে, ততদিন এখানেই তশরিফ রাখবে; তাহলে আমিও সময় পাব, আমি টাকাটা চুরি করে সামলিয়ে রাখবো। তারপর আমি যখন আস্তে আস্তে নদী দিয়ে অনেক দূর ভাটিতে চলে যাব, তখন মেরী জেইনকে জানাবো টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছি। সব জানিয়ে চিঠি লিখবো। কিন্তু আজ রাত্রেই টাকাটা মেরে দেয়া দরকার; হতে পারে ডাক্তার দুর্বৃত্ত দুটিকে যেমন একচোট নিয়েছে, তার উপরও দেখার মতো কিছু হয়তো এখনো বাকী রয়েছে, সুতরাং ওদেরকে ভয় পাইয়ে হঠাৎ জাগিয়ে দেওয়ার সময় এখনো রয়েছে।

সুতরাং আমি চিন্তা করলাম একবার গিয়ে ওদের কামরাগুলো খুঁজে দেখি। উপরের হল কামরাটি অন্ধকার ছিল, তবে আমি লাট-বাহাদুরের কামরাটিতেই গেলাম এবং তার চারদিকে হাতড়িয়ে এগোতো লাগলাম কিন্তু আমার হঠাৎ মনে হোল যে রাজাবাহাদুর এমন লোক নয়, সে নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে টাকাটা গচ্ছিত রাখবে। সুতরাং আমি তারও কামরায় গেলাম। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু আমি বুঝলাম যে মোমবাতি ছাড়া কোন কাজ করতে পারবো না। অবশ্য মোমবাতি জ্বালাতেও সাহস হচ্ছিল না। অগত্যা আমি স্থির করলাম কাজ উদ্ধার করবো অন্য উপায়ে। পালিয়ে থেকে ওদের পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম যে তারা আসছে। আমি বিছানার নিচে পালাতে যাচ্ছিলাম; এবং সেটার উদ্দেশ্যে এগোলামও, কিন্তু মনে হোল, যেখানটায় মনে করছি, ওখানটায়

www.boiRboi.blogspot.com

বিছানা নাই। এমন সময় মেরী জেইনের ফ্রক ঢাকা ছিল যে পর্দাটা দিয়ে, সেটার উপর আমার হাত পড়লো। আমি লাফ দিয়ে তার পেছনে চলে গেলাম, এবং গাঁটগুলোর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারা ভিতরে এল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। লাট-বাহাদুর এসে প্রথমেই নিচে নেমে উঁকি মেরে বিছানার তলাটা দেখলো। তখন আমি খুশী হয়ে মনে করলাম, থাক বিছানাটা দরকারের সময় খুঁজে না পাওয়া ভালোই হয়েছে। অবশ্য আপনারা নিশ্চয় জানেন; যখন গোপন কোন কিছু করতে চান, তখন বিছানার তলায় লুকানোটাই যেন কেমন স্বাভাবিক মনে হয়। তারা দুজনে বসলো।

তারপর রাজাবাহাদুর বললো : "এটা কি হোল? মাঝামাঝি এসে কেটে পড়লাম। আমাদের পক্ষে ভাল ছিল, ওদের সঙ্গে থেকে হা-হুতাশ করে শোক প্রকাশ করে যাওয়া, তাহলে তারা আমাদের নিয়ে কোন প্রকার আলোচনা করার অবকাশই পেতো না।"

"শোন হে কাপ্তান : ব্যাপারটা অত সহজ নয়; আরামদায়কও নয়। ঐ ডাক্তারটি আমার মনে চেপে বসে আছে। তুমি কি মতলব করেছ, সেটা আমি জানতে চাই। আমার নিজেরও একটা পরিকল্পনা আছে এবং আমি মনে করি সেটা নিখুঁতও।"

"সেটা কি লাট-বাহাদুর?"

"ভোর তিনটে বাজার আগেই আমরা যা পেয়েছি তাই নিয়েই সটকে পড়ে নদীর পথে চলে যাবো। কারণ ধরগে আমরা এটা অতি সহজভাবেই পেয়েছি—যেখানে আমরা ওটা চুরি করে নেওয়া ঠিক করেছিলাম, সেখানে ওটা আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে বলতে পার। ওরা ওটা আমাদের মাথার উপর ছুঁড়ে মেরেছে। আমি ওটা নিয়ে সরে পড়ারই পক্ষপাতী।"

কথাটায় আমি খুব খারাপ অনুভব করলাম। দু'এক ঘন্টা পূর্বে হলে হয়তো তফাৎ হোত; কিন্তু তখন আমি খুব খারাপ এবং হতাশ অনুভব করতে লাগলাম।

রাজাবাহাদুর বললো : "কি বলো? বাকী সম্পত্তিগুলো বিক্রী না করেই যাব? বিক্রির যোগ্য করে আট ন'হাজার ডলার না নিয়ে দুজন আহাম্মকের মতো পাঁয়তারা করে চলে যাব?

লাট-বাহাদুর অসন্তুষ্ট হয়ে বিড়বিড় করতে লাগলো। বললো, এক থলে মোহরই তো যথেষ্ট। এর চেয়ে সে আর গহীনে যেতে চায় না—কতকগুলো গরীব এতিমের সর্বস্ব অপহরণ করতে চায় না।

"তুমি কি ধরনের কথা বলছো।" রাজাবাহাদুর বললো, "এ ছাড়া আমরা তাদের কোন কিছুই অপহরণ করবো না। যারা আমাদের কাছ থেকে সম্পত্তি কিনবে তাদেরই মাত্র লোকসান হবে; কারণ যখনই জানা যাবে যে, আমরা সম্পত্তির মালিক মোটেই ছিলাম না—এবং সটকে পড়ার অল্প সময়ের মধ্যে তা জানা যাবে—তখনই বিক্রয়টা নাকচ হয়ে যাবে। সব সম্পত্তি ওদের সম্পত্তি

হিসেবেই ফিরে আসবে। তোমার এতিমরা আবার তাদের ঘরবাড়ি ফিরে পাবে, সেই হবে তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা এখনো জোয়ান ও কর্মঠ রয়েছে, অতি সহজে রোজগার করে খেতে পারবে। তারা কখনই অসুবিধা ভোগ করবে না। কেন, চিন্তা করে দেখ, হাজার হাজার লোক যেমন সুখে আছে। তারা তার চেয়ে অনেক বেশি সুখী। তোমার ভালো হোক, তুমি দেখো, তাদের নালিশ করার মতো কিছুই থাকবে না।"

রাজাবাহদুর এক রকম অন্ধ করে দেয়ার মতো করে তাকে বোঝাতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত সে কুপোকাৎ হোল; বললো, ঠিক আছে। কিন্তু এও বললো, ডাক্তারটি তাদের উপর ঝুলে রয়েছে, সুতরাং আর বেশি দেরি করা ডাহা আহাম্মকি হবে। কিন্তু রাজাবাহাদুর বললো :

"গোল্লায় যাক ডাক্তার। তার জন্যে কি আমরা পরোয়া করি? শহরের যত আহাম্মক আছে, তারা কি আমাদের দিকে নাই! আর তারাই কি শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়?"

সুতরাং তারা আবার নিচের তলায় যাওয়ার জন্য তৈরি হোল। লাট-বাহাদুর বললো : "আমার মনে হয় না টাকাগুলো আমরা ভালো জায়গায় রেখেছি।"

কথাটা আমাকে উৎফুল্ল করলো; আমি মনে করেছিলাম যে, আমাকে সাহায্য করার মতো কোন আভাস আমি পাব না। রাজাবাহাদুর বললো : "কেন?"

"কারণ মেরী জেইন এখান থেকেই তার শোক প্রকাশ করা শুরু করবে এবং মরার আগে কোন নিগ্রো চাকর যদি টাকাটা দেখতে পায়, তা হলে তার থেকে কিছু কি ধার নেবে না?

"সত্যি, তোমার স্থির বুদ্ধি দেখছি লাট-বাহাদুর," রাজাবাহাদুর বললো। তারপর দেখি হাতটা বাড়াতে বাড়াতে আমি যেখানটায় ছিলাম সেখান থেকে তিন-চার ফুট দূরে পরদাটার নিচে দিল। আমি সেঁটে দেওয়ালটার সাথে লেগে রইলাম। যদিও কাঁপছিলাম, তবুও স্থিরভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম; এবং চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম যে, লোকগুলো আমাকে ধরলে আমি কি করবো। কিন্তু তার অর্ধেক চিন্তাও করে উঠতে পারি নাই—এর মধ্যে দেখি রাজাবাহাদুর থলেটি পেয়ে গেল। এবং আমি যে কাছে-কিনারায় রয়েছি তাও সন্দেহ করতে পারলো না। তারা থলেটি নিয়ে পালকের তৈরি তোষকের নিচের গাদলাটার একটা ছেঁড়া জায়গার মধ্য দিয়ে সেটাকে ঢুকিয়ে ঘরগুলোর মধ্যে দুই-এক ফুট দূরে রেখে দিলো এবং বললো, এবার ঠিক হয়েছে, নিগ্রো চাকরেরা বিছানা করার সময় শুধুমাত্র পালকের তোষকটাই ঠিক করে। গাদলাটা হয়তো বছরে দুই একবার ওলটপালট করে দেখে; সুতরাং এবার আর চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলো না।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলো কি না, সেটা ওদের চাইতে আমি ভাল জানতাম। তারা সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেক পথ নামার আগেই আমি থলেটা বের করে নিলাম। তারপর হাতড়াতে হাতড়াতে আমি আমার কোঠা পর্যন্ত চলে এলাম। অন্য কোন ভাল ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত দেখলাম যে, এটা বাড়ির বাইরে লুকিয়ে রাখাই ঠিক হবে। তারা যদি না পায়, তাহলে বাড়িটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজবে; আমি তা ভাল করেই জানতাম। তারপর আমি কাপড়-চোপড় নিয়ে শুয়ে পড়লাম; হাজার চেষ্টা করেও ঘুম আসবে না জানতাম; কাজটি শেষ করার জন্যে আমি ঘেমে উঠেছিলাম। আস্তে আস্তে আমি শুনতে পেলাম যে, লাট-বাহাদুর উপরে উঠে আসছে, সুতরাং আমি আমার খড়ের গদিটা উল্টিয়ে আমার কামরা থেকে আমার যে মইটা ছিল, সেটার উপরে থুতনি রেখে নিচের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, দেখি কিছু ঘটে কি-না। কিন্তু কিছুই ঘটলো না।

মধ্যরাত্রির শব্দ যখন ডুবে যাবে এবং সকালের কোলাহল আরম্ভ হবে না, এমন একটা সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম, এবং সময় বুঝে এক ফাঁকে মই দিয়ে সুড়ৎ করে নিচে নেমে এলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মৃত পিটার তাঁর মোহর ফিরে পেলেন

আমি তাদের দরজা পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে গেলাম। কান পেতে শুনলাম, তারা নাক ডাকাচ্ছে। এবার আমি পায়ের আঙ্গুলে ভর করে করে এগিয়ে এলাম। এসে ঠিকমত নিচের তলায় পৌছলাম। কোন দিকে কোন শব্দ নাই। আমি খাওয়ার ঘরটির দরজার মাঝখানের একটি ফাঁক দিয়ে দেখলাম, যারা লাশ পাহারা দিচ্ছে তারা সব চেয়ারের উপর গভীর ঘুমে অচেতন। দরজাটি বৈঠকখানার দিকে খোলা ছিল, সেখানেই লাশটি রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটি কামরায় একটি করে মোমবাতি জ্বলছিল। আমি আরও এগিয়ে গেলাম, বৈঠকখানার দরজাটি খোলা ছিল, কিন্তু সেখানে পিটারের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সুতরাং সেটাকে ছাড়িয়েই চলে এলাম। কিন্তু সে দরজাটা বন্ধ ছিল। তার চাবিও সেখানে ছিল না। ঠিক এই সময় আমার পিছনে উপর থেকে কেউ নেমে আসছে—এমন একটা শব্দ পেলাম। আমি দৌড়ে বৈঠকখানায় গেলাম। চট করে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম এবং যে জায়গায় থলেটি লুকিয়ে রাখা যায় দেখলাম, সেটা হোল কফিন বাক্সটার মধ্যে। কফিন বাক্সের ঢাকনাটি প্রায় ফুটখানেক সরে ছিল। তার ভিতর দিয়ে নিচে মৃতের ভিজে কাপড় ঢাকা মুখ এবং কাফন পরা দেহটা দেখা যাচ্ছিল। আমি টাকার থলেটি নিচে চালান করে দিলাম যেখানে তার হাত দুটো, একটার উপর আর একটা আড়াআড়িভাবে রাখা,

সেখানটায় খলেটা রাখবার সময় আমার শরীরটা শিরশির করে উঠলো। লাশের হাত দুটি খুব ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু সে যাক, আমি কামরার ভিতর দিয়ে দৌড়ে ফিরে এলাম। সোজা দরজার পিছনে চলে গেলাম।

যে আসছিল সে আমার চেনা—মেরী জেইন। সে কফিন বাক্সটার কাছে খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো। হাঁটু গেড়ে বসলো। ভিতরের দিকটা দেখলো, তারপর রুমাল বের করে মুখে দিল, দেখলাম সে কাঁদছে। তার পিঠটা আমার দিকে ফিরানো। তার কান্না শুনতে পেলাম না। তবু বুঝলাম সে কাঁদছে। আমি সরে এলাম। খাওয়ার ঘরটা অতিক্রম করার সময় নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম যে, পাহারাদারেরা কেউ আমাকে দেখে নাই, সুতরাং আমি আবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম; দেখি সব ঠিক আছে। তারা কেউ নড়ে চড়ে নাই।

আমি চট করে বিছানায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু এত কষ্ট ও বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে তৈরি করা জিনিসটা ফস্ করে ফেঁসে গেল দেখে মনমরা হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, যেখানে রয়েছে, সেখানে যদি ওটা থাকে তাহলে ঠিক আছে। নদী-পথে একশ কি দু'শ মাইল যাওয়ার পর মেরী জেইনকে লিখে জানালেই হবে। সে তখন কবরটা খুঁড়ে ওটা পেতে পারে। কিন্তু তা কি হতে পারবে কখনো—ওরা যখন কফিন বাক্সটার ঢাকনি স্ক্রু দিয়ে আটকাতে যাবে, তখনই টাকাটা দেখতে পাবে। তখন রাজাবাহাদুর ওটা নিয়ে নেবে। সে যে আর কাউকে এমনিভাবে ওটা মেরে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে তার বহুৎ দেরি। অবশ্য আমি মনে করেছিলাম, নেমে গিয়ে ওটাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। প্রতি মিনিটে সকালের আলো ফুটে উঠছিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহারাদারেরা উঠে পড়বে। আমিও হয়তো ধরা পড়ে যাব—ছয় হাজার ডলার শুদ্ধ ধরা পড়ে যাব—এই টাকার খবরদারির জন্যে আমাকে তো আর কেউ ভাড়া করে নাই; না, এই রকম গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়তে আমি ইচ্ছা করি না।

যদিও আমি সকালে নিচে নামলাম, তখন বৈঠকখানা বন্ধ রয়েছে। পাহারাদারেরা সব চলে গিয়েছে। পরিবারের সবাই, বাটলি সাহেবের বিধবা আর আমাদের গোত্রের ঐ দুজন ছাড়া—কাছে-কিনারে আর কেউ ছিল না। আমি তাদের চেহারা লক্ষ্য করে বুঝবার চেষ্টা করলাম, কোন কিছু ঘটছে কিনা, কিন্তু আমি তা দেখে কিছু বলতে পারলাম না।

মধ্যাহ্নের দিকে সৎকারকারী লোকজন এলো। কফিন বাক্সটাকে ঘরের মাঝখানটায় দু'খানি চেয়ারের উপরে রাখলো। আমাদের চেয়ারগুলো সারি করে সাজালো। পড়শীদের কাছ থেকেও চেয়ার নিয়ে আসা হোল। এমনি করে হলঘর, বৈঠকখানা এবং খাবার ঘর সব চেয়ারে ভর্তি হয়ে গেলো। আমি দেখলাম যে, কফিন বাক্সটার ডালাটি যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে, তবুও, সকলের সামনে আমি কাছে গিয়ে সেটার নিচে উঁকি দিয়ে দেখতে সাহস করলাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর লোক আসতে আরম্ভ করলো। সেই দুই ঠগ এবং মেয়েরা কফিন বাক্সের মাথার দিকে প্রথম সারিতেই ছিল। আধ ঘন্টাখানেক লোকজন একের পর এক সারি করে কফিন বাক্সটার নিকট দিয়ে মৃতের মুখ দেখে যেতে লাগলো। কেউ কেউ চোখের পানিও ফেললো। সব কিছুই খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং নিঃশব্দ পরিবেশে চলতে লাগলো। শুধু মেয়েরা আর ঠগ দুজন মাথা নিচু করে চোখের উপর রুমাল চেপে রেখেছিল। একটু একটু করে ফোঁপাচ্ছিল তারা। মেঝের পায়ের ঘষা লেগে যে আওয়াজ হয়, সেটা আর নাক মোছার আওয়াজ ছাড়া অপর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। লোকজন অন্য কোনখানে তেমন করে নাক মোছে না—যেমনটা করে কবর দেয়ার সময়, কিংবা গির্জাতে জানাজার সময়।

যখন স্থানটি লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তখন সৎকারকারীরা ধীর ও শান্তভাবে হাতে কালো দস্তানা পরলো, এবং সুষ্ঠুভাবে যেখানে যা করা দরকার তা করে শেষ স্পর্শ দিয়ে দিল। আর লোকজনদের ও জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করলো। এ সব করতে একটা বিড়াল যতোটুক শব্দ করে তার চাইতে বেশি শব্দ করলো না। কেউ কখনো কথা বললো না, লোকদের ঘুরিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো, দেরি করে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের জন্যে ঠেলে ঠুলে ভিতরে জায়গা করে দিলো। দরকার মতো মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে, হাতে ইশারা দিয়ে লোকদের মধ্য নিয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিতে লাগলো। তারপর দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় স্থান করে দিলো। স্বভাবে এমন নরম, চলা ফেরায় এমন স্বচ্ছন্দ ও ধীর, এবং এ রকম নিঃশব্দ নিশ্চুপ লোক আমি কখনো দেখি নাই, জন্তুর মুখেও হাসি আছে কিন্তু ওদের মুখে নাই।

একটা অর্গান ধার করে আনা হয়েছিল। সেটা ছিল বড়ো কমজোর; এবং যখন সব কিছু ঠিক হোল, তখন একটি যুবতী মেয়ে সেটা বাজাতে বসলো, আওয়াজটা যেন পিত্তশূলের মতো বেদনায়ক এবং কর্কশ মনে হোল। প্রত্যেকে সেটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে লাগলো; আমার মনে হোল, পিটারই ছিল একমাত্র লোক, যে কিছু ভালো ছিল। এবার পাদ্রী হবসন গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন ও বলতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিচের তলায় মদের কোঠা থেকে কেলেঙ্কারীজনক একটা চিৎকার ভেসে এলো। তেমনটি কেউ জীবনে শোনে নাই। আওয়াজটা করছিল একটা কুকুর, কিন্তু তাহলে কি হয় আওয়াজটা ছিল খুব প্রচণ্ড। কুকুরটা অবলীলাক্রমে সেটাকে রীতিমত চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে পাদ্রী সাহেবকে কফিন বাক্স সামনে করে দাঁড়িয়ে বিরামের জন্যে অপেক্ষা করতে হোল। সেখানে আপনি নিজে যা চিন্তা করবেন, সেটাও শুনতে পেতেন না—বুঝুন কি অবস্থা! জিনিসটা সত্যিই বিদঘুটে হয়ে দাঁড়ালো। যেন কি করতে হবে, তা কেউ বুঝতে পারলো না। একটু পরেই সকলে দেখলো লম্বা পা-ওয়ালা সৎকারকারী ব্যক্তিটি পাদ্রী সাহেবকে ইশারা করে যেন বললো, "আপনি চিন্তা করবেন না—আমার উপর সব ছেড়ে দিন।" তারপর সে মাথাটি একটু নিচু

করলো, দেওয়াল ঘেঁষেঘেঁষে সুড়সুড় করে চলে যেতে লাগলো। তার উঁচু মাথাটা অন্য লোকদের মাথার উপর দিয়ে সরে যেতে লাগলো। এমনি করে যখন সে যেতে লাগলো, তখন ঘেউ ঘেউ শব্দটা ক্রমে আরো সাংঘাতিক হয়ে উঠতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কামরাটার দুটো দেয়াল ঘেঁষে বেরিয়ে একেবারে নিচের কামরার মধ্যে গায়েব হয়ে গেল। প্রায় দু'সেকেণ্ড পরে হবে, কুকুরটি একবার খ্যাক করে উঠলো, তারপর সে মহা চিৎকার আর শোনা গেল না। সব কিছুই মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল; পাদ্রী যতোটা বক্তৃতা দিয়েছিল, তার পরের থেকে শুরু করলো। দু'এক মিনিটের মধ্যেই সৎকারকারী ব্যক্তিটি ফিরে এলো, আবার কাঁধটা দেয়ালে ঠেকিয়ে সুড়সুড় করে দেয়ালের তিনটি দিক ঘেঁষে পাদ্রীর কাছে এসে দাঁড়ালো; এবং উঁচু হয়ে দুই হাতের তালুকে চোঙার মতো মুখের উপর রেখে তার ঘাড়টি অন্যের উপর দিয়ে ঝুঁকিয়ে দিয়ে পাদ্রীর কানের কাছে নিয়ে একরকম কর্কশ ভাবেই ফিসফিস করে বললো, "ওটাকে একটা ইঁদুর দেওয়া হয়েছে।" তারপর আবার মাথাটা নিচু করে সুড়সুড় করে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে নিজের জায়গায় চলে গেল। আপনি থাকলে বুঝতে পারতেন, সবাই কি রকম খুশী হয়েছিল! স্বাভাবিক ভাবেই সবাই জানতে চাচ্ছিল, সে কি করে এলো! এ রকম সব ছোটখাটো জিনিস করাতে পয়সা লাগে না, তবুও এগুলো যারা করে, মানুষ তাদের উপর খুশী হয়, তাদেরকে পছন্দ করে। এ শহরটার সৎকারকারী লোকটি যেমন জনপ্রিয় ছিল, তেমনি আর কেউ ছিল না।

যাক, মৃতের আত্মার মুক্তির জন্যে বক্তৃতাটা ভালই লাগছিল; তবে অপরিমিত লম্বা এবং ক্লান্তিকর লাগছিলো। তারপর রাজা-বাহাদুর ঠেলে ভিতরে এলো। তার স্বভাবমতো আবোল-তাবোল কিছু বললো; শেষ পর্যন্ত কার্য সমাধা হয়ে গেল। সৎকারকারী ব্যক্তিটি চুপি চুপি হাতে স্ক্রু বসানোর যন্ত্রটি নিয়ে কফিন বাক্সটার কাছে এলো। আমি তখন ঘেমে উঠছিলাম। তাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু সে কিছুই নাড়াচাড়া করলো না, শুধু ঢাকনিটাকে নরম একটি পাতার মতো সরিয়ে ঠিক করে নিল। তারপর বেশ শক্ত আর দৃঢ়ভাবে স্ক্রু এঁটে দিল। এইতো আমার অবস্থা। আমি জানতেও পারলাম না যে টাকাটা সেখানে আছে কি নাই। আমি মনে মনে বললাম, ধরগে যদি কেউ চুরি করে ওটা মেরে নিয়ে থাকে? তাহলে আমি মেরী জেইনকে যা লিখে জানাতে হবে তা কি করে জানাবো? ধরগে যদি সে কফিনটাকে খুঁড়ে তোলে তারপর কিছু না পায়, তা হলে আমার সম্বন্ধে কি চিন্তা করবে? আমার মনে হোল ওরা আমাকেই খুঁজে বের করবে। জেলে দেবে, আবার মনে করলাম আমি না হয় নীচ লোকের মতো চুপচাপই থাকবো। সবাইকে এ সম্বন্ধে অন্ধকারেই রাখবো। কাউকে কিছু লিখবো না। না কি জঘন্যভাবে ব্যাপারটায় জড়িয়ে গেলাম, ভাল করতে গিয়ে শতগুণে খারাপ করে ফেললাম; যা ছিল সেই যেন ভাল ছিল। অনর্থক সেটাকে একশত গুণ খারাপ করে বসলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

পিটারকে কবর দেয়া হোল, আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আমি আবার চেহারাগুলো পরখ করে দেখতে লাগলাম—না দেখে উপায় ছিল না, কারণ আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কোন কিছুই ফল হোল না, চেহারায় কিছু প্রকাশ পাচ্ছিল না।

রাজাবাহাদুর সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে দেখা করলো। মিষ্টি সুরে প্রত্যেককে সান্ত্বনা দিয়ে আরো আপন হয়ে উঠলো। সবার কাছেই এমন একটা ভাব দেখালো যেন তার শিষ্যের দল ইংলণ্ডে তার জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছে; তার শীগগিরই যাওয়া দরকার; সুতরাং শিগগীরই তাকে সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা করে রওয়ানা হতে হবে, তারপর এ রকম তাড়াহুড়ো করে যেতে হচ্ছে বলে সে যেমন দুঃখ প্রকাশ করলো, অন্যেরাও তেমনি দুঃখিত হোল। তারা বললো, যদি আরও কিছুদিন থাকতে পারতেন তো ভালই হোত, কিন্তু তারা তো দেখতেই পাচ্ছে, থাকা সম্ভব নয়। রাজাবাহাদুর অবশ্য বললো, সে আর উইলিয়াম মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবে। এতে সবাই খুশী হোল। যাক, তা হলে মেয়েগুলো তাদের আত্মীয়দের মধ্যে থেকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে; ওকথা শুনে মেয়েরাও খুব খুশী হোল। তাদের মনে এমন দোলা লাগলো যে তারা দুঃখ পেয়েছে সেকথা সম্পূর্ণভাবে ভুলেই গেল। রাজাবাহাদুরকে তারা বললো, যত শীঘ্র হোক সব কিছু বিক্রি করা যেতে পারে। তারা তৈরি রয়েছে। আহা বেচারীরা। তাদের খুশী হওয়ার ভাব দেখে আমার কলজেটা মোচড় খাচ্ছিল। তাদের পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলে কিভাবে আহাম্মক বানানো হচ্ছে! কিন্তু আমিই বা কিভাবে বাধা দিয়ে সুরটার পরিবর্তন করবো; তাও বুঝতে পারছিলাম না।

যাক, এই না-ফরমান লোকটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুদিনের মধ্যেই বাড়িঘর এবং নিগ্রো চাকরদেরকে সরাসরি নিলাম করার বন্দোবস্ত করে ফেললো। বললো, যদি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে এর আগে কিনতে চায় তো তাও পারে।

সুতরাং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিনে, প্রায় দুপুরের দিকে মেয়েদের আনন্দটা সর্বপ্রথম একটা ঘা খেলো। জনা দুই নিগ্রো দাস ব্যবসায়ী এলো এবং রাজাবাহাদুর নিগ্রো চাকরগুলোকে ন্যায্য দামে তিন দিন পরে ভাঙান যাবে—এই রকম একখানা চেক নিয়ে বিক্রি করে দিল। তারা তখনই চলে গেল, ছেলে দুটি গেল নদীর উজানে মেসফিস-এ; আর মা-টি গেল ভাটিতে অরলিন্স-এ। আমার মনে হচ্ছিল বেচারী মেয়েগুলো আর নিগ্রো চাকরগুলো কেঁদে হয়তো বুক ভেঙে ফেলবে; তারা একবার নিজেদের নিয়ে কাঁদে আবার ওদের নিয়ে কাঁদে—এসব দেখে আমি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েরা বললো, তারা কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই যে চাকরগুলোকে পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়া হবে কিংবা শহরের বাইরে দূরে কোথাও বিক্রি করা হবে। সেদিন নিগ্রো চাকরদের সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে ওদের কান্নার দৃশ্যটি আমি জীবনেও ভুলবো না। আমার

মনে হয় যদি আমি না জানতাম যে বিক্রিটা বাতিল হয়ে যাবে এবং নিগ্রো চাকরগুলো আবার দু-এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে, তাহলে আমি হয়তো বুখে উঠতাম এবং বদমাশ দুটোকে বলতাম যে, আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করবো।

ব্যাপারটি শহরে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। বেশ কিছু লোক খোলাখুলিভাবে বললো, এমনিভাবে মা ও ছেলেদেরকে আলাদা করা বেশ কলঙ্কজনক। এতে জোচ্চোরগুলোর ইজ্জত কিছুটা নষ্ট হোল বটে, কিন্তু বুড়ো উজবুকটি ভ্রূক্ষেপ না করেই চালিয়ে গেল; লাট-বাহাদুর দেখলাম বেশ অস্বস্তি অনুভব করছে। কিন্তু তার কথা কিংবা পরামর্শ কিছুই রাজাবাহাদুর শুনলো না।

পরের দিনটা ছিল নিলামের দিন। সকালবেলা বেশ আলো হওয়ার সাথে রাজা ও লাট—দুই বাহাদুরই আমার কোঠায় এলো এবং আমাকে জাগালো।

তাদের চেহারা দেখে বুঝলাম যে, তারা কোন বিপদে পড়েছে। রাজাবাহাদুর বললো: "তুমি কি আমার কামরায় পরশু রাত্রে গিয়েছিলে?"

"না মহামহিম"—যখন আমাদের দল ছাড়া আর কেউ কাছে না থাকতো, তখন তাকে এইভাবে সম্বোধন করতাম।

"পরশু না হয় কাল রাত্রে গিয়েছিলে কি?"

"না রাজাবাহাদুর।"

"কসম খেয়ে বলছো?"

"কেন, রাজাবাহাদুর, আমি সত্যি কথাই বলছি। মেরী জেইন যেদিন আপনাকে আর লাট-বাহাদুরকে ঐ কামরায় নিয়ে গেল, সেদিন থেকেই তো আমি আর ওমুখো হই নাই।"

লাট-বাহাদুর বললো, "তুমি অন্য কাউকে সেখানে যেতে দেখেছ?"

"না জনাবে আলা, যতোদূর আমি বিশ্বাস করি, আমার মনে আছে, কাউকে দেখি নাই।"

"সময় নিয়ে চিন্তা করে দেখ।"

আমি বেশ সময় নিয়ে চিন্তা করলাম। দেখলাম, এই সুযোগ, তারপর বললাম : "অবশ্য আমি নিগ্রো চাকরগুলোকে কয়েকবার দেখেছি।"

দুজনেই এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো যে মনে হোল তারা এমন আশা করে নাই। তারপর আবার লাফিয়ে উঠলো। মনে হোল এমনটাই তারা আশা করেছিল।

তারপর লাট-বাহাদুর বললো : "সবাই কি এসেছিল?"

"না না, সবাই নয়—আমার মনে হয় না, আমি তাদের সবাইকে ঠিক একই সময়ে একই সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।"

"তা যাক, কিন্তু দেখেছো কখন?"

"যেদিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোল সেদিন। সকালের দিকে, তবে খুব সকাল নয়। আমি সেদিন বেশি ঘুমিয়েছিলাম; আমি কেবলমাত্র মইটা দিয়ে নেমে আসছি, তখন তাদের দেখলাম।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বেশ বলে যাও, বলে যাও! তারা কি করলো, কি কাজ করলো?"

"তারা কিছুই করলো না। এবং যতদূর আমি দেখলাম কাজের মতো কোন কাজই করলো না, শুধু পায়ের আঙুলে ভর করে বেরিয়ে এলো, বেশ মনে হোল আপনারা ঘুম থেকে উঠেছেন ভেবে তারা হুজুরদের ঘর গোছাতে গিয়েছিল। আবার ওঠেন নাই দেখে আপনাদের না জাগিয়ে কোন গোলমাল সৃষ্টি না করে, চুপিসারে চলে গেল। অবশ্য তারা যদি তার আগেই আপনাদের জাগিয়ে থাকে, তো সে আলাদা কথা।"

"আচ্ছা কাণ্ড! এ দেখি অন্য পথে চললো," রাজাবাহাদুর বললো। তাদের দুজন দেখতে কেমন গো'বেচারা আর বোকা বোকা লাগছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে করতে মাথা চুলকাতে লাগলো। মিনিট খানিক পরেই লাট-বাহাদুর হেঁড়েগলায় হেসে উঠলো এবং বললো, নিগ্রোরা এমন সাফাই হাত দেখাবে, তা কল্পনারও বাইরে। এখান থেকে চলে যাচ্ছে বলে দুঃখিত হওয়ার কি ভানই না দেখিয়েছিল! আমি মনে করেছিলাম দুঃখিতই হয়েছে, প্রত্যেকেই তাই মনে করেছিল। নিগ্রোদের অভিনয় করার শক্তি নাই, একথা যেন আমাকে কেউ আর না বলে। যেভাবে কাজটি হাসিল করে গেছে, তাতে সবাইকে আহাম্মক বানিয়ে ছেড়েছে। আমার মতে তাদের মধ্যে টাকার কাঁড়ি রয়েছে। আমার যদি মূলধন এবং একটি রঙ্গমঞ্চ থাকতো, তাহলে আমি তা কাজে লাগানোর জন্যে অন্য কোন পথই খুঁজতাম না। দেখো দেখি, আমরা কিনা ওদেরকে একটা গানের দামে বিক্রি করে দিলাম, তা নয়তো কী! সে গান এখানো গাইতে বাকী—অর্থাৎ কিনা যা তিনদিন পরে ভাঙানো যাবে, তাই নিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়েছি। কই চেক্‌টা? সেই চেক্‌টা কোথায়?"

"ব্যাঙ্কে দেয়া হয়েছে, টাকাটা সংগ্রহ করে আনার জন্যে; আবার কোথায় থাকবে?"

"যাক, তবু ভাল, তাহলে ঠিকই আছে।"

আমি খানিকটা ভীত ভাব দেখিয়ে বললাম : "কোন কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?"

রাজাবাহাদুর সাঁই করে ঘুরে একেবারে আমার মুখের উপর এলো। ফেটে পড়ে বললো : "তোমার তা দিয়ে কোন দরকার নাই। তুমি তোমার মুখ সামলে রাখ, আর নিজের কাজ কর গিয়ে—যদি কিছু করবার থাকে। যতক্ষণ তুমি এই শহরে আছ, এ কথাটা ভুলবে না—বুঝলে তো?"

তারপর সে লাট-বাহাদুরকে বললো, "আমাদের এটা হজম করতে হবে; উচ্চবাচ্য করা চলবে না। 'চুপ রহো' এটাই হোল আমাদের কথা।" মই বেয়ে নিচে যেতে যেতে লাট-বাহাদুর আবার হাসলো। বললো : "অল্প দামে তাড়াতাড়ি বিক্রি! এটা ভাল ব্যবসাই, হ্যাঁ।"

রাজাবাহাদুর ঘুরে মুখ ভেংচি দিয়ে বললো : "আমি তাদেরকে তাড়াতাড়ি বিক্রি করে যা ভাল, তাই করতে যাচ্ছিলাম। যদি আমাদের লাভ কিছুই না হয়ে

থাকে, এবং হাতে কিছু নাই থাকে, তাহলে সে দোষটা তোমার চাইতে কি আমার বেশি?"

"দেখুন আপনি যদি আমার পরামর্শ শুনতেন, তাহলে নিগ্রোরা এখানে থাকতো বটে, কিন্তু আমরা থাকতাম না, টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যেতাম।"

রাজাবাহাদুর, তার পক্ষে যতটা নিরাপদ ততটা বুঝে উল্টো কথা শুনিয়ে দিল। তারপর ঘুরে আমাকে নিয়ে পড়লো। আমি নিগ্রোদেরকে ওভাবে বেরিয়ে আসতে দেখেও তাদেরকে কেন বলি নাই, সে জন্যে আমাকে খুব ফৈজত করলো। বললো, যে-কোন আহাম্মকই বুঝতে পারতো, তারা কোন গণ্ডগোল করছে, তারপর তারা যেন নেচে কুদে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ নিজেদেরকে খুব গালাগালি করলো। প্রত্যেকেই বললো, এটা তারই দোষে হয়েছে। কেন সে দেরি করে ওঠে নাই। সকালে স্বাভাবিকভাবে শুয়ে থেকে আরামটা করে নাই। কেউ যদি এরকম কর্ম করে তাহলে তাকে ধিক! দুজনই চোপড়াবাজি করে চললো, আর আমি এজন্যে ভয়ঙ্কর খুশী হয়ে উঠলাম। আমি কারসাজি করে নিগ্রোদের উপর ব্যাপারটা এমনভাবে চাপিয়ে দিতে পেরেছি যে তাতে তাদের ক্ষতি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অতি চালাকের গলায় দড়ি

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এলো। আমি আস্তে আস্তে মই বেয়ে নিচে নামলাম। নিচের তলায় মেয়েগুলোর কামরার কাছে এসে দেখি দরজা খোলা। মেরী জেইন তার পুরানো লোমশ চামড়ার বাক্সটির সামনে বসে তার মধ্যে জিনিসপত্র সাজিয়ে তৈরি হচ্ছিল ইংলণ্ডে যাবার জন্যে। এখন গোছানো বন্ধ রেখে দিয়েছে। দেখলাম, একটা ফ্রক কোলের উপরে ভাঁজ করা অবস্থায় রেখে মুখ ঢেকে কাঁদছে। দেখে ভারী খারাপ লাগলো। অবশ্য যে কারও খারাপ লাগতো। আমি ভিতরে গিয়ে বললাম :

"মিস মেরী জেইন, আপনি কখনো লোকের কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারেন না! আমিও পারি না—প্রায়ই। আমাকে বলুন, কেন কাঁদছেন?"

সে বললো, ওই নিগ্রো চাকরগুলোর ব্যাপারেই। আমি ঠিক তাই মনে করছিলাম। সে বললো, ইংলণ্ডে যাওয়ার আনন্দটি তার জন্যে প্রায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। মা ও ছেলেপুলেরা সারা জীবনে কেউ কাউকে আর দেখতে পারবে না, এটা জেনেও সে সেখানে গিয়ে কি রকম সুখী হতে পারবে তা জানে না—তারপর আরও অধীর হয়ে কান্নায় ফেটে পড়লো।

www.boiRboi.blogspot.com

হাত দুটো উপরের দিকে তুলে বললো : "আমি চিন্তাও করতে পারি না। তারা কি করে একজন আর একজনকে জীবনেও না দেখতে পেয়ে বেঁচে থাকবে।"

আমি উত্তর দিলাম : "আপনি দেখে নেবেন। দু'সপ্তাহের মধ্যেই তারা আবার মিলিত হবে।"

হায় আল্লা! আমিও চিন্তা করার আগে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি একটুও নড়তে পারি নাই, এর আগেই দু'হাত দিয়ে ও আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, আবার বল, আবার বল, আবার বল। আমি দেখলাম যে হঠাৎ বেশ কিছু বেশিই বলে ফেলেছি, সুতরাং কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। আমি তাকে বললাম, আমি এক মিনিট চিন্তা করে দেখি। সে সেখানেই বসে রইলো। অধীর, অস্থির এবং সুন্দর। তবে মনে হতে লাগলো, বেশ যেন একটু খুশী হয়েছে। দাঁত তুলে ফেললে লোকে যে রকম একটা আরাম পায়, তেমনি আরাম পাচ্ছে। আমি এটা একটু গণ্ডর করে দেখতে গেলাম। মনে মনে বললাম, যে লোকটা কোণঠাসা হয়ে সত্যি কথা বলে সে বেশ খানিকটা বিপদের ঝুঁকি নেয় বটে; কিন্তু আমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই বলে ঠিক যে বলতে পারছি তাও না। তবুও আমার কাছে তাই-ই মনে হয়। তবে এ ব্যাপারটিতে এমন মনে হোল যে, সত্য বলাটা মিথ্যার চাইতে ভালো না হলেও অধিক যে নিরাপদ, তা আমার বিশ্বাস না করে আর চারা নাই। যাক, এসব বিষয় মনের মধ্যে গুটিয়ে রেখে অন্য কোন সময় চিন্তা করে দেখলেই হবে। কারণ এরকম চিন্তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ধরা-বাঁধা নিয়মে মাথায় আসে না। আমি তো এর তুলনা দেখি না। যাক, মনে হোল যে, আমি সত্য কথাটা বলবোই, যদিও বলাটা ঠিক যেন এক তুঁজ বারুদের উপর বসে তাতে আগুন লাগিয়ে দেখার চেষ্টার মতো। তা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে।

কিন্তু যাক সে কথা। আমি বললাম : "মিস মেরী জেইন, শহরের কাছাকাছি এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে গিয়ে আপনি দু'চার দিন কাটাতে পারেন?"

"হাঁ, মিস্টার লথরপা-এর ওখানে, কিন্তু কেন বলতো?"

"কেন? সে কথা এখন নাই-বা জানলেন। যদি আমাকে বলতে হয়, দু'সপ্তাহের মধ্যে কি করে নিগ্রো চাকরগুলো এই বাড়িটায় এসে একে অন্যের সঙ্গে মিলবে, কি করে আমি তা জানলাম, তাহলে আপনার মিস্টার লেথরপের ওখানেই যেতে হবে এবং অন্তত চার দিন থাকতে হবে।"

"চারদিন।" সে বললো, "আমি এক বছর থাকবো।"

"বেশ, ঠিক আছে", 'আমি বললাম', "আমি আপনার কাছ থেকে কথা দেয়া ছাড়া অন্য কিছুই চাই নাই। অন্যের বাইবেল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার চেয়ে আমি আপনার মুখের কথার বেশি দাম দেই।"

সে হাসলো এবং বেশ মিষ্টি মতো করে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। আমি বললাম, "আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে আমি দরজাটা বন্ধ করে খিল দিয়ে দিচ্ছি।"

তারপর আমি ফিরে এসে বসলাম। বললাম "আপনি চিৎকার করবেন না। ঠিক ওখানে স্থির হয়ে বসে, পুরুষ মানুষের মতো কথাটা গ্রহণ করুন। আমারও বলা দরকার; আপনারও শক্ত হওয়া দরকার মিস মেরী। এটা অত্যন্ত একটা খারাপ ধরনের কথা, যা সহ্য করা কঠিন, কিন্তু না বলে উপায় নাই। এই আপনার চাচাদ্বয় আসলে আপনার চাচাই নয়,—তারা একজোড়া জোচ্চোর—ডাহা জোচ্চার। সব চাইতে খারাপ যে কথাটুকু তা বলা হয়ে গেল, এখন বাকিটা মাঝামাঝি রকম সহ্য করতে আপনার তেমন অসুবিধে হবে না।"

এটা তাকে প্রচণ্ডভাবে একটা ধাক্কা দিল বটে, কিন্তু আমি চড়া পানির জায়গাটা পার হয়ে এলাম। তর তর করে বলে চললাম আর তার চোখ দুটো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো; তাকে ওদের সব দিকদারীর কথাই বললাম, সেই যে প্রথম আমরা স্টীমার যাত্রী আহাম্মক যুবকটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে যেখানে সে রাজাবাহাদুরের বুকের উপর পড়ে তাকে ষোলবার কি সতের বার চুমু খেয়েছিল, সেই পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে বললাম; সে লাফিয়ে উঠলো। তার মুখ অস্তগামী সূর্যের মতো জ্বলছিল।

সে বললো : "জানোয়ার! এসো এক মুহূর্ত নষ্ট করো না—এক সেকেণ্ডও না—আমরা তাদের গায়ে আলকাতরা মেখে পালক লাগিয়ে নদীতে ফেলে দেবো।"

আমি বললাম : "নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি কি মিস্টার লথরপ-এর ওখানে যাওয়ার আগেই তা করার চিন্তা করছেন নাকি—"

"ওহ! সেই কথা?" সে এবার বসে পড়লো। "আমি যা বলেছি তাতে মনে কিছু করো না—না, দয়া করে মনে করো না কিছু। করবে না তো?" তার রেশমী হাত আমার হাতের উপর রেখে এমনভাবে কথাগুলো বললো যে, আমাকেও বলতে হোল : "না, তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" আমি চিন্তাই করি নাই যে আমি হঠাৎ এরকম উত্তেজিত হয়ে যাব। সে বললো, "বেশ, এবার বলে যাও, আমি আর ওরকম করবো না। আমার কি করতে হবে বলো। তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো।"

"বেশ", আমি বললাম, "এই দু'টো বদমাশ, একটা শক্ত জুটি। আমিও এমনভাবে আটকে গেছি এদের সঙ্গে, আরো কিছুটাক সময় না থাকলে আমার উপায় নাই। কেন? সে কথা আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছি না; আপনি যদি তাদের কথাটা ফাঁস করে দেন, তবে সারা শহরটা অবশ্য আমাকে তাদের নখর থেকে বাঁচাবে; কিন্তু আর একটা লোক রয়েছে, যার কথা আপনি জানেন না, সে বিপদে পড়বে। দেখুন, আমাদের তাকে বাঁচাতেই হবে। তাই না? তার আগে

www.boiRboi.blogspot.com

ওদেরকে আমরা ফাঁস করতে পারবো না।" এই কথাগুলো বলতে বলতে আমার মাথায় বেশ একটা অভিসন্ধি এলো। দেখলাম কি করে আমি ও জিম এই দুটো বদমাশের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারি; তাদেরকে এখানে ছেড়ে দিয়ে এখানটা ছেড়ে গেলেই হবে। তবে ভেলাটা আর দিনে চালাতে চাই না। আমি ছাড়া কারো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই—এ অবস্থায় এটা আর চালাতে চাই না; সুতরাং আজ অনেক রাত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ অভিসন্ধিটি কাজে লাগাতে পারছি না।

আমি বললাম : "মিস মেরী জেইন, আপনাকে আমি বলবো আপনার কি করতে হবে। তবে হ্যাঁ, আপনাকে মিস্টার লোথরপ-এর ওখানে অতদিনই থাকতে হবে না। ও জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?"

"চার মাইলের চাইতে কিছু কম হবে—এখান থেকে সোজাসুজি গ্রামের মধ্যে।

"বেশ, তাহলে ভালই হোল। এখন আপনি সেখানে সরাসরি চলে যান এবং রাত ন'টা পর্যন্ত চুপচাপ পড়ে থাকুন। তারপর তাদেরকে আপনার বাড়িতে পৌছে দিতে বলুন—বলবেন হঠাৎ কোন একটা কথা চিন্তা করেছেন। আপনি যদি রাত এগারটার আগে এখানে এসে পৌছান তাহলে এই জানালায় একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখবেন; এবং আমি যদি রাত এগারটা পর্যন্ত ফিরে না আসি, তাহলে মনে করবেন যে আমি চম্পট দিয়েছি এবং এদের নাগালের বাইরে নিরাপদে চলে গিয়েছি। তারপর আপনি এসে সংবাদটা চারদিকে ছড়িয়ে দেবেন, এবং জোচ্চোরদের জেলে দিয়ে ছাড়বেন।"

"বেশ", সে বললো, "তাই করবো।"

যদি এরকম ঘটে যে আমি চম্পট দিতে পারলাম না, এবং এদের সঙ্গে ধরা পড়লাম; তাহলে আমি যে আপনাকে আগেই এসব কথা বলেছি তা বলবেন এবং যে করেই হোক, আমার পক্ষে দাঁড়াবেন।

"তোমার পক্ষে দাঁড়াবো নিশ্চয়ই।" আমি তাই করবো। তোমার মাথার একটা চুলও কেউ ছুঁতে পারবে না," সে বললো। আমি দেখলাম বলবার সময় তার নাসারন্ধ্র স্ফীত হোল; চোখ দুটো কটমট করে উঠলো।

"যদি আমি চম্পট দেই তাহলে এই বদমাশগুলো যে আপনার চাচা নন তা প্রমাণ করতে আমি এখানে থাকবো না। আর আমি এমন কি এখানে থাকলেও, তা করতে পারবো না। আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তারা জোচ্চোর বাউন্ডেলে। অবশ্য তারও কিছুটা দাম আছে। কিন্তু অন্য লোক রয়েছে যারা আমার চাইতে এটা ভালো করে প্রমাণ করতে পারবে , আমাকে যত শীঘ্রই লোকে অবিশ্বাস করতে পারবে, তাদেরকে তা পারবে না। তাদেরকে পাওয়ার উপায়টা আমি বলে দিচ্ছি। আমাকে একটু কাগজ ও একটি পেন্সিল দিন। এই যে 'রয়াল ননসাচ—ব্রিকভিল' এই ঠিকানা রেখে দিন, হারাবেন না। যদি

আদালতে কখনো এদের কথা কিছু জানতে চায় তাহলে তাদেরকে ব্রিকভিলে পাঠিয়ে দেয় যেন। এবং তাদেরকে যেন বলে যে 'রয়াল ননসাচ' বলে তামাশাটা যারা দেখিয়েছিল, তাদেরকে আনা হয়েছে—তাদের প্রমাণের জন্যে সাক্ষী চাই—দেখবেন, মিস মেরী, চোখের পলক ফেলতে সারা শহরের লোক এসে উপস্থিত হবে। রাগে গমগম করতে করতে আসবে।"

আমার মনে হোল এখন সব কিছুই হয়ে গেল। সুতরাং আমি বললাম :

"নিলাম যেমন হতে যাচ্ছে হোক, সে জন্যে চিন্তা করবেন না। নিলামের ইশ্‌তাহার খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখায়, যারা নিলাম খরিদ করবে হিসাব-কিতাব করে টাকা দিতে তাদের নিলামের পরের পুরো দিনটাই লাগবে। ওরাও টাকা পাওয়া পর্যন্ত যাবে না। আর যে অবস্থার মধ্যে নিলাম বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে বিক্রিটা কার্যকরি হচ্ছে না এবং ওরা টাকা পেতে পারছে না। ঠিক নিগ্রোদের বিক্রির মতোই এটা হবে—নিগ্রোদের বিক্রিটা যেমন বিক্রি হয় নাই, তারা আবার ফিরে আসবে, এটাও তেমনি। আর তারা তো নিগ্রোদের বিক্রির দরুন টাকাটা এখনো পায় নাই—তারা এখন একটা সংকটাবস্থায় আছে, মিস মেরী।"

"যাক, আমি এক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে নাস্তা করে নেই।" মিস মেরী জেইন বললো, "তারপর আমি মিস্টার লোথরপ-এর ওখানে সোজা চলে যাব।"

"সত্যি বলতে কি, ওতে কাজ হবে না, মিস মেরী জেইন। আমি বললাম :

"কোন মতেই ওটা চলবে না, নাস্তা করার আগেই যাবেন।"

"কেন?"

"আপনাকে আমি কেন নাস্তা ছাড়াই যেতে বলেছি, বলতে পারেন?"

"আমি তো চিন্তাই করি নাই—এবং চিন্তা করতেও পারছি না, আমি জানি না। কেন, কি জন্যে?"

"কেন শুনুন, আপনি তো এসব হারামখোরদের মতো না। একখানি বইয়ের চাইতে আপনার মুখখানি অধিকতর সুস্পষ্ট। মোটা করে ছাপান একখানি বইয়ের মতোই আপনার মুখের ভাব যে কেউ পড়তে পারে। আপনি কি মনে করেন আপনি গিয়ে যখন আপনার চাচাদের সামনে দাঁড়াবেন এবং তারা বিদায় দেবার সময় আপনাকে চুমু খেতে আসব তখন—"

"ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। হাঁ, আমি নাস্তা খাওয়ার আগেই যাব—আমি খুশী হয়েই যাব। আমার বোনদেরকে তাদের কাছে রেখে যাব।"

"হাঁ আর তাদের চিন্তা করবেন না; তাদের এটা আরো কিছুকাল সহ্য করতেই হবে। যদি আপনারা সবাই মিলে যান তাহলে ওরা সন্দেহ করতে পারে। আমি চাই না যে, আপনি তাদের, আপনার বোনদের কিংবা এই শহরের অন্য কারো সাথে দেখা করেন; কারণ যদি আপনার কোন প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করে, আপনার চাচারা কেমন আছেন, তাহলেই আপনার মুখমণ্ডল কিছু-না-কিছু

www.boiRboi.blogspot.com

বলবেই। না, আপনি সরাসরি চলে যাবেন, আমি তাদের সবাইকে ঠিক করে নেব। আমি সুসানকে বলবো যে, তারা আপনার চাচাকে আপনার ভালবাসা জানায় যেন, আর বলবো যে আপনি একটু বিশ্রাম নিতে এবং একটুখানি হাওয়া পরিবর্তন করতে গেছেন কিংবা ধরুন কোন বন্ধুকে দেখতে গেছেন; আজ রাত্রে কিংবা কাল সকালে এসে যাবেন।"

"বন্ধুকে দেখতে গেছি, ঠিক আছে। কিন্তু ওদেরকে আমি ভালবাসা দিতে পারবো না।"

"তাহলে, দেব না।" তাকে এ কথা বলা ভালই মনে করলাম—বলায় তো কোন দোষ নাই। সামান্য এ কথাটা বলতে কি বাধা রয়েছে, যদি এখানে এদেরকে সামান্য কিছু বললে এরা শান্তি পায় তাহলে মেরী জেইনকে সে শান্তি না দেয়ার কি রয়েছে। তারপর আমি বললাম :

"আর একটা কথা—টাকার থলেটা?"

"কেন, সেটা তো তারাই পেয়ে গেছে; তারা যেভাবে সেটা পেয়েছে, তাতে চরম বোকামি অনুভব করছি।"

"এখানেই ভুল করছেন। সেটা তারা পায় নাই।"

"কেন, তাহলে কারা পেয়েছে?"

"আহা, কে পেয়েছে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু জানি না! ওটা আমার কাছে ছিল, কারণ আমি আপনাকে দেয়ার জন্যে ওটা তাদের কাছ থেকে চুরি করেছিলাম। আমি সেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলাম, তা জানি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে সেখানে সেটা নাই। আমি ভয়ঙ্কর দুঃখিত, মিস মেরী জেইন, যতদূর দুঃখিত হতে হয় ততদূর দুঃখিত। সত্যি করে বলছি। আমি প্রায় ধরা পড়ছিলাম, এমন সময় যেখানটায় সুবিধে হোল সেখানেই ওটা ঢুকিয়ে দিলাম—এবং দৌড়ে পালালাম—জায়গাটা ভাল ছিল না।"

"নিজেকে দোষ দেয়া থেকে ক্ষান্ত হও তো—এটা খুবই খারাপ—না, আমি তা করতে দেব না; এটা তো তোমার দোষ নয়। তুমি কোথায় সামলিয়েছ?"

আমি তাকে তার দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে আর চিন্তা করতে দিতে চাইলাম না। সুতরাং আমর মুখে এমন কথা এল না যাতে সে চোখের উপর দেখতে পারে যে মৃত ব্যক্তির কফিন বাক্সের মধ্যে তার পেটের উপর টাকার থলেটি রয়েছে। এক মিনিট আমি কিছুই বললাম না।

তারপর বললাম : "আপনি যদি আমাকে মাফ করে দেন, তাহলে ওটা কোথায় রেখেছি তা আর বলতে চাই না, কিন্তু সেটা আমি আপনাকে এক টুকরো কাগজে লিখে দেব। এবং সেটা ইচ্ছে করলে লথরপ সাহেবের বাড়ি যাওয়ার পথেই পড়তে পারেন। আপনি কি মনে করেন, তাহলে চলবে?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

সুতরাং আমি লিখলাম ঃ "আমি থলেটি কফিন বাক্সের মধ্যে রেখেছি। আপনি যখন সে রাত্রে সেখানে বসে কাঁদছিলেন তখন ওটা ওর মধ্যেই ছিল। আমি তখন দরজার পিছনে পিছনে ছিলাম। তখন আপনার জন্যে খুব দুঃখ বোধ হচ্ছিল, মিস মেরী জেইন।"

সেদিন একাকী তাকে ঐ রকম সারা রাত্র কাঁদতে দেখে এবং দুর্বৃত্তেরা কি করে তার ঘরে নির্লজ্জভাবে তার যথাসর্বস্ব অপহরণ করার জন্যে অপেক্ষা করছে তা মনে করে, আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল; এবং আমি যখন ওটা ভাঁজ করে তাকে দিলাম তখন তার চোখেও পানি এসে গেল, সে আমার হাতে হাত নিয়ে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিল এবং বললো : "বিদায়! তুমি যে রকম বলছো আমি সেই রকমই করতে যাচ্ছি, আমি আর তোমাকে কখনো না দেখলেও ভুলবো না। তোমার কথা আমার বহু বহুবার মনে হবে, আর আমি তোমার জন্যে দোয়াও করবো।"—

সে চলে গেল। আমার জন্যে দোয়া করবে! আমি মনে করলাম আমি কি চিজ তা যদি মেরী জেইন জানতো তাহলে তার দোয়া করার জন্যে উপযুক্ত মতো একটি লোক বেছে নিত। কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি, তা সত্ত্বেও সে দোয়া করেছে—কারণ সে ঐ ধরনেরই মেয়ে। তার চরিত্র এত দৃঢ় যে, যিশুখৃষ্টের হত্যার জন্যে দায়ী ছিল যে জুডাস তার জন্যেও সে দোয়া করতে পারতো—তাকে দমিত করার মতো কিছুই ছিল না আমি মনে করি। আপনারা যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমার মতে যত মেয়ে দেখেছি একমাত্র তার ভিতরই করুণার কণা সব চাইতে বেশি দেখেছি। অবশ্য কথাটা চাটুকারিতার মতোই শোনা যায় বটে, কিন্তু আদৌ চাটুকারিতা নয়। তা ছাড়া সুন্দর এবং ভাল যদি কাউকে বলতে হয় তা হলেও সে সকলকে ছাড়িয়ে যাবে। সেই যে সেদিন সে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারপর আর তাকে দেখি নাই; কিন্তু তবুও আমি তার কথা অনেকবার, বহু লক্ষ বার স্মরণ করেছি, আর সে যে আমার জন্যে প্রার্থনা করতে চেয়েছিল তাও মনে করেছি; যদি কখনো সত্যি তার জন্যে আমার প্রার্থনা কাজে আসতে পারে বলে জানতে পারি তাহলে আমার মনে হয় তার জন্যে আমি হয় প্রার্থনা করবো, নইলে শেষ হয়ে যাব।

যাক, মেরী জেইন পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, কারণ কেউ যেন তাকে বেরিয়ে যেতে না দেখে। যখন আমার সঙ্গে সুসান ও চেরা-ঠোঁট মেয়েটার দেখা হোল, তখন আমি বললাম : "নদীর ওপারে যাঁরা আছেন, যাঁদেরকে তোমরা সময়ে সময়ে দেখতে যাও, তাঁদের নাম কি?"

তারা বললো : "কয়েকজনই তো আছে। কিন্তু প্রকটারদের এখানেই সাধারণত যাওয়া হয়।"

"হাঁ, ঐ নামই," আমি বললাম, "আমি প্রায়ই ভুলে গিয়েছিলাম। দেখ, মেরী জেইন আমাকে তোমাদেরকে বলতে বলেছেন যে তাঁর খুব ব্যস্ত হয়ে সেখানে যেতে হয়েছে—তাদের কে যেন অসুস্থ।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কে?"

"আমি জানি না; মোটেই না; এক রকম ভুলেই গিয়েছি, মনে হয় সে হোল—"

"সেক্স্ নিশ্চয় সুস্থ রয়েছে আশা করি, হ্যান্নার নয় তো?"

"আমার বলতে দুঃখ লাগছে", আমি বললাম, "কিন্তু নামটি হ্যান্নারই।"

"হায় আল্লা, সে গত সপ্তাহেও ভাল ছিল? তার অবস্থা কি খুব খারাপ?"

"খারাপ বললে সেটা প্রকাশ করা মোটেই হয় না; তারা তাকে নিয়ে সারারাত বসেছিল মিস জেইন বলেছেন এবং মনে হয় সে আর বেশিক্ষণ টিকবে না।"

"ওহ দেখ কি কুকাণ্ড! তার কি অসুখ হয়েছে?"

আমি তৎক্ষণাৎ মানানসই কোন অসুখের কথা চিন্তা করে উঠতে পারলাম না। সুতরাং বললাম : "মামপস"।

"মামপস না, তোমার নানী! মামপসওয়ালা লোকদের সাথে তারা কখনো মেশে না।"

"মেশে না? মেশে না? আমি বাজী ধরে বলতে পারি এই ধরনের মামপসওয়ালাদের সাথে তারা মেশে। এই মামপসগুলো ভিন্ন ধরনের, মিস মেরী জেইন বলেছেন, এটা নতুন ধরনের।"

"কি রকম নতুন ধরনের?"

"কারণ এটা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশে হয়।"

"কি অন্য কিছুর সঙ্গে?"

"ধর, যেমন এই হাম, হুপিংকফ, ইরিসিপ্লাস, যক্ষ্মা, ইয়েলোফিভার, এবং ব্রেইন-ফিভার—এ সব এত আমি জানিও না।"

"আর আশ্চর্য, তারা একে মামপস বলে?"

"হাঁ, তাইতো মিস মেরী জেইন বললেন।"

"দেখ, কি মনে করে তারা একে মামপাস বলে, বলতে পার?"

"কারণ এ মামপস, তাই। মামপস দিয়েই আরম্ভ হয় কিনা।"

"এর কোন মানে হয় নাকি। যদি কোন লোক হোঁচট খায়, খেয়ে কোন কুঁয়োর মধ্যে গিয়ে পড়ে, এবং তার ঘাড় ভাঙে ও মাথার ঘিলু বেরিয়ে যায়, তখন যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে সে মরলো কেমন করে; আর কোন আহাম্মক বলে, "কেন, সে হোঁচট খেয়ে মারা গেছে: তাহলে তার মধ্যে কোন অর্থ আছে? না, কোন অর্থ নাই; এবং তোমার এটারও তেমন, কোন অর্থ নাই। বেশ, রোগটা কি ছোঁয়াচে?"

"এটা কি ছোঁয়াচে? কি যে বলো? ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে, নিড়ানির মইয়ের দাঁতের মতো ছোঁয়াচে—অন্ধকারেও ধরে। যদি একটা দাঁত তার টেনে না ফেলে দাও, তবে অন্যটাও নড়বড় করে উঠবে, তাই না? এবং সেটা না ফেলতে ফেলতে আর

একটা, এমনি করে সম্পূর্ণ দাঁতের পাটিটা না ফেললে নিস্তার নাই। হ্যাঁ, এইভাবে ঐ ছোঁয়াচের কথাটা বলা যায় এবং এটা নিড়ানির মইয়ের চাইতেও কঠিন; যদি একবার এটা ধরে তবে চিরকালের জন্যে তোমাকেই টেনে তুলে ফেলবে।"

"ওরে বাবা, এতো সাংঘাতিক, আমার মনে হয়", চেরা-ঠোঁট মেয়েটি বললো, "আমি হার্ভে কাকার কাছে যাই এবং—"

"ও, হাঁ," আমি বললাম, "আমি যাব। নিশ্চয়ই আমি যাব। আমি আর সময় নষ্ট করবো না।"

"সময় নষ্ট করবে না, কেন?"

"একবার কথাটা বিচার করে দেখ, হয়তো তাতে বুঝবে। তোমার কাকাদের কি যত শিগগীরই সম্ভব বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাগিদ পড়ে নাই? এবং তোমরা কি মনে করো যে তারা এখনই চলে যাবেন এবং তোমাদেরকে একলা এতটা পথ যাওয়ার জন্যে রেখে যাবেন? তোমরা জান যে তারা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেনই। এ পর্যন্ত বেশ ভালই। এখন এ্যাপারটা হোল যে তোমাদের হার্ভে কাকা একজন পাদ্রী, তাই নন কি? তাহলে কথা হচ্ছে : একজন পাদ্রী কি স্টীমারের কেরানীকে ফাঁকি দেবেন? আর মিস মেরী জেইনকে জাহাজে যাতে নিয়ে যেতে পারেন শুধু সেই জন্যেই কি তিনি জাহাজের কর্মচারীকে ফাঁকি দেবেন? আর তোমরা নিশ্চয়ই জান যে তিনি তা করবেন না। তাহলে তিনি কি করবেন? কেন, তিনি বলবেন, 'বড় দুঃখের কথা যে আমর গির্জার জরুরী কাজ রয়েছে, কিন্তু তা যে ভাবেই হোক সমাধান হোকগে, যেহেতু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীটি একটি সাংঘাতিক অসুখ ল্লুরিবাস-উনাম মামপস্-এর সংস্পর্শে এসেছে, সেই জন্যে এটা আমার প্রকাণ্ড কর্তব্য যে আমি এখানে তিন মাস বসে থেকে তার মধ্যে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা সেটা দেখে তারপর যাব,' যাকগে সে কথা; তোমরা যদি মনে করো তোমার হার্ভে কাকাকে বলা দরকার তা হলে—"

"ধুত্তোর! কি যে বলো। কোথায় ইংলণ্ডে গিয়ে ফুর্তি করে সময় কাটাবো তা নয়, মেরী জেইনের দেহে অসুখ ঢুকেছে কিনা সেটা জানতে এখানে তিন মাস কাটাবো। তুমি একটি বোকার মতো কথা বলো।"

"তাহলে না হয় তোমাদের পাড়াপড়শীদের কাউকে বলো।"

"এর উত্তরও শোন। স্বাভাবিক আহাম্মকিতে তুমি সকলকে হার মানাও। তুমি কি বুঝতে পার না যে তারা গিয়ে অন্যকে বলবে? কাউকে কিছু না বলাটাই হোল একমাত্র উপায়।"

"হতে পারে তোমরা ঠিক—হাঁ আমার মনে হয় তোমরা ঠিকই বলেছ।"

"কিন্তু আমি মনে করি হার্ভে কাকাকে আমাদের বলা উচিত যে মেরী জেইন কিছুক্ষণের জন্যে মাত্র গিয়েছে, তাহলে তার সম্বন্ধে তিনি কোন অস্বস্তি অনুভব করবেন না, তাই না?"

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ, মিস জেইনও তোমাদেরকে তাই করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওদেরকে বলো, হার্ভে ও উইলিয়াম কাকাকে আমার ভালবাসা ও চুমো জানায় যেন, এবং যেন বলে যে আমি নদী পার হয়ে মিস্টার—মিস্টার—তোমাদের কাকা পিটার সেই ওপারের ধনী কোন পরিবারটির কথা খুব না বলতেন?—তার সেখানে গেছেন—"

"ও তুমি কি এ্যাপথরপদের কথা বলছো।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এই ধরনের নাম মনে রাখা এক জ্বালাতন; অর্ধেকটা সময় এসব নাম মনেই থাকে না। হ্যাঁ, তিনি বলেছেন যে তিনি ত্র্যাপথরপগণ যাতে নিশ্চয় নিলাম খরিদ করতে আসে সে জন্যে এবং বাড়িটা কেনার জন্যে অনুরোধ করতে গিয়েছেন, কারণ তিনি মনে করেন পিটার কাকা বেঁচে থাকলে অন্য কেউ না নিয়ে তারাই এটা নিক তাই চাইতেন। এবং যে-পর্যন্ত না তারা রাজী হয় সে পর্যন্ত তিনি সেখানে থেকে, পরে যদি ক্লান্ত না হয়ে পড়েন তা হলে ফিরে আসবেন; আর যদি হয়ে পড়েন তাহলে সকালে অন্ততঃ ফিরে আসবেন। তিনি বলেছেন যে প্রকটরদের সম্বন্ধে কিছু বলবে না—শুধু এ্যাপথরদের সম্বন্ধেই বলবে—এবং সে সত্যিও, কারণ তিনি তাদেরকে বাড়ি কেনার কথা সেখানে বলতে যাচ্ছেন; আমি জানি, কারণ তিনি আমাকে নিজে বলেছেন।

"বেশ ঠিক আছে।" তারা বললো, এবং তাদের কাকাদেরকে তার বোনের ভালবাসা, চুমো এবং বাণীটা দেয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল।

সব কিছুই এখন ঠিকভাবে চলছিল। মেয়েরা কোন কিছুই বলবে না, কারণ তারা ইংলণ্ডে যেতে চায়; রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুর চাইবে যে মেরী জেইন ডাক্তার রবিনসনের আশে পাশে না ঘুরে বরং নিলামের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকুক। আমি খুব ভাল অনুভব করলাম। আমি বিচার করে দেখলাম যে, কাজটি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে করেছি—আমার মনে হয় যে, টম সয়্যারও এ রকম পরিচ্ছন্নভাবে এটা করতে পারতো না। অবশ্য এটার মধ্যে সে বেশ কিছুটা কায়দা ঢুকিয়ে দিত, কিন্তু আমি যেন কেমন হাতের কাছে কায়দা খুঁজে পাই নাই; কারণ আমি তো ওরকমভাবে প্রতিপালিত হই নাই।

যাক্, ওরা সাধারণের একটা পার্কে বিকেলের দিকে নিলাম করছিল, এবং একটার পর একটা করে বিক্রী হচ্ছিল। বুড়োটি হাতের কাছেই ছিল; এবং যতদূর খাসা দেখাবার তা দেখাচ্ছিল। নীলামকারীর পাশে দাঁড়িয়ে সে কখনো দু-একটি ধর্মীয় বোলচাল, কখনো মিষ্টি মিষ্ট কোন কথা বলে জমিয়ে রেখেছিল। আর লাট-বাহাদুর এদিকে গো-গো করে সবার সহানুভূতি, যতদূর নিতে সে ওস্তাদ ছিল ততদূরই নিচ্ছিল এবং নিজেকে সবার মধ্যে ব্যাপ্ত করে রেখেছিলো।

আস্তে আস্তে, ধীর গতিতে চলে, শেষ পর্যন্ত সবই নিলামে বিক্রী হয়ে গেল—শুধুমাত্র কবরস্থানের দু'একটি জিনিস রইলো। রাজাবাহাদুরের মতো এত বড় হাভাতে আমি আর দেখি নাই, সব কিছুই সে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল। যখন

তারা নিলামে ব্যস্ত, তখন দেখা গেল একটি জাহাজ এসে ভিড়লো এবং প্রায় মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটি জনতা মহা হুল্লোড়ে চিৎকার করতে করতে এবং হাসতে হাসতে দুজন লোককে নিয়ে এসে উপস্থিত হোল, এবং তারা বললো : "এই নাও যুদ্ধের লাইন করে দিলাম, এই আর এক জোড়া পিটার উইলক্স্-এর উত্তরাধিকারী—এখন তোমরা দামের টাকা কে কাকে দেবে, সে বিচার নিজেরাই করো।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমি ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম

তারা দেখতে সুশ্রী এক বুড়ো ভদ্রলোক এবং তার চাইতে অল্প বয়স্ক একজন সুন্দর লোককে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল। শেষের লোকটির ডান হাতটি একটি বন্ধনী দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলান ছিল। সবাই কি বলবো, হায় আল্লাহ, বে-এন্তাহা হাসি-মস্করা ও চিৎকার-হুল্লোড় করছিলো। কিন্তু আমি এর মধ্যে ঠাট্টা-মস্করার যে কিছু আছে, তা বুঝতে পারলাম না; মনে করলাম রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুরকে এ দৃশ্য কিছুটা দমিয়ে দেবে। কিন্তু না, দমার কোন লক্ষণই দেখলাম না। লাট-বাহাদুর এমন ভাব করতে লাগলো যে, কি ঘটেছে তার কোন হদিস যে সে পেয়েছে তা যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে। সে এত হাসি-খুশী ভাবে সবার মধ্যে গো-গো করে যাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল একটা জগ থেকে গগ গগ করে ঘোল ঢালা হচ্ছে। আর রাজাবাদুর সদ্য আসা লোক দু'টির দিকে এমন দুঃখের সঙ্গে দেখছিলো, আর দেখছিলো যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে এ রকম বাটপাড় আর জোচ্চোর যে আছে তা দেখে তার হৃদয়ের মধ্যে পেট কামড়ানি অনুভব করছিলো। ওহ, যেভাবে এ কাজটি সে করছিলো তা প্রশংসার যোগ্য। বহু মোড়ল শ্রেণীর ব্যক্তি এসে রাজার পাশে দাঁড়ালো, যেন রাজাবাহাদুর বুঝতে পারে যে, তারা তার পক্ষে রয়েছে। যে বুড়ো লোকটি এসেছিলেন তিনি সকলকে মৃত্যুর মতো হতভম্ব করে দেবার জন্যে একবার চেয়ে দেখলেন। ক্ষণপরেই কথা বলতে লাগলেন, আমি সোজাসুজি বুঝতে পারলাম, তিনি সত্যিকার ইংরেজের মতোই কথা বলছেন। রাজাবাহাদুরের ইংরেজীর মতো নয়, যদিও রাজাবাহাদুরের ইংরেজীটা যথেষ্ট ভাল নকল ছিল বলতে হবে। আমি বুড়ো ভদ্রলোকটির কথাগুলো দিতে পারবো না; কিংবা তাঁকে নকলও করতে পারবো না। তিনি জনতার দিকে ফিরলেন এবং এইভাবে বললেন : "এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে যে আমি তৈরি ছিলাম না সেটা আমি সরল এবং অকপটভাবে স্বীকার করছি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে এবং এর উত্তর দেওয়ার জন্যে আমরা

www.boiRboi.blogspot.com

এখন তেমন প্রস্তুত নই। আমার ভাই ও আমি দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছি। সে তার হাত ভেঙে ফেলেছেন; গত রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে এই শহরের উজানে একটি শহরে আমাদের মালপত্রাদি ভুলে অন্যত্র চলে গিয়েছে। আমি পিটার উইলক্স্-এর ভাই হার্ভে, আর এ তার ভাই উইলিয়ামস্। এ কথা বলতে পারে না, আর কানেও শোনে না—এমনকি বোধগম্যভাবে তেমন কোন ইঙ্গিতও করতে পারে না, তারপর আবার একখানা হাত ক্ষুতো হয়ে আরো অসুবিধে হয়েছে, কারণ এখন একখানা হাত রয়েছে কাজ চালানোর জন্যে। আমরা কারা, আমরা যারা বলে দাবি করছি তারাই যে, তা দু একদিনের মধ্যে আমাদের মালপত্রগুলো ফিরে পেলে, প্রমাণ করতে পারবো। কিন্তু সেগুলো না পাওয়া পর্যন্ত, আমি আর কিছুই বলবো না; শুধু হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করবো।"

সুতরাং তিনি এবং নূতন বোবা লোকটি চলে গেলেন। রাজা-বাহাদুর হাসলো এবং অর্থহীনভাবে মুন্সীয়ানা করে বললো : "তার হাত ভেঙেছে—হবে হয় তো, তাই না?—খুব সুবিধেও, একজন জোচ্চোরের পক্ষে খুব সুবিধে, কারণ সে এখনও ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলতে শেখে নাই। তাদের মালপত্র হারিয়েছে! সেটাও ভারী সুবিধের—বেশ বুদ্ধি খরচ করে তৈরি করেছে—এই ঘটনাচক্র দেখে।"

রাজাবাহাদুর আবার হাসলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও হাসলো; কিন্তু তিন কি চার কিংবা হবে অর্ধডজন লোক চুপ করে রইলো। এর মধ্যে ডাক্তারটিও ছিলেন, আর একটি তীক্ষ্ণদৃষ্টির লোক ছিলেন—তাঁর হাতে কার্পেট দিয়ে তৈরি পুরনো ধরনের একটি থলি ছিল। লোকটি এই মাত্র জাহাজ থেকে নেমে এখানে এসেছিলেন, তিনি ডাক্তারের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগলেন—এবং বার বার রাজাবাহাদুরের দিকে চাইতে ও মাথা দোলাতে লাগলেন—এ হোল লেভী বেল, যে উকিলটি লুইভিলে গিয়েছিলেন, তিনি। আর একটি কর্কশ কণ্ঠের তাগড়া লোকও ছিল। সে বুড়ো ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনেছিল। এখন রাজাবাহাদুরের কথা শুনছিল। যখন রাজাবাহাদুর তার বক্তৃতা শেষ করলো, তখন এই কর্কশ-কণ্ঠ লোকটি এগিয়ে এসে বললো : "শুনুন জনাব, দেখুন, যদি আপনি হার্ভে উইলক্স্ হন, তা হলে এ শহরে কখন এসেছেন?"

"অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগের দিন এসে পৌঁছেছি।" রাজাবাহাদুর বললো।

"বেলা ক'টায়?"

"বিকেলে—সূর্যাস্তের এক ঘন্টা পূর্বে।"

"আপনি কিভাবে এসেছেন?"

"আমি সিনসিনাটি থেকে সুসান পাওয়েল স্টীমারটিতে এসেছি।"

"তাহলে আপনি, কি করে সেদিন সকালে পাইন্ট্ গ্রামটিতে ডোঙায় চড়ে এলেন?"

"না, আমি পাইন্ট্ গ্রামটিতে কখনো যাই নাই।"

"মিথ্যা কথা।"

কতকগুলো লোক তার উদ্দেশে লাফিয়ে উঠলো। তাকে এমনি করে একজন বুড়ো লোক এবং পাদ্রীর প্রতি ব্যবহার করতে নিষেধ করলো।

"পাদ্রী না ছাই, ও একটি জোচ্চোর এবং মিথ্যাবাদী, সেদিন সকালে ও পাইন্‌ট্ গ্রামটিতে ডোঙায় করে এ সিছিল। আমি সেখানে থাকি, আমি জানি না? ও সেখানে ছিল, আমিও সেখানে ছিলাম। আমি সেখানে ওকে দেখেছি। টিম কলিন্‌স্ এবং একটি ছোকরাসহ সে ডোঙায় এসে পৌছেছিল।"

ডাক্তার এগিয়ে এলো, বললো : "হাইন, তুমি যদি ছোকরাটিকে আবার দেখো, তা হলে চিনতে পারবে?"

"হাঁ, আমার মনে হয় পারবো; তবে ঠিক বলতে পারি না। কেন, ঐ তো ওখানে দেখছি সেই ছেলেটা, হাঁ তাকে সহজেই তো চিনতে পারছি।" সে হাত দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। ডাক্তারটি তখন বললেন, "প্রতিবেশীবৃন্দ, আমি জানি না নতুন লোক দুটি জোচ্চোর কিনা, তবে এ জানি এ দুটি যদি জোচ্চোর না হয়, তা হলে আমি একটি আহাম্মক, এই হোল কথা। এখন আমি মনে করি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিষয়টি ভাল করে অনুসন্ধান করতে সক্ষম না হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা যাতে এখান থেকে পালিয়ে না যেতে পারে সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। হাইন এসো, আর আপনাদের বাকী সবাই আসুন। আমরা এদেরকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে অন্য দুজনের মুখোমুখি করি, তা হলেই আমার মনে হয়, আমরা কাজে এগোবার আগেই কিছু পেয়ে যেতে পারি।"

জনতার জন্যে এমন একটি মজাদার ব্যাপার তাদেরকে পাগল করে তুললো, অবশ্য রাজার বন্ধুদের ছাড়া; সুতরাং তারা সোল্লাসে রওনা হোল। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। ডাক্তার আমার হাতটি পাকড়ে নিয়ে চললেন, যদিও তাঁকে আমার প্রতি যথেষ্ট দয়ার্দ্র মনে হোল, তবুও আমার হাতটি মোটেই ছাড়লেন না।

আমরা সবাই হোটেলের একটি বড়ো কামরায় জড়ো হলাম; কয়েকটি মোমবাতি জ্বালানো হোল; নতুন লোক দুজনকে আনা হোল। ডাক্তারই প্রথমে কথা বললেন।

তিনি বললেন : "আমি এই দুটি লোকের উপর নির্দয় হতে চাই নাই, কিন্তু আমি মনে করি এরা জোচ্চোর। আমরা জানি না এদের হয়তো এমন কোন দুষ্কর্মের সাথী এখানে রয়েছে। যদি তা থাকে, তা হলে কি তারা পিটার যে মোহরের থলে রেখে গিয়েছে তা নিয়ে ভেগে পড়বে না? একথাটা কোন অসম্ভব কথা নয়। এই লোক দুটি যদি সত্যিই জোচ্চোর না হয়, তাহলে এরা টাকার থলেটা এখানে আনতো, এবং যে পর্যন্ত না প্রমাণ হয় যেন তারা ঠিক লোকই, সে পর্যন্ত সেটা আমাদের কাছে রাখতে কোন আপত্তি করবে না—তাই নয় কি?"

প্রত্যেকেই তাতে একমত হোল। সুতরাং আমি মনে করলাম যে, তারা আমাদের দলটিকে গোড়াতেই কোনঠাঁসা করার ব্যবস্থা করলো; কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

রাজাবাহাদুরকে শুধুমাত্র একটু বিমর্ষ দেখা গেল। সে বললো : "ভদ্র মহোদয়গণ, আহা যদি টাকাটা থাকতো, তা হলে এই রকম একটি তদন্ত, যেটা নিরপেক্ষ, সরল এবং সম্পূর্ণভাবে করার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটাতে বাধা না দিয়ে সেটা করিয়ে সব গোলমালের অবসান করতে রাজী ছিলাম; কিন্তু হায়, টাকাটা নাই; আপনারা যদি চান লোক পাঠিয়ে দেখতে পারেন টাকাটা ওখানে নাই।"

"তা হলে কোথায় রয়েছে?"

"দেখুন, যখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী সেটা আমাকে দিয়ে তার জন্যে তা রাখতে দিল, তখন আমি সেটা নিলাম এবং আমার বিছানার নিচের গাদলার ছোঁড়া ফাঁক দিয়ে খড়ের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে রাখলাম। একদিনের জন্যে ব্যাঙ্কে দিয়ে লাভ নাই, মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম গাদলার নিচে খড়ের মধ্যের জায়গাটা নিরাপদ জায়গা; কিন্তু নিগ্রো চাকরদের বিষয়ে বিশেষ কিছু ওয়াকিফহাল না থাকায়, এবং তাদেরকে ইংলণ্ডের চাকরদের মতো সাধু মনে করায় এ কাণ্ডটি ঘটেছে। নিগ্রো চাকরগুলো ঠিক পরের দিন সকালেই, যখন আমরা নিচের তলায় গিয়েছিলাম তখন চুরি করেছে; তাদেরকে যখন বিক্রি করি তখন পর্যন্ত জানি না যেন টাকাটা চুরি গেছে; সুতরাং তারা সাফাই হাতে এটা নিয়ে চলে গেছে। আমার এই চাকর ছোকরাটি আপনাদেরকে সে সম্বন্ধে ভাল বলতে পারবে।"

ডাক্তার এবং অন্য অনেকেই বলে উঠলো, "গুলবাজী!" আমি দেখলাম কেউই তাকে বিশ্বাস করলো না। একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমি নিগ্রোদেরকে ওটা চুরি করতে দেখেছি কিনা। বললাম, চুরি করতে দেখি নাই; তবে আমি তাদেরকে কামরা থেকে চুপি চুপি বের হতে এবং দ্রুতগতিতে চলে যেতে দেখেছি; অবশ্য তা দেখে অন্যকিছু মনে করি নাই, শুধু মনে করেছি যে হয়তো তারা আমার মনিবদের জাগিয়ে দিয়েছে। ধরা পড়ে শাস্তি না পায় সেই জন্যে তাড়াতাড়ি ভেগে পড়েছে। ওরাও এইটুকু মাত্রই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

ডাক্তার চট করে ঘুরে আমার মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করলো, তুমিও ইংরেজ নাকি? আমি বললাম, হাঁ।

তিনি এবং আরো কয়েকজন হাসলো। বললো : "বাজে কথা।"

যাক, তারপর তারা সাধারণভাবে একটা অনুসন্ধান শুরু করলো। উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে ঘন্টাকে ঘন্টা কাজটি চালালো, কিন্তু কেউ রাত্রের খাওয়ার কথাটা উল্লেখও করলো না—এমনকি মনে হোল সে বিষয়ে কেউ চিন্তাও করছে না—অনুসন্ধান চলেছে তো চলেছেই! এরকম কেলেঙ্কারী কাণ্ড আপনি জীবনেও দেখেন নাই। তারা প্রথমে রাজাবাহাদুরকে তার কেচ্ছা বলতে বললো; পরে বুড়ো ভদ্র লোকটিকে। কয়েকজন বোকামত লোক ছাড়া আর কেউ মনেই করলো না যে, বুড়ো ভদ্রলোকটি সত্যি কথা বলছে এবং অন্যে মিথ্যা বানিয়ে বলছে। আস্তে আস্তে তারা আমাকে আমি কি জানি, সেটা বলার জন্যে ধরলো। রাজাবাহাদুর

চোখের কোণ দিয়ে আমাকে এমন একটা উল্টো ইঙ্গিত করলো যে আমি সিধে হয়ে গেলাম এবং বেশ ভাল করে বুঝলাম যে তার দিকেই বলতে হবে। আমি শেফিল্ড সম্বন্ধে বললাম, সেখানে আমরা কিভাবে বাস করি তা, এবং ইংলণ্ডের উইল্‌কসদের সম্বন্ধে যা জানি তা' এবং এমনি আরো কিছু বলে চললাম, কিন্তু আমি বেশি দূরে যাওয়ার আগেই ডাক্তারটি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

উকিল লেভি বেল বললেন : "বসে পড়ো, ছোকরা; আমি যদি তুমি হতাম তা হলে নিজেকে এতটা তকলিফ দিতাম না। আমার মনে হচ্ছে তোমার মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নাই; তুমি হাতড়িয়ে মিথ্যা কথা বলার মতো শব্দ পাও না; তোমার আরো চর্চা করা দরকার। তোমার মিথ্যা বলার ধরনটাই বদসুরত।"

যাক, আমার সম্বন্ধে মত প্রকাশের জন্যে আমি কিছুই মনে করলাম না; কোনক্রমে ছাড়া পেয়ে আমি খুশীই হলাম।

ডাক্তার যেন কিছু বলবেন এমনিভাবে লেভি বেলের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি প্রথম থেকেই কি শহরে ছিলে, লেভি বেল—"

অমনি রাজাবাহাদুর বাধা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, "লেভি বেল আমার হতভাগ্য মৃত ভাইটি তার সে বন্ধুটির কথা প্রায়ই লিখতেন, সে আপনি?"

উকিলটি এবং রাজাবাহাদুর করমর্দন করলেন; উকিল সাহেব হাসলেন এবং খুশী হয়েছেন বলে মনে হোল, তারপর তাঁরা কিছুক্ষণ কথা বললেন। পরে এক প্রান্তে গিয়ে নিচু স্বরে আলাপ করতে লাগলেন। অবশেষে উকিল সাহেব কথা বললেন।

তিনি বললেন : "হাঁ, সব ঠিক করে ফেলবো। বেশ আমি আপনার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করবো। আপনি লিখে দিন এবং আপনার ভাইকেও লিখতে বলুন; আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তা হলেই তারা জানবে সে সব ঠিক আছে।"

সুতরাং কিছু কাগজ এবং একটি কলম আনা হোল। রাজাবাহাদুর বসলো। মাথা বেঁকিয়ে জিভ কামড়িয়ে কিছু লিখলো; তারপর তারা কলমটি লাট-বাহাদুরের হাতে দিল—এই প্রথম লাট-বাহাদুরকে অসুস্থ মনে হোল। কিন্তু সে কলম নিল এবং লিখলো। তারপর উকিল সাহেব সেই বুড়ো নতুন ভদ্রলোকটির দিকে ফিরলেন এবং বললেন : "আপনি এবং আপনার ভাইও কিছু লিখুন, তারপর নামটা দস্তখত করুন।"

বুড়ো ভদ্রলোকটিও লিখলেন। সেটা কেউ পড়তে পারলো না। উকিল সাহেব ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছেন মনে হোল।

তিনি বললেন : "আমি হার মেনে গেলাম দেখছি"—এই বলে তিনি তাঁর পকেট থেকে কতগুলো চিঠি টেনে বের করলেন; তারপর আমাদের বুড়োর লেখাটা দেখালেন; আবার সেগুলো দেখলেন; তারপর তিনি বললেন, "এই পুরনো চিঠিগুলো হার্ভে উইলক্‌স্ লিখেছেন; এবার দেখুন—এ দুটো হাতের লেখা; যে কেউ দেখে বলতে পারবে এরা দুজনে অন্ততঃ ও চিঠিগুলো লেখেনি

www.boiRboi.blogspot.com

নাই।" (রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুর যখন দেখলো কিভাবে চালাকি করে উকিল সাহেব তাদেরকে ঠকিয়েছে, তখন তারা বুঝলো যে, তারা ডুবেছে এবং আপনাদেরকে বলতে কি, তাদের তখন উজবুকের মতো দেখা যাচ্ছিল) উকিল সাহেব বলে চললেন, "এবার দেখুন এই বুড়ো ভদ্রলোকের লেখা; যে কেউ বলতে পারে, এবং সচ্ছন্দে বলতে পারে যে তিনি এ চিঠিগুলো লেখেন নাই—তার কারণ আসলে এই যে, তার হাতের এই হিবিজিবি এটা কোন লেখাই নয়। আবার এই চিঠিগুলো দেখুন—"

নতুন বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন : "যদি আপনারা অনুমতি দেন, তবে আমি এর কৈফিয়ত দিতে চাই। আমার হাতের লেখা, ঐ যে আমার ভাইটিকে দেখছেন, ও ছাড়া আর কেউ পড়তে পারে না—সে আমার জন্যে নকল করে দেয়। আপনার কাছে যে লেখাটা রয়েছে সেটা ওর, আমার নয়।"

"আচ্ছা", উকিল সাহেব বললেন, "এতো আর এক কাণ্ড দেখছি। আমার কাছে উইলিয়ামের লেখা চিঠিও রয়েছে; সুতরাং সে যদি এক আধটা লাইন লেখে তাহলে—"

"সেতো তার বাঁ হাত দিয়ে লিখতে পারে না" বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন, "যদি সে তার ডান হাত ব্যবহার করতে পারতো তা হলে বুঝতে পারতেন যে, সে তার নিজের চিঠি এবং আমার চিঠি দুটোই লিখেছে। দয়া করে দুটো মিলিয়ে দেখুন—দেখবেন একই হাতের লেখা।"

উকিল সাহেব তাই করলেন, এবং বললেন : "আমার মনে হয় তাই-ই—আর যদি তা নাও হয়, তবে দুটো লেখার মধ্যে আগে আমি যা মনে করতাম তার চাইতে বহু বেশি সাদৃশ্য রয়েছে এখন মনে হয়। খুব ভাল হোল, এ বেশ হোল—মনে করেছিলাম যে আমরা সমাধানের পথে এসে গেছি, এখন দেখছি তার খানিকটা অকেজো হয়ে গেল। কিন্তু সে যাই হোক, একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেছে—এরা দুজনের কেউই উইল্‌ক্‌স নয়"—তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করে রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুরকে দেখিয়ে দিলেন।

আপনারা কি মনে করছেন? এরপরেও সেই নির্বোধ বুড়ো উজবুকটি হার স্বীকার করবে না? সত্যিই সে করলো না। বললো, যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা ন্যায্য নয়। বললো, তার ভাই উইলিয়ম পৃথিবীর সব চাইতে বিকৃত স্বভাবের একটি ভাঁড়, এবং কোন চেষ্টা করে সে ওটা লেখে নাই—। এমন সময় সে দেখলো যে উইলিয়ম কাগজের উপর কলম দিয়ে আবার ভাঁড়ামি শুরু করেছে। সুতরাং সে বেশ গরম হয়ে উঠলো এবং বড় বড় করে এ রকম বক্তৃতা চালালো যে, শেষতক্ মনে হোল সত্যিই সে যা বলেছিল তা সে নিজেই বিশ্বাস করে যাচ্ছিল; কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যেই নতুন ভদ্রলোকটি বাধা দিলেন এবং বললেন : "আমি একটা বিষয় চিন্তা করেছি। যারা আমার ভা—মানে যারা মৃত পিটার উইল্‌ক্‌স্‌কে কবরে শুইয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ এখানে আছে কি?

"হাঁ" একজন বললো, "আমি এবং এ্যাব টারনার।"

তখন বুড়ো ভদ্রলোকটি রাজাবাহাদুরের দিকে ফিরে চাইলেন। বললেন : "মৃতের বুকের উপর কি উল্কি দেয়া ছিল, এই ভদ্রলোক হয়তো তা বলতে পারবেন।"

এ কথাটা রাজাবাহাদুরকে এত আকস্মিকভাবে আঘাত করলো যে আল্লা মালুম, সে যদি চট করে এর কোন উত্তর উদ্ভাবন না করতে পারে, তাহলে তল খেয়ে দেয়া নদীর খাড়া পারের মতোই তার হঠাৎ পতন হবে; মনে করুন, এ রকম একটা পদার্থপূর্ণ প্রশ্ন যে কাউকে করা হোক না কেন, তাকে ধরাশায়ী করার জন্যে যথেষ্ট, কারণ সে কি করে জানবে লোকটির বুকে উল্কি দেয়া ছিল? রাজাবাহাদুর একটুখানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল; না হয়ে উপায় নাই; সবাই নিস্তব্ধ, প্রত্যেকেই একটুখানি ঝুঁকে তার দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছে। তখন আমি মনে মনে বললাম; বাছাধন এবার হার স্বীকার করবে—আর ঠেকিয়ে কোন লাভ নাই। কিন্তু তা করলো কি? কেউ এ বিশ্বাসই করবে না; সে সত্যিই হার স্বীকার করলো না। আমি মনে করলাম, রাজাবাহাদুর এভাবে সবাইকে ক্লান্ত করে ফেলবে, তারপর তারা সব চলে যাবে, তখন এরা হঠাৎ ওদের হাত থেকে ছুটে একেবারে চম্পট দেবে। যা হোক, সে বসেই থাকলো, ক্ষণপরে একটুখানি হাসলো। তারপর বললো : "ফুঃ! বুড়ো কঠিন প্রশ্ন করেছেন; তাই নয় কি? হাঁ, জনাব। আমি বলতে পারি তার বুকে কি উল্কি দেয়া ছিল। খুব পাতলা ছোট এবং নীল এমন একটি তীর তার বুকে উল্কিতে আঁকা ছিল—এই-ই ছিল; যদি আপনি খুব কাছের থেকে না দেখেন, তাহলে ওটা দেখতে পাবেন না। এবার বলুন আপনার কি বলার আছে—হাঁ বলুন?"

"দেখুন, এই বুড়ো শালিকটার এ রকম সর্বাত্মক ধৃষ্টতা আমি আর কখনো দেখি নাই।"

বুড়ো ভদ্রলোকটি চট করে এ্যাব টারনার এবং তার সঙ্গীর দিকে ফিরলো, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেন এবার রাজাবাহাদুরকে বাগে পেয়েছেন; তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : "উনি যা বললেন আপনারা তা শুনলেন তো! পিটারের বুকের উপর এমন কোন চিহ্ন ছিল কি?"

তাদের দুজনই এক সঙ্গে বললো : "আমরা এ রকম কোন চিহ্ন দেখি নাই।"

"খুব ভাল কথা", বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন, "এখন আমি বলছি আপনারা তার বুকের উপর যা দেখেছেন তা হোল একটি ছোট অস্পষ্ট P, এবং একটি B (এটা ছিল একটা আদ্যক্ষর, সে যৌবনেই একটা পরিত্যাগ করে), আর ছিল একটা W, এবং এগুলোর মধ্যে ড্যাস চিহ্ন ছিল ঠিক এই রকম : "P—B—W"—তিনি ঠিক এমনিভাবে এক টুকরো কাগজের উপর তা এঁকে দেখালেন। "এবার বলুন আপনারা তাই দেখেন নাই কি?"

www.boiRboi.blogspot.com

আবার তারা দুজনে একত্রে বললো : "না, আমরা তাও দেখি নাই।"

প্রত্যেকেরই এবার চরম মানসিক অবস্থা দেখা গেল, তারা চিৎকার করে বললো : "ঠগের গুষ্টি এসে জুটেছে, সবগুলো জোচ্চোর; এদেরকে চুবাবো, ডুবিয়ে মারবো, রেলের লাইনের উপর চড়িয়ে ঘোরাবো" সকলেই এক সঙ্গে হল্লা করে উঠলো। ভয়ানক ভাবে হৈ চৈ লেগে গেল।

তখন উকিল সাহেব লাফ দিয়ে টেবিলের উপর উঠলেন। চিৎকার করে বললেন : "ভদ্রমহোদয়গণ, ভদ্রমহোদয়গণ! আমার একটা কথা শুনুন—মাত্র একটা কথা দয়া করে শুনুন! আর একটা উপায় এখনো রয়েছে—চলুন আমরা কবর খুলে মৃত ব্যক্তিকে তুলি—মিলিয়ে দেখি।"

কথাটি সব্বাইকে পেয়ে বসলো।

"হুর রে!" সকলে চিৎকার করে উঠলো। রওয়ানা হতে গেল। তখন উকিল ও ডাক্তার দুজনে উচ্চকণ্ঠে বললেন : "একটু দেরি করুন, একটু দেরি করুন, এই চারটি লোক ও ছোকরাটিকেও পাকড়াও করুন, এদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

"হাঁ, আমরা তাই করবো"—তারা সব চিৎকার করে বললো, "এবং আমরা যদি মৃতের বুকে কোন চিহ্ন না দেখি, তা হলে এ বদমাশের দলটিকে খুন করবো।"

আপনাদেরকে বলছি, আমি এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ, আপনারা জানেন, এবার নিস্তার পাওয়ার কোন উপায়ই নাই। তারা সবাই আমাদেরকে চেপে ধরলো। দৌড়াতে দৌড়াতে সেই দেড় মাইল দূরবর্তী নদীর পারের কবরস্থানের উদ্দেশে নিয়ে চললো, সারা শহরের লোক আমাদের পিছু পিছু আসছিল। তুমুল গণ্ডগোল হচ্ছিল। রাতও হয়েছিল মাত্র নটা।

আমাদের বাড়ির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমার মনে হোল আহা আমি যদি মেরী জেইনকে শহরের বাইরে না পাঠাতাম তা হলে তাকে এখন ইশারা করলে সে বাইরে এসে আমাকে বাঁচাতো আর ঐ অধম জোচ্চোর দুটোকে ধরিয়ে দিতে পারতো।

যাক, নদীর পারের রাস্তা দিয়ে বনবিড়ালের মতো আমরা সব চললাম। আমাদেরকে আরো ভয়ার্ত করার জন্যেই যেন আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বাতাসের বেগে গাছ-গাছালির পাতা ঝরঝর করছিল। এ রকম সাংঘাতিক ভয়ানক বিপদে আমি আর কখনো পড়ি নাই; আমি একরকম বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম; কারণ, ঘটনা যে রকম ঘটবে আশা করেছিলাম, সবই তার উল্টো ঘটছিল। অথচ এরকম বিপদে না পড়ে আমার নিজের ভাবেই সব ঘটাতে পারতাম, মজা ওড়াতে পরতাম এবং মেরী জেইনকে আমার সঙ্গে রেখে সঙ্কট মুহূর্তে তার সাহায্যে বেঁচে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন দেখছি হঠাৎ মৃত্যু

এবং আমার মধ্যে কিছু নেই—শুধু এক উল্কির চিহ্ন ছাড়া। যদি তারা কোন চিহ্ন নাই দেখে—

উহ্, এ চিন্তা করতেও ভয় করছিল; অথচ কোনরকমেই অন্য কিছুর চিন্তাও করতে পারছিলাম না। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো, জনতা থেকে পালাবার সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিলো। কিন্তু সেই কর্কশ তাগড়া লোকটি—হাইন্‌স্—খুব শক্ত করে আমার হাত ধরে রেখেছিল; সুতরং আমার মনে হোল আমি ওর হাতের চাইতে বরং গোলিয়াথের হাত থেকে সহজে ছাড়া পেতে পারতাম। তিনি আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চললেন, এবং এত উত্তেজিত হয়ে চলছিলেন যে, আমাকে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে দৌড়ে যেতে হচ্ছিল।

কবরস্থানের ভিতর জলপ্লাবনের মতো এসে সবাই পড়লো। যখন তারা কবরের নিকট পৌছলো তখন দেখা গেল যত শাবলের দরকার তার একশ গুণ বেশি শাবল এসে পৌঁছেছে, অথচ কেউ একটি লণ্ঠন আনার কথাও চিন্তা করে নাই। কিন্তু যা হোক, বিদ্যুৎ চমকানোর সাহায্য নিয়েই তারা কবর খুঁড়তে শুরু করলো; আর একটি লোককে আধা মাইল দূরের একটি বাড়ি থেকে একটি লণ্ঠন ধার আনার জন্যে পাঠালো।

তারা খুঁড়ে চললো। মহা উৎসাহে খুঁড়ে চললো। এদিকে ভয়ঙ্কর অন্ধকার হয়ে এলো, বৃষ্টি শুরু হোল, বাতাস শোঁ শোঁ করে বইতে লাগলো। বিদ্যুৎ অধিকতর চমকাতে এবং বজ্রধ্বনি গম্ভীর হতে লাগলো; কিন্তু লোকদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, তারা এ কাজটা নিয়েই মত্ত হয়ে রইলো। এক মুহূর্ত ঐ জনতার প্রত্যেকেরই মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল, আবার পর মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকার সব কিছুই মুছে ফেলছিল, কিছু মাত্রই দেখা যাচ্ছিল না।

শেষতক্ তারা কফিন বাক্সটি উপরে তুললো। তার স্ক্রুগুলো খুলতে লাগলো; তখন আবার কাঁধে কাঁধে ঠাসাঠাসি করে এক নজর দেখার জন্যে লোকে ঝুঁকে ভিতরে আসার চেষ্টা করাতে আর একটা মহা ঠেলাঠেলি লেগে গেল। এই অন্ধকারে সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! হাইনস্ আমার হাত ধরে এমনভাবে টানাটানি করছিলেন যে, আমার হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় তিনি পরিষ্কার ভুলে গিয়েছিলেন যে, আমি এ পৃথিবীতে রয়েছি। তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, কাঁদছিলেন প্রায়।

হঠাৎ বিদ্যুৎ এমনভাবে চমকালো যে ক্ষণকালের জন্যে ঝলসানো সাদাটে আলোয় সব যেন ভেসে উঠলো; কেউ একজন তখন চিৎকার করে বললো; "খোদার কসম বলছি, তার বুকের উপর দেখছি মোহরের থলেটা।"

অমনি সবার সঙ্গে হাইনস্‌ও 'হুপ' করে একটা আওয়াজ করলেন। আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সেটা দেখার জন্যে জনতার মধ্য দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেলেন। তখন আমি সটকে পড়ে রাস্তার উদ্দেশ্যে সেই অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে যে ভোঁ দৌড় দিলাম, তা কেউ বলতে পারবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি যেন উড়ে চললাম। সম্পূর্ণ রাস্তাটা আমি একাই পেয়ে গেলাম—অন্ততঃ বলতে পারি গাঢ় অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চমক, বৃষ্টি ঝাঁঝাঁল এবং বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, বজ্রের ধ্বনি ও আমি—এ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু রাস্তায় ছিল না।

যখন আমি শহরে এসে গেলাম, দেখলাম ঝড়ের মধ্যে রাস্তায় কেউ নাই, সুতরাং পিছনের গলি আর খুঁজলাম না; বড় রাস্তা দিয়েই ছুটে চললাম; আমাদের বাড়িটার কাছে এসে আমি আমার দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ করলাম। না, কোন বাতি নাই; সম্পূর্ণ বাড়িটা অন্ধকার—তা দেখে আমি দুঃখিত এবং হতাশ হলাম, কিন্তু কেন জানি না শেষে যখন আমি বাড়িটার কাছ দিয়ে এগিয়ে গেলাম তখন মেরী জেইনের জানালা দিয়ে আলোর ঝলকটা দেখতে পেলাম। আমার বুকটা হঠাৎ ফুলে উঠলো যেন ফেটে যাবে। পর মুহূর্তে বাড়িটি এবং অন্য সব কিছুই অন্ধকারে আমার পিছনে পড়ে রইলো, এবং এগুলো আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার চোখে পড়বে না। আমি জীবনে যত মেয়ে দেখছি, তার মধ্যে জেইন ছিল সব চাইতে ভাল এবং দয়ালু।

যে মুহূর্তে আমি শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে এলাম সেই মুহূর্তে নদীর বাঁক পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে একখানা নৌকা ধার পাই কিনা সেটা দেখতে লাগলাম। বিদ্যুৎ-এর চমকে দেখা গেল একখানা নৌকা তালা দিয়ে বন্ধ করা হয় নাই। অমনি সেটা আমি নিয়ে নিলাম। বৈঠা মেরে রওয়ানা হলাম। এটা ছিল একটি ডোঙা, একটি রশি ছাড়া আর কিছু দিয়ে বাঁধা ছিল না। বাঁকের মোড়টা বেশ দূরে ছিল। ঘুরে নদীর মাঝামাঝি এসেছিল, আমি আর সময় নষ্ট করলাম না; যখন ডোঙাটা এসে ভেলার সঙ্গে ঠেকলো, তখন আমি এত ক্লান্ত যে একটু শুয়ে পড়ে নিশ্বাস ছাড়া ও হাঁপিয়ে নেয়ার দরকার ছিল, কিন্তু তার উপায় ছিল না। সুতরাং আমি আর তা করলাম না। আমি লাফিয়ে ভেলার উপরে উঠে চিৎকার করে বললাম : "শিগগীর করো জিম; ভেলা শিগগীর ছেড়ে দাও! খোদার শোকর, শেষ পর্যন্ত আমরা ওদেরকে ছাড়াতে পেরেছি।"

জিম বেরিয়ে এলো। দুহাত উঁচু করে বেরিয়ে এলো, সে এতই খুশী হয়েছিলো, কিন্তু যখন বিদ্যুতের আলোতে তাকে দেখলাম তখন আমার হৃৎপিণ্ড চমকে আমার গলার মধ্যে উঠে এলো, পিছুতে গিয়ে আমি নদীর মধ্যে পড়ে গেলাম, কারণ আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে সে বুড়ো রাজা লিয়র এবং একটি আরর, দুজনকে এক করে তাই সেজে বসে আছে। তাকে দেখে চমকে উঠে আমার পিলে-পিণ্ডি বের হওয়ার মতো হয়েছিল। কিন্তু জিম আমাকে নদী থেকে মাছের মতো টেনে তুললো। আমি ফিরে এসেছি এবং রাজা ও লাট-বাহাদুর দুজনের হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি; সে জন্যে এত খুশী হোল যে, আমাকে দোয়া ইত্যাদি করে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি বললাম:

"এখন ওসব না। ওগুলো সকালে নাস্তার জন্যে রাখ। ভেলার দড়ি কেটে আগে ভেলা ভাসাও।"

দু সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা নদী দিয়ে ভাটিয়ে যেতে লাগলাম। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নাই; এভাবে ভেলার উপর স্বাধীন হওয়াটা কত যে ভাল তা অনুভব করলাম। কারণ বড় নদীটার উপরে আমরাই আমরা। কারো কিছু বলবার নাই। আমার একটু লাফাতে এবং কুঁদতে হোল, কারণ আমি আমার গোড়ালিটা কয়েকবার তা করে ঠিক করে নিতে চাচ্ছিলাম—এ না করে চারা ছিল না; তৃতীয়বার কুঁদতে যাচ্ছি এমন সময় এমন একটি আওয়াজ শুনলাম যা আমি খুব ভাল করে জানি; আমি নিশ্বাস বন্ধ করলাম, আবার শুনলাম, এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম; যখন এর পর বিদ্যুৎ চমকালো তখন দেখলাম, সত্যি সত্যিই তারা আসছে!—তারা বৈঠা ধরে রেখেছে তাদের নৌকাটা কুল কুল করে আসছে! তারা দুজন রাজাবাহাদুর এবং লাট-বাহাদুর।

সুতরাং আমি উল্টে গিয়ে পাটাতনের উপর পড়লাম; এবং মনের মধ্যে চরম হাহুতাশ অনুভব করলাম; না কেঁদে কষ্টটা যতদূর সহ্য করার তা' করলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোহর চোরদেরকে বাঁচালো

ওরা ভেলাটায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাজাবাহাদুর তেড়ে এসে আমার গলাবন্ধ ধরে ঝাঁকতে লাগলেন।

"এই কুত্তার বাচ্চা, আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলি? আমাদেরকে আর ভাল লাগছে না, তাই না?" আমি বললাম; "না, জাহাঁপনা, আপনাদেরকে ভাল লাগবে না কেন—দয়া করে ছাড়ুন জাহাঁপনা!"

"তা হলে শিগগীর বল কি মনে করেছিলি; নইলে তোর ভিতরটা ঝেঁকে বের করে ফেলবো।"

"সত্যি, যেভাবে সব কিছু ঘটেছে সেই ভাবেই বলছি, জাহাঁপনা যে লোকটা আমাকে ধরে রেখেছিল, সে আমার উপর বেশ সদয় ছিল। সে বললো আমার মতো তার একটি ছেলে গত বছর মারা গেছে; সুতরাং সে একটি ছেলেকে এমন বিপদে পড়তে দেখে খুব দুঃখিত হয়েছিল। যখন সকলে মোহর পাওয়া গেছে বলে আশ্চর্য হয়ে কফিন বাক্সটির দিকে ছুটে গেল সে তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো : "পালিয়ে যাও এবার, নইলে ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে, নিশ্চয়ই। আর আমি দে-ছুট। সেখানে থাকাটা আমার ভাল মনে হোল না—আমি আর কি করতে পারি; সেখানে থেকে ফাঁসিতে ঝুলবো এটা আমি চাই নাই। সুতরাং আমি একটা ডোঙা না-দেখা পর্যন্ত দৌড়োতেই লাগলাম। যখন ভেলায় এসে

www.boiRboi.blogspot.com

পৌছলাম, তখন ভেলাটা তাড়াতাড়ি ছাড়তে বললাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে আপনি ও লাট-বাহাদুর আর বেঁচে নাই। আমার ভয়ানক দুঃখ হচ্ছিল,—জিমেরও। আপনারা যখন আসছিলেন তখন আপনাদেরকে দেখে খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গিয়েছিলাম; আপনি জিমকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন সত্যি কিনা?"

জিম বললো, হাঁ সত্যি। রাজাবাহাদুর তাকে বললো, চুপ রহো। আমাকে বললো : 'হাঁ, তাই, খু-উ-ব সম্ভব তাই। এই না বলে আবার ধরে ঝাকাতে শুরু করলো। বললো যে সে মনে করছে আমাকে ডুবিয়েই মারবে।

কিন্তু লাট-বাহাদুর বললো, "এই বুড়ো খান্নাস, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। তুমি হলে কি অন্য রকম করতে? তুমি ছাড়া পেয়ে কি ছেলেটার খোঁজ করেছিলে? আমার তো তা মনে হয় না?"

সুতরাং রাজাবাহাদুর আমাকে ছেড়ে দিলো; এবং ঐ শহরটাকে এবং তার প্রতিটি বাসিন্দাকে অভিশাপ দিতে লাগলো।

কিন্তু লাট-বাহাদুর বললো : "ঐ অভিশাপের কিছু নিজেকেও দাও, বুঝলে? যার অভিশাপ সবচেয়ে বেশি পাওয়ার কথা সে হোল তুমি নিজে। শুরু থেকেই তুমি যে সব কাণ্ড করেছ, তার সবই আহাম্মকি, শুধু শান্ত হয়ে ধৃষ্টের মতো কল্পনায় যে সেই নীল তীরটা দেখেছিলে, ঐটাই যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল, হাঁ ওটায় বেশ চতুরতা দেখিয়েছো—ডাহা ভড়কে দেয়ার মতো একটি কাজ। ওটাই আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছে। তা না হলে তারা আমাদেরকে জেলে দিত। ঐ ইংরেজটার জিনিসপত্র এলেই—আমি কসম করে বলতে পারি—আমাদের জেলের ভাত খেতে হোত। কিন্তু তোমার ঐ ধোঁকাবাজী তাদেরকে কবরস্থানে নিয়ে গেল। মোহরের থলেটাই আমাদেরকে দয়া করলো; যদিনা আহাম্মকগণ সেটা দেখার জন্যে উত্তেজিত হোত এবং তাদের হাত আলগা না করতো তা হলে আমাদের জেলের পোশাকে আজ রাত কাটাতে হোত—আমাদের গায়ের তুলনায় অনেক ঢিলেঢালা পোশাকে—বুঝলে?"

তারা মিনিটখানেক চুপচাপ থাকলো। কি যেন চিন্তা করলো। তারপর রাজাবাহাদুর আনমনা ভাবে বললো ঃ "হুঁ! আর আমরা মনে করেছিলাম যে নিগ্রোরাই ওটা চুরি করেছে।"

একথা শুনে আমার গা শির শির করে উঠলো।

"হাঁ, লাট-বাহাদুর এক রকম ইচ্ছা করে পরিষ্কার ভাবে কোন ইঙ্গিত দিয়ে টিটকারীর সাথে বললো, "আমরাই চুরি করেছি।"

লাট-বাহাদুরও তেমনি করেই বললো : "বরং উল্টো, আমিই চুরি করেছি।"

রাজাবাহাদুর এক রকম উত্তেজিত হয়েই বললো : "দেখ হে, বিল্‌জওয়াটার, তুমি কি উদ্দেশ্য করে এ কথা বললে শুনি?"

লাট-বাহাদুরও তুরন্ত উত্তর দিল : "যখন কথাটা উঠলোই তখন হতে পারে আমারও জিজ্ঞাসা করার বাধা নেই তুমি বা কি উদ্দেশ্যে ও কথা বললে?

"ঘোড়ার ডিম!" রাজা বেশ বিদ্রূপ করেই বললো; "আমি জানি না—হতে পারে তুমি ঘুমিয়েছিলে। তোমার কি করার মতলব ছিল, তা বুঝতে পার নাই?"

লাট-বাহাদুরের মেজাজ এবার গরম হয়ে উঠলো। সে বললো : "আবার সেই ইতর আহাম্মকিয়ানা আরম্ভ করলে; তুমি কি আমাকে একটা বুরবক মনে করো? তুমি কি বুঝতে পার না, কে ঐ টাকাটা কফিনবাক্সের মধ্যে লুকিয়েছিল তা আমি জানি না?"

"হাঁ, আমি জানি যে তুমি জান, কারণ তুমি নিজেই ওটা করেছিলে।"

"মিথ্যা কথা!"—লাট-বাহাদুর তেড়ে গিয়ে তার গলা টিপে ধরলো।

রাজাবাহাদুর চিৎকার করে বললো : "খবরদার, হাত সরিয়ে নাও, আমার গলা ছেড়ে দাও।" লাট-বাহাদুর বললো : "আগে স্বীকার করো যে তুমি ঐ টাকাটা ওখানে লুকিয়েছিলে, তোমার ইচ্ছা ছিল সময় বুঝে ওটাকে গাপ মারা, তারপর কোন এক ফাঁকে এসে ওটাকে কবর থেকে খুঁড়ে তুলে সবটাই আত্মসাৎ করা। তাই নয়, বলো?'.

"এক মিনিট সবুর করো লাট-বাহাদুর—আমার একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দাও। সত্যি করে বলবে; যদি তুমি টাকাটা ওখানে না রেখে থাক তাহলে বলো তুমি রাখ নাই। অমি তা বিশ্বাস করবো; আর যা বলেছি সব ফিরিয়ে নেব।'

"শোনা বুড়ো শয়তান, আমি রাখি নাই; তুমিও জান আমি রাখি নাই। এবার হোল!"

"বেশ, আমি তোমাকে তাহলে বিশ্বাস করলাম; আমার আর মাত্র একটি প্রশ্ন করার আছে—রেগে যেয়ো না; আচ্ছা তোমার কি এমন ইচ্ছাও ছিল না যে টাকাটা ওখান থেকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে?

লাট-বাহাদুর অল্পক্ষণ কিছুই বললো না; তারপর বললো : "বেশ ইচ্ছা থাকলে ছিল; কিন্তু করি নাই তো। আর তোমার শুধু মনেই ওটা ছিল না; তুমি তা করেছও।"

"সত্যি বলছি, আমি যদি তা করে থাকি তাহলে যমেও যেন আমাকে না ছোঁয়, লাট-বাহাদুর; এবং আমি শপথ করে বলছি। তবে আমি এ অবশ্য বলতে পারি না যে ওরকম ইচ্ছা আমার ছিল না, কারণ, তা ছিল—তবে আমার আগেই কেউ ওটা সরিয়েছিল।"

"মিথ্যা কথা! তুমি নিজেই ওটা সরিয়েছিলে, তোমার বলতেই হবে সরিয়েছিলে, নইলে—"

রাজাবাহাদুরের গলার মধ্যে গড়গড় শব্দ শুরু হোল; সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো : যথেষ্ট হয়েছে! —আমি স্বীকার করছি।"

রাজাবাহাদুর এ কথা স্বীকার করায় আমি খুব খুশী হলাম; এটা আমার মনকে আগের চাইতে আরো অনেক হাল্কা করে দিল। লাট-বাহাদুর তার হাত সরিয়ে নিল এবং বললো : "আবার যদি কখনো এটা অস্বীকার করো তাহলে

www.boiRboi.blogspot.com

তোমাকে ডুবিয়ে মারবো; ওখানে বসে শিশুর মতো বড়বড় করো—সেটাই তোমাকে মানাবে ভাল। যে কাজ করেছ তাতে ঐ তোমার মতো বুড়ো উটপাখী আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নাই; সবকিছু গিলতে চাও—আর এদিকে আমি তোমাকে ঠিক আমার বাবাকে যে রকম বিশ্বাস করতাম সে রকম বিশ্বাস করে গিয়েছি। যেভাবে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে নিগ্রোদের উপর চোর অপবাদ যে দেয়া হয়েছে সেটা শুনেছ এবং তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলো নাই তাতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। আর যেভাবে তোমার ফুকো কথাগুলো সরল মনে বিশ্বাস করেছি তাতে আমার নিজকে নিজের কাছে হাস্যকর লাগছে। তুমি নিপাত যাও— যখন বুঝতে পারছি তুমি কেন টাকাটা পূরণ করে দেয়ার কথা বলেছিল—তুমি চেয়েছিলে , আমি সেই 'রয়াল ননসাচ' এবং অন্য সব খেলাতে আমার অংশে যা পেয়েছিলাম সেটার সবটাই কোনমতে মেরে দাও—"

রাজাবাহাদুর ভীতভাবে, কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো : "কেন লাট-বাহাদুর তুমিই তো প্রথমে টাকাটা পূরণ করে দেয়ার কথা তুললে, আমি তুলি নাই।"

"চোপ রাও! তোমার আর কোন কথা যেন আমার শুনতে না হয়" লাট-বাহাদুর বললো। "এখন দেখলে তো তোমার কাজের ফল কি হোল। তারা তাদের সব টাকাই ফিরে পেল এবং টুটো ফুটো দু'একটা ছাড়া আমাদের সব টাকাও পেয়ে গেল। আর আমাকে টাকাপূরণের কথা বলো না। যাও বিছানায় শোও গিয়ে, যত দিন বাঁচবে আর আমাকে দিয়ে টাকা পূরণ করাবে না; খবরদার!"

সুতরাং রাজাবাহাদুর চোরের মতো কাঠের তাঁবুটার মধ্যে ঢুকে গেল; তার বোতল থেকে মদ খেয়ে শান্তি লাভ করার চেষ্টা করলো। লাট-বাহাদুরও তার বোতলটি নিয়ে ঢুকে পড়লো; আধঘন্টার মধ্যেই দুজন আবার, চোরদের যেমন হয়, তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো; এবং নেশাটা যতই গাঢ় হতে লাগলো তাদের মধ্যে ভালবাসা ততই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগলো; শেষ পর্যন্ত দুজনে গলাগলি হয়ে নাক ডাকাতে শুরু করলো। তারা এরপর দুজনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠলো; এবং রাজাবাহাদুর খুব প্রসন্ন না হলেও টাকার থলেটা লুকানোর ব্যাপারটা অস্বীকার করার কথাটি মনে থেকে মুছে ফেলার জন্যে যতটা প্রফুল্ল হওয়া দরকার তা হয়েছিল। এতে আমি খুব স্বস্তি এবং আরাম অনুভব করছিলাম। অবশ্য যখন তারা নাক ডাকাচ্ছিল, তখন আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হোল এবং আমি জিমকে সব কিছুই বললাম।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মিথ্যা দিয়ে প্রার্থনা করা যায় না

আমরা দিনের পর দিন সমানে ভাটিতে চলতে লাগলাম। কোন শহরে থামতে আর সাহস করলাম না। শেষে দক্ষিণ প্রদেশে গরমের মরসুমে এসে পৌছলাম।—এবং বাড়ি থেকে বহু দূরে। সেখানে দেখতে পেলাম গাছের উপরে সব আগাছা গাড়ির মতো ঝুলছে। আমি এ রকম দৃশ্য এই প্রথম দেখলাম, এতে জঙ্গলের পরিবেশকে বেশ গম্ভীর এবং নিরানন্দ লাগছিল। এবার জোচ্চোর দুজন মনে করলো তারা বিপদের বাইরে চলে এসেছে। সুতরাং তারা গ্রামে নেমে আবার কায়কারবার শুরু করলো।

প্রথমে তারা মদ না খাওয়ার উপর বক্তৃতা দিল, তাতে ভাল মতো যে মদ খাবে সে পয়সাটাও জোটাতে পারলো না। তারপর আবার গ্রামে নাচের স্কুল খুললো। কিন্তু তারা একটা ক্যাঙ্গারু যতটুকু নাচতে পারে, তার চাইতে বেশি নাচতে জানতো না; সুতরাং সেখানে নাচের প্রথম লাফটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণ লাফিয়ে এসে তাদেরকে ধরলো, এবং নাচাতে নাচাতে গ্রাম থেকে বের করে দিল। তারপর তারা একটা "বোকতিতার স্কুল' খুললো। প্রথম বক্তৃতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাগণ তাদেরকে এমন গালিগালাজ শুরু করলো যে, তারা পালিয়ে বাঁচলো। পাদ্রীগিরি, সম্মোহন বিদ্যা, ডাক্তারি, ভাগ্যগণনা, এবং নানা রকম ছোটখাট ব্যাপার—বহু কিছুই তারা চেষ্টা করলো কিন্তু ভাগ্য খুললো না। শেষ পর্যন্ত শূন্যপকেট হয়ে গেল। ভেলাটি চলার সময় শুয়ে শুয়ে চিন্তাই করে যেতে লাগলো, কিছুই বলতো না। দিনের অর্ধেকটা ভাগই তারা এমনি করেই কাটাতো। হতাশায় তারা মরিয়া হয়ে উঠলো।

তারপর তাদের যেন কিছু পরিবর্তন ঘটলো। তারা দু'তিন ঘন্টা করে কাঠের তাঁবুটির মধ্যে বসে ফিস ফিস করে কি সব পরামর্শ করতে লাগলো। এর জন্যে জিম ও আমি খুব অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। আমাদের মনে হোল, ওরা এ যাবৎ যা করেছে, তার চাইতেও অনেক বেশি শয়তানি করার মতলব আঁটছে। আমরা বিষয়টা বার বার আলোচনা করে দেখলাম। শেষ পর্যন্ত মনে করলাম যে, নিশ্চয়ই এবার তারা কারো গৃহে কিংবা দোকানের দরজা ভেঙে রাত্রিতে চুরি করার, কিংবা টাকা জাল করার কিংবা এমনি কিছু করার চিন্তা করছে। সুতরাং আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। আমরা দুজনে একমত হয়ে ঠিক করলাম, এরকম কাজের সঙ্গে পৃথিবীতে যা-কিছুই ঘটুক, আমরা কোন রকমেই জড়িত থাকবো না। যদি এমন কিছু ঘটে তা হলে ওদেরকে আমরা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পিছনে রেখে চলে যাব। যাক্ একদিন খুব সকালে আমরা ভেলাটি একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম, জায়গাটি পাইক্‌স্‌ভিল নামক একটা জংলা গ্রাম থেকে মাইল দুই ভাটিতে হবে, বেশ নিরাপদ জায়গা। রাজা পাড়ে গেল। আমাদের

www.boiRboi.blogspot.com

সবাইকে লুকিয়ে থাকতে বললো। সে দেখতে যাচ্ছে তাদের 'রয়েল ননসাচ' খেলাটার কোন সংবাদ এখানে এসে পৌছেছে কি না। (আমি মনে মনে বললাম, আবার পুকুর চুরির কথা চিন্তা করছো; বেশ, যখন চুরি করে ফিরে আসবে তখন আমার ও জিমের কি হয়েছে তা জেনে বিস্মিত হবে—আর ঐ বিস্মিত হয়েই থাকতে হবে।) রাজাবাহাদুর বললো, যদি সে দুপুর পর্যন্ত না ফেরে তা হলে লাট-বাহাদুর ও আমি যেন মনে করি যে সব কিছু ঠিক আছে। তার উদ্দেশ্যে তখন যেন আমরা এগিয়ে যাই।

আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকলাম। লাট-বাহাদুর অত্যন্ত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে জঘন্য মেজাজ দেখাচ্ছিল। সে আমাদেরকে সব কিছুর জন্যেই ধমকি দিচ্ছিল; কিছুতেই যেন আমরা ঠিক কাজটি করতে পারছিলাম না; আমাদের সামান্য কিছু ধরেই ধমকে যাচ্ছিল। কোন মতলব একটা দানা বাঁধছে নিশ্চয়। যখন দুপুর এলো, কিন্তু রাজা এলো না, তখন খুশীই হলাম; যাক এবার কোন রকম একটা পরিবর্তন হবে অন্ততঃ—হয়তো সেই ফাঁকে পালাবার অবকাশটাই পেয়ে যাব। সুতরাং আমি আর লাট-বাহাদুর গ্রামের মধ্যে গেলাম এবং রাজাবাহাদুরকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম; শেষে দেখলাম, সে একটি নিকৃষ্ট ঘরের পিছনের দিকটায় মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে রয়েছে। কতকগুলো বাউন্ডুলে তাকে নিয়ে হাসি-মস্করা করছে। সে তাদেরকে যতটা শক্তি তার ছিল, তা দিয়েই গালি-গালাজ করছে। কিন্তু এমন চূড়া হয়ে আছে যে, হাঁটতে পারছে না,—তাদেরও কিছু করতে পারছে না। লাট-বাহাদুর তাকে বুড়ো উজবুক বলে গাল দিল। রাজাবাহাদুরও পাল্টা গাল দিল। তাদের গালাগালি যখন জমে উঠলো তখন আমি চম্পট দিলাম। পিছনের পায়ের হাড় ছুটিয়ে দেয়ার মতো ছুটলাম, নদীর পারের রাস্তা দিয়ে হরিণের মতো ছুটে চললাম। এই আমাদের সুবর্ণ-সুযোগ। আমি মনে মনে ভাবলাম যে একবার পালাতে পারলে আমাকে ও জিমকে ধরতে বহু দেরি আছে। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে খুশীতে ভরে এসে ঘাটে পৌছলাম।

চিৎকার করে বললাম, ভেলা ছেড়ে দাও জিম, শিগগীর, এক্ষুনি।

কিন্তু কোন উত্তর নেই, কেউ কাঠের তাবুর ভিতর থেকে বেরুলো না। জিম নেই। আমি একবার চিৎকার করলাম—আর একবার করলাম—আরও একবার করলাম। এইভাবে সেই জঙ্গলের মধ্যে হুপহুপ শব্দ ও চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে লাগলাম, কিন্তু কোন ফল হোল না—বুড়ো জিম চলে গেছে। তারপর আমি বসে পড়লাম। বসে বসে কাঁদতে লাগলাম; না কেঁদে আর পারছিলাম না। স্থির হয়ে বসেও থাকতে পারছিলাম না। একটু পরে আমি রাস্তার উপর বেরিয়ে এলাম, আর কি করা যেতে পারে চিন্তা করতে লাগলাম, এমন সময় একটি ছেলেকে দেখলাম; তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম পোশাক-পরা কোন নতুন নিগ্রোকে সে দেখেছে কিনা।

সে বললো ঃ "হ"।

"কোথায় দেখেছে?" আমি বললাম।

"এখান থেইকা দুমাইল ভাটিতি সাহলাস ফেলপের বাড়িতি ও একজন পালায়ে-যাওয়া নিগ্রো, তারা তাকে ধরছে। তুমি কি তারই খোঁজ করতিছো?"

"কসম! আমি তার খোঁজ করছি না। আমি এই জঙ্গলের মধ্যে তার দেখা পাই, দু'-এক ঘন্টা আগে; সে আমাকে বললো, যদি আমি চিৎকার করি তা'হলে আমার কলজেটা কেটে বের করে ফেলবে—আমাকে আরো বললো, আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই যেন চুপচাপ পড়ে থাকি। আমি তাই ছিলাম। এতক্ষণ সেখানেই ছিলাম; বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিলাম।"

"যাক, তোমার আর ভয় পাওনের দরকার নাই", সে বললো, "কারণ তানরা তাকে ধইরে ফেলিছে। সে দক্ষিণ দ্যাশের কোন জায়গা থিকে পালায় আসছিল।"

"ওহ, তাকে ধরে ওরা ভাল কাজই করেছে।"

'হু, আমারও তাই মনে হয়। তার উপরে দুইশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়েছিল, টাকাটা য্যামন রাসতা থেইকে কুড়য়ে নেয়ার মতো হইলো।"

"হ্যাঁ ঠিক তাই—আমি যদি বেশ একটু বড়ো হতাম তা হলে আমিই পেয়ে যেতাম! তাকে ধরলো কে? আমিই তাকে প্রথম দেখেছি।"

"একজন বুড়ালোক—বিদ্যাশী—তার এত টাকা রোজগার করা সম্ভব ছিল সে মাত্র চল্লিশ ডলারে তা বিক্রী করে দিতাছে, কারণ সে বললো নদী দ্য তারে যাতি হবি, অপেক্ষা করতি পারবি না। ব্যাপারডা একবার চিন্তা কইরে দেখার মতো। আমি হলি তো সাত বছরও অপেক্ষা করতি রাজী ছিলাম।"

"আমি হলেও তাই করতাম", "আমি বললাম", হতে পারে ওর চাইতে তার বেশি পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না, তা হলে এত অল্পতে বিক্রী করবে কেন? হয়তো ব্যাপারটায় কোন গড়বড় ছিল, সোজা ছিল না।"

"হ সোজাই ছিল, সুতোর মতো এহেবারে সোজা। ইস্তাহারডা নিজিই দেখছি—তার বিত্তান্ত অক্ষরে অক্ষরে ঠিক দেখলাম—তারে যেন ছবিতে আঁকছে; যার জমিনদারী থিকে সে পালায়ছে, তার ঠিকানাও দেয়া রইছে; নিউ অরলিন্সের ভাটিতি। না ভাইয়া, বাজী ধইরে বলা যায় তাদের বেচা-কেনার এ কারবারে কোন গড়বড় ছিল না। তামাক আছে নাকি হে, দেবা এক দলা?"

আমার কাছে ছিল না, সুতরাং সে চলে গেল। আমি ভেলায় ফিরে গেলাম; কাঠের তাঁবুটির মধ্যে বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু কোন মীমাংসায় আসতে পারলাম না। আমি চিন্তা করে করে মাথায় ব্যথা করে ফেললাম, কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার কোন উপায়ই দেখতে পেলাম না। এতখানি রাস্তা একসাথে চলা, দুর্বৃত্তদের জন্যে এতটা করা—এ সবই যেন বৃথা গেল; সবই নষ্ট, ধ্বংস হয়ে গেল; মাত্র চল্লিশটি ঘৃণ্য ডলারের জন্যে জিমের উপর এত বড়ো একটা ধাপ্পা দিতে তাদের আত্মায় একটুও বাঁধলো না।

www.boiRboi.blogspot.com

একবার আমি নিজেকে বোঝালাম যে, জিমকে যদি দাস থাকতেই হয়, তবে যেখানে তার পরিবার রয়েছে সেখানে থাকাই ভাল ছিল; সুতরাং আমি যদি টম সয়্যারকে চিঠি লিখে মিস ওয়াটসনকে বলতে বলি জিম কোথায় রয়েছে, তাহলে ভালই হয়। কিন্তু শিগগীরই দুটো কারণে আমার সে ইচ্ছা ছাড়তে হোল—মিস ওয়াটসন এ শুনলে জিমের পালিয়ে আসার যে নীচতা আর অকৃতজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যে ঘৃণা বোধ করবেন এবং রেগে উঠবেন। তিনি হয়তো নদীর ভাটিতে কোন জায়গায় তাকে আবার বিক্রী করে দেবেন; আর যদি নাও দেন, তবে এটা ঠিক যে, সকলেই এই অকৃতজ্ঞ নিগ্রো চাকরটিকে হীন চক্ষে দেখবে; তাতে জিম সব সময়ে নিজেকে অপমানিত এবং মামুলি বোধ করবে। তারপর আমার বিষয়ও চিন্তা করে দেখুন, সকলেই জানতে পারবে যে, হাক ফিন একজন নিগ্রো চাকরকে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে সাহায্য করেছে, এরপর যদি ঐ শহরে কারো সাথে আমার দেখা হয়, তাহলে আমার অবস্থা তার বুটজুতোর ধুলো চাঁটার মতো হীন হয়ে পড়বে। কোন লোক কোন নীচ কাজ করে তার ফল ভোগ করতে না চাইলে তার ঐ অবস্থা-ই হয়। চিন্তা করে দেখলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তার অপমান হওয়ার কিছুই নাই। আমি সত্যিই দো-টানায় পড়লাম। যতোই এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম, ততোই আমার বিবেক আমাকে পিষে ফেলতে লাগলো; আমি ততই নিজেকে হীন, নীচ এবং সাধারণ মনে করতে লাগলাম। শেষে হঠাৎ আমার মনে হোল যে, উপর থেকে স্রষ্টা সর্বক্ষণ আমাকে পাপ কাজ করতে দেখছিলেন। যে বিধবা আমার কোন ক্ষতিই করে নাই, আমি তার নিগ্রো চাকরটিকে পালানোয় সাহায্য করেছি, তা তিনি দেখছিলেন, এবং আমাকে যেন চড় মারছিলো সেটা আমি সব ঘটনার মধ্যে অনুভব করছিলাম; একজনের কুকীর্তির ফল কতদূর যাবে, না-যাবে তা তিনি সব জানেন। এ কথা মনে করে আমি আমার চলার পথের উপর ভেঙে পড়লাম। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। যাক এই ভাবটাকে আমার পক্ষে একটু নরম করার জন্যে আমি বললাম, আমার দোষ কি! এমনি খারাপ করেই তো আমাকে লালন-পালন করা হয়েছে; কিন্তু আমার ভিতরে কে যেন বলতে থাকলো, 'কোন, রবিবারের ধর্মীয় স্কুলগুলি তো ছিল; তাতে তো যেতে পারতে, সেখানে তারা তোমাকে বলতো নিগ্রো চাকর নিয়ে তুমি যে রকমটি করেছ, সে রকম কাজ যারা করে, তাদেরকে চিরকাল নরকের আগুন জ্বলতে হয়।"

আমি শিউরে উঠলাম। প্রার্থনা করবো স্থির করলাম; চেষ্টা করে দেখতে চাইলাম, আমি যে রকম ছেলে এখন রয়েছি, তার চাইতে ভাল ছেলে হতে পারি কিনা। আমি নতজানু হলাম। কিন্তু আমার মুখে কোন কথা এলো না। কেন এলো না? সেই করুণাময়ের নিকট থেকে এটা গোপন করে লাভ নাই; লাভ নাই স্বয়ং আমার নিজের কাছ থেকেও। আমি খুব ভাল করেই জানতাম, আমার মুখে কথা এলো না কেন! এর কারণ হোল আমার হৃদয় পবিত্র ছিল না। আমার মনের

হিসাব ঠিক ছিল না। আমার নিজের সঙ্গে আমি কপট ও দুমুখো ব্যবহার করছিলাম। আমি নিজের মনকে বলছিলাম পাপের কাজ ত্যাগ করবো, অথচ পাপের মধ্যে যেটা সব চাইতে বড়ো, সেটাই আঁকড়ে ধরে বসেছিলাম। আমি আমার মুখকে দিয়ে বলাচ্ছিলাম যে, আমি ন্যায় করবো, পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করবো, নিগ্রোটির মনিবকে চিঠি লিখে জানাবো সে কোথায় রয়েছে; কিন্তু অন্তরের থেকে জানতাম, এ মিথ্যা কথা। পরমাত্মাও তা জানতেন। আপনি মিথ্যা দিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন না—আমি সেটাই আবিষ্কার করলাম।

যতদূর পড়তে হয়, বিপদে পড়লাম; আমি বুঝতে পারলাম না কি করবো? শেষ পর্যন্ত একটা চিন্তা করলাম। মনে মনে বললাম, বেশ আমি মিস ওয়াটসনকে চিঠিটা লিখেই দেখি না—প্রার্থনা করতে পারি কিনা। আশ্চর্য, এটা মনে করার সাথেই আমি পালকের মতো হাল্কা অনুভব করতে লাগলাম। আমার মনের সব গণ্ডগোল মিটে গেল। আমি খুব খুশী আর উত্তেজিত হয়ে একটুকরা কাগজ ও একটি পেন্সিল নিলাম।

তারপর লিখলাম :

মিস ওয়াটসন, আপনার পলাতক নিগ্রো চাকর জিম এখানে পাইক্‌স্‌ভিলের দুমাইল ভাটিতে একটি স্থানে আছে। মিস্টার ফেল্‌প্‌স্ তাকে ধরেছে। আপনি যদি তাকে পুরস্কারের টাকাটি পাঠিয়ে দেন, তাহলে তিনি তাকে দিয়ে দিবেন।

—হাক ফিন

আমার খুব ভাল লাগতে লাগলো। জীবনে এই যেন সর্বপ্রথম পাপকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে উঠলাম। মনে হোল এবার প্রার্থনা করতে পারবো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা করলাম না; আমি কাগজখানাকে সামনে রাখলাম। চিন্তা করতে শুরু করলাম—চিন্তা করলাম, কি সুন্দরভাবেই না ঘটনাগুলো ঘটলো; আর আমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার এবং নরকে যাওয়ার কতো কাছে এসেই না বেঁচে গেলাম। চিন্তা করেই যেতে লাগলাম; আমাদের নদী-পথের যাত্রার কথাও চিন্তায় এলো; আমার সামনে জিমকে সর্বক্ষণই দেখতে পেলাম, দিনে ও রাত্রে, ঝড়-বৃষ্টিতে, জ্যোৎস্নারাতে—আমরা ভেসেই চলে যাচ্ছি, কথা বলছি, গান করছি, হাসছি। তার বিরুদ্ধে যে শক্ত হবো, তার এমন কোন ব্যবহার কোনখানেই যেন খুঁজে পাচ্ছি না; বরং তার উল্টোটাই পাচ্ছি। আমি যাতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি সেই জন্যে আমার পাহারা দেয়ার সময়টাতে আমাকে না জাগিয়ে সে আমার সময়টাতেও পাহারা দিচ্ছে, তাও দেখতে পেলাম। আমি যখন কুয়াশা কাটিয়ে ফিরে এসেছিলাম, এবং সেই যে পারিবারিক যুদ্ধ যেখানে ঘটেছিল, যেখানে জলাভূমিটা পার হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম তখন সে কি রকম খুশী হয়েছিল, তা-ও দেখতে পেলাম। সে আমাকে মণি বলে ডাকতো, আর কত রকম পেয়ার করতো, আমার জন্যে যা-কিছু করা দরকার তা করতো, সময়ে আমার সাথে কত ভাল ব্যবহার করতো—এই খুঁটিনাঁটি সব কিছুই মনে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়লো। শেষটায় মনে পড়লো তাকে বাঁচানোর জন্যে কিভাবে মিথ্যে করে আমি বলেছিলাম, ভেলার উপর বসন্তের রুগী রয়েছে, এবং কিভাবে জিম কৃতজ্ঞ হয়ে বলেছিল, এ পৃথিবীতে তার যত বন্ধু আছে, তর মধ্যে আমিই তার সব চাইতে ভাল বন্ধু; এবং বর্তমানে একমাত্র বন্ধু। এরপর আমি চারদিকে তাকালাম। সেই কাগজখানা আর একবার দেখলাম।

স্থানটি নির্জন। আমি চিঠিটা তুলে নিলাম। হাতে ধরে রাখলাম। আমার শরীর কাঁপছিল; দুটো জিনিসের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। কোন্‌টা তা আমি জানতাম। আমি এক মিনিট ওটাকে পড়ে দেখলাম, এক রকম নিঃশ্বাস বন্ধ করেই।

তারপর মনে মনে বললাম, "বেশ তাই হোক, আমি নরকেই যাব।"—এবং সেটা ছিঁড়ে ফেললাম।

অবশ্য এ চিন্তাটাও ভয়নাক। শব্দগুলোও তাই; কিন্তু তবুও তাই বললাম। বলাটা রেখেই দিলাম। আমার নিজেকে সংশোধন করার চিন্তাটাও ত্যাগ করলাম। মোটের উপর সম্পূর্ণ জিনিসটা আমার মাথা থেকে দূর করে ফেললাম। বললাম, নষ্টামির মধ্যেই যখন আমার পরওয়ারিশ হয়েছে, এবং অন্যদের হয় নাই, তখন পাপের পথই আমার পথ, আমি আমার সেই পথেই চলবো। তার প্রথম কিস্তিতেই আমি যে কাজ করবো ঠিক করলাম, তা হোল জিমকে তার দাসত্ব থেকে চুরি করে নিয়ে স্বাধীন করে দেব। এ কাজে যখন একবার ঢুকেছি, চিরকালের জন্যেই ঢুকেছি। সিদ্ধি লাভ করতে যতদূর দরকার, তা করে যাব ঠিক করলাম।

তারপর চিন্তা করতে লাগলাম, কিভাবে কাজ শুরু করা যায়। নানা রকম উপায় মনের মধ্যে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম; শেষ পর্যন্ত সুবিধে মতো একটা উপায় খুঁজে পেলাম। এবং সেই উদ্দেশ্যে নদীর মধ্যে একটা জংলা দ্বীপও আমি দেখে রাখলাম। যখন বেশ একটু অন্ধকার হয়ে এলো, তখন আমি ভেলাটা সেখানে নিয়ে গেলাম। লুকিয়ে রাখলাম, তারপর শুয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুমালাম। আলো হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে আমার কেনা ও অন্যান্য পোশাক, আর এটা-ওটা যা ছিল—একটা বোচকায় বেঁধে নিলাম। সেগুলো নিয়ে ডোঙায় উঠে পাড়ের দিকে রওনা দিলাম। এবার যেখানে গিয়ে নামলাম, মনে হোল সেটা ফেল্‌পস-এরই জায়গা। আমি আমার বোচকাটি সেখানে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখলাম, তারপর ডোঙাটিতে পানি ও পাথরের টুকরো ভরে এমন জায়গায় ডুবিয়ে দিলাম; দরকার হলে যেন সেখানে সেটা পেতে পারি। জায়গাটি বাষ্পে চলে এমন একটি কাঠকাটা কলের প্রায় আধ মাইল ভাটিতে ছিল।

এবার আমি রাস্তায় গিয়ে উঠলাম; একটা কাঠকাটা কলের সামনে দিয়ে গিয়ে দেখি, তার উপর একটা লেখা ফেল্‌পস-এর কাঠকাটা কল। আমি আরো

তিন চারশ গজ এগিয়ে গোলাবাড়িগুলোর কাছে এলাম। দিনের আলো ফুটে ওঠা সত্ত্বেও হাজার চেষ্টা করেও কাউকে দেখতে পেলাম না। যাক্ তাতে আমি কিছু মনে করি নাই। কারও সাথে আমার দেখা হয়, তাও আমি চাই নাই। আমি শুধু জায়গাটার স্থান-বৃত্তান্ত দেখতে চাচ্ছিলাম। আমার পরিকল্পনা মতে আমি শহরের দিক থেকে আসছি এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম, নদীর দিক থেকে নয়। সুতরাং আমি একবার চারদিকে চেয়ে দেখলাম, তারপর শহরের উদ্দেশ্যে সোজা চলতে থাকলাম। বেশ হোল, প্রথমেই যে লোকটির সাথে দেখা, সে হোল লাট-বাহাদুর। 'রয়েল ননসাচ' খেলাটির ইস্তাহার লাগাচ্ছিল—তিন রাত্রে অভিনয়—সেই আগেরটার মতোই। এ জোচ্চোরগুলোর ধৃষ্টতা দেখে অবাক হলাম! আমি এড়িয়ে যাওয়ার আগেই একেবারে তার উপরে গিয়ে উঠলাম।

সে অবাক হয়ে বললো : "কি হে তুমি কোত্থেকে?" তারপর সে এক রকম খুশী এবং উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো; "ভেলাটা কোথায়—? সেটাকে ভাল জায়গায় রেখে এসেছো তো?"

আমি বললাম "কেন, সেই কথাটাই তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, জনাবে আলা।"

তারপর তাকে তেমন উল্লসিত দেখা গেল না। বললো, "আমাকে জিজ্ঞাসা করার তোমার উদ্দেশ্য কি?"

"দেখুন" আমি বললাম, 'কাল আমি যখন রাজাবাহাদুরকে সেই নোংরা জায়গাটায় দেখি, তখন আমি চিন্তা করেছিলাম আমরা তাকে কয়েক ঘন্টায় মধ্যে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো না। তখনো তার মাথা ঠিক হতে দেরি ছিল; সুতরাং আমি ভবঘুরের মতো শহর ঘুরতে বেরিয়ে গেলাম, যাতে সময়টা ব্যয় করে তার মাথা ঠিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি। এমন সময়ে দেখি একটা লোক এসে বললো, আমি যদি একটা ডিঙি নৌকা বেয়ে ও-পার গিয়ে তার একটা মেষকে ওপার থেকে এপারে নিয়ে আসি, তা'হলে আমাকে সে দশ সেন্ট দেবে। সুতরাং আমি তার সঙ্গেই গেলাম। লোকটি মেষটিকে ডিঙিটার নিকট দড়ি ধরে টেনে আনলো। আবার দড়িটা দিয়ে মেষটার পিছনে ঠেলা দিয়ে ওঠানোর জন্যে সে পিছনে গেল, মেষটা বেশ ডাগর-ডোগর আর জোরালো ছিল। সে একটা ঝটকা মেরে আমার হাত থেকে ছুটে গেল। দৌড়ানো শুরু করলো, আর আমরা তার পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলাম। আমাদের কাছে কোন কুকুর ছিল না; তাই আমরা তার পিছনে সারা দেশটা দৌড়ে তাকে ক্লান্ত করে ফেললাম। শেষে যখন ধরলাম তাকে, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে; সেটাকে এনে দেয়ার পর, আমি ভেলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিন্তু ঘাটে গিয়ে দেখি ভেলাটি নাই! তখন মনে হোল তারা নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে—তাই চলে যেতে হয়েছে। তারা আমার নিগ্রো চাকরটিকেও নিয়ে চলে গেছে। এই নিগ্রোটিই পৃথিবীতে আমার একমাত্র অবলম্বন; আমি বিদেশ-বিভূঁইয়ে কি করবো, আমার কোন সম্পত্তি

www.boiRboi.blogspot.com

কিছুই নাই—রোজগার করার কোন উপায় নাই। সুতরাং বসে বসে কাঁদলাম; জঙ্গলের মধ্যে সারা রাত ঘুমিয়ে কাটালাম! তাহলে ভেলার কি হোল? আর জিম কোথায়? গরীব বেচারা জিম!"

"আমি তো ভেলার কথা কিছুই জানি না। মানে ভেলার কি হয়েছে তা আমি জানি না। তবে জানি, বুড়ো শয়তান কি সব বেচাকেনা করে চল্লিশটি ডলার রোজগার করেছে। যখন আমরা কাল তাকে সেই নোংরা জায়গায় দেখেছিলাম, তখন ঐ বাউন্ডুলেগুলো তার সঙ্গে আধডলার করে বাজী খেলে, মদ খাওয়ার পর যে টাকা তার সাথে ছিল,—তার সবটাই মেরে দিয়েছিল। আমি অবশ্য তাকে গতরাত্রে বাড়ি নিয়ে যাই, গিয়ে দেখি ভেলাটা নাই। তখন আমাদের মনে হয়েছিল, সেই ছোট বদমাশটিই আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলে আমাদেরে ভেলা নিয়ে নদী দিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"আমি আমার নিগ্রো চাকরটিকে ফেলে দিতাম না—দিতাম কি? পৃথিবীতে আমার বলতে ঐ একটি মাত্র নিগ্রো চাকর—আমার ঐ একটি মাত্র সম্পত্তি।"

"আমরা অবশ্য তা চিন্তা করি নাই। কথাটা হোল কি, আমরা তাকে আমাদের নিগ্রো চাকর বলেই ধরতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম; আমরা মনেও করতাম তা-ই। উহ আমরা জানি, তার জন্যে আমাদের কি সব অসুবিধা হয়েছিল। যখন দেখলাম, ভেলাটি উধাও হয়ে গেছে, এদিকে আমার একেবারে দেউলিয়া অবস্থা, তখন মনে করলাম আবার 'রয়েল ননসাচ' খেলাটি না দেখালেই নয়। সেই থেকেই তো আমাদের অবস্থা ঝুলে পড়েছে। আমাদের শিঙ্গা ফোঁকার দশা হয়েছে। তোমার সেই দশটা সেন্ট কোথায়? দাও তো দেখি?"

আমার কাছে বেশ টাকা ছিল। আমি তাকে দশটি সেন্ট দিলাম কিন্তু তাকে মিনতি করে বললাম যেন এ দিয়ে কিছু খাবার কেনে আর তার কিছু অংশ আমাকে যেন দেয়। গতকাল থেকে আমি কিছুই খেতে পাই নাই। সে কিছু বললো না।

পর মুহূর্তে সে ঘুরে আমার দিকে চেয়ে বললো, "তুমি কি মনে করো নিগ্রোটা আমাদের সব কিছু ফাঁস করে দেবে? যদি তাই করে, তবে আমরা তার ছাল ছাড়িয়ে নেব।"

"সে কি করে ফাঁস করবে? সে তো পলাতক?"

"না! ঐ আহাম্মকটি তাকে বিক্রী করেছে। আমাকে আমার অংশ দেয় নাই; অথচ টাকাটা ও খতম করেছে।"

"তাকে বিক্রী করেছে?" আমি এবার কাঁদতে শুরু করলাম, "কেন, সে তো আমার চাকর ছিল। সে টাকাও তো আমার। সে কোথায়? —আমি আমার চাকর ফিরে চাই।"

"শোন, তুমি তোমার চাকর ফিরে পাবে না, এই হোল মোদ্দা কথা—সুতরাং তোমার ঐ মরাকান্না থামাও। আর দেখ তুমিও কি আমাদের কথা ফাঁস

করে দেবে? দিতে সাহস করবে? তোমাকে বিশ্বাস করা কঠিন, যদি ফাঁস করো তাহলে—"

সে থামলো। কিন্তু লাট-বাহাদুরের চোখের মধ্য দিয়ে এ-রকম জঘন্য হিংস্র ভাব প্রকাশ পেলো, যা এর আগে কল্পনাও করতে পারি নাই। আমি কাঁদতেই থাকলাম।

বললাম : "আমি কারো কথা ফাঁস করতে চাই না, আমার এতো ফাঁস করে দেয়ার সময় নাই; আমি ঘুরে দেখতে চাই; আর আমার নিগ্রো চাকরটিকে খুঁজে বের করতে চাই—এই মাত্র।"

মনে হোল সে চিন্তায় পড়েছে। তার হাতের উপর ইস্তাহারগুলো বাতাসে পতপত করে নড়ছিল আর সে ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে যাচ্ছিল।

শেষে সে বললো : "আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। আমাদের এখানে তিন দিন থাকতে হবে। যদি তুমি কথা দাও, আমাদের কথা তুমি ফাঁস করবে না; আর তোমার নিগ্রোটিও ফাঁস করবে না; তা হলে সে কোথায় আছে, তা আমি তোমাকে বলবো।"

আমি কথা দিলাম।

সে বললো : "একজন কৃষি-ফারমের মালিক—নাম সাইলাস ফে"—তারপর সে থামলো। আপনি বুঝতে পারলেন তো, সে সত্যি কথাটাই বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু যখন ঐ রকম থেমে গেল তখন অন্য রকম চিন্তা করতে লাগলো। আমার মনে হোল সে তার মত বদলাচ্ছে। সত্যিই সে তাই করছিল। সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না; সে আমাকে ঐ তিনটি দিনই তাদের পথের বাইরে রাখার চিন্তা করছিল।

সুতরাং ক্ষণ পরেই সে বললো : "যে লোকটা ওকে কিনেছে তার নাম হোল অব্রাম ফস্টার—অব্রাম জি ফস্টার—সে এখান থেকে চল্লিশ মাইল পিছনে গ্রামের মধ্যে থাকে—লাফায়েত যাওয়ার রাস্তায় উপরে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আমি তিন দিনে হেঁটে সেখানে যেতে পারবো। আমি আজ বিকালেই রওয়ানা হবো।"

"না, বিকালে চলবে না, এক্ষুনি তোমার রওয়ানা হতে হবে। তোমার সময় নষ্ট করা চলবে না; আর রাস্তায় বকবক করাও চলবে না। জিহ্বাটাকে শক্ত করে মুখে পুরে রাখবে এবং সোজা চলে যাবে। তাহলে আর আমাদের তরফ থেকে কোন বিপদে পড়বে না, বুঝতে পারলে তো?"

এই রকমেরই একটা হুকুম আমি চাচ্ছিলাম। এর জন্যেই ক্ষেত্র তৈরি করছিলাম; একা স্বাধীনভাবে আমার কাজ উদ্ধার করার মওকা খুঁজছিলাম।

"তা হলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো, এবং মিস্টার ফস্টারকে যা ইচ্ছে হয় গিয়ে বলো। হতে পারে তাকে বিশ্বাস করাতে পারো যে, জিম তোমারই নিগ্রো চাকর—কারণ কোন কোন আহাম্মককে দলিল দেখানো লাগে না—অন্ততঃ আমি

www.boiRboi.blogspot.com

শুনেছি যে দক্ষিণে এ রকম বহু আছে; তাই তুমি যখন বলবে যে, ঐ ইস্তাহারটি ও পুরস্কার দেয়ার কথা একেবারে মিথ্যা, তাছাড়া কেন ওটা তৈরি করা হয়েছিল সেটা ব্যাখ্যা করবে, হতে পারে সে হয়তো তা বিশ্বাস করবে। যাও এক্ষুনি চলে যাও। যা ইচ্ছে হয় বল গিয়ে, কিন্তু মনে রেখো এখান থেকে সেখানে যাওয়া পর্যন্ত তোমার চোপরা খুলবে না—একেবারে চুপ থাকবে।"

আমি রওয়ানা হলাম, পিছনে, সেই গ্রামের উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হলাম। আমি আর এদিক-ওদিক চাইলাম না, এক রকম বুঝতেই পারছিলাম যে, সে আমাকে লক্ষ্য করছে। তবুও মনে করলাম যে, আমার দিকে চাইয়ে চাইয়ে তাকে ক্লান্ত করে ফেলবো; মাইল খানেক ঐ রকম চললো, তারপর থামলাম; জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আবার উল্টো পথে ফেল্পস সাহেবের বাড়ির দিকে ফিরে আসতে লাগলাম। আমি মনে করলাম আর আহাম্মকিপনা না করেই, সরাসরি আমার পরিকল্পনাটি কাজে লাগিয়ে দেব, এ দুটো লোক এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে জিমের মুখ বন্ধ করতে হবে। এদের মতো লোকের সাথে আর গণ্ডগোল করতে চাই না। তাদের যতদূর দেখতে চেয়েছিলাম তা দেখে শেষ করেছি; এখন তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যেতে চাই।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার নতুন নাম হলো

সেখানে পৌঁছে আমি দেখতে পেলাম, সব কিছু একেবারে রবিবারের মতো। দিনটা ছিল বেশ নীরব, গরম এবং রোদে উজ্জ্বল। মজুরেরা মাঠে কাজ করতে গেছে। মশা-মাছির ভনভনানির মতো এক রকম শব্দ বাতাসে ছেয়ে আছে। তার ফলে নির্জনতা আরও বেড়েছে। মনে হচ্ছে যেন, কেউ বেঁচে নেই, সবাই মরে গেছে; এ এক এমন অবস্থা এর মধ্যে যদি আপনি হঠাৎ শোনেন যে গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ঝিরঝির করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে তবে আপনি শোকে কাতর হয়ে পড়বেন। আপনার মনে হবে, মরা মানুষদের ফিসফিসানি যেন শুনছেন—অনেকদিন আগে যারা মারা গেছেন তাদেরই—তারা আপনার কথাই যেন বলছে; এ অবস্থায়, যে-কোন লোক মনে করতে পারে, সেও না হয় মরে যাক, আর এ-সবের ইতি করে দিক।

ফেল্পস এর আবাদটা, একটি তুলার আবাদ ছিল। সেটা বেশ ছোটও। আর সব ছোট আবাদ যে রকম হয়, তেমনিই। দু-একর জমি ঘিরে একটা রেলের বেড়া দেওয়া ছিল; আর সেটা পার হওয়ার জন্যে গাছের গুঁড়ি করাত দিয়ে কেটে উল্টো করে পুঁতে সিঁড়ির মতো করা ছিল। প্রথম সারিতে উঁচু এবং দ্বিতীয় সারিতে তার চাইতে নিচু গুঁড়ি পুঁতে এমনি সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল, ঠিক

যেমন প্রথম সারিতে বড়, পরের সারিতে ছোট পিপা দিয়ে করা হয়, তেমনি। মেয়েরা লাফ দিয়ে ঘোড়ায় ওঠার জন্যেও এই রকম সিঁড়ি ব্যবহার করতো। বড় আঙিনাটা মাঝে মাঝে মরাটে ঘাসে আবৃত। বাকী অংশ ছিল অনাবৃত এবং মসৃণ, একটি লোমওয়ালা পুরনো টুপীর লোম ঘষে উঠে গেলে যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যাচ্ছিল। শ্বেতকায় বাসিন্দাদের জন্যে একটা জোড়াবাড়ি দেখলাম—করাত দিয়ে চেরা কাঠের তৈরি, সেগুলোর ফুটোফাটা বালির আস্তর করে ঢেকে দেয়া। আর তাতে কখনো সখনো চুনকাম করাও হয়েছিল। এরপর দেখতাম গোল গুঁড়ির তৈরি বাবুরচিখানাটা—সেটা থেকে একটা বেশ বড় রকম চওড়া ছাদওয়ালা বারান্দা জোড়াবাড়িটা পর্যন্ত এসে বাড়িটার সাথে যোগ রেখেছে। বাবুরচিখানাটার পিছনে একটা গুঁড়ির তৈরি ধূমপানের ঘর। এটার উল্টোদিকে নির্জন জায়গায় বেড়ার ধার ঘেঁষে একখানা কুঁড়ে ঘর। আরও কিছু বাড়তি ঘর, আলাদা আলাদাভাবে বানানো। একটি ছোট ঘরে ছাই ফেলানোর একটি বড় পাত্র ও সাবান জ্বাল দেয়ার জন্যে একটি কেতলি ছিল। বাবুরচিখানার দরজার সামনে একখানা বেঞ্চি, তার উপরে এক বালতি পানি ও একটা কুমড়া। ওখান থেকে ওদিকে এক কোণে তিনটে গাছের শেষ গাছটির ছায়ার নিচে একটি কুকুর ঘুমাচ্ছিল। বেড়ার ধারে একটি জায়গায় কিছু নাশপাতি ও কালজামের ঝোপ। বেড়ার বাইরে একটি বাগান। কিছুটা তরমুজের ক্ষেত; তারপর শুরু হয়েছে তুলার চাষ, এবং তারপরেই হোল জঙ্গল।

ছাইয়ের পাত্রটি যেখানে, সেইখানে সিড়ি দিয়ে বেড়া পার হয়ে আমি বাবুরচিখানার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি কিছুটাক এগিয়েছি, এমন সময় চরকার অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কখনো কড়া আবার কখনো নেমে যাচ্ছে; তখন আমার মনে হোল, আমি মরেই যাব বোধ হয়।—সেই শব্দটাই আমার কাছে পৃথিবীর সব চাইতে নির্জন শব্দ মনে হোল।

আমি সরাসরি এগিয়ে গেলাম। কোন রকম চিন্তা না করেই এগিয়ে গেলাম, শুধু ভবিতব্যের উপর সব কিছু ছেড়ে দিলাম। মনে করলাম, সময়মতো আমার মুখে ঠিক কথা এসে যাবেই। দেখেছি, আমি একা থাকলেই ভবিতব্য আমার মুখে কথা ঠিকমতো জুগিয়ে দেন।

অর্ধের রাস্তা এসেছি, এমন সময় প্রথমে একটা কুকুর, পরে আর একটা এসে আমাকে ধরলো; অবশ্য আমি তাদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। স্থির হয়ে রইলাম। তারাও বিকট সুরে ঘেউ ঘেউ শব্দ শুরু করে দিল।

এক মিনিটের চারভাগের একভাগ সময়ও যেতে পারে নাই, এর মধ্যেই মনে হোল আমি একটা চাকার কেন্দ্র বনে গেছি। আমার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ানো কুকুরগুলো দেখে আপনারা বলতে পারেন চাকাটির দণ্ড যেন, পনেরোটি কুকুর ধরুনগে আমার চারদিকে ঠাসাঠাসি করে জমা হয়েছিল। তাদের গলা ও নাক আমার দিকে প্রসারিত করে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করেছিল। আরো আসতে

www.boiRboi.blogspot.com

লাগলো; আপনি থাকলে দেখতে পেতেন, বেড়ার উপর দিয়ে একোণ ওকোণ, যে কোনোখান দিয়ে সব তেড়েমেড়ে ছুটে আসছে।

একটি নিগ্রো চাকরাণী হাতে একটি বেলন নিয়ে ছুটে বেরুলো, চিৎকার করে বললো, "ভাগ টাইনি! ভাগ স্পট। ভাগ ভাগ।" এই বলে বেলন দিয়ে প্রথমটাকে জবরদস্ত একটা ঘা লাগালো, দ্বিতীয়টাকেও দিল। তারা ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো; অন্যগুলো ওদের পিছু পিছু দৌড়ে পালালো, পর মুহূর্তে তাদের অর্ধেক আবার ফিরে এলো। আমার চারদিকে জড়ো হয়ে লেজ নেড়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলো। যাহোক কুকুর তো! এ আর কি ক্ষতি করবে।

নিগ্রো চাকরাণীটির পিছনে একটি ছোট নিগ্রো মেয়ে এবং একটি ছোট নিগ্রো ছেলে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের গায়ে শনপাটের সস্তা শার্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা তাদের মায়ের গাউনের সঙ্গে সেঁটে রইলো। যে রকম ওরা সাধারণত: করে তেমনি করে মায়ের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। এবার একটি শ্বেতকায় মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে দৌড়লেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছর হবে, তাঁর হাতে একটি চরকা। তাঁর পাশাপাশি তাঁর ছেলেমেয়েরাও আসলো। নিগ্রো বালক-বালিকা দুটি যে রকম ব্যবহার করছিল, তারাও তাই করলো। মহিলাটি যেন খুশীতে ফেটে পড়ছিলেন। মনে হচ্ছিল দাঁড়াতে পারছেন না।

তিনি বললেন : "আচ্ছা, তুমিই! শেষ পর্যন্ত এলে তা হলে? তাই না?"

"হাঁ, বেগম সাহেবা", কিছু চিন্তা করার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। বারবার আলিঙ্গন করলেন; তারপর হাত দিয়ে আমাকে ধরে ঝাঁকি দিতে লাগলেন; তাঁর চোখ দিয়ে পানি এসে গাল বেয়ে পড়তে লাগলো; আলিঙ্গন করে ও ঝেঁকে যেন তাঁর মন ভরছিল না। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি যে রকম মনে করেছিলাম সে রকম তো নও, তুমি তো দেখতে তোমার মায়ের মতো হও নাই। অ-আল্লা, তাতে কিছু যায় আসে না! তোমাকে দেখে কত খুশী লাগছে। ও রে সোনা, ও রে মানিক, আমার মনে হচ্ছে আমি তোরে খেয়েই ফেলি! ও রে ছেলেপুলেরা বুঝলি, এ কে? এ তোদের খালাতো ভাই টম! কেমন আছেন, জিজ্ঞেস কর না?"

কিন্তু তারা তাদের মাথাটা নিচু করে সরে গেল। আঙ্গুল চুষতে লাগলো; আর তাঁর পিছনে গিয়ে পালালো।

তিনি বলে চললেন : "লিজি, যাও তাড়াতাড়ি করে ওর জন্যে গরম নাস্তা নিয়ে এসো এক্ষুনি—তুমি নাস্তা স্টীমারে খেয়ে আসোনি তো?"

আমি বললাম, আমি স্টীমারেই নাস্তা খেয়ে এসেছি। তিনি তখন আমার হাত ধরে এবং ছেলেপুলেদেরকে টেনে নিয়ে ঘরের দিকে চললেন। যখন ঘরে পৌঁছলেন, তখন আমাকে একটা বেতের ছাউনির চেয়ারে বসালেন; আর নিজে একটি ছোট নিচু টুলে আমার সামনে বসলেন।

আমার দুটো হাত ধরে বললেন : "এখন তোমাকে ভাল করে দেখবো। ইয়া আল্লা, তোমাকে দেখার জন্যে আমি বহুদিন ধরে ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছি! এই এতো বছর পরে শেষ পর্যন্ত আমার আশা পূর্ণ হোল! গত দুদিন কিংবা তার চাইতেও বেশি হবে, তুমি আসবে বলে আশা করছিলাম। দেরি হোল কেন? জাহাজ কি কোন চরায় ঠেকেছিল?"

"হাঁ বেগম সাহেবা—জাহাজ—"

"বেগম সাহেবা বলো না—স্যালি খালাম্মা বলো। জাহাজ কি কোন চরায় আটকে গিয়েছিল?"

কি বললে ঠিক হবে, আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। আমি জানতাম না জাহাজটি কি উজান থেকে আসবে না ভাটি থেকে। কিন্তু আমি সহজ বুদ্ধির উপরই সব সময় চালিয়ে দেই; আমার সহজ বুদ্ধি বললো যে, জাহাজটি ভাটিতে অরলিন্স শহর থেকে উজিয়ে আসবে। কিন্তু তা বিশেষভাবে সাহায্য করলো না। রাস্তায় কি কি চর রয়েছে সে সব তো আমার জানা নাই। আমি দেখলাম, আমার কল্পনা করে একটা চর তৈরি করতে হবে, কিংবা যে চরাটায় আটকে গিয়েছিলাম, সেটার নাম ভুলে যাওয়ার ভান করতে হবে—কিংবা—

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। আমি বললাম : "না চরায় ঠেকে নাই—সে জন্যে আমাদের কোন দেরি হয় নাই। আমাদের জাহাজের নলের একটা মাথা ফেটে গিয়েছিল তাই।"

"সর্বনাশ! কেউ আঘাত পায় নাই তো।"

"না। মাত্র একটি নিগ্রো মারা গেছে।"

"যাক, তবুও ভাল। অনেক সময় এ রকম ঘটলে লোকেরা আঘাত পায়ই। দুবছর আগে বড়দিনের সময় তোমার খালু সাইলাস, নিউ অরলিন্স থেকে পুরান জাহাজ ল্যালিবুক-এ আসছিলেন; সেটারও একটা নলের মাথা ফেটে গিয়েছিল। একটি লোককে আঘাতও লেগেছিল। আমার মনে হয়—লোকটি পরে মারা যায়। তিনি ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারক। তোমার খালু সাইলাস, ব্যাটলবুজ গ্রামের একটি পরিবারকে চিনতো। ওহ, হাঁ, এবার মনে পড়ছে উনি মারাই গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরের ঐ অংশের পচন শুরু হওয়ায় তারা সে অংশ কেটে ফেলে দেয়! কিন্তু তা ওঁকে বাঁচাতে পারলো না। হাঁ পচনই যেমন শুরু হয়েছিল—হাঁ তাই। ওঁর সারা শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। তিনি রোজ কিয়ামতে গৌরবের সঙ্গে পুনরুত্থান করবেন—এই আশা করেই মারা গিয়েছিলেন। সকলে বললো, তাঁর চেহারা দেখবার মতো হয়েছিল। তোমার খালু রোজই তোমাকে আনার জন্যে একবার করে শহরে যাচ্ছেন। আজও আবার গেছেন। একঘন্টাও হয় নাই; যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারেন। তুমি হয়তো তাঁকে রাস্তায় দেখে থাকবে, দেখেছ কি?—একজন বুড়ো মতো মানুষ—"

www.boiRboi.blogspot.com

"না, আমি কাউকে দেখি নাই, স্যালি খালাম্মা। জাহাজটি ঠিক ভোরে নামিয়ে দিয়েছিল; আমি আমার জিনিসপত্রগুলো জেটির নৌকাটায় রেখে, শহরে এবং গ্রামেরও কিছুটা দেখতে বেরিয়ে ছিলাম; মনে করেছিলাম; অত সকালে এসে আপনাদের বিরক্ত না করে, এ সময়টা বাইরে কাটিয়ে আসা যাক; সেই জন্যেই তো আমি পিছনের দিক দিয়ে এসেছি।"

"তুমি তোমার মালপত্র কার কাছে রেখে এসেছো?"

"কারো কাছে না।"

"তা হলে, এই ছেলে, তা তো চুরি হয়ে যাবে!"

"আমি নিজেই যেখানে লুকিয়ে রেখেছি, তাতে মনে করি চুরি হবে না।" আমি বললাম।

তুমি এত সকালে জাহাজে নাস্তা করলে কি করে?"

আবার আমার পায়ের নিচের জমি সরে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি বললাম : "কাপ্তান সাহেব, যখন দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তখন তিনি বললেন, খোকা, তুমি নামার আগে না হয় কিছু খেয়ে যাও, তাই তিনি অফিসারদের খাওয়ার ঘরের সঙ্গের ঘরটিতে নিয়ে গেলেন এবং আমার যা দরকার, তাই খেতে দিলেন।"

"আমার এত অস্বস্তি লাগছিল যে, আমি সবকিছু ঠিকমতো শুনতেও পাচ্ছিলাম না! আমি সর্বক্ষণ বাচ্চাগুলোর দিকেই মনোযোগ দিচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, তাদেরকে একদিকে নিয়ে যাই। তাদেরকে ফাঁপিয়ে তুলে জেনে নিই আমি কে? কিন্তু যেভাবে মিসেস ফেল্‌পস চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে সে অবকাশ পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। একটুক্ষণ পরেই তিনি এমন কথা তুললেন যার ফলে আমার নীলদাঁড়া দিয়ে যেন খানিকটা ঠাণ্ডা পানি শির শির করে বেয়ে নেমে গেল। তিনি বললেন : "এই দ্যাখো", আমরা কিভাবে কথা চালিয়ে যাচ্ছি; তুমি তো আপা কিংবা ওদের সমন্ধে কোন কথাই বললে না। এখন আমার কথা রাখা যাক। এবার তুমি শুরু করো। সব কিছু বলো—ওদের সম্বন্ধে প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলো; ওরা কি রকম আছে, কি করছে, আমাকে কি বলতে বলেছে; যা-কিছু তোমার মনে পড়ে বলো।"

দেখুন, আমি আবার কি রকম কোনঠাসা হয়ে গেলাম। বেশ ভাল করেই কোনঠাসা হলাম। এ পর্যন্ত ভাগ্য আমাকে বেশ সাহায্যই করছিল; কিন্তু এখন আমাকে ভাল রকমই চরায় আটকে দিল। আমি দেখলাম আর অধিক এগোনোর চেষ্টা করে লাভ নেই। হাত তুলে আত্মসমর্পণ এবার করতেই হবে। সুতরাং আমি মনে মনে বললাম, এই তো আবার এমন জায়গায় এসে পৌছেছি, যেখানে সত্য বলেই যা বিপদ বরণ করার তা করতে হবে। কিন্তু আমি কথা বলার জন্যে কেবলমাত্র মুখ খুলেছি, অমনি তিনি আমার বাহু দুটো পাকড়ে ধরে একেবারে খাটের নিচে চালান করে দিলেন।

বললেন, "ঐ যে উনি আসছেন! মাথাটা আরও একটু নিচু করে দাও—হাঁ এই তো, এতেই হবে; এখন আর তোমাকে দেখা যাবে না। তুমি যে এখানে রয়েছ যেন টু শব্দটিতেও টের পাওয়া না যায়। আমি ওঁকে নিয়ে তামাশা করবো। এই ছেলেপুলেরা, তোমারা একটা কথাও বলবে না।"

আমি পরিষ্কার বুঝলাম, আমি একটি মহা সঙ্কটে পড়েছি। কিন্তু এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করায় কোন ফল নাই; চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন গতি ছিল না; বজ্রাঘাত হওয়ার আগে, দাঁড়িয়ে সে জন্যে তৈরি হওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে!

ভদ্রলোক এলেন। আমি তখন এক ঝলকমাত্র তাঁকে দেখলাম; তারপর খাটের জন্যে আর দেখা গেল না। মিসেস ফেল্‌পস লাফিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন : "ও এসেছে নাকি?"

"না" তাঁর স্বামী বললেন।

"অ-আল্লা", তিনি বললেন, "কি হোল বুঝতে পারছি না।"

"আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি না" বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন, "আমি সত্যি বলছি, এ জন্যে ভয়ানক অস্বস্তিও অনুভব করছি।"

"অস্বস্তি!" তিনি বললেন, "আমি তো হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি। সে নিশ্চয়ই এসেছে; হয়তো তুমিই তাকে খুঁজে পাও নাই। আমার তো তা মনে হচ্ছে—আমার মন বলছে—"

"কেন স্যালি, তুমি তো বেশ বুঝতে পারো, রাস্তায় তাকে খুঁজে না পাওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না।"

"কিন্তু, হায় আল্লা, আপা কি বলবেন! সে নিশ্চয় এসেছে, তুমি তাকে খুঁজে পাও নাই—আমি নিঃসন্দেহ সে—"

"দেখ, খুঁজে খুঁজে আমি যথেষ্ট হয়রান হয়েছি; আমাকে আর হয়রান করো না। আমি জানি না কি করবো। আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার যোগাড় হয়েছে। বলতে বাধা নেই, আমি সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু কোন আশা নাই। তুমি বলো কি, সে এসেছে আর আমি তাকে খুঁজে পাই নাই। এ হতেই পারে না। স্যালি, কোন ভয়ানক কাণ্ড হয়তো ঘটেছে—নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে—নিশ্চয় কোন গুরুতর কাণ্ড ঘটেছে—জাহাজটারই কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।"

"দেখ, সাইলাস! ঐ দেখ!—ঐ রাস্তার উপরে—কেউ আসছে না কি?"

তিনি লাফিয়ে খাটের মাথার দিকের জানালাটার কাছে এলেন। এবার তিনি খাটের পায়ের দিকে নিচু হয়ে আমাকে একটা টান দিলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম; তারপর মিস্টার ফেল্‌পস যখন ফিরলেন, তখন মিসেস ফেল্‌পসের মুখখানা অপরিসীম আনন্দে আগুন লেগে যেমন ঘা হয় তেমনি হাস্যমুখর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; আমি তাঁর পাশে অত্যন্ত নিরীহভাবে, ঘামে চপচপা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

বললেন "এ কে?"

"কে তুমিই আন্দাজ করো না?"

"না, আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না।"

"এই তো টম সয়্যার।"

সোবহান আল্লা! আমার মনে হচ্ছিল যে আমি মেঝের মধ্যে দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছি। কিসের বদলে কি ঘটলো এ চিন্তা করার আগেই বৃদ্ধ লোকটি আমার হাত ধরে খুশীতে একটি ঝাঁকানি দিলেন। আর এদিকে বেগম সাহেবা হেসে, চিৎকার করে, যেন নেচে বেড়াতে লাগলেন; তারপর তাঁরা দুজনে সীড, মেরী এবং পরিবারের সকলের সম্বন্ধে প্রশ্নের তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন।

তাঁরা খুবই খুশী হলেন; আর এদিকে আমি যা সত্যিকারের ছিলাম, সেটার কিছুই আর আমার থাকলো না। ব্যাপারটি হোল আমি যেন আবার নতুন করে জন্মগ্রহণ করলাম। যাক, তাঁরা আমাকে পুরো দুটো ঘন্টা প্রশ্নবানে ঠাণ্ডা করে রাখলেন, তারপর আমার চোয়াল যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আর কথা বলার শক্তি থাকলো না, তখন দেখলাম আমার পরিবার সম্বন্ধে—মানে সয়্যার পরিবার সম্বন্ধে এত কথা বলেছি যে—ছ'টি সয়্যার পরিবারে তত ঘটনা ঘটে নাই। এরপর হোয়াইট নদীর মোহনায় কি করে জাহাজের নল ফেটে যাওয়ায় সেটা ঠিক করতে তিন দিন দেরি হয়ে গেল, সে কথাও তাঁদেরকে ব্যাখ্যা করে বললাম। সেটা তাঁদের উপর শ্রেণীর প্রথম কাজ করলো; ওঁরা জানতেন না যে তাতে ক'দিন লাগতে পারে। এমন কি আমি যদি বলতাম যে একটি বল্টুর মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ রকম ঘটেছিল, তা হলেও চলতো।

এখন আমি একদিকে আমার ভিতরটায় বেশ আরামই বোধ করছিলাম, কিন্তু অন্যদিকে আবার খুব অস্বস্তিও লাগছিল। টম সয়্যার হওয়াটা বেশ সহজ আরামদায়কই বোধ করলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি যে একটি জাহাজ ভক ভক করে নদী দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি নিজেকে বললাম, "ধর টম সয়্যার যদি এই জাহাজে এসে যায়, এবং যে-কোন মুহূর্তে এখানে এসে পৌঁছে, আর তাকে চোখ মারার আগেই যদি আমার নাম ধরে ডেকে বসে, তা হলে কি হবে?"

না, ঘটনাটা এভাবে ঘটতে দেয়া যায় না, তা হলে কাজ হবে না। আমি তাকে রাস্তার মধ্যে হঠাৎ গিয়ে ধরবো। আমি পরিবারের এদেরকে বললাম, আমি শহরে গিয়ে আমার মালপত্র নিয়ে আসবে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আমি বললাম, না। আমি নিজেই ঘোড়া চালাতে পারবো; তাঁকে আর আমার জন্যে কষ্ট করতে হবে না।

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ
রাজন্যবর্গের শোচনীয় পরিণতি

সুতরাং আমি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। যখন অর্ধেক পথ এসেছি, তখন আর একটা গাড়ি রাস্তার ওদিক থেকে আসছে দেখলাম। তাহলে নিশ্চয়ই টম সয়্যার আসছে, বুঝলাম। অতএব আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। গাড়িটি কাছাকাছি আসতেই বলে উঠলাম "থামো"। গাড়িটা রাস্তার এক পাশে থেমে গেল। গাড়ির মুখটা একটা বাক্সের মতো খুলে গেল। আর খুলেই রইলো। আরোহী—মানে টম সয়্যার—দু একবার ঢোক গিললো, ঠিক যেমনি লোকের গলা শুকিয়ে গেলে ঢোক গেলে তেমনি করে।

তারপর সে বললো : "আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নাই। তুমি তা জান। তাহলে তুমি ফিরে এসে আমার উপর ভর হওয়ার চেষ্টা করছো কেন বাপু?"

"আমি ফিরে আসি নাই, আমি মরি নাই মোটেই।"

আমার কথা শুনে সে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হোল, কিন্তু তখনো পুরো বিশ্বাস করতে পারলো না।

সে বললো : "দেখ আমাকে খেল দেখাবার চেষ্টা করো না; আমি তোমার উপর কোন খেল দেখাই নাই। সত্যি করে বলো তুমি কি ভূত নও?"

"সত্যি বলছি, আমি ভূত নই।"

"যাক—আমি-আমি-দেখ, তুমি যা বললে তাতে কিছুটা মীমাংসা হয় বটে; কিন্তু কেন যেন আমি ঠিক কোন মতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। দেখ হে, তুমি কি আদপেই খুন হও নাই।?"

"না, আমি কখনোই খুব হই নাই। ওটা একটা ফাঁকির চাল ছিল মাত্র। তুমি বিশ্বাস না করলে এখানে এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখে যাও।"

সে তাই করলো, সন্তুষ্টও হোল। বলতে কি আমাকে জীবিত দেখে এত খুশী হোল যে কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। শেষে থতমতো করে আমার কি ঘটেছিল তাই জানতে চাইলো। এ একটা সাংঘাতিক দুঃসাহসের কাণ্ড। রহস্যময়ও বটে। তার যে রকম চালচলন ছিল, তাতে ব্যাপারটা যেন তাকে পেয়ে বসলো। আমি বললাম, আস্তে আস্তে সব বলবো, এখন ছাড়; আমি তার গাড়ির কোচওয়ানকে অপেক্ষা করতে বললাম। আমাদের গাড়ি একটুখানি চালিয়ে গেলাম। আমি যে সঙ্কটে পড়েছি তা তাকে বললাম; আর আমাকে কি করা উচিত তাও জিজ্ঞাসা করলাম। সে তাকে একটুখানি চিন্তা করে দেখার সময় দিতে বললো। বারণ করলো বিরক্ত করতে। যাই হোক, খানিকক্ষণ চিন্তা করে সে বললো, "হাঁ সব ঠিক আছে; আমি উপায় পেয়ে গেছি। আমার বক্সটি তোমার গাড়িতে নিয়ে যাও; এটা তোমার তাই বল গিয়ে। এখন ফিরে যাও।

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরে যেতে যতোটা বেশি সময় লাগে ততোটা দেরি করে যাও। আমি শহরের দিকে আলাদা যাচ্ছি। নতুন কিছু একটা করবো; তোমার ওখানে পৌছার পোয়াটাক কি আধাঘন্টা পরে আমি গিয়ে পৌছবো; তুমি যে আমাকে চেন এটা প্রথমে জানানোর দরকার নাই।"

আমি বললাম : আমি ছাড়া আর কেউ জানে না; এখানে একটি নিগ্রো চাকর আছে যাকে আমি চুরি করে স্বাধীন করে দিতে চেষ্টা করছি। তার নাম হোল জিম—বুড়ো মিস ওয়াটাসনের চাকর জিম।"

"কি বললে? জিম—কেন—?"

সে থেমে গেল! বিষয়টা চিন্তা করে দেখতে লাগলো।

আমি বললাম : "আমি জানি তুমি কি বলবে। তুমি বলবে একটি নোংরা, অতি জঘন্য কাজ। হয়ই যদি তাতেই বা কি? আমি নিচু লোক, সুতরাং আমি তাকে চুরি করতে যাচ্ছি। আমি শুধু চাই এ ব্যাপারে তুমি চুপ করে থাকবে, কাউকে জানতে দেবে না। কেমন?"

তার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সে বললো : "তাকে চুরি করতে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো।"

ঠিক গুলি মারলে যেমন হয়, তেমনি আমার সব অবলম্বন যেন সটকে পড়ে গেল। আমি যেসব কথা এ পর্যন্ত শুনেছি সেগুলোর মধ্যে এটি সব চাইতে আশ্চর্য হওয়ার কথা—সত্যি বলতে কি টম সয়্যার যেন আমার চোখে অনেক নিচে নেমে গেল। কিছুতেই আমার বিশ্বাস হতে চাইছিলো না : "টম সয়্যার একজন নিগ্রো চাকরকে চুরি করবে, সে একজন চাকর-চোর!"

"দূর ঘোড়ার ডিম! তুমি তামাশা করছো।"

"না, আমি আদৌ তামাশা করছি না।"

"বেশ, তাহলে, তামাশা করো আর নাই করো। শোনো যদি কোন পলাতক নিগ্রো চাকরের কথা ওঠে তাহলে কথাটা মনে করতে ভুলো না। ভাবতে হবে তুমি তার সম্বন্ধে কিছুই জান না; আমিও তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

তারপর সে তার বাক্সটি আমার গাড়িতে রাখলো; এবং গন্তব্য পথে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। আমি আমার পথে এলাম। তখন আমি এত খুশী হয়েছিলাম যে, আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে যে আসবো তাও ভুলে গিয়েছিলাম। যতটা সময় আমার যাতায়াতে লাগা দরকার, তার চাইতে বেহদ্দ কম সময়ের মধ্যে এসে পৌছে গেলাম।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি দরজায় অপেক্ষা করছিলেন; তিনি বললেন : "ভারী আশ্চর্য কাণ্ড তো! কে জানতো যে ঘোটকীটা এত সত্বর যাতায়াতের কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে। আহা, দৌড়ের ঘোড়ার মতো যদি তার সময়টা নেয়া হোত তো ভাল ছিল; আর দেখেছো তার একটা লোম পর্যন্ত ঘামে ভিজে নাই—একটা লোম পর্যন্তও না! আশ্চর্য! কেউ একশ ডলার দিলেও এ ঘোড়াকে আমি

বেচবো না—না, কোনদিন না। কদিন আগেও হয়তো এটাকে আমি পনের ডলারে বিক্রি করে ফেলতাম। আমার কাছে ওর দাম এর চেয়ে বেশি কখনো মনে হয় নাই।"

তিনি এবার থামলেন। ভদ্রলোক ভারী নিরীহ। আমি যত দেখেছি তাঁদের মধ্যে এই ভদ্রলোকের মন ছিল সবার সেরা! কিন্তু এটা কোন বিস্ময়ের কথা নয়। তিনি একটি ফারমের মালিকই শুধু ছিলেন না, তিনি একজন ধর্মপ্রচারকও ছিলেন। তাঁর আবাদটির পশ্চাদভাগে তাঁর নিজস্ব একটা গির্জাও ছিল, তার সঙ্গে একটা স্কুলঘরও ছিল; তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য কোন টাকা-পয়সা গ্রহণ করতেন না; যদিও তাঁর বক্তৃতা হতো মহামূল্যবান। দক্ষিণ প্রদেশে তাঁর মতো আরো অনেকে ফারমের অধিকারী হয়েও ধর্মপ্রচার করতেন।

প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যে টমের গাড়িটি বেড়ার সামনের সিঁড়িটার কাছে দাঁড়ালো। স্যালি খালাম্মা জানালা দিয়ে দেখলেন। জানালা থেকে গাড়িটা ছিল মাত্র পনের গজ দূরে। তিনি বললেন : "কে আবার? হয়তো বিদেশী কেউ হবে, জিম্মি" (এটি তারই ছেলেপুলেদের একজন), "দৌড়ে যাও। লিজিকে বলো খানার টেবিলে ওর জন্যে আর একখানা রেকাবি বেশি লাগায় যেন।"

প্রত্যেকেই সামনের দরজার দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেল। বিদেশী কেউ প্রতি বছরেই আসে না। পীতজ্বর হলে যে উত্তেজনা হয়, কেউ এলেও প্রায় সে রকমই ঘটে। টম তখন বেড়ার সিঁড়িটার উপরে উঠে বাড়িটার দিকে আসছে আর গাড়িটা রাস্তা দিয়ে গ্রামের দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে। আমরা দলবদ্ধ হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। টমের গায়ে তৈরি কেনা জামা, মাথায় হ্যাট আর এতেই ছিল তার কায়দা দেখানোর মওকা। সময় বিশেষে সে চাহিদা মতো যে-কোন কায়দা দেখাতে পারতো। আঙিনা দিয়ে আসার সময় সে যে মেষের মতো নিরীহ ভাবে আসবে, তা কখনই নয়। রীতিমত ভারিক্কি একটা চাল দেখিয়ে সে এলো আমাদের সামনে। রীতিমতো আদবের সঙ্গে এবং রুচিসম্মতভাবে হ্যাটটা তুললো। মনে হোল যেন সেটা এমন একটি বাক্সের ঢাকনি, যার মধ্যে প্রজাপতি ঘুমিয়ে রয়েছে। সে তাদের জাগাতে চায় না!

সে বললো : "মিস্টার আরচিবাল্ড নিকলস! আমার মনে হয় আপনিই তিনি!"

"না হে খোকা, না।" বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, তোমার গাড়িওয়ালা তোমাকে ঠকিয়েছে; নিকলসের জায়গাটা তিন মাইলেরও বেশি দূর হবে এখান থেকে। এসো, ভিতরে এসো।"

টম ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটাকে লক্ষ্য করে বললো, "বড় দেরি হয়ে গেল—ওতো দেখছি দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে এরই মধ্যে!"

"হাঁ, সে চলে গিয়েছে, খোকা, তুমি ভিতরে এসো; আমাদের সাথে খানা খাও; তারপরে আমরা একটু বেরুবো। তখন তোমাকে নিকল্‌স-এর ওখানে পৌঁছে দেব।"

www.boiRboi.blogspot.com

"না না, আমি আপনাদেরকে এত কষ্ট দেব কেন? আমি এটা চিন্তাও করতে পারি না। এ দূরত্বটুকু তেমন আর বেশি কি!"

কিন্তু আমরা তোমাকে হেঁটে যেতে দিতে পারবো না—দক্ষিণ প্রদেশের অতিথি পরায়ণতায় বাধে। এসো, ভিতরে চলে এসো।"

"আহা, চলে এসো না বাপু।" স্যালি খালাম্মা বললেন, "আমাদের একটুও কষ্ট হবে না। তুমি আমাদের এখানেই এখন থাকবে। এ অবস্থায় ধুলোবালি ঠাসা ডাহা তিন মাইল পথ তো তোমাকে হাঁটতে দিতে পারি না! তাছাড়া আমি তোমাকে আসতে দেখেই ওদেরকে খাবার টেবিলে আর একখানা রেকাবি লাগাতে বলেছি, তুমি আমাদেরকে নিশ্চয়ই নিরাশ করবে না। এসো একেবারে ভিতরে চলে এসো। এখানে বাড়ির মতোই মনে করবে?"

টম চমৎকার ভঙ্গিতে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানালো। অনুরোধের খাতিরেই যেন ভিতরে এলো; ভিতরে এসে সে বললো সে একজন বিদেশী, ওহাইও প্রদেশের হিক্‌স্‌ভিল থেকে আসছে, তার নাম উইলিয়াম টমসন। সে আবার মাথা নত করে অভিবাদন করলো।

তারপর সে বলে চললো। চললো তা চললোই—হিক্‌স্‌ভিল সম্বন্ধে, সেখানকার প্রত্যেকটি বাসিন্দা যা কিছু সে মনে মনে তৈরি করতে সক্ষম হোল তার সব কিছুই বলে চললো। এদিকে আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম, সে এসব দিয়ে আমাকে সঙ্কট থেকে কি করে উদ্ধার করতে পারে তা বুঝে উঠতে পারলাম না। শেষে কথা বলতে বলতেই সে উঠে পড়লো। স্যালি খালাম্মার কাছে গেল, তার মুখের উপর একটি চুমো দিয়ে এসে আবার চেয়ারটায় আরাম করে বসলো। আবার কথা বলতে শুরু করলো।

স্যালি খালাম্মা লাফ দিয়ে উঠে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখটি মুছে, চিৎকার করে বললো : "এই বেয়াদব, কুত্তার বাচ্চা!"

সে যেন আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে এমন একটা ভাব করে বললো : "আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি, বেগম সাহেবা।"

"আশ্চর্য হয়েছ?"

কেন আমাকে কি করেছো? আমি আচ্ছা করে তোমাকে শিক্ষা দিয়ে দেব—বল, আমাকে চুমো দিলে কেন?"

টমকে অত্যন্ত নিরীহ দেখাল। সে বললো, "আমি খারাপ কিছু মনে করি নাই, বেগম সাহেবা। আমি খারাপ কিছু মনে করি নাই। আমি—আমি—করেছি আপনি হয়তো পছন্দ করবেন।"

"এই জন্ম-আহাম্মক ছোকরা! বলো কেন?" খালাম্মা তার চরকার লাঠিটা হাতে নিলেন। তারপর কোনক্রমে যেন ওকে পিটানো থেকে নিজেকে সামলে নিচ্ছেন এমনিভাবে বললেন, "তুমি কি দেখে মনে করলে, আমি ওটা পছন্দ করবো।"

"দেখুন, আমি তা জানি না। শুধুমাত্র তারা—তারা আমাকে বলেছে যে, আপনি পছন্দ করবেন।"

"তারা বলেছে আমি পছন্দ করবো। যারা বলেছে তারাও তোমার মতো আর একদল উন্মাদ! এ রকম আহাম্মকিয়ানার কথা আমি আর কখনো শুনি নাই। তারা কারা?

"কেন, প্রত্যেকেই বলেছে। তারা সবাই বলেছে, বেগম সাহেবা।"

খালাম্মা নিজেকে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন বেশ বোঝা গেল! তাঁর চক্ষু কটমট করে উঠলো। তাঁর নখরগুলো এমন করতে লাগলো, যেন মনে হচ্ছিল, তিনি তাকে খাঁমচে দিতে চাইছেন।

তিনি বললেন ঃ "কে, প্রত্যেকেই? তাদের নাম বলো; তারা নিশ্চয়ই কোনো আহাম্মক হবে?

সে উঠে দাঁড়ালো। যেন হতভম্ব হয়ে গেছে এমনি ভাব করলো। তারপর হাতড়ে তার হ্যাটটি হাতে নিলো। বললো : "আমি দুঃখিত; এ আমি আশা করি নাই। তারা অবশ্য আমাকে বলেছিল : তারা সবাই বলেছিল : তাঁকে চুমো দেবে; এবং তিনি তা পছন্দ করবেন। তারা সবাই একথা বলেছিল—তাদের প্রত্যেকেই বলেছিল, কিন্তু আমি দুঃখিত বেগম সাহেবা, আমি এ কাজ আর কখনো করবো না—সত্যি বলছি করবো না।"

"না, নিশ্চয়ই করবে না। কখনোই করবে না।"

"না বেগম সাহেবা, কখনোই করবো না, এ আমি সত্যি করেই বলছি—আমাকে আপনি নিজে অনুরোধ না করা পর্যন্ত আর আমি একাজ করছি না।"

"কি বললে, অনুরোধ না করা পর্যন্ত? আমি আমার জন্ম সময় থেকে এমন বেহায়াপনার কথা শুনি নাই, তোমার সঙ্গে আর সৃষ্টির প্রথম কাল থেকে তোমার মতো যে-সব সৃষ্টির বুড়ো আহাম্মক জন্মেছে তাদের কারো সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা।"

"দেখুন", সে বললো, "সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়েছি। আমি বুঝতেই পারছি না কি হোল? তারা আমাকে বলেছে আপনি পছন্দ করবেন, অথচ—" সে থেমে গেল। চারদিকে চেয়ে কোন সহানুভূতিশীল দৃষ্টি খুঁজলো যেন, তারপর বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির উপর দৃষ্টিটা নিবদ্ধ করে বললো : "আপনিও কি মনে করেন নাই যে ওঁকে যদি একটি চুমো দিই তাহলে উনি তা পছন্দ করবেন?"

"না, না, তা কেন? আমি—আমি—আমার মনে হয় না, আমি তা ভাবতে পারি।"

তারপর সে সেই একই রকমে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইলো। বললো : 'টম, তুমিও কি মনে করেছিলে, স্যালি খালাম্মা যদি জানতে পারেন, আমি সীড সয়্যার, তা হলে তিনি তার হাত প্রসারিত করে আমাকে—"

"ইয়া আল্লা!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন! তার দিকে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এই বোকা ছেলে, এমনি করে বুঝি খালাকে আহাম্মক বানাতে

www.boiRboi.blogspot.com

হয়—" তিনি তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন কিন্তু সে তাকে দুরে সরিয়ে রেখে বললো : "না, আমাকে চুমু খেতে অনুরোধ না করা পর্যন্ত,—

তখন তিনি সময় নষ্ট না করেই অনুরোধ করলেন। তাকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে ও চুমো দিতে লাগলেন। তারপর তাকে বৃদ্ধ লোকটির কাছে সোপর্দ করলেন, তখন তিনি বাকী যেটুকু করার ছিল তা করে সারলেন।

তারা একটুখানি শান্ত হওয়ার পর খালাম্মা বললেন : "কি আশ্চর্য! আমি জীবনে এরকম আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষাত পাই নাই। আমরা তোমার আসার কথা চিন্তাই করতে পারি নাই! শুধু টম আসবে তাই মনে করেছি। আপা টম ছাড়া অন্য কেউ যে আসবে তা লেখেনও নাই।"

"এর কারণ হোল, টম ছাড়া আমরা যে কেউ আসবো তা তখনো ঠিক হয় নাই," সে বললো, "কিন্তু আমি খুব করে ধরলাম, এমন করে ধরলাম যে শেষ মুহূর্তে তিনি আমাকেও আসতে দিলেন, যখন আমরা নদীপথে আসছিলাম, তখন আমি আর টম ঠিক করলাম যে এটা প্রথম শ্রেণীর একটা আশ্চর্য করে দেয়ার মতো কাজ হবে! টম্ আগে আসুক—তারপর আমি আস্তে আস্তে এসে বিদেশী বলে পরিচয় দেবো। কিন্তু দেখছি ভুল করেছিলাম, স্যালি খালাম্মা। এ জায়গাটায় বিদেশী কারো আসার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।"

"কী বলছো তুমি বেওকুফ কুকুর ছানা! তোমার মুখে আমি একটা ঘুষোও তো মারতে পারতাম, কিন্তু তা করি নাই! আমি জীবনে এমন অপ্রস্তুত কখনো হয়েছি মনে হয় না। কিন্তু এখন আর পরোয়া করি না; যা-ই করে থাকো না কেন—তোমাকে যদি পাই তার বদলে এমন হাজার ঠাট্টাও সহ্য করতে পারি। তোমার কাণ্ডটার কথা একবার চিন্তা করে দেখো, আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন তুমি আমাকে চুমো দিয়ে বসেছিলে।

এই ঘর আর বাবুর্চিখানার মাঝখানে সেই খোলা বারান্দাটিতে বসে আমরা খানা খেলাম; খানার এতো জিনিস ছিল যে সাতটি পরিবারের জন্যেও তা যথেষ্ট হতে পারতো; গরমা-গরমও ছিল সেগুলো। সেই যে আপনার গিয়ে ভোঁটকা, ঠাণ্ডা মাংস, যা নাকি মাটির নিচের কামরার আলমারীতে রাখা হয়, যা খেতে গেলে মনে হয় যেন এক টুকরা মরা মানুষের গোস্ত খাচ্ছি—এ তা নয়। সাইলাস খালু খাওয়ার আগে বেশ লম্বা করে দোওয়া-টোওয়া পড়লেন। খানার শুরুতে সেটা বেশ উপযুক্ত মনে হোল। খানাটাও কোন রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেল না; আবার মধ্যে-মধ্যে অন্য সব কথায় বাধাও পড়লো।

সারা বিকেলটা ধরে খুব গল্প-গুজব হোল; আর আমি সব সময়ে উদগ্রীব হয়ে রইলাম কোন পলাতক নিগ্রো চাকরের কথা ওঠে কিনা জানার জন্যে। কিন্তু তার কিছুই হোল না; আমরাও নিজর থেকে সে কথা তুলবো সে সাহস হোল না।

রাতের খানার সময় ওদের একটি ছেলে বললো : "বাবা, টম, সীড ও আমি—আমরা তিনজন আজ রাত্রে খেলা দেখতে যাবো।"

"না।" বৃদ্ধ বললেন, "আমার মনে হয় কোন খেলা আজ হবে না; আর হলেও তোমরা যেতে পারবে না; পলাতক নিগ্রো চাকরটি বার্টনও আমাকে এ খেলার সব কেলেঙ্কারীর কথা বলেছে। বার্টন বলেছে সে সবাইকে বলে দেবে ব্যাপারটা! সুতরাং, আমি মনে করি, লোকজন ওই বদমাশ বাউণ্ডুলেদের খেলা আরম্ভ করার আগেই শহর থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবে।"

তাহলে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো! —অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না। টম ও আমার একই বিছানায় শোয়ার কথা ছিল; সুতরাং ক্লান্ত হওয়ার অজুহাতে ঠিক খানাপিনার পরেই শুভ-রাত্রি জানিয়ে উপরে শুতে গেলাম। খানিক পরে জানালা বেয়ে উঠে বিদ্যুতের আলোর থাম বেয়ে নিচে নেমে গেলাম, তারপর শহরের উদ্দেশ্যে ছুটলাম; কারণ রাজাবাহাদুর ও লাট-বাহাদুরকে এ-সম্বন্ধে যে কোন ইঙ্গিত দেবে এমন কেউ ছিল না। সুতরাং আমি যদি ছুটে গিয়ে তাদেরকে কোন ইঙ্গিত না দিই, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে।

রাস্তা চলতে চলতে টম আমাকে বললো, কি করে সবাই ধরে নিয়েছিল, আমি মারা গিয়েছি। বাপজী কি ভাবে ঘটনার পরপরই অন্তর্ধান হয়েছিলেন, আর ফেরেন নাই; জিমের পালানোর পর কিরকম হুলস্থূল হয়েছিল,—এসব কথাই বললো। আমিও তাকে আমাদের খেলা রয়েল ননসাচ-র কথা এবং দুর্বৃত্ত দুইটির কথা বললাম; আর আমাদের ভেলার জীবনের কথা যতটা বলতে সময় পেলাম, বললাম—এর মধ্যেই আমরা শহরের ঠিক মাঝামাঝি একটি রাস্তায় এসে পৌঁছলাম—রাত ঠিক মনে হচ্ছিল সাড়ে আটটার মতো হবে—দেখি, উন্মাদ হয়ে একদল লোক মশাল হাতে বিকট চিৎকার এবং হর্ষধ্বনি করতে করতে টিন পিটাতে পিটাতে, সিঙ্গা ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে আসছে; আমরা তাদের যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়ার জন্যে রাস্তার এক পাশে সরে গেলাম। তাদের চলে যাওয়ার সময় দেখি রাজাবাহাদুর ও লাট-বাহাদুরকে তারা একটা রেলের লাইনের উপর দুদিকে পা ফাঁক করে চড়িয়েছে।—বহুকষ্টে বুঝতে পারলাম যে রাজাবাহাদুর ও লাট-বাহাদুর, সহজে তাদের চেনার উপায় ছিল না, কারণ তাদের সারা গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে তাতে পাখীর লোম এমন করে জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল যে মানুষের কোন সেকেল তাদের ছিল না; দেখতে দুটো লোমওয়ালা জন্তুর মতো মনে হচ্ছিল। আমার দেখে খুব খারাপ লাগলো; আহা বেচারীরা! ওদের জন্যে সত্যিই আমি খুব দুঃখ অনুভব করছিলাম; মনে হচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত হওয়ার মতো আমি কিছুই আর খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যিই সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মানুষ একে অন্যের প্রতি এমন নির্দয়ও হতে পারে!

আমরা দেখলাম, বেশি দেরি হওয়ায় কোন কাজ হোল না। সুতরাং, আমরা হল্লাকারীদের দু'একজনকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম; তারা বললো, প্রত্যেকেই বেশ নিরীহ ভাব নিয়ে খেলাটি দেখতে গিয়েছিল। মনে মনে ফন্দি এঁটে গিয়েছিল তবুও ওদেরকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিল; তারপর রাজাবাহাদুরের লাফালাফির

www.boiRboi.blogspot.com

সময়ে তারা সবাইকে ইশারা করে এবং দর্শকগণ সবাই উঠে গিয়ে ওদেরকে ধরে।

আমরা পুনরায় হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমি আগের মতো আর খুশী ভাবটা অনুভব করতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার দোষ রয়েছে, তাই নিজেকে বড় নিচু এবং মামুলি বোধ করছিলাম—যদিও সত্যি বলতে কি আমি এর মধ্যে মোটেই জড়িত ছিলাম না। কিন্তু সব সময় এই মতোই হয়; আপনি ঠিক কি বেঠিক যে কাজই করুন না কেন তাতে কোন তফাৎ হয় না; বিবেক আপনাকে পেয়ে বসবেই—কারণ বিবেকের কোন বোধজ্ঞান নাই, যে রকমই হোক এসে মানুষকে ধরবেই। বিবেকের চাইতে বেশি চিৎকার কোন কুকুরেও করতে পারে না। আমার যদি তেমনি একটা কুকুর থাকতো তাহলে তাকে আমি পরিত্যাগ করতাম। একটা মানুষের ভিতর যতটা জায়গা রয়েছে তার মধ্যে বিবেক কিন্তু অন্যগুলোর চাইতে দখল করেছে বেশি। আমার মনে হোল এটা খুব ভাল কাজ হয় নাই। টম সয়্যারও তাই বলেছে।

চতুত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমরা জিমকে উৎসাহ দিলাম

আমরা কথা বন্ধ করে চিন্তা করতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে টম আমাকে বললো : "দেখ হে হাক, এ-কথাটা আগে চিন্তা না করাটা আমাদের আহাম্মকি হয়েছে! আমি জানি, জিম কোথায় আছে।"

"আমি তো জানি না, কোথায় আছে?"

"ছাই ফেলানোর যে পাত্রটি রয়েছে, তার ওপাশের কুঁড়েতে রয়েছে সে! কেন তুমি দেখ নাই? আমরা যখন খাচ্ছিলাম, তখন একটি নিগ্রো চাকর খাবার নিয়ে ওদিকে গেল।"

"হা, হাঁ।"

"খাবারটা কার জন্যে নেয়া হয়েছিল মনে করো।"

"কুকুরের জন্যে।"

"আমিও তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু আসলে কুকুরের জন্যে নয়।"

কেন?"

"কারণ তার সঙ্গে তরমুজও ছিল।"

"হাঁ তাইতো বটে—আমিও দেখেছি। দেখ টম, কুকুর যে তরমুজ খায় না, কথাটা আজ যেন আমার জীবনের সব চিন্তাকে ছাড়িয়ে গেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একটা লোক কি করে একই জিনিস ঠিকভাবে দেখতে পারে, আবার পারেও না।"

"দেখ, নিগ্রো চারকটি যখন ও-ঘরটায় গেল, তখন তালা খুলে ঢুকলো আবার বেরিয়ে এসে তালাটি বন্ধ করে দিল। তারপর আমরা যখন খাওয়ার টেবিল থেকে উঠি, তখন সে একটি চাবি এনে খালুকে দিল—এ সেই চাবি, আমি বাজী ধরে বলতে পারি। তরমুজ দেখে বোঝা যায় ওতে মানুষ রয়েছে: তালা থেকে বোঝায় যে সে বন্দী হয়ে আছে। এরা যেমন ভাল ও দয়ালু আর এই আবাদটা যেমন ছোট, তাতে মনে হয় যে মাত্র একজনই বন্দী রয়েছে। সুতরাং একজন যখন তখন সে জিমই হবে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আমরা রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি চালে ব্যাপারটা বের করলাম, সে জন্যে আমি খুশীও হয়েছি; না অন্য কোনভাবে বের করলে যেন নিতান্তই বাজে মনে হোত। এখন তুমি জিমকে কিভাবে চুরি করে বের করে নিয়ে যাওয়া যায় তা চিন্তা করতে লেগে যাও; আর আমিও চিন্তা করে দেখি; তারপর যেটা ভাল হয়, সেটাই আমরা গ্রহণ করবো।"

একটি বালকের কি মাথা দেখুন! যদি টম সয়্যারের মতো আমার মাথা থাকতো, তাহলে তার পরিবর্তে কোন লাট-বাহাদুরের মাথা, কিংবা কোন স্টীমারের মেটের মাথা কিংবা কোন সার্কাসের ক্লাউনের মাথা, এমন কি অন্য কোন মাথাও গ্রহণ করতাম না। আমি অবশ্য একটা কিছু চিন্তা করতে লাগলাম; কিন্তু সেটা শুধুমাত্র কিছু চিন্তা করছি তা দেখানোর জন্যেই করছিলাম; কারণ আমি জানতাম কোন্ জায়গা থেকে আসল পরিকল্পনাটি আসবে।

অল্পক্ষণ পরেই টম বললো : "প্রস্তুত?"

"হা।" আমি বললাম।

"বেশ বলো, তা হলে।"

"আমার পরিকল্পনাটি হোল এই", আমি বললাম। "আমরা সহজেই বের করতে পারি, জিম ওখানে আছে কিনা। তারপর আগামীকাল রাতে আমার ডোঙাটি আমি নিয়ে আসতে পারি; পরে ভেলাটিও ঐ দ্বীপ থেকে নিয়ে আসা যায়। তারপর প্রথম অন্ধকার রাত্রি এলেই কার্যোদ্ধার করবো। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যখন শুয়ে পড়বেন তখন তার চোঙাপ্যান্টের পকেট থেকে চাবিটা মেরে দিয়ে জিমকে নিয়ে ভেলায় করে রওয়ানা হবো, তারপর আগে আমি আর জিম যে রকম করেছি তেমনি করেই দিনে পালিয়ে থাকবো আর রাত্রিতে চলবো। এ পন্থাটি তোমার কেমন মনে হয়?"

"ভালোই মনে হয়! হাঁ ভালো বৈকি? ঠিক যেন দুটি ইঁদুরের লড়াইয়ের মতো। তবে পন্থাটা বড় সোজা! জটিলতা যেন কিছুই নাই। রাজহাঁসের দুধের মতোই হাল্কা। ওর চেয়ে জটিলতা যদি না থাকে তবে সে পরিকল্পনার লাভটা কি? বুঝলে হাক, একটা সাবানের দোকান ভেঙে চুরি করলে যেটুকু হৈ চৈ হয়, এতে তাও হবে না।"

আমি আর কিছুই বললাম না, কারণ আমি অন্যরূপ কিছু আশা করি নাই। আমি আবার খুব ভাল করেই জানতাম, সে একবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার প্রতি কারো আপত্তি সে সহ্য করতে পারে না।

www.boiRboi.blogspot.com

এবারও সহ্য করতে হোল না। সে বললো তার পরিকল্পনাটি কি। আমি মুহূর্তেই বুঝলাম সেটা এমন কায়দাদুরস্ত—তার মূল্য আমার পনেরটার সমান হবে। সেটা জিমকে আমারটার মতো শুধু স্বাধীনই করবে না—সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে আমরাও খতম হয়ে যাব। সুতরাং আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। বললাম যে নেচে ওঠার মতোই প্রস্তাবটি! আমার আপনাদেরকে তার প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলার দরকার নাই। কারণ সেটা শেষ পর্যন্ত এরকম থাকবে না। আমরা এ নিয়ে যাওয়ার সময় সম্ভাব্য সব রকমেই সে এটা পরিবর্তন করে যেতে থাকবে; অবসর পেলেই তাতে কায়দার নতুন নতুন যোগান দেবে। আপনারা এখানেও দেখবেন শেষ পর্যন্ত সে তাই-ই করেছে।

যাক, একটা জিনিস নির্ঘাৎ ঠিক ছিল। টম সয়্যার সত্যিই একজন নিগ্রোকে চুরি করে তাকে স্বাধীন করে দেয়ার জন্যে সাহায্য করতে আগ্রহশীল। এটাই আমার কাছে ছিল অনেক। সে ছিল সচ্চরিত্র। হয়েছিল সম্মানের সঙ্গে প্রতিপালিত। সে বুদ্ধিমানও ছিল, আহাম্মক নয়; জ্ঞানী ছিল, অজ্ঞ নয়; সে নীচ ছিল না, দয়ালু ছিল। অথচ সে আমার কাজে এগিয়ে এলো, তার সম্মানের চিন্তা না করেই, ন্যায়ের কথা মনে না করেই, অনুভূতিকে প্রাধান্য না দিয়েই। এ কথা আমার বিশ্বাস করা কঠিন ছিল; এই কাজটা তাকে নিচু করে দেবে; তার নিজের কাছে, তার পরিবারের কাছে। প্রত্যেকের কাছেই তাকে ঘৃণার বস্তু করে তুলবে। এটা সত্যিই তার পক্ষে একটা অত্যন্ত হীন কাজ হবে। আমি মনে করলাম যে, আমার তাকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে একথা বলা উচিত। আর এই যে পর্যন্ত এসেছে, সরাসরি এখান থেকেই তাকে ছেড়ে যেতে বলা উচিত। তাহলে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। সুতরাং আমি তাকে বলতেও শুরু করলাম; কিন্তু সে আমাকে বলতে দিলই না; বরং বললো : "তুমি মনে করো না যে আমি কি করছি, তা আমি জানি না। আমি যা করি সে সম্বন্ধে আমি কি কোন জ্ঞান রাখি না?"

"তা রাখ।"

"আমি কি বলি নাই, আমি নিগ্রোটিকে চুরি করতে সাহায্য করতে যাচ্ছি?"

"হাঁ বলেছ?"

"তা হলে?"

এ সম্বন্ধে সে যা বললো তাও ঐ; আমি যা বললাম তাও ঐ, এর অধিক আর বলা-কওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে যখন বলতো কোন কাজ করবে তখন সে কাজ করতোই; সব সময়েই করতো। কিন্তু বুঝতেই পারছিলাম না—সে কি করে এ কাজ করতে রাজী হোল; যাক, আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করা ছেড়েই দিলাম। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না স্থির করলাম। যদি সে করতেই চায়, তবে আমি আর কি করতে পারি!

আমরা যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন বাড়িটি অন্ধকার এবং চুপচাপ ছিল; আমরা সেই ছাইয়ের পাত্রটির কাছে যে কুঁড়েঘরটি ছিল, সেটা পরীক্ষা করতে গেলাম। আঙিনার মধ্য দিয়েই গেলাম। কুকুরগুলো কি করে দেখা চাইতো! তারা আমাদেরকে চিনতো, সুতরাং দেশি কুকুরগুলো রাত্রে কিছু দেখলে যতটা চিৎকার করে, তার চেয়ে বেশি চিৎকার করলো না। আমরা ঘরটির কাছে গেলাম, সামনের দিক থেকে আর দুপাশ থেকে সেটাকে দেখলাম। যে দিকটার সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না—অর্থাৎ উত্তরের দিকটা—সে দিকেও গিয়ে দেখলাম; দেখি, বেশ কিছুটা উপরে একটা চৌকা জানালার মতো খানিকটা ফাঁক আছে। তার উপরে একটা তক্তা তেরছা করে মারা রয়েছে।

আমি বললাম : "এটাই যথেষ্ট। যদি তক্তাটা চাড় দিয়ে সরিয়ে ফেলা যায় তবে এই জানালাটা দিয়েই জিমকে বের করে আনা যেতে পারে।"

টম বললো : "এটা এতই সোজা যে মনে হয় যেন ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি খেলা। আমরা কি চিন্তা করে এর চেয়ে আরো জটিল কোন উপায় বের করতে পারি না?"

"তাহলে" আমি বললাম, "আমি যে রকম করে করাত দিয়ে কাঠের গুঁড়ি কেটে সেবার খুন হওয়ার আগে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সে রকম করে তাকে বের করলে কেমন হয়?"

"তা অবশ্য গ্রহণ করার মতো" সে বললো, "এতে রহস্য রয়েছে, কষ্টকরও বটে; ভালোও বেশ! তবুও আমরা নিশ্চয়ই এমন একটি পন্থা বের করতে পারি, যেটা এর ডবল কঠিন হবে। সেজন্যে তাড়াহুড়োর দরকার নাই; আমরা চারিদিকে চিন্তা করে দেখতে থাকি।"

কুঁড়েঘরটি এবং আঙিনার বেড়ার মধ্যে পিছনের দিকে একটা বারান্দা-ঘর মতো ছিল, বারান্দা-ঘরটার একটি পাশ এসে কুঁড়েঘরটির ছাঁইচের সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল; সেটা ছিল কাঠের তৈরি। কুঁড়েঘরটা যতটা বড়, সেটাও ছিল ততোটাই বড়, কিন্তু খানিকটা অপ্রশস্ত—মাত্র ছ'ফুট চওড়া; এর দরজাটা ছিল দক্ষিণ পাশে। তালা দেয়া ছিল। টম সাবান জ্বাল দেয়া কেতলিটার কাছে গেল। চারদিক খুঁজে দেখলো। সেটার ঢাকনি তোলার লোহাটা নিয়ে এলো। আর সেটা দিয়ে তালা খুলে ফেললো। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললাম। দেখা গেল বারান্দাটি কুঁড়েঘরটির সাথে সেঁটে লাগানো মাত্র, সেটার ভিতর যাওয়ার কোন রাস্তা নাই। বারান্দাটির কোন পোস্তা ছিল না। তার মধ্যে কয়েকখানা ভাঙাচোরা ছোট বড় কোদাল খোঁচনি আর লাঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

দেশলাইয়ের কাঠিটি নিভে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎসাহও। তারপর বেরিয়ে এসে তালা লাগিয়ে দিলাম ঠিকঠাক মতো। টম দেখলাম বেশ খুশী হয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

সে বললে, "এইমাত্র সব ঠিক হোল; আমরা তাঁকে খুঁড়ে বের করবো। তাতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগবে।"

এবার আমরা আমাদের ঘরের দিকে রওয়ানা হলাম। আমি পিছনের দরজাটার কাছে গেলাম; এ দরজাটা বন্ধ করা হোত না। এর সঙ্গে হরিণের ছালের তৈরি একটা হুড়কা খোলার দড়ি থাকতো, সেটা টেনেই সবাই খুলতো—কিন্তু টম সয়্যারের পক্ষে তা যথেষ্ট পরিমাণে রোমাঞ্চকর ছিল না বলে তার বিদ্যুতের আলোর থামটা বেয়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তিন তিন বার সে অর্ধেক উঠে অকৃতকার্য হয়ে যখন পড়ে গেল, এবং চতুর্থ বারে উঠতে গিয়ে তার ঘিলু বেরিয়ে যাওয়ার মতো যখন একটা আছাড় খেল, তখন সে চিন্তা করলো যে এ চেষ্টা ছেড়ে দেবে; কিন্তু কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মনে করলো ভাগ্যকে সে আর একবার অবকাশ দেবে। আর এইবারেই সে কৃতকার্য হোল।

সকাল বেলা আমরা আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই উঠলাম। কুঁড়েঘরটার কাছে চলে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল যে কুকুরগুলোর সঙ্গে দোস্তি করবো এবং নিগ্রো চারকটির সঙ্গেও বন্ধুত্ব হবে। সে জিমকে খাওয়ায়—অবশ্য যাকে খাওয়ায় সে যদি জিম হয়। নিগ্রো চাকরগুলো নাস্তা খাওয়া শেষ করে মাঠের দিকে রওয়ানা দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল; জিমকে খাওয়াবে যে নিগ্রোটি, সে একটা টিনের থালিতে রুটি, গোস্ত ইত্যাদি তুঁজ করছিল; তারপর অন্যেরা যখন রওয়ানা হয়ে গেল, তখন সে বড় ঘরটি থেকে চাবিটা নিয়ে এলো।

নিগ্রোটি সৎস্বভাবের আর বেশ হাসি-মুখো ছিল। তার মাথার চুলগুলো থোকে-থোকে সূতা দিয়ে বাঁধা ছিল। সে বললো, এগুলো বেঁধেছে ডাইনী তাড়ানোর জন্যে। ডাইনীরা এ কয় রাত থেকে তাকে ভারী জ্বালাতন করছে, তাকে নানা রকম আজগুবী দৃশ্য দেখাচ্ছে, নানা রকম বিদঘুটে শব্দ শোনাচ্ছে; জীবনে সে একসঙ্গে এতদিন "ডাইনী-ধরা" হয় নাই। তার এত কাজ এবং দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে যে, সে এ বিষয়ে যে কী করতে হবে তাও ভুলে গেছে।

টম তাকে বললো : "খাবার নিচ্ছ কার জন্যে? কুকুরের জন্যে নাকি?"

ঘন কাদার মধ্যে ইট ফেললে যেমন হয় সেই ধরনের কুকড়ে ওঠা একটা হাসিতে নিগ্রোটির মুখ ছেয়ে গেল। সে বললো : "হাঁ সীড বাবু, কুত্তাই। মজার কুত্তা, আপনি দ্যাখপার চান নাহি?"

"হাঁ"।

আমি মাথাটা বাঁকিয়ে ফিস ফিস করে টমকে বললাম : "তুমি যাচ্ছ, এই দিনের আলোতেই? সে রকম তো পরিকল্পনা ছিল না?"

"না, ছিল না; কিন্তু এখন এটাই পরিকল্পনা করা হোল।"

সুতরাং তার নিকুচি করে তার সাথেই চললাম; কিন্তু এটা আমি বিশেষ পছন্দ করলাম না। ভিতরে ঢুকে দেখি সে কি ভয়ানক অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু জিম সেখানে আছে—নিশ্চিতভাবেই আছে, তা বুঝতে পারা যায়।

সে আমাদেরকে দেখে চিৎকার করে বললো : "কেডা, হাক না; আর অ-আল্লা এটা কেডা, টম বাবু না?"

আমি ঠিক জানতাম, এই রকমই কিছু ঘটবে। এমনটা আশাও করেছিলাম। এখন কি করতে হবে আমি তা বুঝে উঠতে পারলাম না। পারলেও, তা করার আগেই সে নিগ্রোটি চিৎকার করে বলে উঠলো : "কি কাণ্ড! ও কি আপনাগো চেনে নাকি।"

আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কি কুকাণ্ড ঘটে গেল। টম কিন্তু নিগ্রোটির দিকে একদৃষ্টে আশ্চর্য হয়েই যেন তাকালো; তারপর বললো : "কে আমাদেরকে চেনে?"

"ক্যান। এই পলাইয়া আইসে যে নিগ্রোডা।"

"না' আমার মনে হয় না, চেনে। তোমার মাথায় এ খেয়াল ঢুকলো কি করে?"

"খেয়াল ঢুকলো ক্যামন কইর‍্যা? কন কি? সে এই মাত্তর আপনাগো দেইহ্যা, এমন চিল্লায় উঠলো না, যাতে মনে হয়, আপনাগো চেনে?"

টম যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এমনি ভাব করে বললো : "আরে তুমি তো ভারী অদ্ভুত কথা বলছো। কে চিৎকার করলো? কখন চিৎকার করলো? চিৎকার করে কি বললো?"

তারপর আমার দিকে খুব শান্তভাবে তাকিয়ে বললো, "তুমি কি কাউকে চিৎকার করতে শুনেছ?"

অবশ্য এক কথা ছাড়া আর কিছু বলার ছিল না। আমি তাই বললাম, "না তো, আমি তো কাউকে চিৎকার করতে শুনি নাই।"

তারপর সে জিমের দিকে ফিরলো এবং তাকে এমনভাবে দেখলো যেন জীবনে তাকে কখনো দেখে নাই। তারপর বললো : "তুমি কি চিৎকার করেছ?"

"না, হুজুর" জিম বললো "আমি তো কিছুই কই নাই।"

"একটা কথাও বল নাই?"

"এট্টা কথাও না।"

"তুমি কি এর আগে আমাদেরকে কখনো দেখেছ?"

"না হুজুর, যতডা আমি জানি, আমি আপনাগো চিনি না।"

"তা হলে কি ব্যাপার হয়েছে তোমার বল? কিসে তুমি মনে করলে যে কেউ চিৎকার করে উঠেছিল?"

"ওহ, এডা আবার সেই ডাইনী গো কাণ্ডবাণ্ড, হুজুর, আমার ইচ্ছ্যা হয় মইরা যাই। হ, মইর‍্যা যাই। তারা সব সময়ই এন্নি কইরা আমারে পরায় মাইরা। ফেইলা দ্যায়, যা ভয় দ্যায় না তার কি কবো। দয়া কইর‍্যা কাওরে কবেন না, বুড়া সাইলাস সাহেব শুনলি আমারে গাইল দিবি। কারণ তিনি কন যে ডাইনি বইলা কোন কিছু নাই—আহা তানি যদি এহন এহানে থাকতেন—তালি দ্যাখতাম এহন কি কতেন! আমি জানি এবার তানি বিশ্বাস না কইর‍্যা পারতেন না। এমোনই অয় যারা আপন বিশ্বাসে চূর অইয়া থাহে, তারা তা থাহে-ই; তারা কহনো নিজির থিক্যা খুঁইজাও দেখপার চায় না যে সেডা ঠিক কি বেঠিক। তহন তারা কবি তোমারে বিশ্বাস করি না।"

টম তাকে একটা দুয়ানি দিল, এবং বললো যে আমরা কাউকে বলবো না; আর তাকে বললো যে আরো কিছু সুতো কিনে তার চুলে গিরো বাঁধে যেন; তারপর সে জিমের দিকে চেয়ে বললো, "আমি চিন্তা করছি যে সাইলাস খালু এই নিগ্রোটির ফাঁসি দেবেন কিনা। আমি যদি এমনি একটি অকৃতজ্ঞ নিগ্রোকে ধরতাম তবে তাকে ফিরিয়ে না দিয়ে ফাঁসি দিতাম।" এরপর যখন নিগ্রোটি দরজার কাছে গিয়ে কামড়িয়ে দেখছিল যে দুয়ানিটি ঠিক আছে কিনা, তখন সে জিমকে ফিসফিস করে বললো : "আমাদেরকে যে জান এ ভাব কখনো দেখাবে না। আর যদি রাত্রিতে কোন মাটি খোঁড়ার শব্দ পাও তা হলে মনে করো সে আমরা করছি; আমরা তোমাকে স্বাধীন করে দেয়ার চেষ্টা করছি।"

জিম আমাদের হাতগুলো ধরে শুধু টিপে দেয়ার অবকাশ পেল মাত্র; এর মধ্যে নিগ্রোটি ফিরে এলো। আমরা বললাম নিগ্রোটি যদি চায়, তবে আমরা আবার আসবো। নিগ্রোটি বললো বেশ। বিশেষ করে যদি অন্ধকার থাকে, তাহলে সে তাদের সঙ্গে করে আনবে। কারণ ডাইনিগুলো অন্ধকার হলেই তাকে ধরে, তখন লোক কাছে থাকা ভাল।

পঞ্চত্রিশ পরিচ্ছেদ

একটি রহস্যময় গভীর পরিকল্পনা

নাস্তা খাওয়ার পরে বড়জোর ঘন্টাখানেক হবে, তার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গেলাম; টম বললো মাটি খোঁড়বার সময়ে যাতে দেখা যায় এমন কোন আলোর দরকার। লণ্ঠনের আলো বেশি হবে—হয়তো তা আমাদেরকে বিপদে ফেলতে পারে। আমাদের যা দরকার সে হোল জমাট বাঁধা শিয়ালে আগুন। সেটা অন্ধকার জায়গায় রাখলে তার থেকে একটা আভা বের হবে, এবং তা দিয়ে দেখা যাবে। আমরা তার কয়েক মুঠা নিয়ে আগাছার মধ্যে লুকিয়ে রেখে একটু আরাম করতে থাকলাম। টম দেখলাম খুব নাখোশ। সে বললো : "ধুত্তোরি সব কিছুই অতি সহজ এবং আনাড়ির মতো কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কোন রকম একটা কঠিন পরিকল্পনা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। কোন পাহারাদার নাই যাকে ওষুধ খাইয়ে কার্যসিদ্ধি করবো। এমন কি একটি কুকুর পর্যন্ত নাই—যাকে একটা ঘুমের মিক্সচার দেব। আর এই জিমের ব্যাপারটাই দেখ, দশ ফুট শিকল

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে একটা চৌকির সঙ্গে বাঁধা, পায়াটা তুলে শিকলটা বের করলেই হোল। ওদিকে সাইলাস খালু রাজ্যের সোজা লোক, সবাইকে বিশ্বাস করেন। একটা আহাম্মক নিগ্রোর কাছে চাবিটা পাঠিয়ে দেন। এমন কি তাকে পাহারা দিতে কোন একটা লোকও পাঠান না। জিম ইচ্ছে করলে এর আগেই ঐ জানালার ফুটো দিয়ে পালাতে পারতো, কিন্তু দশ ফুট শিকল বয়ে নিয়ে বেড়ানোটাই কোন কাজের হোত না, সেই জন্যেই করে নাই।

"সত্যি হাক! গোল্লায় যাক সব। আমি এমন আহাম্মকানা বন্দোবস্ত আর কখনো দেখি নাই, একটা কঠিন কিছু নাই। কোন ব্যাপারকে সেভাবে পেতে হলে তোমার নিজেরই কঠিন করে নিতে হবে। যাক, তা না করে উপায় নাই। মনে রেখো যাদের কর্তব্য ছিল আমাদের জন্য বিপজ্জনক বাধা তৈরি করে রাখা, যেখানে তারা তা করে নাই, সেখানে আমাদেরকে নিজের মাথা থেকে সে সব তৈরি করে নিজেদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়াই হবে অনেক বেশি সম্মানজনক। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো, বুঝবে সব। এই যে লণ্ঠন, এর কথাই ধরো। একেবারে যদি ঠাণ্ডাভাবে বিবেচনা কর তাহলে লণ্ঠনকে ধরা যায়। কেন, আমি মনে করি, আমরা যদি চাইতাম তাহলে মশাল জ্বেলে মিছিল করেও তো যেতে পারতাম। যাক, আমি এদিকে চিন্তা করতে থাকি; তুমি এর মধ্যে কিছু দিয়ে একটা করাত তৈরি করার ব্যবস্থা কর।"

"করাত দিয়ে আমাদের কি দরকার?"

"করাত দিয়ে কি দরকার? কেন? আমাদের কি জিমের চৌকিটার পায়া কেটে ফেলে শিকলটা বের করে নিতে হবে না?

"বা-রে এই তো তুমি বললে, যে-কোন ব্যক্তি তার চৌকিটা তুলে শিকলটা বের করে নিতে পারে!"

"হাক ফিন, এ যদি তোমার উপযুক্ত কথা না হয়, তো আর কি হবে। তোমার পাঠশালার বাচ্চাপনা খেয়াল ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মাথায় আসে না, নাকি? তুমি কি কখনো এ সম্বন্ধে কোন বই পড় নাই?—ব্যারন ট্রেঙ্ক, ক্যাসানোভা ও বেনভেনটো চেলিনি কিংবা চতুর্থ হেনরী—এই নায়কজাতীয় কারো সম্বন্ধে কিছুই পড় নাই? এভাবে বুড়ো মেয়েদের মতো আসামীকে মুক্ত করার কথা কেউ শুনেছে? না, না। শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থে বলে যে এক্ষেত্রে করাত দিয়ে পায়া কেটে দুখণ্ড করতে হবে; ঠিক যেমন আগে ছিল তেমনি রাখতে হবে। করাতের গুঁড়োটা খেয়ে ফেলতে হবে যাতে কোনো চিহ্ন বিদ্যমান না থাকে। তারপর কিছু চর্বি এবং ধুলোমাটি লাগাতে হবে, যাতে কোন বড় কর্মচারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও না ধরা পড়ে যে, ওটা কাটা হয়েছিল, এবং যাতে সে মনে করে যে, পায়াটা ঠিকই আছে। পরে যে রাত্রিতে তুমি পালাবার জন্যে তৈরি হবে, ব্যাস, ওটাতে ঝেঁকে একটা লাথি মারবে, অমনি ওটা পড়ে যাবে; আর তুমি শিকল গলিয়ে বেরিয়ে পড়বে—এই হয়ে গেল। এরপর আর কিছুই তোমাকে করতে

www.boiRboi.blogspot.com

হবে না, শুধু কেল্লার উপরে যেখান থেকে গুলি চালায়, তারই একটা ফোকরে দড়ির মইটি টাঙিয়ে দিতে হবে, এবং তার উপরে গোড়ালী রেখে রেখে নেমে পড়বে। মইটি উনিশ ফিট ছোট হওয়ায় নিচের পরিখায় পড়ে তোমার ঠ্যাং ভাঙবে, কিন্তু তাতে কিছু যাবে আসবে না—কারণ তোমার ঘোড়া এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য সেখানে থাকবে; তারা তোমাকে তুলে ঘোড়ার উপর ফেলে তোমার স্বদেশ ল্যাংগুডেকে কিংবা নাভারে কিংবা অন্য যেখানেই হোক নিয়ে যাবে। পরিখা না থাকলে জাঁকজমকপূর্ণ হয় না। বুঝলে, হাক। আহা, যদি এ কুঁড়েটির সঙ্গে একটা পরিখা থাকতো। তাহলে কতো ভাল হোত। আচ্ছা, আমরা যদি সময় পাই, তা হলে পালানোর রাত্রিতে না হয় একটা পরিখা খনন করে ফেলব।"

আমি বললাম, "আমরা তো তাকে সাপের মতো করে সুড়ুং দিয়ে বের করে নিয়ে আসবো; তাহলে পরিখার কি দরকার?"

কিন্তু সে আমার কথা শুনলো না। সে আমাকে, এবং আশেপাশের সব জিনিসকে ভুলে গিয়েছিল। তার হাতের তালুর উপরে চিবুক রেখে চিন্তা করছিল। কিছুক্ষণ পরই সে নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়লো। তারপর আবার সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো; 'না, চলবে না—কোন দরকার নাই।"

"কিসের দরকার নাই?"

"জিমের পা'টি করাত দিয়ে কেটে ফেলার।" সে বললো।

"হায় আল্লা", আমি বললাম, "তার পা কেটে ফেলার দরকার নাই-ই তো। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি কি জন্যে সেটা কেটে ফেলতে চাচ্ছিলে?"

"কারণ কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে তার ব্যবস্থা রয়েছে। তারা শিকলটা খুলতে পারে নাই সুতরাং হাত কেটে ফেলে রেখে পালিয়েছে। পা' হলে আরো ভালো হোত। কিন্তু আমাদের ওটা ছাড়তে হচ্ছে, এ ব্যাপারে তার তেমন দরকার নাই; তা ছাড়া জিম হোল একটি নিগ্রো; সে এর কারণটা বুঝতে পারবে না, এটা ইউরোপে করা হয়, সুতরাং এটাকে আমরা ছেড়েই দেবো। কিন্তু অন্য একটি কথা রয়েছে। সে হোল দড়ির মই; তার একটা জিমের দরকার। আমরা সেটা চাদর ছিঁড়ে সহজেই তৈরি করতে পারি। একটা পিঠার ভেতরে ভরে সেটা পাঠিয়ে দিতে পারি; এই ভাবেই এসব করা হয়। মন্দ হলেও করতে হয়।"

"টম সয়্যার, তুমি কি ধরনের কথা বলছো?" আমি বললাম, "জিমের দড়ির মই ব্যবহারেরও মোটেই দরকার নাই।"

"হাঁ দরকার আছে। বরঞ্চ তুমি বল যে, তুমি এ সম্বন্ধে কিছুই জান না। তুমি কিভাবে কথা বল, বলো ত? তার দড়ির মইয়ের দরকার রয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি নিশ্চয়ই রয়েছে। সবারই দরকার হয়েছে ও জিনিসটার।

"সে এটা দিয়ে এমন কি করতে পারে?"

"কি করতে পারে? সে তার বিছানার ভিতরে লুকিয়ে রাখতে পারে। পারে না কি? তারা সবাই তাই করেছে; সুতরাং তারও তা করতে হবে! হাক, তুমি

নিয়ম মাফিক কোন কিছু করতে চাও না কখনো, তুমি সব সময় নতুন কিছু করতে চাও। ধর সে এ দিয়ে কিছু না-ই করলো। কিন্তু এটা কি তার বিছানার ভিতরে থাকলে তার চলে যাওয়ার পর, রহস্যের একটা সূত্র হয়ে দাঁড়াবে না। নিশ্চয়ই হবে। তুমি কি কোন সূত্র রাখতে চাও না? তাহলে কথাটা, তারা কি-করে-কি-করবে এমন একটি প্রশ্নে এসে দাঁড়ায়। তাই নয় কি? কিন্তু তুমি যা বলছো, এমন কথা জীবনে শুনি নাই তো।"

"এটা যদি আইনের আওতায় থাকে", আমি বললাম, "তা হলে অবশ্য মইও একটা থাকতে হবে; ঠিক আছে বেশ থাকুক; আমি সঠিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যেতে চাই না; কিন্তু একটা কথা আছে টম সয়্যার, আমরা যদি চাদর দিয়ে দড়ির মই করতে যাই, তা হলে স্যালি খালাম্মাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়বো এবং সে কথাটা তোমার জন্মের মতোই সত্যি, খাঁটি সত্যি। কখন আমি যেভাবে কথাটা চিন্তা করছি, সেটা হোল এই, হিকোরি গাছের ছাল দিয়েও তো মই তৈরি করা যায়, তাতে খরচ নাই, নষ্ট হওয়ার ভয় নাই, সেটাকে পিঠার মধ্যে লুকিয়ে পাঠানোরও অসুবিধা নাই, আর বিছানার গদির খড়ের ভিতরও লুকিয়ে রাখতে পারা যাবে। ঠিক যেমন অন্য দড়ির মইকে রাখতে পারা যায় তেমনি। আর জিম-এর কথা বলছো, তার তো কোন অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং যে রকমই হোক না কেন, তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না—"

"ঘোড়ার ডিম হবে। হাক ফিন, আমি যদি তোমার মতো মূর্খ হতাম তা হলে চুপ করে থাকতাম—বুঝলে চুপ করে থাকতাম! রাজবন্দী হিকরি ছালের দড়ির মই বেয়ে পালিয়েছে—এ কথা কে কবে শুনেছে? এ একেবারে হাস্যকর।"

"বেশ টম, তোমার ইচ্ছেমতো সব কিছুই হোক, যদি আমার পরামর্শ নাও তবে বলবো : যখন স্যালি খালাম্মা রৌদ্রে শুকাতে দেয়, তখনই তার থেকে মই বানানোর জন্যে একখানা চাদর ধার করতে পারি।"

সে বললো, "তা করা যেতে পারে।" কিন্তু সেটা তক্ষুণি তার মাথার মধ্যে আবার অন্য একটি পরিকল্পনা ঢুকিয়ে দিল। সে বললো :

"একটা শার্টও ধার করো।"

"শার্ট কি জন্যে চাও, টম?"

"আমি ওটা জিমের জন্যে চাচ্ছি, সে ওতে তার ডাইরী লিখবে।"

"ডায়রী না তোমার নানী—জিম লিখতেই জানে না।"

"বেশ ধরোই"

"সে লিখতে জানে না—কিন্তু একটা শার্টের উপর চিহ্ন তো দিতে পারবে, পারবে না? আমরা তাকে টিন ও দস্তার তৈরি চামচ দিয়ে কিংবা পিপা যে লোহার পরত দিয়ে ঘেরা থাকে তা দিয়ে একটা কলম তৈরি করে দিতে পারি?"

"কেন টম, আমরা হাঁসের গা থেকে টেনে একটা পালক খুলে নিলেই পারি; সেটা ভালোও হবে এবং তাড়াতাড়ি কাজের মতোও হবে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"দূর বেকোচন্দর! বন্দীদের কারাগারে কলম টেনে বের করে নেয়ার জন্যে হাঁসগুলো সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, না? তারা সব সময়েই কলম তৈরি করে নেয় খুব শক্ত কঠিন এবং মজবুত পুরনো পিতলের মোমবাতিদানি কিংবা এমনই কিছু থেকে। ওগুলো বেশ হাতের পাশেও থাকে। তাছাড়া সেটাকে সপ্তাহে-সপ্তাহে মাসে মাসে কারাগারের দেয়ালের উপর ঘষে ঠিক করার সুযোগ থাকে। তারা পেলেও হাঁসের পালক ব্যবহার করবে না। কারণ এটা ঠিক পদ্ধতিমতো নয়।"

"তাহলে জিমকে কী দিয়ে কালি তৈরি করে দিতে হবে?"

"এক্ষেত্রে অনেকেই লোহার মরিচার ওপর চোখের পানি দিয়ে তা তৈরি করবে; কিন্তু ওটা খুব সাধারণ প্রথা এবং ওতে মেয়েলিপনাও রয়েছে; প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ বলে যে রক্ত দিয়ে লেখাটাই অতি উত্তম। জিমও তাই করতে পারে; যখন পৃথিবীকে সে কোথায় বন্দী রয়েছে, তা সামান্য কিংবা সাধারণ কোন রহস্যময় বাণী দ্বারা জানাতে মনস্থ করবে, তখন সে তা কোন টিনের উপর কাঁটা দিয়ে লিখে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে পারে। 'লোহার-মুখোশ' পদ্ধতিও সর্বদাই অবলম্বন করা হয়। পদ্ধতিটিও বেশ ভালো।"

"জিমের কোন টিনের বাসন নাই; তাকে হাতের চাটুতে খাবার দেয়।"

"তাতে কিছু হবে না, তাকে কিছু টিনের বাসন যোগাড় করে দেয়া যাবে।"

"তার বাসনের লেখা কেউ পড়তেও পারবে না।"

"তাতে কিছু যাবে আসবে না, হাক ফিন। সে পাত্রে লিখে বাইরে ফেলে দেবে এইমাত্র। সেটা পড়তে পারায় তোমার সক্ষম হওয়ার দরকার নাই। কেন? অর্ধেক সময়ই বন্দীরা যা টিনের বাসনে লিখে, কিংবা যে কোনখানে লেখে, তা পড়াই যায় না।"

"বেশ তাহলে বাসন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।"

"ওতে দোষ কি? সেগুলো তো বন্দীদের নিজেদের বাসন নয়।"

"কিন্তু কারো বাসন তো, তাই না।"

"বেশ ধরো তাই-ই। তাতেই বা কি আসে যায়? বন্দীরা সে জন্যে কারো ধার ধারে না—"

এখানেই সে থেমে গেল। নাস্তার জন্যে যে শিঙা বাজাচ্ছিল, আমরা তা শুনতে পেলাম; সুতরাং বাড়িটার দিকে চলে গেলাম।

সকালের দিকে আমি কাপড় মেলার দড়ির উপর থেকে একখানা চাদর এবং একটি শার্ট ধার নিলাম; এবং একটা পুরনো বস্তা দেখে তার মধ্যে পুরলাম। তারপর আমরা শিয়ালে-আগুনের জিনিসগুলোও ভরলাম। আমি ধার নিচ্ছি বলছিলাম, কারণ বাপজী আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন, কিন্তু টম বললো যে, এটা ধার নয়, চুরি করা। সে বললো, আমরা বন্দীদের প্রতিনিধি; বন্দীরা একটা জিনিস কিভাবে পাবে, তার পরোয়া করে না, তাদের পেলেই হোল; এবং

সে জন্যে কেউ তাদেরকে দোষও দেয় না। একটি বন্দী তার পালানোর জন্যে যে জিনিসের দরকার, তা যদি চুরি করে, তবে তাতে কোন দোষ নাই, টম বললো, এটা তার জন্মগত অধিকার; এবং যতক্ষন আমরা বন্দীর প্রতিনিধি রয়েছি, ততক্ষণ আমাদের এখান থেকে যে-কোন প্রকার সামান্য ব্যবহারের জিনিসেরও যদি দরকার হয়, তা হলে তা চুরি করার অধিকার আছে। সে বললো, আমরা যদি বন্দী না হতাম, তা হলে অন্যরকম হোত; কারণ বন্দী না হলে, নীচ ও সাধারণ লোকই শুধু চুরি করে। সুতরাং আমরা স্থির করলাম যে, হাতের কাছে যা সহজে পাওয়া যায়, সেটাই আমরা চুরি করবো। এ সত্ত্বেও সে একদিন হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল, কারণ নিগ্রোদের জমি থেকে আমি একটা তরমুজ এনে খেয়েছিলাম। সে আমাকে দিয়ে নিগ্রোটিকে দশটি পয়সা দেওয়ালো; যদিও নিগ্রোটিকে বলা হোল না কি জন্যে সে পেলো। টম বললো, সে যা মনে করে তা হোল এই যে আমাদের যদি দরকার হয়, তবেই শুধু আমরা চুরি করতে পারি। আমি বললাম, তাহলে আমার তরমুজের দরকার হয়েছিল। কিন্তু সে বললো, এটাতো কারাগার থেকে পালানোর জন্যে দরকার হয় নাই, এই হোল গিয়ে আসল তফাৎ। সে বললো, আমি যদি কোন ছুরি ঐ তরমুজটাতে লুকিয়ে সেটাকে গোপনে জিম-এর কাছে চালান করে দিতে চাইতাম, যাতে সে কারাগারের কোন বড়কর্তাকে খুন করতে পারে, তাহলে শুধু ওটা আমার চুরি করা ঠিক হোত। সুতরাং তক্ক ওখানেই আমি শেষ করে দিলাম; দেখলাম এমনিভাবে একটি বন্দীর প্রতিনিধি বনে লাভ নাই; কারণ প্রত্যেকবার যদি একটি তরমুজ বেমালুম সরিয়ে নেয়ার পর সেটা না চিবিয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সোনালীপাতা চিবাতে হয়, তাহলে তাতে কোন সুবিধা নাই।

যাক, আমি যা বলছিলাম, আমরা সেদিন সকালে প্রত্যেকে কাজে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। যখন আর কাউকে আঙিনায় দেখা গেল না, তখন টম ঐ বস্তাটা সেই বারান্দাটিতে নিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ আসবে কিনা তা দেখতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এলো। আমরা দুজনে কথার জন্যে কাঠের তুঁজটার উপর গিয়ে বসলাম।

সে বললো : "প্রত্যেকটি জিনিসই ঠিক আছে, শুধু যন্ত্রপাতি ছাড়া; এবং সেটাও সহজে ঠিক হয়ে যাবে।"

"যন্ত্রপাতি?" আমি বললাম।

"হাঁ।"

"কিসের জন্যে যন্ত্রপাতি?"

"কেন গর্ত খুঁড়ে তাকে বের করার জন্যে। আমরা তাকে দাঁতে কেটে বের করতে যাচ্ছি না। তাই না?"

"কেন ওখানে যে-সব ভাঙা খোন্তা-কুড়াল ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলোই তো নিগ্রোটিকে গর্ত খুঁড়ে বের করার মতো গর্ত তৈরি করতে যথেষ্ট।" আমি বললাম।

www.boiRboi.blogspot.com

সে আমার দিকে এমন কৃপার চক্ষে চাইলো যে, যে-কেউ তাতে কেঁদে উঠতে পারতো। সে বললো :

"হাক ফিন্, তুমি কখনো শুনেছ কোন বন্দী গর্ত খুঁড়ে বের হওয়ার জন্যে খোন্তা-কুড়াল দিয়ে তার তোষাখানা ভর্তি করে রেখেছে? আমি তোমাকে এবার জিজ্ঞাসা করতে চাই—তোমার কোন বিচারবুদ্ধি আছে কিনা!—একজন নায়কের পক্ষে খোন্তা-কুড়াল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে বের হওয়াটা দেখবার মতো দৃশ্য হবে কি? কেন তাকে তার চাইতে চাবিটা ধার দিলেই তো হয়। খোন্তা-কুড়াল—তারা কোন রাজাকে তা দেবে না, বুঝলে?"

"বেশতো", আমি বললাম, "খোন্তা-কুড়াল যদি না-ই লাগে তবে কি লাগবে তাই বল না?"

"এক জোড়া খাপে-ঢাকা ছুরি।"

"ওর কুঁড়েঘরের নিচে সুড়ং কেটে বের হওয়ার জন্যে?"

"হাঁ।"

"গোল্লায় যাক। টম, এ স্রেফ আহাম্মকিপনা।"

"যত আহাম্মকিপনাই হোক না কেন, কিছু যায় আসে না; কারণ এটাই ঠিক পদ্ধতি—ন্যায্য পদ্ধতি। এছাড়া অন্য কোন রাস্তা আছে, আমি শুনি নাই; এ ব্যাপারে যত বই আছে তার সবই আমার পড়া। তাতে দেখা যায়, তারা সব সময়েই খাপে ঢাকা যে ছুরি থাকে তা-ই দিয়ে খোঁড়ে। আর মনে রেখো তারা ধুলামাটি খুঁড়ে নয়, শক্ত পাথর খুঁড়ে বের হয়। তাতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কিংবা সারা জীবন কেটে যায়। একবার চিন্তা করে দেখ মাসেইলস বন্দর-এর ক্যাস্‌ল্ ডীফ-এর কারাগারের নিচের বন্ধ-অন্ধকার কোঠা থেকে একজন বন্দীকে সুড়ং কেটে বের করতে কতদিন লেগেছিল; কতদিন তাকে খোঁড়ার কাজে রত থাকতে হয়েছিল জান?"

"জানি না।"

"বেশ, আন্দাজ করো।"

"তাও করতে পারি না। মাস দেড়েক হবে।"

"সাত-ত্রিশ বছর-সে পাথর খুঁড়তে খুঁড়তে চীন দেশে এসে বেরিয়ে ছিল। এ সবের এই হোল রকম। আহা, এই দুর্গটির নিচটাও যদি শক্ত পাথরের হোত, তো কত ভাল হোত।"

কিন্তু জিম তো চীন দেশের কাউকে চেনে না।"

"তার সাথে এ ব্যাপারে কি সম্বন্ধ আছে? ঐ লোকটাও তো চিনতো না। তুমি সব সময়ই আসল ক্ষেত্র ছেড়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছ। তুমি তোমার বিবেচ্য বিষয়টাতে লেগে থাকতে পার না কেন?"

"যাক বেরিয়ে আসতে পারলেই হোল, কোথায় বেরিয়ে আসবে, তার জন্যে আমি পরোয়া করি না। আমি মনে করি, জিমও করে না। তা যাহোক, একটা

কথা বলি—খাপে বন্ধ ছুরি দিয়ে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসার মতো সমর্থ জিম নয়—ও একদম বুড়ো। হয়তো টিকবেই না।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই টিকবে। তুমি মনে করো না, একটা মাটির ভিত খুঁড়ে তার বের হতে সাতত্রিশ বছর লাগবে?"

"তাহলে কত সময় লাগবে, টম?"

দেখ, যতটা সময় আমাদের নেয়া দরকার তা নিয়ে আমরা বিপদের সামনা-সামনি হতে চাই না। নিউ অরলিন্স থেকে সাইলাস খালুর সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বিপদজনক। যদি তিনি শোনেন যে জিম সেখানকার নয়, তাহলে তাঁর পরের কাজ হবে জিমকে বিক্রী করার জন্যে ইস্তাহার দেয়া কিংবা অমনি কিছু একটা করা। সুতরাং ভিত খুঁড়ে বের করার জন্যে ন্যায্য যে সময় নেয়া দরকার, তা নিলে আমরা বিপদে পড়তে পারি, দুবছর নিতে পারলে সেটা ঠিক তরিকা মতো হোত; কিন্তু আমরা তা নিতে পারছি না। সব কিছুই যখন এত অনিশ্চিত, তখন আমি যে পন্থা সুপারিশ করছি তা হোল এই : আমরা সত্যিই যত শীগগির পারি খুঁড়ে ওকে বের করতে পারি; তারপর আমরা ওটাকেই চিন্তা করতে পারি যে, সাতত্রিশ বছর লেগেছে। এবং প্রথমেই বিপদের কোন সঙ্কেত পেলে আমরা তাকে বের করে বাইরে চালান করে দেব। আমার মনে হয়, সেটাই ঠিক কাজ হবে।"

"হাঁ, এবার একটা বুদ্ধির কথা বলেছ বটে", আমি বললাম, "এ রকম চিন্তা করাটা খরচের ব্যাপারও নয়—কষ্টেরও নয়; যদি দরকার পড়ে তাহলে এটাকেই দেড়শ বছর লেগেছে, তাও চিন্তা করে নিতে পারি। এতে আমার খুব বেগ পেতে হবে না; কার্যসিদ্ধিটা হলেই হোল। আমি এক্ষুণি দৌড়ে যাচ্ছি, এবং একজোড়া খাপে-ভরা ছুরি গাপ মেরে নিয়ে আসছি।"

"গাপ মেরে তিনখানাই এনো" সে বললো, "আমরা ওর একখানা দিয়ে করাত তৈরি করবো।"

"করাত? কেন ধূমপানের ঘরটার পিছনে, আবহাওয়া-বোর্ডটা যে রয়েছে, তার নিচে একখানা পুরনো করাত পড়ে আছে, সেটাকে কাজে লাগাতে পার। এটাতো নিয়মের বাইরে যাচ্ছে না; কিংবা অন্যায়েরও কিছু হচ্ছে না।"

সে আমার দিকে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে এবং নিরুৎসাহের সঙ্গে তাকিয়ে বললো : "তোমাকে কোন কিছু শেখানোর চেষ্টা করা বৃথা, হাক! যাও, দৌড়ে যাও, ছুরি গাপ মেরে নিয়ে এসো—তিনখানা।' সুতরাং আমি তাই করতে ছুটে গেলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জিমকে সাহায্য করার চেষ্টা

ঐ রাত্রে যখন মনে হোল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই আমরা বিদ্যুতের আলোর থাম বেয়ে নেমে গেলাম। তারপর সেই কুঁড়েঘরের সঙ্গের বারান্দা ঘরটির ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে সেই শিয়ালে আলোটি তৈরি করার কাজ শুরু করলাম। নিচের গুঁড়িটার মাঝামাঝি পাঁচ-ছ' ফুট জায়গা থেকে সব কিছু সরিয়ে ফেললাম। টম বললো, "আমরা জিম-এর বিছানার ঠিক এ পাশে রয়েছি, সুতরাং আমরা খুঁড়ে খুঁড়ে ঠিক ওটার নিচে গিয়ে উঠবো, আর যখন সেখানে গিয়ে পৌছবো; তখন দেখা যাবে না সেখানে একটি গর্ত রয়েছে। জিম-এর বিছানার উপরের চাদর ঝুলে এসে প্রায় মাটি পর্যন্ত পৌছেছে, তাতে ওটা দেখা যাবে না, দেখতে হলে চাদর তুলে দেখতে হবে।" আমরা সেই খাপেবদ্ধ ছুরি দিয়ে খুঁড়ে যেতে লাগলাম, প্রায় দুপুর রাত্রি হয়ে গেল, আমাদের হাতে ফোস্কা পড়ে গেল, তবুও আমাদের মনে হোল না, বিশেষ কিছু করে উঠতে পেরেছি।

শেষে আমি বললাম : "এটা সাতত্রিশ বছরে করার মতো নয়, আটত্রিশ বছরে করার মতো কাজ, টম সয়্যার।"

সে কিছু বললো না। শুধু একটি নিশ্বাস ফেললো মাত্র। একটু পরে খনন করাটা থামলো; তারপর আমার মনে হোল বেশ কিছুক্ষণ সে চিন্তা করতে থাকলো।

পরে বললো, "না, এতে লাভ নাই, এতে কোন কাজ হবে না। যদি আমরা বন্দী হতাম তাহলে হতো, যতদিন সময় নেওয়ার দরকার তা আমরা নিতে পারতাম; কারণ আমাদের তাড়াহুড়ো করার কিছুই থাকতো না; যখন ওরা পাহারা বদল করতো সেই ফাঁকে কিছুক্ষণ করে খুঁড়লেই হোত। সুতরাং হাতে ফোস্কা পড়তো না, আর আমরাও চালিয়ে যেতে পারতাম, বছরকে বছর সেটা ন্যায্য ও ঠিক পন্থাতেই করা হোত। কিন্তু এখন তো আমরা বোকামি করে সময় নষ্ট করতে পারি না; কারণ আমাদেরকে এখন তোড়ে কাজ করে যেতে হবে, আমাদের নষ্ট করার সময় নাই। আমরা যদি আর একটা রাত্রি এমনিভাবে কাজ করি, তাহলে আমাদের হাত ভাল হওয়ার জন্যে এক সপ্তাহ এ-কর্মটি মুলতবি রাখতে হবে—কারণ তার আগে আর কোন খাপবদ্ধ ছুরি ছুঁতে পারা যাবে না।"

"তাহলে আমাদের কি করতে হবে, টম?

"আমি তোমাকে বলছি। অবশ্য এটা ঠিক নয়, ন্যায়সঙ্গতও নয়, এবং বলারও উপযুক্ত নয়; তবুও ঐ একটি উপায় ছাড়া আর গতি নাই; খোন্তা দিয়েই আমাদেরকে গর্ত খুঁড়ে তাকে বের করতে হবে এবং আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, সেটাই খাপে ভরা ছুরি ছিল।

"হাঁ, এবারই কথার মতো কথা বলেছ!" আমি বললাম, "তোমার মাথাটি ক্রমেই সুস্থ হয়ে আসছে, টম স্যয়ার। খোন্তাই হোল আসল জিনিস, তা নীতিগত হোক বা না-ই হোক। আর আমার কথা যদি ধরো তো বলি, আমি নীতি-টিতির থোড়াই পরোয়া করি। যখন আমি কোন'নিগ্রো চাকরকে চুরি করতে চাই, কিংবা, তরমুজ, এমন কি রবিবারের স্কুলে যে ধর্মগ্রন্থ পড়ায় তাও যদি চুরি করতে চাই, তা হলে কোন একটা বিশিষ্ট উপায়ে যে সেটা চুরি করতে হবে, তা মনে করি না; চুরিটা করতে পারলেই হোল। আমি যা চাই তা হোল নিগ্রো চাকর, আমি যা চাই তা হোল তরমুজ, আমি যা চাই তা হোল রবিবারের স্কুলের ধর্মগ্রন্থ; এবং হাতের কাছে যে উপায়টা সহজে আসবে, সেটা যদি খোন্তাই হয়, তবে তা দিয়েই নিগ্রো চাকর, তরমুজ ও রবিবারের স্কুলের ধর্মগ্রন্থ চুরি করবো; তার জন্যে প্রামাণ্য পুস্তকে যাই লিখে থাকুক না কেন সেগুলোকে আমি লবডঙ্কা দেখাবো।"

"থাক", সে বললো, "এসব ক্ষেত্রে খোন্তা ব্যবহার করার ওজর দেয়া যেতে পারে বটে; যদি তা না যেত, তা হলে আমি এটা অনুমোদনই করতাম না; এবং এটা করে যে রীতিভঙ্গ করা হচ্ছে, তাও দাঁড়িয়ে দেখতাম না —ঠিক যেটা, সেটা ঠিকই, বেঠিক যেটা, সেটা বেঠিকই; সুতরাং কেউ যদি অজ্ঞই হয়, এবং কি করে একটা জিনিসকে ভালো করেও চিন্তা করা যায়, তা না জানে, তাহলে তার বেঠিক কাজ করার কোন অধিকারই নাই। জিমের জন্যে খোন্তাকে অন্য কিছু মনে না করে সেটা দিয়ে গর্ত করা তোমারই উপযুক্ত, কারণ তুমি তার চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করতে পারো না; কিন্তু আমার জন্যে তা ঠিক হবে না; কারণ আমি অনেক কিছু বেশি জানি। দাও আমাকে একখানি খাপের ছুরিই দাও।"

তার খানা সে হাতে নিল, সুতরাং আমি আমার খানাও তাকে দিলাম। সে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো : "বলছি কি, আমাকে একখানা খাপের ছুরি দাও।"

আমি বুঝতে পারলাম না কি করতে হবে—তারপর চিন্তা করলাম পুরোনো যন্ত্রপাতি ঘেঁটে একখানা খোন্তা বের করে তাকে দিলাম। সে সেটা নিয়ে কাজ করতে লাগলো; কোন কথা বললো না।

সে সব সময়ে ঐ রকম করে। নীতি দ্বারা একেবারে ভরপুর থাকে। আমি এবার একটা শাবল নিলাম; তারপর দু'জনে শাবল ও খোন্তা দিয়ে কাজ চালালাম। মাটির উপরের কঠিন অংশটা উড়ে গেল। আমরা প্রায় আধঘন্টা খানেক কাজ করলাম। তার চেয়ে বেশি করার সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু এর মধ্যে দেখা গেল বেশ খানিকটা গর্ত করা হয়ে গেছে। আমরা ফিরলাম; আমি উপরে উঠে এলাম, তারপর জানালা দিয়ে দেখলাম যে, টম সেই বিদ্যুতের আলোর থামটা বেয়ে ওঠার খুব চেষ্টা করছে; কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না; ওর হাতটায় খুব জখম ছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

শেষ পর্যন্ত সে বললো : "না চেষ্টা করে লাভ নেই; ওঠা যাবে না, তুমি কি মনে কর? আমার কি করা উচিত? তুমি কি কোন উপায় চিন্তা করে বের করতে পার না?"

"হাঁ, তা পারি।" আমি বললাম, "তবে সেটা বিধিমতো হবে না। তুমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে পার এবং সেটাকে বিদ্যুতের আলোর থাম বলে চিন্তা করে নিতে পার।"

সুতরাং সে তাই করলো।

পরের দিন টম একটা টিন ও দস্তার চামচ এবং একটি পিতলের মোমবাতিদান চুরি করলো, তা দিয়ে জিমকে কলম তৈরি করে দেবে; আর ছ'টি মোমবাতিও চুরি করলো। আর এদিকে আমি নিগ্রোদের ঘরের কাছে সুযোগ খোঁজার জন্যে ঘুর ঘুর করে বেড়াতে লাগলাম। মওকা বুঝে তিনখানা টিনের বাসনও চুরি করলাম। টম বললো যে তিনটায় যথেষ্ট হবে না। আমি বললাম, জিম যে বাসন ছুঁড়ে ফেলবে তা কেউ দেখতে পাবে না, কারণ সেটা তার জানালার ফুটোর নিচেয় যে কুকুর-ছড়ি ফুল এবং জিপসনের আগাছা রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পড়বে—তারপর আমরা আবার সেটা তার কাছে চালান করে দেব। আবার সে ব্যবহার করবে।

সুতরাং টম বেশ পরিতৃপ্ত হয়েই বললো : "এখন যে জিনিসটা আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে, তা হোল জিমকে জিনিসগুলো কি করে পৌছে দেয়া যাবে।"

"সেগুলো!" আমি বললাম, "সুড়ঙ্গ খোড়া হয়ে গেলে তার মধ্য দিয়েই দেয়া যেতে পারে।"

সে শুধু ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে একবার দেখলো মাত্র। কেউ যে রকম আহাম্মকানা কথা শোনে নাই—সেই ধরনের একটা কথা বললো; তারপর ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখতে লাগলো। আস্তে আস্তে দু'-তিনটা উপায়ও বের করে ফেললো। বললো, "তার কোন্‌টা গ্রহণ করবে এখনো তা বিচার করার সময় হয় নাই।" শেষে বললো, "জিমকে সব কিছু জানানো দরকার।"

সে রাত্রিতে দশটার পরে আমরা বিদ্যুতের বাতির থাম বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। একটা মোমবাতি সঙ্গে নিলাম, জিমের জানালার ফুটোটার কাছে গিয়ে শুনলাম, সে নাক ডাকাচ্ছে; আমরা ওটাকে ভিতরে ফেলে দিলাম, কিন্তু তাতে সে জাগলো না। তারপর আমরা খোন্তা ও শাবল ঘূর্ণির বেগে চালিয়ে গেলাম। প্রায় আড়াই ঘন্টার মধ্যে কাজটি সমাধান করে ফেললাম। আমরা হামাগুড়ি মেরে ওটার ভিতর দিয়ে গেলাম এবং জিমের বিছানার তলে গিয়ে উঠলাম। হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতিটা জ্বাললাম; তারপর জিমের কাছে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলাম। দেখলাম সে বেশ সুস্থ সমর্থই রয়েছে। আমরা আস্তে-ধীরে তাকে জাগালাম, সে আমাদের দেখে এত খুশী হোল যে, প্রায়

কেদেই ফেললো। আমাদেরকে সোনামণি, এবং যত রকম আদুরে ডাক আছে, তা বলে ডাকলো। সময় নষ্ট না করে কোনখান থেকে খুঁজে একটা শক্ত বাটালি এনে শিকল কেটে ফেলে তাকে মুক্ত করে দেয়ার কথা সে বললো। কিন্তু সেটা যে কত রীতিবিরুদ্ধ টম তাকে তা বোঝাল। তারপর বসে তাকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বললো। বিপদের সঙ্কেত পেলেই সেটা যে আমরা পরিবর্তনও করতে পারি, তাও বললো; বললো সে যেন কোন প্রকার চিন্তা না করে। আমরা দেখবো যাতে সে নিশ্চয়ই মুক্তি পায়। জিম বললো, সব ঠিক আছে; তারপর সেখানে বসে আমরা পুরনো দিনের কিছু কথাবার্তা বললাম। টম তাকে বহু প্রশ্ন করলো; জিম তাকে বললো, সাইলাস খালু প্রত্যেক দু'-একদিন অন্তর তার কাছে আসেন এবং তার সঙ্গে প্রার্থনা করেন, আর স্যালি খালাম্মাও সে আরামে আছে কিনা, যথেষ্ট খাবার পায় কিনা, এসব খোঁজ করতে আসেন; তাঁরা দুজনেই যতটা দয়া করা দরকার তা করেন।

টম শুনে বললো : "এখন আমি স্থির করলাম কি করতে হবে। তাদের মারফত কিছু জিনিস পাঠাতে হবে।"

আমি বললাম, "ও রকম কিছু করো না; এ রকম গর্দভ-মার্কা খেয়ালের কথা আমি আর জীবনে শুনি নাই। কিন্তু সে সেদিকে কানই দিল না। সে তার মতো বলেই চললো। সে যখন একটা মতলব করে, সেটাকে তখন চালানোই হোল তার পদ্ধতি।

সুতরাং সে জিমকে বললো, আমরা গোপনে চুরি করে পিঠার মধ্যে ভরে তার কাছে দড়ির মই পাঠাবো। ন্যাট বলে যে নিগ্রোটি তাকে খাওয়ায় তার মারফতেই পাঠাবো। সে এগুলো পাওয়ার আশা করবে। আশ্চর্য হবে না, আর ন্যাট যেন সেগুলো খুলতে না দেখে। আর ছোট জিনিসগুলোর কিছু কিছু সাইলাস খালুর পকেটে দিয়ে দেব, সেগুলো যেন সে চুরি করে তুলে নেয়। স্যালি খালাম্মা পাক করার সময় যে কাপড়টা মাজায় বাঁধেন, তার সঙ্গে কিছু বেঁধে কিংবা তার পকেটে কিছু ফেলে দেব, সেগুলোও যেন সে অবসর পেলে সরিয়ে নেয়। টম তাকে বলে দিল সে জিনিসগুলো, কি থাকবে, এবং কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হবে। তাকে আরও বললো, শার্টের উপর রক্ত দিয়ে তাকে ডাইরী লিখতে হবে,—ইত্যাকার সব কথা তাকে বললো, যার মধ্যে বেশির ভাগেরই কোন অর্থ জিম বুঝলো না, কিন্তু মনে করলো ভদ্রলোকেরা তাদের চাইতে ভাল বোঝে। সুতরাং সে সন্তুষ্টই হোল; বললো, "টম যে রকম বলেছে, তাই করবো।"

জিম-এর অনেকগুলো ভুট্টার খোসার পাইপ এবং তামাক ছিল; সুতরাং আমাদের বেশ আনন্দের সাথে সময়টা কাটলো; তারপর আমরা আবার হামাগুড়ি মেরে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম; এবং বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লাম; হাতগুলো তামাকের ধোঁয়ায় কাল হয়ে গিয়েছিল। টম বড় খোশ মেজাজে ছিল। সে বললো, এরকম মজা তার জীবনে উপভোগ করে নাই, আর জিনিসটাও বেশ

www.boiRboi.blogspot.com

বুদ্ধির হয়েছে। সে বললো, যদি এমন হোত যে, আমরা সারা জীবন এটা করে আমাদের ছেলেদের জিমকে উদ্ধার করতে রেখে গেলাম, তাহলে খুব ভাল হোত; জিমও ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে এটা আরও পছন্দ করতে পারতো; এইভাবে এটা প্রায় আশি বছর চালিয়ে নেয়া যেত, সেটা একটা রেকর্ড সৃষ্টি করতো। আর আমাদের মতো যারা এর সাথে জড়িত থাকতো, তারা সকলেই বিখ্যাত হয়ে যেত।

সকালবেলা আমরা কাঠের তুঁজটার নিকট গেলাম। পিতলের বাতিদানকে কেটে কেটে ছোট ছোট আকারের করলাম। টম সেগুলোকে ও টিন-দস্তার চামচটিকে পকেটে ফেললো। তারপর নিগ্রোদের ঘরগুলোর দিকে গেল। আর আমি ন্যাটের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম। টম এরই মধ্যে জিমের থালার উপর গমের পাউরুটির মধ্যে মোমবাতিদানের একটি টুকরা ঢুকিয়ে দিল। তারপর আমরা ন্যাটের সঙ্গে গেলাম—ইচ্ছা ছিল এটা কিভাবে কাজ করে তা দেখবো। দেখলাম, অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজ করলো; কারণ জিম যখন রুটিতে কামড় দিল, তখন প্রায় তার দাঁতের পাটিশুদ্ধ খুলে পড়ার জোগাড় হোল—আর কি; এর চাইতে কাজ আর কি করে ভালভাবে হতে পারে?

টম মনে মনে বললো, "জিম অন্য কিছু চিন্তাই করতে পারে না; কেন রুটির মধ্যে ওটাকে কাঁকর কিংবা অন্য কিছু চিন্তা করে নিলেই তো হোত! এরপর দেখলাম জিম কোন কিছুতেই প্রথমে কাঁটা দিয়ে এফোঁড়-ওফোড় না করে কখনোই কামড় দিতো না।

আমরা চিমে আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিমের খাওয়া দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি জিমের বিছানার পাশের ঝালর ফুলে উঠলো এবং তার খাটের তল থেকে একজোড়া কুকুর বেরিয়ে এলো; এবং একটার পর একটা করে এগারটা এসে জড়ো হলো; ঘরের মধ্যে নিশ্বাস নেয়ার মতোও জায়গা থাকলো না। অ-আল্লা, আমরা বারান্দা ঘরটার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। নিগ্রো ন্যাট একবার শুধু চিৎকার করে উঠলো; 'ডাইনি'। তারপর কাৎ হয়ে ঘরের মেঝের উপর কুকুরের মধ্যে পড়ে গেল, এবং এমন গোঙরাতে লাগলো যে, মনে হোল মরবে। টম একটি ঝাঁকুনি দিয়ে দরজাটা খুললো। জিমের খানা থেকে এক টুকরো গোস্ত বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, কুকুরগুলো সেটার উদ্দেশ্যে ছুটে গেল। সেও বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি অবশ্য বুঝলাম যে, সে অন্য দরজাটাও বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। তারপর সে নিগ্রোটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাকে আদর করতে করতে মিষ্টি কথা দিয়ে তুষ্ট করতে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলো সে কি আবার কিছু দেখেছে বলে কল্পনা করছে? নিগ্রোটি উঠলো।

চোখ মিটমিট করে চারদিকে তাকিয়ে বললো : "সীড বাবু, আপনি কবেন আনে যে আমি একটা নালায়েক; আমি যদি সত্যি হাজার হাজার কুত্তা না দেইহা

থাহি তয় য্যানো, আমার এই হানেই মরণ অয়। সীড বাবু আমি—বোধ করলাম—হ—আমি বোধ করলাম তারা সবগুলো আমার উপর আইস্যা পড়ছে; তারা সব আইছিল—আহারে! আমি যদি তার এট্টা দরতি পারতাম—তয় দেহাইতাম—কিন্তুক পারলাম না—আমি এইডাই চাইছিলাম। যাক আমি চাই তারা যানি আমার পথে না আসে, আর আমাদের একলা থাকতি দেয়—আমি একলা থাকতি চাই।"

টম বললো : "দেখ, আমি তোমাকে বলবো আমি কি মনে করি। তারা এই পলাতক নিগ্রোটির এখানে তার খানার সময় কেন আসে? আসলে তারা ভুখা রয়েছে; সেই হোল কারণ। তুমি তাদেরকে একটি ডাইনি-পিঠা তৈরি করে দাও—সেটাই ভাল হবে—তাই তোমার করা একান্ত দরকার।"

"কিন্তুক হায়, সীড বাবু, আমি কি কইর‍্যা ডাইনি-পিঠ্যা বানাবো? আমি তো তা বানাতি জানি না। আমি জীবনে এমন কথা কহনো শুনি নাই।"

"তা হলে আমাকেই তা তৈরি করে দিতে হবে?"

"কইর‍্যা দেবেন, মনা—তৈয়ার কইর‍্যা দেবেন? তাইলি আপনি যে মাটির উপর দ্যা হাটেন সেডারে আমি পূজা করবো।"

"ঠিক আছে, আমি করে দেব, শুধু তুমি বলেই করে দিচ্ছি, কারণ তুমি আমাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছো, এই পলাতক নিগ্রোটিকে দেখিয়েছ। কিন্তু তোমাকে খুব সাবধান হতে হবে। আমরা যখন আসবো তখন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে, তারপর যা কিছু আমি পাত্রে রাখবো যখন জিম পাত্রটা খালি করে নেয়, তখনও দেখবে না—কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, জানি না কি! আর সব চাইতে বড় কথা হোল ডাইনির জিনিসপত্রগুলো ছুঁয়ো না!

"ছোঁবো, কন কি সীড বাবু? আপনি কি কন? আমি আমার আঙুলির ছোয়াডাও তো তার উপর দেব না, দশ হাজার লাখ টাকা দিলিও তো না।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জিম ডাইনি-পিঠা পেয়ে গেল

সব কিছু এভাবে যখন ঠিক হোল, তখন আমরা পিছনের আঙিনাটায় গেলাম; সেখানে পুরনো বুট জুতো, ছেঁড়া কম্বল, ভাঙা বোতল, টুটাফাটা টিন এবং এই রকম সব বাজে জিনিস বোঝাই ছিল; আমরা সে সব ঘেঁষে ঘেঁষে জিনিসপত্র ধোয়ার একটা পুরনো পাত্র পেলাম তার মধ্যে যে সব ছিদ্র হয়েছিল তা যতটা পারলাম মেরামত করলাম। আর পিঠা তৈরি করার জন্যে নিচের ভাঁড়ার-ঘর থেকে চুরি করে সেটায় আটা দিয়ে ভরে নিলাম। তারপর নাস্তা করতে গেলাম। সেখানে গোটা দুই কাঠে-পোঁতা মরচে-পড়া পেরেক পেলাম। টম বললো,

www.boiRboi.blogspot.com

এগুলো খুব কাজে লাগবে। বন্দী এ দিয়ে কারাগারের গায়ে তার নাম ও দুঃখের কাহিনী লিখতে পারবে। তারপর আমরা যখন ছেলেপুলেদের কাছে শুনলাম যে, স্যালি খালাম্মা এবং সাইলাস খালু পলাতক নিগ্রোটির ঘরে ঐ দিন সকালে যাবেন, তখন টম স্যালি খালাম্মার গাউনের উপরে পরার কাপড়টার পকেটে তার একটা রেখে দিল; এবং আলমারীর উপরে সাইলাস খালুর হ্যাটটার মধ্যে একটা গুঁজে দিল। তারপর আমরা যখন নাস্তা খেতে গেলাম তখন টম টিন-দস্তার চামচটি সাইলাস খালুর পকেটে রেখে দিল; এবং স্যালি খালাম্মা তখনও পর্যন্ত না আসায়, আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল।

যখন তিনি এলেন, তখন খুব ত্যক্ত-বিরক্ত এবং রেগে লাল হয়ে এলেন। দোওয়া-টোওয়া পড়ার জন্যে অপেক্ষা না করে এক হাতে পেয়ালায় কফি ঢালতে শুরু করলেন; অন্য হাতে অঙ্গুষ্ঠানা দিয়ে যে ছেলেকে কাছে পেলেন তাকেই ঠুকতে লাগলেন এবং বললেন :

"আমি এখানে-ওখানে খোঁজ করে দেখলাম; কিন্তু তোমার অন্য শার্টটির যে কি হোল, তার হদিস করতে না পেরে হার মানলাম। আমার কলজেটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে যকৃৎ ইত্যাকার জিনিসগুলোর মধ্যে গিয়ে ধপ করে পড়লো এবং যে শক্ত রুটির টুকরোটা মুখে ছিল, সেটাও সেই কলজের রাস্তা ধরে নিচের দিকে নামতে লাগলো; কিন্তু মাঝ পথে এমন এক কাশির সাথে সেটার সাক্ষাৎ হোল যে, উল্টো বেরিয়ে এসে ফট করে টেবিলের ও-পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, তার চোখে গিয়ে লাগলো আর সে বড়শীতে গাঁথা পোকার মতো কুঁচকে গেল; এবং তার মুখ দিয়ে যুদ্ধে যেরূপ শব্দ করে সেটাই বড় হয়ে বেরিয়ে এলো। টমের কানগুলো কাছ দিয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল। পনের সেকেণ্ড, কিংবা এই মতোই হবে সে এক কেলেঙ্কারী অবস্থা, আমার মনে হোল যে ক্রেতা পেলে আমি অধিক দামে বিকিয়ে যেতে পারতাম। তারপরই অবশ্য আমরা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম—হঠাৎ এই ঘটনা ঘটায় আমরা ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিলাম আর কি এই মাত্র। সাইলাস খালু বললেন :

"আশ্চর্য কাণ্ড, আমি তো বুঝতেই পাচ্ছি না! আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমি ওটা গায়ের থেকে খুলেছি কারণ—"

"কারণ তোমার গায়ে আর একটা রয়েছে। লোকটার কথা একবার শোনো। আমি জানি তুমি সেটা খুলে ফেলেছিলে; এবং সে জানাটা তোমার ভুলো মন খতিয়ে দেখে জানা নয়; তার চেয়ে ভালো রকম জানা, দড়ির উপর কাল মেলে দেয়া হয়েছিল, এ স্বচক্ষে দেখে জেনেছি। কিন্তু সেটা নাই, গায়েব হয়ে গেছে; কমবেশি এই হোল কথা; তোমাকে এখন থেকে লাল ফ্লানেলের শার্টটা পরতে হবে, এবং যতদিন না আর একটা শার্ট সময় করে তৈরি করতে পারি, ততদিনই পরতে হবে। গত দু'বছরে, এটাই হোল তৃতীয় শার্ট, যা আমি তোমার জন্যে তৈরি করেছি। তোমার গায়ে শার্ট রাখাটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়,

তুমি যে তা দিয়ে কি করো, তা কল্পনা করা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না। তোমার এই রকমের শার্ট সম্বন্ধে কিছুটা যত্ন নিতে শিখবে, এই তো লোকে আশা করে।'

"আমি জানি, স্যালি এবং আমি যতটা পারি চেষ্টা করি। কিন্তু সব দোষটাই যে আমার, তাও তো ঠিক নয়; সেগুলো তো আমি দেখিও না, এবং গায়ে চড়ানোর আগে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কও থাকে না। আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমার গা থেকে কোন শার্ট হারিয়েছে।"

"তা তোমার গায়ের থেকে হারায় নাই সেটা, তোমার গুণে নয় আমি মনে করি, সাইলাস, যদি তা হারানো সম্ভব হতো, তো তাও হারাতো। শুধু শার্ট-ই যায় নাই, একটা চামচও গিয়েছে, দশটা ছিল এখন দেখছি মাত্র ন'টা। ধরা যাক বাছুরে শার্টটি নিয়ে গেছে; কিন্তু এটা ঠিক যে সেটা আর চামচ নেয় নাই।"

"হাঁ, স্যালি, আর কি কিছু গেছে?"

"ছ'টা মোমবাতি গেছে---হাঁ তাই, ইঁদুরগুলো মোমবাতি নিয়ে যেতে পারে বটে, এবং আমি মনে করি নিয়েছেও, কারণ তুমি যেভাবে ওদের গর্তগুলো বন্ধ করবে বলে আর করো নাই, তাতে সারা জায়গাটা যে চুরি করে নিয়ে পালায় নাই তাই যথেষ্ট; কিন্তু তাই বলে যে ইঁদুর চামচ চুরি করে পালায় নাই তা-ই যথেষ্ট।'

'তুমি যে বলবে ইঁদুরে চামচ চুরি করেছে : তা আমি মানবো না।'

"হাঁ স্যালি, সত্যিই এ আমার দোষ। তা আমি স্বীকার করছি। এবং বলছি যে, আগামীকাল পার হওয়ার আগেই আমি ঐ গর্তগুলো মেরামত করবো।"

"না, এতো তাড়াতাড়ি কিসের। আগামী বছর স্বয়ং আমি মেটিলডা এভেলিনা আরামিনটা ফেলপসই এ কাজটি করবো।'

সঙ্গে সঙ্গে সাঁই করে অনুষ্ঠান দিয়ে তিনি তাঁকে হঠাৎ মারতে গেলেন এবং ছোট মেয়েটি আর বোকামি না করে চিনিদান থেকে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। ঠিক এই সময়ে নিগ্রো চাকরানীটি দরজার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে বললো :

"বেগম সাব, একখান চাদ্দর গম অইয়া গ্যাছে।"

"চাদর গুম হয়ে গেছে। কি আশ্চর্য কাণ্ড।"

"আমি কালই ইঁদুরের গর্তগুলো বুজিয়ে ফেলবো।" সাইলাস খালু খুব বিমর্ষ হয়ে বললেন।

"ওহ চুপ করো; কি বলতে চাও তুমি ইঁদুরে চাদর নিয়েছে? লিজি, বলতে পারিস চাদরটা গেল কোথায়?"

"না, আমার কোন ধারণা নাই, বিবি সাব, সে চাদ্দরখান গ্যালো কোহানে। তানারে আমি কাইল দড়ির উপর নাইড়্যা দিছিলাম; এহন আর তানারে দেহি না; কোহানে যে গ্যালো তা কতি পারি ন্যা।"

"আমার মনে হয় রোজ কেয়ামত এসে গেছে। আমি আমার বাপের জন্মেও এমন কাণ্ড দেখি নাই; একটা শার্ট গেল, একটা চামচ, একটা চাদর গেল, আর ছ'টা মোম—"

www.boiRboi.blogspot.com

"বিবি সাব' একটা নিগ্রো ছুকরি হল্লা করে এসে বললো, "একটা পিতলের মোমবাত্তিদানও পাওয়া যাতিছে না।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যা মাগী, নইলে হাতা দিয়ে পিটিয়ে সোজা করে দেব।"

তিনি রাগে টগবগ করছিলেন। আমি বেরিয়ে পড়ার অবকাশ খুঁজছিলাম; আমি চিন্তা করলাম, বেরিয়ে একেবারে জঙ্গলেই চলে যাব এবং এই গরম আবহাওয়াটা একটু নরম হলে ফিরে আসবো। তিনি রাগারাগি করে যেতে লাগলেন; এবং একাই বিদ্রোহ করে চললেন, অন্যেরা শান্ত এবং নম্র হয়ে রইলো। এবং শেষে সাইলাস খালু মুখে অনেকটা আহাম্মকের মতো ভাব নিয়ে, পকেট থেকে চামচটি টেনে তুললেন। স্যালি খালাম্মা মুখ খুলে, হাত উঁচু করে থেমে গেলেন, আর আমি? আমার মনে হচ্ছিল যেরুজালেম; কিংবা অন্য কোন সুদূর স্থানে যদি থাকতাম, সে আমার ভাল ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ গেল না'— এরই মধ্যে স্যালিখালা বললেন :

"ঠিক যা ভেবেছি, তাই! ওটা তোমার পকেটে সব সময়েই ছিল; হয়তো অন্য জিনিসগুলোও তোমার পকেটে না থাকার চেয়ে থাকার কথাই বেশি। বলি, ওটা ওখানে গেল কি করে?"

"আমি সত্যিই জানি না স্যালি।" তিনি অনেকটা মাফ চাওয়ার মতো করে বললেন, 'জানলে তো তোমাকে বলতামই। আমি নাস্তার আগে আমার বাইবেলের সতেরো পরিচ্ছেদ পড়ছিলাম। মনে হয় আমি ভুলে চামচটির বদলে বাইবেল সেখানে রেখেছি এবং বাইবেলের বদলে চামচটি পকেটে রেখেছি, কারণ বাইবেলখানা তো পকেটে দেখছি না; যাক, আমি গিয়ে দেখছি, যেখানে বাইবেলখানি ছিল সেখানেই আছে কিনা; তা হলেই জানা যাবে আমি বাইবেল পকেটে রাখি নাই; এবং তাতে বোঝাবে যে, আমি বাইবেলখানাকে রেখে, পকেটে চামচ—"

"আল্লার ওয়াস্তে, লোকদেরকে একটু শান্তি দাও। যাও এখান থেকে সর দূর হও, আমার মনের শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ এখানে এসো না।"

তাঁর এত জোরে বলার দরকার ছিল না; তিনি যদি মনে মনেও বলতেন, তা হলেও আমি শুনতে পেতাম। এবং মরে পড়ে থাকলেও উঠে তাঁর হুকুম তামিল করার জন্যে বেরিয়ে যেতাম! আমরা যখন বসবার ঘরটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তার টুপীটি তুলে নিলেন, এবং সেই জং-পড়া পেরেকটি মাটিতে পড়ে গেল; তিনি শুধুমাত্র সেটাকে তুলে দেখলেন এবং আগুন জ্বালানোর জায়গায় যে শেল্‌ফটি ছিল তার উপরে রেখে দিলেন। আর কোন কিছু না বলেই বেরিয়ে গেলেন। তা দেখে টমের চামচের কথাটি মনে হোল।

সে বললো : "না, ওঁর মারফতে জিনিস পাঠানোয় কোন লাভ নাই। উনি তেমন নির্ভরযোগ্যও নন!" তারপর সে বললো : "কিন্তু উনি না জেনেই যা হোক

আমাদের একটি উপকার করেছেন যখন, তখন আমরাও তাঁকে না জানিয়ে তাঁর একটা উপকার করবো—তাঁর ঘরের ইঁদুরের গর্তগুলো বন্ধ করে দেব!"

ভাঁড়ার ঘরের দিকে তাঁর ঘরের দিক দিয়ে বেশ অনেকগুলো গর্ত ছিল, আমরা সেগুলো বেশ মজবুত, এবং পরিপাটিভাবে মেরামত করলাম। আমাদের প্রায় একঘন্টা সময় লাগলো। হঠাৎ আমরা সিঁড়ির উপরে একটা শব্দ শুনলাম, এবং ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে পালিয়ে রইলাম; দেখলাম, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এলেন, একহাতে একটি মোমবাতি এবং অন্য হাতে এক বাণ্ডিল জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। দেখতে এক বছর আগেও যেমন আপনভোলা ছিলেন, এখনো তাই। অন্যমনস্কভাবে তিনি ঘুরলেন, প্রথমে একটি ইঁদুরের গর্তের কাছে গেলেন, পরে অন্য একটির কাছে, এমনি করে ঘুরে ঘুরে সবগুলোই দেখলেন। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন, মোমবাতি থেকে মোমের যে ফোঁটা পড়ছিল তা তুলতে লাগলেন। এবং চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তিনি ধীরে এবং স্বপ্নালুভাবে সিঁড়ির দিকে যেতে বললেন :

"প্রাণপণ চেষ্টা করেও মনে করতে পারছি না, আমি কখন এ-কাজটি করলাম। যাক, আমি এখন তাকে দেখতে পারবো, ইঁদুরের জন্যে আমাকে দোষারোপ করা ঠিক হয় নাই। যাক, ওসব মনে রেখে কি লাভ! যেতে দাও! আমার মনে হয়, এ করে কোন ফায়দা নাই।"

এভাবে বিড়বিড় করতে করতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার লোক ছিলেন; এবং এখনো রয়েছেন।

টম চামচ সম্বন্ধে কি উপায় করা যাবে সেই চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়লো। সে বললো আমাদের একটা চামচ পেতেই হবে। সুতরাং সে এ সম্বন্ধে কড়ামতো একটা চিন্তা করলো। এবং সত্যি সে এটার একটা কিনারা করলো। এবং আমরা কিভাবে সেটা করবো, তাও বললো। তারপর সেই মতলব হাসিল করার জন্যে আমরা চামচের ঝাঁপিটার আশেপাশে রইলাম; যখন দেখা গেল স্যালি খালাম্মা আসছেন, তখন টম চামচগুলোকে এক পাশে নামিয়ে নিয়ে গুণতে শুরু করে দিল, আমি একটি চামচ আমার শার্টের হাতার মধ্যে পুরে রাখলাম। টম বললো : "কেন, স্যালি খালাম্মা, এখানে তো ন'টার বেশি চামচ নাই।"

তিনি বললেন : "যাও খেল গিয়ে; আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি, আমি নিজে গুণেছি দশটা।"

"দেখুন, আমি দুবার গুণেছি, খালাম্মা, কিন্তু ন'টা ছাড়া হচ্ছে না।"

তিনি, দেখা গেল অধৈর্য হয়ে পড়েছেন, কিন্তু গুণতে এলেন—যে কেউ এ ক্ষেত্রে আসতো।

"আল্লার কসম, ন'টাই তো দেখছি।" তিনি বললেন। "দুনিয়ায় এ হচ্ছে কি—গোল্লায় যাক সব, আমি আবার গুণবো।"

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কাছে যেটা ছিল, সুযোগ বুঝে সেটা আবার চামচগুলোর মধ্যে রাখলাম। এবং তিনি যখন গোনা শেষ করলেন তখন বললেন :

"দুত্তোর, যত সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটছে, আবার এখন দশটাই তো দেখছি!" তাকে রাগত এবং ক্লিষ্ট উভয় রকমই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু টম বললো: 'কেন, খালাম্মা, আমার মনে হয় না, দশটা আছে।"

"ওই, আহাম্মক, দেখলে না, আমি গুণলাম, দশটা।"

"হাঁ, কিন্তু—"

"বেশ আমি আবার গুণছি"।

সুতরাং আমি আবার একটা গাপ মারলাম, এবং আবার গোণায় ন'টা হোল, ঠিক আগের বারের মতোই। তিনি বেহদ্দ রেগে গেলেন—তাঁর সারা শরীর কাঁপতে রইলো; মনে হোল রাগে পাগল হয়ে গেছেন। তারপর তিনি ঝাঁপি থেকে নামিয়ে যেমন গুণতেন তেমনি গুণতেই লাগলেন, আর গুণতেই লাগলেন। এবং তা তিন বার ঠিক হাতে লাগলো, তো তিনবার বেঠিক হতে লাগলো। তিনি ঝাঁপিটি হাতে তুলে নিলেন ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে ছুঁড়ে ফেললেন, সেটা গিয়ে পশ্চিমের ছোট বাবুরচি ঘরটার গায়ে লাগলো; তিনি চিৎকার করে বললেন, সব বেরিয়ে যাক এবং তাকে শান্তিতে থাকতে দিক; যদি কেউ তাকে খাওয়ার আগে বিরক্ত করতে আসে তবে তিনি তার ছাল তুলে ফেলবেন। তিনি যখন আমাদেরকে ঐ স্থান ত্যাগ করতে আদেশ দিচ্ছিলেন, সেই সুযোগে আমরা তার পকেটে সেই চামচটি এবং মরচে-পড়া লোহাটি রেখে দিয়েছিলাম, এবং জিমও ঐ দিন দুপুরের আগে তা ঠিকমতো পেয়ে গিয়েছিল। আমরা এ কাজটায় খুব খুশী হয়েছিলাম, টমের মতে এ কাজটায় কষ্টের তুলনায় ডবল ফল লাভ করা হয়েছিল; কারণ সে বললো যে স্যালি খালাম্মা জীবনে চামচগুলোকে দুবার একই রকম আর গুণতে পারবেন না। আর গুণলেও ঠিক মতো গুণতে পারবেন না। সে বললো আর দু'তিন দিন যদি এমনি উল্টাপাল্টা গোনেন তাহলে গোনাই ছেড়ে দেবেন; আর যদি কেউ তাঁকে গোনাতে চায় তাহলে তাকে খুন করবেন।

আমরা সেই রাত্রিতে রৌদ্রে দেয়ার দড়ির উপর হারানো চাদরটি আবার রেখে দিলাম; এবং তার বদলে দেরাজ থেকে একখানা চুরি করলাম; এবং সে চাদরখানা এক সময়ে সেখানে রাখতাম, তো আবার অন্য সময়ে চুরি করতাম, দু'একদিন পরপর এমনি করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না যে কতগুলো চাদর ছিল; এবং তার জন্যে তিনি আর পরওয়াও করলেন না; বললেন এ নিয়ে রাগারাগি করে তার আত্মাকেও আর ক্লিষ্ট করতে চান না। তার জীবনকে রক্ষা করতে হলেও আর তার গোনার ইচ্ছে নাই; তার আগে তিনি মারা যাবেন, সে বরং ভালো।

সুতরাং শার্ট, চাদর, চামচ, এবং মোমবাতি—বাছুর, ইঁদুরও ভুল গোনার মারফতে আমাদের পক্ষে এসে একরকম ঠিকঠাক হয়ে গেল; অবশ্য বাকী রইলো মোমবাতিদানি; সেটাও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, মনে করলাম।

কিন্তু আসল কর্মটি হোল পিঠা তৈরি করাটা; তৈরি করতে আমাদের কষ্টের আর অবধি রইলো না; আমরা জঙ্গলের মধ্যে তা পাকানোর বন্দোবস্ত করলাম; এবং সেখানেই পাকালাম; আমরা শেষ পর্যন্ত কার্য সমাধা করলাম বটে এবং সন্তোষজনক ভাবেই; কিন্তু সে একদিনে নয়; তিন তিন বার সেই জিনিস ধোঁয়ার গামলাটায় ময়দা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করেছিলাম; আমরা নিজেরাও শরীরের নানা জায়গায় পুড়িয়েছিলাম; ধোঁয়ায় চক্ষু অন্ধ করে ফেলেছিলাম; কারণ উপরে শক্ত পরতা না পড়ে পিঠাটা ভিতরের দিকে দেবে যাচ্ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমরা স্থির করলাম যে পিঠার মধ্যে যেমন জিনিস পোরা থাকে তেমনি করে যদি দড়ির মইটা পিঠার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে সেটা ঠিক তরিকা মতো হবে। সুতরাং দ্বিতীয় রাত্রিতে জিমের সঙ্গে সেই বন্দোবস্তই হোল। আমরা চাদর-টিকে সরু ফালি করে ছিঁড়লাম এবং সেটাকে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করতে লাগলাম; এবং সকাল হওয়ার বহু পূর্বে এমন সুন্দর এমন সুন্দর দড়ি তৈরি করলাম যে তা দিয়ে কাউকে ফাঁসি পর্যন্ত লটকে দেয়া যেত। আমরা স্থির করলাম যে তা করতে আমাদের ন'মাস লেগেছে মনে করবো।

বিকেলবেলা আমরা সেটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেটা পিঠার মধ্যে যাচ্ছিল না। সম্পূর্ণ একখানা চাদরের দড়ি, ইচ্ছে করলে তা দিয়ে চল্লিশটা পিঠে তৈরি করা যেত; এবং শুধু পিঠে নয়, তা দিয়ে ভর্তা, ভাজি, শুরুয়া যা-ইচ্ছে তৈরি করার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ছিল। আমরা তা দিয়ে ভাল রকম একটা সম্পূর্ণ খানাও তৈরি করে খেতে পারতাম।

কিন্তু আমরা অত চাই নাই; আমরা চেয়েছিলাম শুধু পিঠে তৈরি করার মতো যতটুকু লাগে ততটুকু। সুতরাং বাকীটা আমরা ফেলে দিলাম। জিনিস ধোয়ার গামলাটায় আমরা কোন পিঠে পাকাই নাই। কারণ মনে করলাম সেটার কালাই উঠে যাবে; কিন্তু সাইলাস খালুর ভারী সুন্দর একটা পিতলের গরম করার পাত্র ছিল, সেটা তাঁর কোন পূর্ব-পুরুষ উইলিয়াম দি কনকারার-এর সঙ্গে ইংলণ্ড হতে সর্বপ্রথম মে ফ্লাওয়ার বলে যে জাহাজ এসেছিল সেটায় কিংবা তখনকার অন্য কোন জাহাজে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা চিলেকোঠায় অন্যান্য পুরানো বাসন-পত্রের মধ্যে পড়েছিল; সেটাকে তিনি কোন কাজে না লাগিয়ে স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে মূল্যবান মনে করতেন, অর্থাৎ আপনি বুঝতে পারলেন তো অকাজের কাজে লাগাতেন আর কি! আমরা সেটাকে আত্মগতভাবে চুপিসারে সরিয়ে ফেললাম, এবং জঙ্গলে নিয়ে গেলাম। সেটাতে প্রথম পিঠেটা গড়বড় হয়ে গেল, কারণ আমরা পিঠে কি করে পাকাতে হয় জানতাম না, কিন্তু শেষ পিঠেটা বেশ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এলো। আমরা সেই পিতলের পাত্রটিতে আটার লেই তৈরি করে প্রথমে দিলাম, তারপর সেটাকে আগুনে চড়িয়ে দিলাম, এবং তার উপরে ন্যাকড়ার দড়িটা রাখলাম, এবং ছাতমত করে তার উপরে আবার লেই দিলাম, তারপর ঢাকনি বন্ধ করে দিলাম, এবং জ্বলন্ত কয়লা তার উপরে

www.boiRboi.blogspot.com

চড়িয়ে দিলাম; এবং লম্বা হাতলটা ধরে পাঁচ-ফুট দূরে বেশ ঠাণ্ডার মধ্যে আরামে দাঁড়িয়ে রইলাম। পনের মিনিটের মধ্যে এমন একটি পিঠা তৈরি হোল যা দেখলেই দেল খোশ। কিন্তু মনে করলাম যে ওটা খেতে যাবে তার দাঁতের মধ্য থেকে ওটা ছাড়িয়ে আনার জন্যে লাঠির মতো দুখানা খড়কের দরকার হবে, নইলে ওটা তার দফানিকেশ করে ছাড়বে, যদি না করে, তাহলে ধরবেন যে আমি যে কথা বললাম সেটা না জেনে শুনেই বললাম।

জিমের পাত্রটির মধ্যে যখন ডাইনি-পিঠাটা রাখলাম, তখন ন্যাট সেদিকে তাকিয়েও দেখলো না; এবং আমরা খাবার জিনিসগুলোর নিচে পাত্রটির মধ্যে তিনখানা টিনের বাসনও দিয়ে দিলাম; সুতরাং জিম প্রত্যেকটি জিনিস ঠিকমতই পেয়ে গেল। সে একলা হওয়া মাত্রই পিঠাটা ভেঙে ফেললো এবং দড়ির মইটিকে তার বিছানার নিচের খড়ের গাদলার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। তারপর একটা টিনের বাসনের উপর কিছু চিহ্ন এঁকে সেটাকে জানলার ফুটো গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"এখানে একটি বন্দীর হৃদয় চূর্ণ হয়েছে"

দেখা গেল কলম তৈরি করাটা যেমন কষ্টকর, বরাত তৈরি করাও তেমনি। কিন্তু জিম বললো, সব চাইতে কঠিন হোল লেখার কাজটি, যেটা বন্দী হসাবে তাকে করতে হবে; টম তাকে বললো; "এছাড়া গতি নাই, সুতরাং এ তাকে করতেই হবে; কারণ দেয়ালে কিছু না লিখে কিংবা বংশের যে বর্ম তার চিহ্ন না রেখে, এ যাবৎ কোন রাজবন্দী পালিয়েছে, এ ঘটনা আদৌ ঘটে নাই।"

"একবার জেইন গ্রে-কে দেখো", সে বললো, সিলফোর্ড ডাডলেকে দেখো; বুড়ো নরদামবারল্যাণ্ডকে দেখো! কেন হাক, তুমি যদি ধরোই যে এটা কঠিন কাজ, তা হলেই-বা করার কি আছে বলো? —তুমি এ জিনিসটা না করে পারছো কি রকমে? জিমকে লিখতে হবে এবং তার বংশীয় বর্ম আঁকতে হবে; কারণ বন্দীরা সবাই তাই করেছে।"

"ক্যান, টমবাবু, আমার তো কোন বরমো নাই, আমার এই পুরনো শার্ট ছাড়া আর কিছুই নাই, সেডাতো আপনি জানেন; আর তার উপরিই আমি রোজ রোজ লিখতাছি।"

"তুমি কিছুই বোঝ না জিম, বর্ম অন্য জিনিস।"

"দেখ টম" আমি বললাম, "জিম ঠিকই বলেছে, তার বংশীয় বর্ম যখন নাই, তখন বর্ম নাই যে বলেছে, তা ঠিকই বলেছে।"

"আমি মনে করি যে আমি তা জেনেই বলেছি, কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারো, সে এখান থেকে পালাবার আগেই সেটা পাবে—এবং যেটা রীতি রয়েছে সেইভাবেই সে পালাতে পারবে; তার কাজের মধ্যে আমি কোন গলদ ঢুকতে দেব না।"

আমি ও জিম আলাদা করে কলম তৈরি করছিলাম অর্থাৎ জিম মোমবাতি-দানের টুকরাটি একটি ইঁটে ঘষছিল এবং আমি চামচটি একটি ইঁটে ঘষছিলাম। সাধ্যমতো জোর দিয়ে ঘষছিলাম। এদিকে টম বর্মের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তায় মশগুল ছিল। আস্তে আস্তে টম বললো, এখন অনেকগুলো ভাল ভাল পরিকল্পনা মাথায় আসছে। সে বুঝতে পারছে না, কোনটা রাখবে আর কোনটা ছাড়বে।

সে বললো : "জিমের বংশীয় বর্ম ঢাল আকৃতির হবে, এবং তার নিম্নভাগ বক্র ও কোণবিশিষ্ট হবে; দক্ষিণভাগে দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী রক্তলাল ক্ষেত্রের মধ্যে একটি ক্রুশচিহ্ন বর্তমান থাকবে, এবং একটি কুকুর শায়িত অবস্থায় উদ্ধত মস্তকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে; তার পদতলে একটি শিকল—দাসত্বের শিকল স্বরূপ পতিত থাকবে এবং তার নিম্নে করাতের মতো অক্রবক্র ঝালর শোভিত থাকবে; সর্বনিম্নে নৃত্যের ভঙ্গিতে উত্থিত হয়েছে দুটি প্রান্ত—এমনি একটি ক্ষেত্রের উপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের একটি কথা থাকবে; এবং ঢালটির শীর্ষে একটি পলাতক নিগ্রো বিদ্বেষসূচক লৌহদণ্ডের সঙ্গে গ্রথিত একটি পুটুলি নিম্নে বর্তমান থাকবে এবং ঢালটির দুই পার্শ্বে দুটি লাল লম্বা ক্ষেত্র থাকবে, ও দুটি তার ঘোষকদ্বয়কে প্রকাশ করবে; অর্থাৎ তোমাকে এবং আমাকে। বিদ্রূপের কথাটি হবে : তুরা করো পিছে পড়ো—অর্থা যতই তাড়াতাড়ি করবে, ততই ধীরে কাজ হবে।"

"সোবহানআল্লা", আমি বললাম, "যা সব বললে তার কিছুই বুঝলাম না; বলোতো ওর অর্থ কি?"

"অর্থের কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নাই; আমাদের বেরুনোর জন্যে তোড়জোড় করেই সব কিছু করতে হবে।"

"তা যা হোক" আমি বললাম, 'এক আধটার অর্থ তো জানা উচিত, সমান্তরাল রেখার অর্থ কি?"

"সমান্তরাল রেখা—মূল সমান্তরাল রেখা। তোমার জানার কোন প্রয়োজন নাই সমান্তরাল রেখা কি? ও যখন কাজে লাগবে আমি তখন শিখিয়ে দেব।"

"ঘোড়ার ডিম," আমি বললাম, "বেশ তাহলে টম, অন্তত: বলো বিদ্বেষসূচক লৌহদণ্ডের মানে কি?"

"দেখ আমি তা জানি না অবশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা করতেই হবে। কারণ বিখ্যাত সবার বেলাতেই তা করা হয়েছে।"

এই ছিল তার পন্থা। যদি এর কোন বিষয় বুঝানোর সুবিধে না হতো, তবে সে তা বুঝতো না। আপনি সপ্তাহ ধরে তার খোশামুদি করুন, কোন তফাৎ হবে না তাতে।

www.boiRboi.blogspot.com

তার বংশীয় বর্মের ব্যাপার শেষ হোল, এবং টম কার্যোদ্ধারের বাকী অংশ সমাধান করতে লেগে গেল, সেটা হোল দেওয়ালে লিখবার জন্যে কোন একটা মর্মান্তিক বাণী স্থির করা—জিমের একটা তেমনি লিখতে হবে; কারণ সকলেই এ রকম লিখেছে। সে অনেকগুলি বাণী তৈরি করলো এবং সেগুলো কাগজের উপর লিখলো; ত পড়তে এই রকম :

১। এখানে একটি বন্দীর হৃদয় চূর্ণ হয়েছে।

২। এখানে একটি বন্দী, পৃথিবী ও বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে এবং দুঃখের কথা স্মরণ করে জীবনাবসান করেছে।

৩। এখানে একটি হৃদয় ভগ্ন হয়েছে, এবং সাতত্রিশ বছরে : কারাভোগের পর তার আত্মা শান্তি লাভ করেছে।

৪। এখানে গৃহহীন, বন্ধুহীন হয়ে সাতত্রিশ বছর চরমভাবে কারাবরণের পর চতুর্দশ লুইয়ের অবৈধ সন্তান, একটি মহৎ বিদেশী আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"

টম যখন সেগুলো পড়ছিল তখন তার গলার স্বর কাঁপছিল; এবং সে দুঃখে ভেঙে পড়ছিল প্রায়। পড়া শেষ হয়ে গেল; সে মনস্থির করতে পারলো না যে, এর মধ্যে জিম কোনটা দেয়ালের গায়ে লিখবে, কারণ সবগুলোই সে বললো; খুব সুন্দর হয়েছে; যাক শেষ পর্যন্ত সে মনস্থির করলো যে জিম সবগুলোই লিখবে। জিম বললো এগুলো পেরেক দিয়ে কাঠের গুঁড়ির উপর লিখতে তার এক বছর কাবার হবে। তা ছাড়া সে জানে না অক্ষর কি করে লিখতে হয়; কিন্তু টম বললো যে, সে তার জন্য ওগুলো ছাপার অক্ষরের মতো বড় বড় করে লিখে দেবে; এবং জিমকে আর কিছুই করতে হবে না; শুধু সেগুলোকে পংক্তি ধরে নকল করে গেলেই হবে। তারপর ক্ষণপরেই সে বললো : "আমার এখন মনে হচ্ছে যে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে চলবে না; কারণ কারাগারের দেওয়াল তা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয় না, পাথরের ওপরই আমাদেরকে খুঁদে লিখতে হবে; আমরা পাথরই নিয়ে আসবো।"

জিম বললো, সে তো গুঁড়ির চাইতেও খারাপ হোল; কারণ তাহলে এত ভীষণ সময় নেবে যে, সে কখনো বের হতেই পারবে না। কিন্তু টম বললো সে তাকে লিখতে সাহায্য করবে। টম ফিরে দেখলো যে, আমরা কলম তৈরির ব্যাপারে কতদূর এগোলাম। কাজটি যেমন বেকায়দাজনক, তেমনি কঠিন ছিল, আর খুব ধীরে এগুচ্ছিল; আমার হাত যেভাবে ক্ষত হচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল না যে, তা কখনো সারবে, আর কলম বানানোরও সুরাহা হবে। সুতরাং টম বললো: "আমি জানি কি করে কাজটা আঞ্জাম করতে হবে। আমরা যদি জিমের দুঃখের বাণী লেখার এবং বর্ম আঁকার জন্যে কোন পাথর আনি তা'হলে আমরা ঐ এক পাথরেই দু'পাখী মারতে পারি। ওখানে মিলের ধারে বেশ দেখতে সুন্দর একটা শান পাথর পড়ে আছে, সেটাকে যদি আমরা কোন ফিকিরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে তার উপর যা লিখবার তা তো লেখাই যাবে, অধিকন্তু আমরা তার উপর ঘষে কমল ও করাত তৈরি করতে পারবো।"

এ কল্পনাটা আমাদের মতো আনাড়ির পক্ষে খুব সোজা ছিল না; আর শান পাথরটিও নেহায়েত হাল্কা ছিল না; কিন্তু আমরা ঠিক করলাম যে, ওটা করা যাবে। তখন পর্যন্ত দুপুর রাত্রি হয় নাই, সুতরাং আমরা মিলের দিকে চললাম, জিম কাজ করতে থাকলো। আমরা শান-পাথরটিকে বেশ পাকড়ে ধরলাম এবং গড়িয়ে আনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাজটি খুবই পোক্ত ধরনের মনে হোল। কোন কোন সময় আমরা যতটা পারলাম ওটাকে ঠেলেঠুলে গড়িয়ে নিয়ে চললাম; আবার কখনো কখনো ওটাই গড়িয়ে এসে আমাদেরকে পিষে ফেলার মতো অবস্থা করলো। টম বললো যে, এটাকে নিয়ে যাওয়ার আগেই এটা আমাদের একজনকে ধরাশায়ী করবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা সেটাকে অর্ধেকটা রাস্তায় আনলাম বটে কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তি করে প্রায় নিজেদেরকে খতম করে ফেললাম, এবং ঘামে নেয়ে উঠলাম। আমরা দেখলাম আর চেষ্টা করে লাভ নাই; সুতরাং আমাদেরকে গিয়ে জিমকে ডেকে আনা দরকার। টম গিয়ে জিমের খাট তুলে শিকল বের করে নিল এবং সেটা জিমের গলায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেচিয়ে দিল। তারপর আমরা সবাই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এলাম, এবার জিম আর আমি শান-পাথরটাকে গিয়ে ধরলাম, এবং যেন কিছুই না এমনি করে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে আসতে লাগলাম, আর টম তদারক করতে লাগলো। সে যে-কোন বালককে তদারকে হারিয়ে দিতে পারতো, কারণ সে জানতো অনেক কিছুই।

আমাদের সুড়ঙ্গের ছিদ্রটি বড় ছিল বটে কিন্তু শান-পাথরটিকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার মতো বড় ছিল না। জিম খন্তাখানা নিল এবং শীগগিরই বড় করে ফেললো। পরে টম এটার উপর পেরেককে বাটালি মনে করে এবং বারান্দা কামরাটির জঞ্জালের মধ্য থেকে উদ্ধার করা একটা বস্তুকে হাতুড়ি মনে করে সেটার উপর কাজ শুরু করে দিল; টম তাকে বললো যতক্ষণ মোমবাতিটি জ্বলবে ততক্ষণ কাজ করবে, তারপর শান-পথরটিকে তার গাদলার খড়ের মধ্যে লুকিয়ে তার উপর শুয়ে পড়বে। এরপর আমরা তার শিকলটাকে আবার খাটের পায়ার নিচে দিয়ে গলিয়ে আটকে দিলাম, এবং ঘরে ফিরে শুতে যাব বলে তৈরি হলাম। এর মধ্যেই টম কিছু চিন্তা করলো এবং বললো : "তোমার এখানে কি মাকড়সা আছে, জিম।"

"না, খোদার শোকর, তানরা এহানে নাই, টমবাবু।"

"বেশ, তাহলে তোমার জন্যে কিছু মাকড়সা নিয়ে আসবো।"

"আপনার বালো হোক, মনি; তানাগো আমি চাই ন্যা। তানাগো আমি খুব ভয় করি। তার চাইয়া গিট্যা সাপও বালো।"

"এটা খুব ভাল বলেছ; আমার মনে হয় তা করা যাবে; নিশ্চয়ই করা যাবে; এটা একটা বিবেচনা করার মতো কথা বলেছ। কিন্তু তুমি রাখবে কোথায়?"

"কি কোহানে রাখপো, টমবাবু।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কেন গিঁঠো সাপ।"

"হায় একি কথা কন টমবাবু! গিট্যা সাপ খুব বেষাক্ত। ওডা এহানে আনলি আমার মাথার ধাক্কা মাইর‍্যাও যদি গুঁড়ির দেয়াল বাইঙ্গা বাইরাইয়্যা যাতি অয় তাও যাবানি, তা কলাম।"

"কেন হে জিম, কিছু কাল পরে, ওতে ভয় পাওয়ার কিছুই থাকবে না। কারণ তুমি সেটাকে পোষ মানাতে পার।"

"পোষ মানাতি পারি!"

"হাঁ, খুব সোজা। প্রত্যেক জন্তুই আদর এবং যত্ন করলেই কৃতজ্ঞ হয়। এবং যারা আদর করে তাদেরকে আঘাত করে না সব বইতেই একথা লেখা রয়েছে। আমি যা বলছি তা এই—তুমি চেষ্টা করে দেখ, দু'তিন দিন চেষ্টা করে দেখো। অল্প সময়ের মধ্যে তুমি তাকে এমন করতে পারবে যে সে তোমাকে ভালবাসবে; তোমার সঙ্গে শোবে, তোমার কাছ থেকে একটুও দূরে থাকতে চাইবে না; সেটাকে তোমার গলায় পেঁচাতে দেবে, এমন কি তার মাথাটিও তোমার মুখের মধ্যে নিতে দেবে।"

"দয়া কইর‍্যা টমবাবু অমন কথা কবেন না। আমি ওডা সহ্যি করতি পারি ন্যা! তার মাথাডা আমার মুহির মদ্দি দিয়ে আমারে কেরতার্থ করবি, তাই ন্যা? হ, থোন, আমি যে তা চাবো তার দেরি আছে; আরো শোনেন, ওডারে সাতে কইর‍্যা আমি শুতিও চাই ন্যা।"

"জিম এমন আহাম্মকের মতো কাজ করো না। বন্দীদের কোন না কোন বোবা পোষা জীব থাকে; যদি গিঁঠো সাপ এর আগে কেউ পোষ মানাতে চেষ্টা না করে থাকে, তাহলে তো আরো ভাল, তোমার গৌরব বেশি হবে কারণ এভাবে জীবন রক্ষা করার ব্যাপারে তুমিই হবে সর্বপ্রথম।"

"না টমবাবু, আমি এমন গরব চাই ন্যা। আমার গালডা কামড়াইয়া খাইয়া ফেলুক, আর আমি গরব করি। রাইহ্যা দ্যান অমন গরব, ওতে আমার কাম নাই।"

"যদি চেষ্টা করতে না পার তবে তা তোমার দোষ। আমি চেয়েছিলাম তুমি চেষ্টা করে দেখো—এই মাত্র; বেশ যদি না পার তবে দরকার নাই চেষ্টা করার।"

"নেয্য মতো যা করবার করেন তা করতি আমি বাদ্য আছি; তয় বেষাক্ত সাপের কথা কবেন না, সেডা কামড়ালি আমি কি করবো, টমবাবু; আপনি আর হাক যদি, এহানে আমি পোষ মানাবো বইল্যা, গিঁট্যা সাপ আনেন, তয় আমি ছাপ কলাম যে আমি এহান থ্যা পলাইয়া চইল্যা যাবো।"

"বেশ, ছেড়ে দাও, এটার সমন্ধে তোমার মাথা যদি এত গরমই হয়ে থাকে তবে ছেড়ে দাও। বেশ এর বদলে না হয় ঘরমণি সাপ দেয়া যাবে, সেতো আর

বিষাক্ত নয় সেগুলোর লেজে কিছু বোতাম বেঁধে দিয়ে সেগুলোকেই গিঁঠে সাপ মনে করলেই চলবে; এবং আমার মনে হয় সেটাই আমাদেরকে করতে হবে।"

"হঁ, টমবাবু, ওগুলো সহ্যি করতি পারি, তয় এও কই; ওগুলো না অলিই বালো হয়। কয়েদী অওয়া যে এত কষ্টের ও খেজালতের তা আমি আগে জানতাম না।"

"দেখ, ঠিকমত করতে গেলে তা হবেই। তোমার এখানে ইঁদুর আছে কি?

"না, কোন ইন্দুর দেহি নাই।"

"বেশ কিছু ইঁদুরও তোমাকে দেয়া যাবে।"

"ক্যান, টমবাবু, আমি তো কোনো ইন্দুর চাই ন্যা। সেগুলো সব চাইয়া হারামি, ঘুমানোর সময় গা'র উপর দ্যা দৌড়াদৌড়ি করে, আর খপ্পর কইর‍্যা পা'র মদ্দি কামড় মাইর‍্যা বসে; না, দরকারই যদি অয় তয় গরমনি সাপই আমারে দ্যান, ইন্দুর দেবেন না; ইন্দুর যে আমার খুব দরকার পড়ছে, তা আমি তো কই ন্যা।"

"কিন্তু জিম তোমার তো তা রাখতেই হবে; তারা সবাই রেখেছে। এ নিয়ে আর তুমি হৈ চৈ করো না। ইঁদুর ছাড়া কোন বন্দী এ পর্যন্ত থাকে নাই; সে রকম কোন উদাহরণ তুমি পাবে না। তারা তাদেরকে শিক্ষা দেয়, পোষ মানায় এবং নানা রকম কৌশল শেখায়, সত্যি বলতে কি তারা মাছির মতই তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে! তবে তোমাকে তাদেরকে বাজনা বাজিয়ে শোনাতে হবে।"

"আমার তো কিছুই নাই, খালি একখানা বাঙ্গা কাঙ্গই, একটুহানি কাগজ আর এট্টা একতারা আছে; একতারা যে ইন্দুরি খুব পছন্দ করবি তা আমার মনে আয় না।"

"হাঁ, তারা পছন্দ করবে। কি ধরনের বাজনা সে সম্বন্ধে তারা পরোয়া করে না। একতারা তাদের জন্যে যারপরনাই ভালো। সব জীবই বাজনা পছন্দ করে,—এবং বন্দীশালায় তো তারা বাজনা শুনলেই পাগল হয়ে ওঠে। বেদনায় ভরা বাজনা তো ওরা আরও পছন্দ করে এবং সেটা একতারা ছাড়া অন্য কিছুতে তেমন ওঠেই না। এটা তাদেরকে আগ্রহান্বিত করে তোলে; তারা ছুটে দেখতে আসে, হচ্ছে কি তোমার। হাঁ, ঠিকই বলেছ। তুমি রাত্রিতে শোবার আগে বিছানায় বসে, এবং খুব সকালে উঠে একতারা যে বাজাতে চাও, সেটা ঠিকই বটে। তবে, 'ছিড়ে গেলো যোগসূত্র' এই সুরটি বাজাবে—এটা ইঁদুরের বিশেষ একটি ভালো লাগার সুর, টেনে হেঁচড়ে সব নিয়ে আসবে; তুমি মিনিট দুই বাজিয়েছ কিনা বাজিয়েছ অমনি দেখবে ইঁদুর, সাপ, মাকড়সা, ইত্যাকার সব তোমার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এবং চলে এসেছে। তারা তোমার উপর মোচ্ছব লাগিয়ে দেবে; এবং তুমি চমৎকারভাবে সময় কাটাবে।"

"হ তারা যে তা লাগাবি তা বুজতি পারি, টমবাবু, তয় জিম যে কি রকম সময় কাটাবি, সেডায় ভালা কইর‍্যা বুজতি চাই। আমার করতি অলি করতি

www.boiRboi.blogspot.com

অবিই; জীবগুলিরে সন্তুষ্ট রাহার দরকার; কোন গোলমালের মদ্দি আমি যাতি চাই না।"

আরো কিছু রয়ে গেল কিনা তা দেখার জন্যে টম একটু দেরি করলো এবং একটু পরেই বললো : "ওহ, একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে, আমি কি ধরতে পারি তুমি কোন ফুল এখানে জন্মাতে পারে?"

"আমি জানি ন্যা, অয়তো পারি টমবাবু, এহানে তো খুবই আন্দার; আর আমার ফুলিরও কোনো দরকার নাই। আর তা এহানে খুবই মছিবত ঘটাবেন।"

"যা হোক সেটার চেষ্টা তো তোমাকে করতে হবে। অন্য অনেক বন্দীরা তা করেছে।"

"ঐ যে বিলাইর ন্যাজের মতো ডাটিঅলা যে মুলেন ফুল অয় তা এহানে অলি অতি পারে; তয় তার জন্যি যা খাটনি তার আদ্দেক পোষাবি ন্যা।"

"এটা বিশ্বাস করো না। বেশ আমরা তোমাকে একটা তাই এনে দেব, সেটা তুমি কোণে পুতে সেটাকে যত্ন করে বড় করবে; এবং সেটাকে মুলেন ফুল না বলে ডালিয়া বলবে—কারণ বন্দীশালায় এই নামই ঠিক। আর সেটার গোড়ায় পানি দেবে —চোখের পানি।"

"ক্যান টমবাবু, আমার কাছে তো কুয়োর পানি অনেক আছে।"

"কুয়োর পানি দেবে না; তোমার চোখের পানি এতে দিতে হবে। তারা সকলে তাই করেছে।"

"কি যে কন, টমবাবু? আমি কুয়ার পানি দ্যা সময়ির মদ্দি দুইডা মূলনের ডাণ্ডি গজাতি পারবো, আর একজন চোহের পানি দ্যা দেহুক, সেই সময়ির মদ্দি একটাও পারবি ন্যা।"

"সে কোন কথা নয়, তোমার চোখের পানি দিয়েই করতে হবে।"

"সেডা তালি মইর‍্যাই যাবি, আমার আতেই মরবি; কথাডা অলো কান্দা যে কি সেডা তো আমি করতিই পারি না।"

সুতরাং টম ফ্যাসাদে পড়লো কিন্তু সে চিন্তা করতে লাগলো। শেষে বললো, জিমকে পেঁয়াজ দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে। সে জিমকে বললে যে আগামীকাল সকালে নিগ্রোদের ঘরে গিয়ে তার কফির পাত্রের মধ্যে একটি পেঁয়াজ ফেলে দেবে। জিম তা শুনে বললো, "ওর চাইয়্যা কফির মদ্দি তামুক দেবেন, সেডাই ভালো অবি।" জিম দেখলেন এটার খুব দোষ ধরলো! তছাড়া সে বললো, মূলেনের ডাঁটি ফুল লাগানো, একতারা বাজিয়ে ইঁদুর ডাকা, সাপ মাকড় ইত্যাকার বস্তুকে পোষ মানিয়ে শান্ত রাখা; এর উপরেও আবার কলম তৈরি করা; দেয়ালের গায় কাহিনী লেখা, শার্টের হাতায় ডায়রী লেখা—বন্দীর এইসব কাজ, তার উপর এত কষ্ট, ভাবনা এবং দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, সে জীবনে এমন ফ্যাসাদে আর পড়ে নাই। টম এ কথা শুনে তার সব ধৈর্য হারিয়ে ফেললো

এবং বললো, এরকম সুন্দর ঘটনাগুলোর মারফতে জিমের জীবনে নিজেকে বিখ্যাত করার যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে, সেটা সে বুঝতেই পারছে না; সুতরাং তার উপরে এসব ব্যর্থ প্রয়োগ করে লাভ কি! এ শুনে জিম খুব দুঃখিত হোল, এবং বললো সে আর এরকম ব্যবহার করবে না। অতঃপর আমি আর টম শোয়ার জন্যে প্রস্থান করলাম।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ
টম 'বেনামী' পত্র লিখলো

সকালবেলা আমরা গ্রামের মধ্যে গেলাম এবং ইঁদুর ধরার একটি তারের যাঁতিকল কিনলাম; সেটাকে এনে সব চাইতে বড় যে ইঁদুরের গর্তটি বুজিয়েছিলাম সেটাকে খুলে তার মুখে পেতে দিলাম। ঘন্টাখানেকের মধ্যে বেশ মোটা তাগড়া পনেরটি ইঁদুর এসে তার মধ্যে পড়লো; তখন আমরা সেগুলোকে স্যালি খালা আম্মার বিছানার নিচে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। কিন্তু আমরা যখন মাকড়সা ধরতে গেলাম, তখন ওদের ছোট ছেলে শ্রীমান টমাস ফ্রাঙ্কলিন বেনজামিন জেফারসন আলেকজাণ্ডার ফেলপ্স সেটা খুলে দেখতে গেল যে, ইঁদুরগুলো বেরিয়ে আসে কিনা; অবশ্য ইঁদুরগুলোও বেরিয়ে এলো ঠিকই। এমন সময় স্যালি খালাম্মা ভিতরে এলেন; আমরাও ফিরে এলাম। এসে দেখলাম যে তিনি বিছানার উপর দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছেন; এবং ইঁদুরগুলো তাঁর নিস্তেজ মুহূর্তগুলোকে যতটা উত্তেজনাপূর্ণ করার তা করছে। ফলে এই হোল যে তিনি একটা হিকড়ির ডালের বেত হাতে নিলেন এবং তা দিয়ে আমাদের দুজনের গায়ের ধুলো বেশ ভাল করে ঝাড়লেন। তবুও তারপর আমরা আবার কাজে লেগে গেলাম। দুজনায় আবার পনের-ষোলটা ইঁদুর ধরলাম, এগুলো মাঝারি গোছের ছিল, আর আগেরগুলোর মতো এরা তেমন সুদৃশ্যও ছিল না; কারণ আগের বারে পালের গোদাগুলো ধরা পড়েছিল। প্রথম ক্ষেপে যে ইঁদুরগুলো ধরা পড়েছিল সে রকমটি আর কখনো দেখি নাই।

আমরা বিবিধ রকমের মাকড়সা, ছারপোকা, বেঙ, শুঁয়োপোকা এবং এটা-ওটা যোগাড় করে ফেললাম; আমাদের ইচ্ছা ছিল ভীমবুলের একটা চাকও যোগাড় করি, কিন্তু পারি নাই; কারণ ভীমবুল-পরিবার চাকের মধ্যে উপস্থিত ছিল। আমরা গোড়াতেই অবশ্য আশা ছাড়ি নাই, সুতরাং আমরা সেখানে যতক্ষণ পারি, অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে করলাম ওরা উড়তে উড়তে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন চাক ভেঙে নিয়ে চলে আসবো; কিন্তু দেখলাম যে আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম; তারপর আমাদের কিছু হুলও ওরা ফুটিয়ে দিয়েছিল; তা

www.boiRboi.blogspot.com

ঘষেটষে ঠিক করে ফেলেছিলাম বটে, কিন্তু বসতে অসুবিধা হচ্ছিল; সুতরাং ও-কাজ ক্ষান্ত রেখে আমরা সাপ ধরতে চলে গেলাম। কিছু ঘরমনি সাপ ধরে থলেতে পুরলাম। সেগুলো এনে আমাদের কামরায় রাখলাম। এই সময় রাতের ওক্তো হোল; আমরা সারাদিন ধরে সাধুভাবে ও প্রচণ্ড উৎসাহে যে কাজ করেছি, তার জন্যে কি ক্ষুধা পায় নাই মনে করেছেন? কিন্তু কোথায় গেল সে ক্ষুধা? উপরে গিয়ে দেখি—কোনরকমে সাপগুলো বেরিয়ে পড়ার রাস্তা পেয়ে গেছে, কারণ ঠিক মতো আমরা থলেটিকে বাঁধতে পারি নাই। যাক তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ তারা তখন পর্যন্ত বাড়িটার এলাকার মধ্যেই কোন-না-কোন খানে থাকবে জানতাম সুতরাং মনে করলাম সেগুলোকে আবার ধরা যাবে। এর পরই দেখা গেল কিছুকাল ও বাড়িটায় সাপের কোন অভাবই অনুভব করা যাচ্ছে না। কারণ আপনি হয়তো দেখলেন ছাদের কার্নিশ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যখন-তখন দু'একটা সাপ এদিক-ওদিকে পড়লো। এমনও দেখা গেল যে খাওয়ার সময় আপনার বাসনের উপরই একটা কিংবা আপনার ঘাড়ের পিছনের দিকে সুড়ুৎ করে একটা পড়ে নীলদাঁড়া বেয়ে চলে গেল; অবশ্য অধিকাংশ সময়েই আপনি এমনটি চান নাই, তবুও। তবে সেগুলো কিন্তু বেশ দেখতে ছিল ; ডোরাকাটা ও সুন্দর; তাদের এক লাখ জড়ো হলেও কারো কোন ক্ষতি করার মতো ছিল না; কিন্তু স্যালি খালাম্মার কথা আলাদা, তিনি সাপ-মাত্রই না-পছন্দ করতেন—তা সে যে গোত্রেরই হোক না কেন; কেন যে তিনি পছন্দ করতেন না, তা আজমায়েশ করা আপনার কর্ম নয়; যখন তার একটা তাঁর উপর এসে পড়তো তখন যে কাজই তিনি করতে থাকতেন না কেন, অমনি চিৎকার দিয়ে সট্ করে বেরিয়ে পড়তেন—তাঁর সেই চিৎকার হয়তো শহর থেকে পর্যন্ত শোনা যেত। এমন কি আপনি হাজার চেষ্টা করে চিমটা দিয়েও তাঁকে তার একটা সাপ ধরাতে পারতেন না! তিনি যদি হঠাৎ ঘুরে বিছানায়ও ওর একটা দেখতেন, তাহলে হুড়মুড় করে পড়ি কি মরি বেরিয়ে আসতেন আর এমন হৈ চৈ করতেন যে, আপনি মনে করতে পারতেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। তিনি বড়ো ভদ্দরলোকটির শান্তি এমন ভাবেই নিঃশেষ করেছিলেন যে, তিনি আমাদের বলতেন, আহা, সাপ যদি সৃষ্টি না হতো তবে কত ভাল হোত। এমন কি শেষ সাপটিও বাড়ি থেকে বিদায় নেয়ার এক সপ্তাহ পরেও স্যালি খালাম্মার নিস্তার ছিল না। তখনও পর্যন্ত তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে তিনি যদি কোন চিন্তায় মশগুল থাকতেন, এবং আপনি যদি একটি পালক নিয়ে তাঁর ঘাড়টি স্পর্শ করতেন, তাহলে তিনি এমন জোরে লাফ দিয়ে উঠতেন যে, মনে হোত তাঁর পায়েপরা মোজার মধ্য থেকে পর্যন্ত তিনি বেরিয়ে এলেন। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। টম বলতো সব মেয়ে মানুষই ঐ একই রকম। সে বলতো, তাদেরকে কোন না কোন কারণে অমনি করেই তৈরি করা হয়েছে।

স্যালি খালাম্মার সামনে প্রত্যেকবার সাপ পড়লে তিনি আমাদেরকে মার

দিতেন এবং বলতেন যে, যদি আবার তাঁর ঘর সাপ দিয়ে বোঝাই করার চেষ্টা করি, তাহলে যা কপালে আছে, তার তুলনায় যে মার খেয়েছি সেটা নস্যি। আমি মারকে তেমন ভয় করি নাই; কারণ ওতে ভয়ের কিছুই ছিল না; তবে যার ভয় ছিল, সে হোল, অম্নি করে আর এক কিস্তি সাপ সংগ্রহ করবো কি করে। যাক, শেষ পর্যন্ত আমরা সব কিছুই খুব সুষ্ঠুভাবে যোগাড় করলাম; তার ফল এমন হোল যে, জিম যখন বাজনা বাজাতো তখন সব জীবগুলো একত্রে তার উদ্দেশ্যে এমন ধাওয়া করতো যে, আপনি দেখলে মনে করতে পারতেন এমন মহোৎসব আর দেখেন নাই। জিম মাকড়সা পছন্দ করতো না, এবং মাকড়সাও জিমকে পছন্দ করতো না; সুতরাং মাকড়গুলো তাকে ধরার জন্যে তালে থাকতো এবং তার অবস্থাটা বেশ গরম করে তুলতো। ইঁদুর, সাপ এবং শানপাথরের কল্যাণে তার বিছানার উপর তার নিজের থাকার জন্যে একটু মাত্তরও 'জাগা ছিলো না', আর থাকলেও যে রকম উল্লাস চারদিকে ছিল, তার মধ্যে কেউ শুয়ে থাকতে পারতো না। সর্বক্ষণই এই মতো উল্লাস চলতো, কারণ সবগুলো জীবই তো একসঙ্গে ঘুমাতো না, পালা করে জাগতো। যখন সাপ ঘুমাতো, তখন ইঁদুর সরেজমিনে উপস্থিত হোত; আবার যখন ইঁদুর বিরতি দিত, সাপগুলো সজাগ হয়ে উঠতো; সুতরাং এদের একটি দলকে সে করতলগত করলেই দেখতে পেতো অন্য দলটি ছাড়া পেয়ে তার উপরে সার্কাস শুরু করেছে। আর নতুন কোন একটি জায়গা খুঁজে পেতে নিয়ে সেটার উদ্দেশে যাওয়ার সময় মাকড়সাও তার উপর এক চোট নিতো। জিম বলতো যদি কোনরকমে এবার ছাড়া পায়, তাহলে বেতন দিলেও আর সে বন্দী হবে না। তিন সপ্তাহের শেষাশেষি এসে দেখা গেল, প্রতিটি জিনিস বেশ সুষ্ঠুভাবে চলছে। শার্টটি আগেই পিঠায় ভরে পাঠানো হয়েছিল, সুতরাং প্রত্যেকবার ইঁদুরে খাবলে নিলেও জিম কালিটা তাজা থাকতে থাকতে উঠে তার ডায়েরিটা লিখে ফেলতো। কলম তৈরি হয়ে গিয়েছিল, শান-পাথরটির উপর যা লেখার তা লেখা হয়েছিল; খাটের পায়াটি করাত দিয়ে কেটে দু'টুকরো করা হয়েছিল; এবং তার থেকে যে গুঁড়ো বেরিয়েছিল, তা খেয়ে খেয়ে আমাদের দুজনের এমন আশ্চর্যজনক পেট-কামড়ানি শুরু হয়েছিল যে, আমরা মনে করেছিলাম, মরেই যাব; কিন্তু আমরা মরি নাই। করাতের এমন বদহজমি গুঁড়ো আমি জন্মে খাই নাই। টমও ঐ একই কথা বলে। থাক, আমি যা বলছিলাম, আমাদের সব কাজ শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো হয়ে গিয়েছিল; আমরা সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম মানে প্রধানত জিম। বুড়ো ভদ্দরলোকটি অরলিন্স ভাটিতে যে আবাদটি ছিল, সেটাতেই বার দুই চিঠি লিখেছিলেন তারা এসে যেন তাদের পলাতক নিগ্রো চাকরকে নিয়ে যায়; কিন্তু তার কোন উত্তর পেলেন না; কারণ সেখানে ওরকম কোন আবাদই দিল না; সুতরাং তিনি স্থির করলেন, জিমকে বিক্রী করার জন্যে তিনি সেন্ট লুই এবং নিউ অরলিন্সের পত্রিকায় ইস্তাহার দেবেন। তিনি যখন বললেন সেন্ট লুইয়ের কাগজে ইস্তাহার

www.boiRboi.blogspot.com

দেবেন, তখন আমার গা শিরশির করে উঠলো; এবং আমরা মনে করলাম আমাদের নষ্ট করার আর সময় নেই। সুতরা : টম বললো, এবার বেনামী চিঠি দিতে হবে।"

"সে আবার কি?"

লোকদেরকে সাবধান করে দেয়া যে, কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এক এক সময়ে এক এক ভাবে করতে হয়। সব সময়ই কেউ না কেউ আশেপাশে থাকে, এবং সে দুর্গটির শাসনকর্তাকে খবর দেয়। যখন চতুর্দশ লুই পালানোর চেষ্টা করেছিল, তখন টুলারিজ-এর একটি পরিচারিকা তা করে। এটা একটা ভাল পন্থা, ঠিক তেমনি আর একটি পন্থা হোল বেনামী চিঠি। আমরা এই দু'রকম পন্থাই ব্যবহার করবো। আর একটা কথা, বন্দীর মা সাধারণত : এক্ষেত্রে বন্দীর কাপড় পরে বন্দীর জায়গায় থাকে আর বন্দী তার মা'র কাপড় পরে চুপিসারে বেরিয়ে পড়ে। আমাদেরও তাই করতে হবে।"

"দেখেছো, টম, কি জন্যে তুমি কাউকে জানাতে যাবে যে, কিছু ঘটছে। তারা নিজের থেকে জেনে নিক—এটা তাদের কাজ।"

"হাঁ, তা জানি। কিন্তু তুমি তাদের উপর নির্ভর করতে পার না। আমাদের বেলায় ঠিক এভাবেই তো তারা গোড়া থেকে কাজ করছে—প্রত্যেকটি কাজ ফেলে রাখছে আমাদেরকে দিয়ে করানোর জন্যে। ওদের বিশ্বাস ওদের মনটা এত সরল, এ মাথাটায় এত গোবর পোরা যে, তারা কোন কিছুরই খেয়াল করে না। যদি তাদেরকে নোটিশ না দিই, তাহলে আমাদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে না লোক থাকবে, না কিছু থাকবে। সুতরাং এত খাটুনি খেটে এবং কষ্ট করে যে পালানোটা স্থির হোল, সেটা একেবারে ফালতু হয়ে পড়বে—না কোন তার দাম থাকবে, না কিছু থাকবে।"

"আমার কথা যদি ধরো, তবে বলি, আমি বরং সেটাই পছন্দ করি।"

"ঘোড়ার ডিম।" সে বললো এবং সে বিরক্ত হয়েছে মনে হোল।

সুতরাং আমি বললাম : "যাক, আমি কোন নালিশ করতে চাই না। যা তোমাকে খাটে, তা আমাকেও খাটবে। চাকরানী মেয়েটি সম্বন্ধে কি করতে চাচ্ছ?"

"তুমি হবে সেই মেয়ে! তুমি মাঝরাতে বেরিয়ে গিয়ে সেই নিগ্রো মেয়েটির ফ্রক চুরি করে আনবে।"

"কেন টম, তাহলে সকাল বেলায় বিপদ দেখা দেবে হয়তো ঐ মেয়েটির একটি ছাড়া ফ্রক নাই।"

"আমি তা জানি; কিন্তু তোমার তো পনেরো মিনিটের চেয়ে বেশি সেটার দরকার হবে না; তুমি সেটা পরে নিয়ে বেনামী চিঠিটা সামনের দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে ভিতরে দিয়ে আসবে, এই মাত্তর!"

"বেশ তাই করবো; কিন্তু সেটা তো আমার এই পোশাকেই সহজভাবে দিতে পারি।"

"না, কিন্তু সে যাই হোক আমাকে কি রকম দেখাচ্ছে তা দেখার জন্যে তা কেউ সেখানে থাকবে না।"

সে কথার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের তরিকা মতো যা করতে হবে, তাই করাই হোল আমাদের কর্তব্য! সেটা কেউ দেখলো না-দেখলো, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর তো কোন দরকার নাই। তোমার নীতি বলে কোন কিছুই নাই দেখছি।"

"বেশ আমি আর কিছুই বলছি মা। ঠিক আছে, না হয় আমি চাকরানী মেয়েটি হলাম; জিমের মা কে হবে?"

"আমি তার মা। আমি স্যালি খালাম্মার একটা গাউন চুরি করবো, তাতেই হবে।"

"তাহলে আমি আর জিম যখন চলে যাব তখন তুমি সেই ঘরটিতেই থাকবে?"

"বেশিক্ষণ নয়, আমি জিমের কাপড়গুলোর মধ্যে খড় পুরে সেটাকে তার বিছানার উপর শুইয়ে দেব; সেই হবে ছদ্মবেশে তার মা। জিম আমার গা থেকে গাউন খুলে নিয়ে পরবে। তারপর আমরা সকলে একত্রে ওদেরকে কৌশলে পরিহার করবো। এমনিভাবে যখন কোন বন্দী পলায়, তখন তাকে কৌশলে পরিহার করা বলে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, রাজা যখন এমনিভাবে পালায় তখন তাকে এই-ই বলা হয়। রাজার ছেলে যখন পালায়, তা সে ছেলে বৈধ হোক কিংবা অবৈধ হোক, তাকেও এই-ই বলে।"

সুতরাং টম বেনামী চিঠি লিখলো; এবং সেই রাত্রে আমি নিগ্রো মেয়েটির ফ্রকটি চুরি করলাম, সেটা গায়ে দিলাম এবং সদর দরজার নিচ দিয়ে চিঠিটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম—ঠিক টম যেভাবে সব কিছু বলেছিল সেভাবেই করলাম। চিঠিটায় এরকম লেখা ছিল :

সতর্ক হউন। বিপদ ঘনাচ্ছে। চারদিকে সতর্কদৃষ্টি রাখুন। —অজানা বন্ধু।

জিম রক্ত দিয়ে দুটো হাড়ের ক্রসচিহ্নের উপরে একটি মাথার খুলির ছবি আঁকলো। পরের দিন রাত্রে সেই ছবিটা সম্মুখের দরজার উপরে সেঁটে দিলাম; এবং তার পরের রাত্রিতে কফিন বাক্সের একটি ছবি পিছনের দরজার উপর লাগিয়ে দিলাম। ফল যা হোল তাতে বলতে পারি, আমি কোন পরিবারকে ভয়ে এমন ঘর্মাক্ত হতে দেখি নাই। যদি তাদের বাড়িটা ভূতে ভরে যেত, এবং প্রত্যেক জিনিসের পিছনে একটি করে ভূত থাকতো, এবং বিছানার তল থেকে ভূত বাতাসকে কাঁপিয়ে বেরিয়ে যেত, তাহলেও এর চাইতে খারাপ অবস্থা হোত না। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, খট করে দরজায় শব্দ হোল তো স্যালি খালাম্মা 'উঃ' করে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন, যদি কিছু পড়লো তো 'উহ্' করে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন, অন্যমনস্ক হয়ে আছেন এমন সময় কেউ যদি তাঁকে স্পর্শ করলো তো তিনি অমনিই করে চেঁচিয়ে উঠলেন; দেখা গেল তিনি কোনদিকেও শান্তি ফিরে পাচ্ছেন না, কারণ তাঁর মনে হতে লাগলো তাঁর পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি হঠাৎ ঘুরে যেতেন এবং 'উহ' বলে চিৎকার করে উঠতেন, কোন সময় অনেকটা ঘুরে আবার উল্টো ঘুরে যেতেন এবং অমনি চিৎকার করে উঠতেন। তিনি বিছানায় গিয়ে শুতে ভয় পেতেন, বসে থাকতেও সাহস করতেন না; সুতরাং বলা যায় চমৎকারভাবে তাছিব হয়েছিল। টম বললো, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কাজটি ঠিক পন্থাতেই করা হয়েছে।

সে বললো, এখন আমদের বুদ্ধিটাকে ফাঁপিয়ে আসল সুযোগ সুবিধা নেয়ার। সুতরাং পরের দিন সকালে আলো বিকাশের মুহূর্তেই আমাদের আর একখানি চিঠি তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু তা দিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়ে চিন্তা হতে লাগলো; কারণ রাত্রে খাওয়ার সময় শুনেছিলাম যে, তারা প্রত্যেক দরজাতেই একজন করে নিগ্রো সারারাত পাহারায় রাখবে। টম বিদ্যুতের আলোর থামটি বেয়ে কি হচ্ছে তাই দেখতে গেল। সে দেখলো পিছনের দরজায় পাহারা দিচ্ছিল যে নিগ্রোটি, সে ঘুমাচ্ছে। সে তক্ষুনি তার ঘাড়ের পিছনে চিঠিখানা সেটে রেখে এলো। চিঠিটায় লেখা ছিল :

"আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না, আমি আপনাদের বন্ধু হতে চাই। ইণ্ডিয়ানা-প্রদেশের একদল গুপ্তা, আপনার কাছে যে পলাতক নিগ্রোটি রয়েছে, তাকে আজ রাত্রে চুরি করবে স্থির করেছে। তারা আপনাদেরকে ভয় দেখিয়ে আসছে, যাতে আপনারা ঘরের মধ্যে থাকেন, এবং তাদেরকে কোন রকম বাধা না দেন। আমি এই দলেরই একজন, কিন্তু ধর্মভীরু; আমার ইচ্ছা যে, এই দল ত্যাগ করে আবার সাধুতার সঙ্গে জীবন যাপন করি। সুতরাং তাদের এই নারকীয় মতলবটি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তারা চুপিসারে উত্তর দিক হতে নেমে আসবে, ঠিক দুপুর রাত্রিতে, সঙ্গে একটা নকল চাবি থাকবে; সেটা দিয়ে নিগ্রোটির ঘর খুলতে যাবে। কথা আছে যদি আমি কোন রকম গড়বড় দেখি, তাহলে একটা টিনের বাঁশী বাজাবো। কিন্তু তার বদলে, আপনাদেরকে বলছি, যে ওরা আসা মাত্র আমি ভেড়ার মতো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাক দেবো; এবং বাঁশী মোটেই বাজাবো না। তারপর যখন তারা ওর শিকল খুলতে থাকবে, তখন আপনারা বাইরে তালা লাগিয়ে তাদেরকে আটকে ফেলবেন; এবং সময় মতো ধীরে-সুস্থে একে একে খতম করবেন। আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবেই কাজ করবেন, ব্যতিক্রম করবেন না, যদি করেন তবে তারা সন্দেহ করবে এবং হৈ চৈ করে কোন এক কাণ্ড করে বসবে। আমি এর জন্যে কোন পুরস্কার আশা করি না; আমি যে আমার কর্তব্য করতে পেরেছি, এই আমার সান্ত্বনা।

www.boiRboi.blogspot.com

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হ-য-ব-র-ল করে কেমন কার্যোদ্ধার!

নাস্তা খাওয়ার পর আমাদের খাশা লাগছিল; এই সময় আমরা ডোঙাটা নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেলাম, সঙ্গে খাওয়ার জিনিসও নিলাম। সময়টা ভালোই কাটলো, ভেলাটাকে দেখলাম, বেশ ঠিক আছে। একটু দেরি করে বাড়িতে রাতের খানার সময় ফিরলাম। দেখি যে, তারা সব চিন্তায় এ রকম ঘেমে উঠেছে যে, বুঝতে পারছে না তারা মাথার উপর না পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের খানা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরকে বিছানায় শুতে পাঠানো হোল; কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বললো না; নতুন চিঠিটার সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও কেউ জানালো না; তা না জানাক, তবুও এ ঠিক যে, অন্যেরা যতটা জানতো, আমরাও ততটাই জানতাম। আমরা উপরে ওঠার সিঁড়ির অর্ধেকটা আসতেই যেমনি স্যালি খালাম্মা একটু ঘুরেছেন অমনি সুড়ুৎ করে নেমে নিচের ভাঁড়ার ঘরের আলমারির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে থেকে বেশ ভাল রকম দুপুরের খানাটা যোগাড় করলাম, এবং উপরে আমাদের কামরায় নিয়ে এলাম; তারপর শুতে গেলাম। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা উঠলাম; স্যালি খালাম্মার যে পোশাকটা চুরি করা হয়েছিল, টম সেটা গ্রহণ করলো। খাওয়ার জিনিসগুলো নিয়ে রওয়ানা হতে গিয়ে সে বললো :

"মাখন কোথায়?"

"কেন আমি এক চাকলা মাখন নিয়ে রুটির উপর বসিয়ে দিয়েছি তো।" আমি বললাম।

"তাহলে সেখানে সেটা বসে নাই—দেখ রুটির উপর মাখন নাই।"

"মাখন না হলেও তা আমাদের চলতে পারে।" আমি বললাম।

"মাখন হলেও তো আমাদের চলতে পারে।" সে বললো, "যাও চট করে নেমে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে নিয়ে এসো। তারপর বিদ্যুতের আলোর থাম বেয়ে নেমে আমার ওখানে চলে এসো। আমি এখন জিমের কাপড়ের মধ্যে খড় ভরে তার মা'র প্রতিনিধি তৈরি করতে যাচ্ছি। যখন তুমি সেখানে পৌঁছবে তখনই আমি 'ভ্যা' করে ডাক দেয়ার জন্যে তৈরি থাকবো।"

সুতরাং সে বাইরে চলে গেল; আমি মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে গেলাম। মানুষের মুঠোর মতো বড়ো যে এক চাকলা মাখন আমি ফেলে এসেছিলাম, দেখি সেখানে সেটা পড়ে রয়েছে, সুতরাং রুটির উপর সেটা আবার তুলে নিলাম; এবং মোমবাতিটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলাম, তারপর চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম; প্রথম তলায় বেশ ভালমতোই এলাম, কিন্তু এখানে স্যালি খালাম্মার সঙ্গে দেখা হোল, তাঁর হাতে একটি মোমবাতি ছিল, আমি তাড়াতাড়ি

www.boiRboi.blogspot.com

জিনিসগুলো আমার হ্যাটের ভিতর সেঁটে পুরলাম, এবং হ্যাটটি আবার মাথার উপর সেঁটে দিলাম, পর মুহূর্তে স্যালি খালাম্মা আমাকে দেখলেন, এবং বললেন :

"তুমি কি নিচেয় ভাঁড়ার ঘরে গিয়েছিলে?"

"জ্বি-হাঁ।"

"সেখানে কি করছিলে?"

"কিছুই না।"

"কিছুই না?"

"জ্বি না।"

"তাহলে তোমার মাথায় কি চেপেছে, যার জন্যে এত রাত্রে ভাঁড়ার ঘরে গিয়েছিলে?"

"জ্বি আমি তা তো জানি না।"

"তুমি জান না? আমাকে এভাবে উত্তর দিও না টম। আমি জানতে চাই, তুমি সেখানে করছিলে কি? বলো?"

"আমি কোন কিছুই করছিলাম না, খালাম্মা। কসম বলছি আমি যদি কিছু করে থাকি।"

আমি মনে করলাম, এবার বোধহয় তিনি আমাকে যেতে দেবেন, কারণ এ রকম ক্ষেত্রে তিনি যেতেই দিতেন; কিন্তু এমন সব আজগুবি কাণ্ড বাড়িটায় ঘটছিল এবং কোন জিনিসই যখন একটুও সোজা মনে হচ্ছিল না—তখন তিনি যেন কেমন সন্দিগ্ধমনা হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং বললেন :

"যাও, সোজা বৈঠকখানায় বসো গিয়ে, আমি না আসা পর্যন্ত সেখানে থাকবে। তুমি নিশ্চয়ই এমন কোন কাজ করার ফিকিরে আছ, যেটা করার তোমার কোন দরকার পড়ে নাই। আমি বলছি তোমার কাজ হাসিল করার আগেই ধরে ফেলবো তোমার মতলবটা কি।"

সুতরাং আমি দরজা খুলে বৈঠকখানায় ঢুকলে তবে তিনি গেলেন। এ্যা খোদা, বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলাম লোকের মহা ভিড় সেখানে; পনের জন চাষী জড়ো হয়েছিল, এবং তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে বন্দুক ছিল। তা দেখে আমার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়লো, আমি চেয়ারের মধ্যে ধপ করে বসে পড়লাম। তারা বৈঠকখানাটির চারদিক ঘিরে বসেছিল, এবং খুব নিচু স্বরে কথা বলছিল; তাদের সকলেই দেখলাম বেশ অস্বস্তি বোধ করছে এবং অস্থির হয়ে উঠেছে; তবে তারা তাদের চেহারায় দেখাতে চেষ্টা করছিলো যে তারা তা হয় নাই; কিন্তু আমি ঠিক জানতাম তারা তা হয়েছিল, কারণ তারা তাদের মাথার হ্যাট একবার তুলছিলো আবার পরছিলো, মাথা চুলকাচ্ছিল, জায়গা বারবার বদলাচ্ছিল, এবং খামাখা বোতাম হাতাচ্ছিল। আমি নিজেও খুব যে স্বস্তি বোধ করছিলাম তা নয়; তবুও আমার মাথার হ্যাটটা অন্ততঃ যেমনকে তেমনই ছিল, সেটা আর তুলি নাই।

আমার ইচ্ছা করছিল স্যালি খালাম্মা এসে আমার ব্যাপারটার যা হোক একটা ফয়সালা করে ফেলুন, ইচ্ছা হলে শাস্তি দিয়ে দিন। আমি মনে করলাম তাহলে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে টমকে বলতে পারি যে, সে জিনিসটাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে ফেলেছে; কারণ আমরা ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছি। সুতরাং তাকে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলা দরকার যে, এই ভণ্ড লোকগুলো ধৈর্য হারিয়ে আমাদেরকে পাকড়াও করার আগেই আর বেওকুফি না করে জিমকে নিয়ে যেন সটান সরে পড়ি।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন এবং আমাকে বহু প্রশ্ন করতে লাগলেন; কিন্তু আমি তার কোনটার সোজাসুজি উত্তর দিতে পারলাম না; আমার পা কিংবা মাথা কোনটা যে উপরের দিকে ছিল, তা ভুলে গেলাম; কারণ এই লোকগুলো তক্ষুনি কাজ আরম্ভ করতে চাচ্ছিল; বলছিল দুপুর রাত হতে আর দেরি নাই; এখনই দুষ্কৃতিকারীদের গিয়ে ধরাটা ঠিক। অন্যেরা বলছিল ভেড়ার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। স্যালি খালাম্মা সমানে প্রশ্ন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং আমার এমন থরহরিকম্প লেগে গিয়েছিল যে, যে-কোন মুহূর্তে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে পারতাম, জায়গাটা ক্রমশঃই আমার পক্ষে গরম হয়ে উঠলো, এবং মাখন গরম হয়ে গলে আমার গলা ও কান বেয়ে পড়তে লাগলো। অল্পক্ষণ পরে যখন লোকদের একজন বললো, "আমার মতে আমাদের এক্ষুনি আগের থেকেই পলাতক নিগ্রোটির ঘরের মধ্যে যাওয়া উচিত, এবং ওরা আসা মাত্রই ওদেরকে ধরা উচিত," তখন আমার চেয়ারের মধ্যে হঠাৎ ধপ করে বসে পড়লাম, এবং সুড়ুৎ করে ঝলক দিয়ে মাখনের একটি ধারা আমার কপাল বেয়ে নেমে এলো; স্যালি খালাম্মা তা দেখলেন, এবং সাদা রক্তশূন্য হয়ে গিয়ে বললেন :

"হায় আল্লা, ছেলেটার কি হোল? নিশ্চয়ই তার মস্তিষ্ক-প্রদাহ মতো কিছু একটা হয়েছে, সেই জন্যে তার মাথার মগজ বেরিয়ে আসছে।"

তখন প্রত্যেকে দেখতে দৌড়ে এলো। তিনি চট করে আমার মাথার হ্যাটটি তুলে নিলেন, অমনি রুটিটা এবং মাখনের যতটুকু গলতে বাকী ছিল তা বেরিয়ে এলো, তখন তিনি আমাকে দুহাতে শক্ত করে ধরলেন এবং বুকে টেনে নিলেন, আর বললেন :

"ওহে, তুমি আমাকে কি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! যাক, আমি এখন আরাম ও কৃতজ্ঞ অনুভব করছি। এটা ততটা খারাপ কিছু না; কারণ মনে করেছিলাম যে, এই সময়টায় বিধি আমাদের বাম দেখছি, তাই দুর্ভাগ্য একা নয় হয়তো দল বেঁধেই আসছে। সুতরাং যখন তোমার কপাল বেয়ে ঐ পদার্থের ধারা বেয়ে পড়ছে দেখলাম, তখন মনে করলাম তোমাকে আমরা বুঝি হারাতে যাচ্ছি; কারণ ওটার রঙ দেখে আমি নির্ঘাত মনে করেছিলাম যে, ওটা তোমার মগজই হবে—হায় রে, আমাকে কেন বল নাই যে, ঐ কর্ম করতে তুমি সেখানে গিয়েছিলে;

www.boiRboi.blogspot.com

আমি তো তাতে কিছুই মনে করতাম না। এখন ভাগো, গিয়ে শুয়ে পড়ো, সকালের আগে আর তোমার মুখ যেন না দেখি।"

আমি এক মুহূর্তে উপর তলায় এসে গেলাম, আর পর মুহূর্তেই বিদ্যুতের আলোর থামটি বেয়ে নেমে গেলাম; গিয়ে সেই বারান্দা ঘরটির উদ্দেশ্যে ছুটলাম। আমি এমন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম যে, কথা বলতেও পারছিলাম না; তবুও যত তাড়াতাড়ি পারি টমকে বললাম, আর দেরি নয়, লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ো; এক মিনিটও নষ্ট করার সময় নেই—ওখানে হাতে বন্দুক নিয়ে বাড়ি-ভর্তি লোক জড়ো হয়েছে।

টমের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সে বললো : "না! না। সত্যি তাই নাকি? ভাঁওতা দিচ্ছ না তো! সত্যি হাক, যদি আর একটা চিঠি দেয়া যেত তাহলে দুশো লোক জড়ো হতো। আমরা যদি জিমকে উদ্ধারের কাজটা সে পর্যন্ত মুলতুবি রাখি—"

"আরে রাখ ও কথা। শীগগির করো, শীগগির করো," আমি বললাম, "জিম কোথায়?"

"ওই তো তোমার কনুইয়ের কাছে; তুমি হাত বাড়ালেই ওকে ছুঁতে পারবে। সে পোশাক পরেটরে তৈরি। এখন চলো আমরা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাব এবং ভেড়ার ডাকের সংকেতটি দেবো।"

কিন্তু সেই মুহূর্তে লোকের পায়ের শব্দ দরজা পর্যন্ত এসে গেছে শুনলাম; এবং তালা হাতড়ানোর আওয়াজও পেলাম। একটি লোক বললো :

"আমি না বললাম, আমরা অনেক আগে এসে গেছি—দেখো দরজা বন্ধ। এবার আমি তোমাদের কয়েকজনকে এই ঘরটির মধ্যে আটকে রাখি; তোমরা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে এবং ওরা এলেই মেরে ফেলবে; আর বাকী লোক এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে থাকবে, সুতরাং তারা ভিতরে এলো, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আমাদেরকে দেখতে পেল না। আমরা যখন বিছানার তলায় ঠেলাঠেলি করে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, তখন প্রায় মাড়িয়েই দিচ্ছিল। কিন্তু আমরা ঠিকমতোই ঢুকলাম, এবং সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি করে কিন্তু মোলায়েমভাবেই বেরিয়ে এলাম; প্রথমেই জিম, পরে আমি এবং সবশেষে টম; এটাই ছিল টমের নির্দেশ। আমরা এবার বারান্দাঘরটির মধ্যে এসে পৌছলাম এবং তার বাইরে খুব কাছেই, সবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমরা গুটিসুটি মেরে দরজার কাছে গেলাম এবং টম সেখানে আমাদেরকে থামিয়ে দরজার একটুখানি ভাঙা দিয়ে তার চোখ লাগিয়ে দেখলো, কিন্তু বাইরে ঘন অন্ধকার ছিল, তাতে কিছুই দেখতে পেল না। সে ফিসফিস করে বললো যে, ওদের পায়ের শব্দ যখন দূরে চলে যাবে, তখন সে আমাদেরকে কনুই দিয়ে ঠেলা মারবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে পড়বো—প্রথমে জিম, পরে আমি এবং সর্বশেষে সে। সে ফুটোটার উপর কান রেখে শুনতে থাকলো তো শুনতেই থাকলো; আর এদিকে

পায়ের শব্দ ঘর ঘেঁষে সারাক্ষণ চলতে থাকলো তো চলতেই থাকলো। শেষ পর্যন্ত সে কনুই দিয়ে আমাদেরকে ঠেলা দিল। আমরা চট্ করে বেরিয়ে পড়লাম এবং মাথা নুইয়ে ঝুঁকে, দম বন্ধ করে, শব্দ করে, শব্দ না করে, ভূতের মতো চুপিসারে লাইন বেঁধে বেড়ার নিকটে গিয়ে পৌছলাম। আমি আর জিম ঠিকমতই পার হলাম; কিন্তু টমের চোঙাপ্যান্টটি বেড়ার একটা কাঠের মধ্যে আটকে গেল। এবং সে যখন তাদের পায়ের শব্দ কাছে আসছে শুনতে পেল, তখন টেনে প্যান্ট ছুটাতে গেল। ফলে কাঠখানা ভেঙে একটা শব্দ হোল এবার সে রাস্তায় পড়ে দৌড় দেবার উপক্রম করতেই একজন চিৎকার করে বললো : "কে ওখানে? উত্তর দাও, নইলে আমি গুলী করবো!"

কিন্তু আমরা কোন উত্তর দিলাম না, আমরা শুধু গোড়ালিটা যুৎসই করে নিয়ে কষে দৌড় দিলাম। অমনি সেখানে হৈ-হৈ করে সবাই ছুটে এলো এবং দ্রুম-দ্রাম-দ্রুম শুরু হোল। গুলীগুলো আমাদের চারপাশ দিয়ে হুম হুম করে চলে যেতে লাগলো। তাদের চিৎকার করে বলতে শুনলাম :

"এই যে তারা! নদীর দিকে চলেছে। তোমরা ওদের পিছু পিছু কুকুরগুলোকে ছেড়ে দাও।"

সুতরাং তারা পুরোদমে এগিয়ে এলো। আমরা তাদের আসার শব্দ পাচ্ছিলাম, কারণ তাদের পায়ে বুট জুতো ছিল। আমরা ছিলাম খালি পায়ে এবং কোন চিৎকার করি নাই; ফলে তারা ধরতে পারলো না আমরা কোন দিকে যাচ্ছি; আমরা মিলের দিকে যাচ্ছিলাম কিন্তু তারা হঠাৎ এত কাছে এসে গেল যে, আমরা তাদেরকে এড়ানোর জন্যে একটা ঝোপের মধ্যে পালালাম, অমনি তারা এগিয়ে গেল। তখন আমরা তাদের পিছনে এসে উঠলাম। কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে সেগুলো ভয় দিয়ে ডাকাতগুলোকে তাড়িয়ে না দেয়; এবার তাদেরকে কেউ ছেড়ে দিল এবং তারাই লাখ কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুরু করে এগিয়ে এলো; সেগুলো আমাদের কুকুরই ছিল, সুতরাং না আসা পর্যন্ত আমরা যেখানে ছিলাম, অপেক্ষা করলাম। তারা এসে দেখলো যে এ আমরা, অন্য কেউ নয়; তখন উত্তেজিত হওয়ার কিছু না পেয়ে 'কি কেমন আছ' এই ধরনের একটি চিৎকার করে, যেখানে হৈ-চৈ করছিল সেদিকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে দৌড় দিল; তারপর সবাই আমরা আবার গতি সঞ্চয় করে ওদের পিছনে দৌড় মারলাম এবং মিলের কাছে এসে একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে, যেখানে আমাদের ডোঙাটি বাঁধা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে পৌছলাম; ডোঙায় লাফিয়ে উঠে আমাদের প্রিয় জীবনটাকে বাঁচানোর জন্যে শীগগির করে বেয়ে মাঝ নদীতে চলে গেলাম। যতটুক শব্দ না করলেই নয়, তার চেয়ে বেশি শব্দ করলাম না। তারপর ধীরেসুস্থে যেখানে আমাদের ভেলাটা ছিল সেই দ্বীপের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা তীরে একবার এদিক, একবার ওদিকে তাদের পরস্পরের হল্লা শুনতে লাগলাম; তারপর এত

www.boiRboi.blogspot.com

দূরে চলে যেতে লাগলাম যে, শব্দ ধীরে ধীরে কমতে কমতে নিভে গেল। ভেলায় উঠবার পর আমি বললাম :

"বুড়ো জিম, তুমি আবার স্বাধীন হলে। আমি বাজী ধরে বলতে পারি তুমি আর পরাধীন হবে না।"

"আর খুব জবরদস্তো বাবে কামডা অইছে, হাক। সুন্দর কইর‍্যা কামডা চিন্তা করা অইছে, সুন্দর কইর‍্যা আঞ্জাম করা অইছে। এ কথা কতি পারি যে, এমন অ-য-ব-র-ল কইর‍্যা অদবুত বাবে কামডা য্যামন করা অলো, ত্যামন আর কেউ করতি পারতো না।"

আমরা সবাই যতটা খুশী হওয়ার তা' হয়েছিলাম; কিন্তু টম সব চাইতে বেশি খুশী হয়েছিল, কারণ তার পায়ের গোড়ালির মধ্যে একটা গুলী লেগেছিল।

আমি এবং জিম যখন এ কথা শুনলাম, তখন আমরা যেরকম আনন্দ অনুভব করছিলাম, তা আর করতে পারলাম না। আঘাতটা তাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছিল, এবং এর থেকে রক্তও পড়ছিল। তাকে আমরা কাঠের তাঁবুটায় শুইয়ে দিলাম, এবং ব্যাণ্ডেজ করার জন্যে লাট-বাহাদুরের একটি কামিজ ছিঁড়লাম। সে কিন্তু বললো :

"নেকড়া আমার কাছে দাও, আমি নিজেই বাঁধতে পারবো, এমন তোমরা আহাম্মকি করে এখানে আর দেরি করো না; এমন সুন্দর কৌশলে যে এগুনো গেলো, তাকে তোমরা নষ্ট করে দিও না; মাঝিমাল্লাদের ডাক, ছিপ নৌকাটি ছেড়ে দাও! হে বীরগণ, আমরা সুচারুরূপে কার্যোদ্ধার করেছি, এবং সত্যিই করেছি! আহা যদি ষষ্ঠদশ লুই এমনিভাবে তাঁর কার্যোদ্ধার করতে জানতেন, তাহলে তাঁর জীবনীতে আর লিখতে হতো না 'সেন্ট লুইয়ের পুত্রটি জান্নাতবাসী হলো' তিনি তাকে সীমানা দিয়ে পগার পার করে দিতে পারতেন;—এবং এমন চতুরতার সঙ্গে পারতেন যে, কিছুই ঘটতো না। যাও, মাঝিমাল্লাকে ডাক, ছিপ নৌকাটি সত্বর ছেড়ে দাও।"

কিন্তু আমি ও জিম পরামর্শ করছিলাম—এবং চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এক মিনিট চিন্তা করে আমি বললাম :

"বল জিম, কি করা যাবে?"

সে বললো, "দ্যাহো হাক, কথাডা আমার কাছে এই রকম মনে অইত্যাছে, যদি টমবাবু আইজ স্বাদিন অইতো আর আমাগো কেউ গুলি খাইতো, তা হলি কি তানি কতেন, 'আমারে বাইচা যাতি দ্যাও, ও মরে মরুক, ডাক্তার ডাইক্যা আর কি অবি?' এডা কি টমসয়্যার বাবুর মতো কথা অতো? আর তানি কি তা কতেন? তুমি বাজী দরতি পারো, তিনি তা কতেন না। তা অলি জিম কি সে কথা কবি? না ভাইডি—আমি ওনারে ডাক্তার না দেহাইয়া এহান থ্যা এক পাও নড়তিছি না; যদি চল্লিশ বছর লাগে তা অলিও থাকপো।"

আমি জানতাম অন্তরে জিম শ্বেতকায়। সে যা বললো আমিও মনে করেছিলাম যে সে তাই-ই বলবে। সুতরাং সব কিছু ঠিক হোল। আমি টমকে

বললাম আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। সে তা নিয়ে বেশ হট্টগোল করলো, কিন্তু আমি ও জিম একেবারে অনড় রইলাম। তখন সে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ভেলাটার দড়ি খুলে ফেলতে চাইলো, কিন্তু আমরা তাকে তা করতে দিলাম না। সে তখন তার মনে যে-সব কটু কথা ছিল, তা আমাদের উপর খালাস করলো; কিন্তু তাতেও কোন কাজ হোল না।

শেষে যখন সে দেখলো আমি ডোঙাটা নিয়ে রওয়ানা হতে ঠিক করছি, তখন সে বললো :

"আচ্ছা, তাহলে তোমরা যাচ্ছই। বেশ যাও! তবে বলে দিচ্ছি কিভাবে গ্রামে পৌছে কাজটি করবে। দরজা বন্ধ করে নেবে, তারপর ডাক্তারের চোখ খুব কষে বাঁধবে, এবং তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে সে যেন কবরের মতো নিশ্চুপ থাকে, তার হাতে এক থলে মোহর তুলে দেবে, তাকে অন্ধকারের মধ্যে অলিগলি বেয়ে, নিয়ে গিয়ে ডোঙায় তুলে দ্বীপগুলোর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে; তার গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে এবং তার নিকট থেকে খড়িমাটি নিয়ে নেবে, তারপর গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর তা ফেরত দেবে। তা না করলে সে এই ভেলাটিতে খড়িমাটি দিয়ে দাগ দেবে, পরে খুঁজে বের করে ফেলবে। এইভাবেই তারা সবাই কাজ করে।"

অবশ্য আমি তাকে বললাম যে, আমি তাই করবো। তারপর রওনা হয়ে গেলাম। স্থির হোল ডাক্তারকে আসতে দেখলেই জিম জঙ্গলের মধ্যে লুকাবে। আবার ডাক্তার চলে গেলে বের হয়ে আসবে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

"নিশ্চয়ই কোন ভূত-প্রেত"

ডাক্তার একজন বৃদ্ধ লোক; আমি গিয়ে যখন তাঁকে ঘুম থেকে উঠালাম, তখন তাঁকে বেশ ভালো ও দয়ালু বলে মনে হোল। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি ও আমার ভাই স্প্যানিশ দ্বীপগুলোতে গতকাল বিকেলে শিকার করে বেড়াচ্ছিলাম, রাতে একটি ভেলা দেখে তাতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, দুপুর রাতে আমার ভাই স্বপ্নে তার বন্দুকে এক লাথি মারে, এবং বন্দুক ছুটে তার পায়ে লাগে। এখন আমরা চাই আপনি সেখানে গিয়ে একটু দেখে দেবেন। ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, কারণ আমরা চাই আমাদের পরিবারের সবাইকে হঠাৎ এসে আশ্চর্য করে দেবো।

"তোমাদের পরিবার, তারা কারা?" তিনি বললেন।

"ঐ যে ওখানে ফেলপ্‌স্‌রা যে রয়েছেন, তাঁরা।"

"ও!" তিনি বললেন। তারপর এক মিনিট পর আবার বললেন :

www.boiRboi.blogspot.com

"কি করে সে আঘাত পেলো বললে?"

"সে স্বপ্ন দেখেছিল" আমি বললাম, "এবং তাতে তার গুলীর আঘাত লেগেছিল।"

"খুবই মজার স্বপ্ন দেখছিল।"

তারপর তিনি তাঁর লণ্ঠন জ্বালালেন, এবং ঘোড়ার জিনটায় ঝুলাবার থলেটা তুলে নিলেন। আমরা এবার রওনা হলাম। কিন্তু তিনি যখন ডোঙাটি দেখলেন তখন সেটা পছন্দ করলেন না—বললেন ওটা একজনের জন্যে যথেষ্ট দুজন চড়া নিরাপদ নয়। আমি বললাম :

"আপনি চিন্তা করবেন না, আমাদের তিনজনকে ওটা স্বচ্ছন্দে বইতে পারে।"

"তিন জনকে?"

"কেন আমি আর সীড আর—আর বন্দুক, তাই মনে করে বললাম।"

"ও," তিনি বললেন।

তিনি তাঁর পা'টা গলুইতে রাখতেই নৌকাটা নড়ে চড়ে উঠলো, তখন তিনি মাথা নাড়লেন এবং বললেন যে তিনি এর চাইতে বড় কোন নৌকার খোঁজ করে দেখবেন পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেগুলো সব শিকল দিয়ে তালা-বন্ধ ছিল, সুতরাং তিনি আমার ডোঙাটি নিলেন, এবং তিনি ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আরো বললেন, "আমি ইচ্ছে করলে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারি, কিংবা বাড়িতে গিয়ে বাড়ির লোকদের আশ্চর্য হওয়ার জন্যে তৈরি হতে বলতে পারি। সেটা বরং আরো ভাল হবে। কিন্তু আমি বললাম যে আমি তা চাই না; সুতরাং কি করে ভেলাটি খুঁজে পাবেন সেটা আমি তাঁকে বাতলে দিলাম। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন।

শীগগিরই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো; আমি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কথায় যে বলে একটা ভেড়া তিনবার লেজ নাড়ার আগেই কাজটা ঠিক হয়ে যায়, ধরো তেমনিভাবে যদি ডাক্তার টমের পা'টা ঠিক না করতে পারে? তার যদি তিন চার দিন সময় লাগে, তাহলে আমরা কি করবো? তিনি সব কিছু প্রকাশ করে দেবেন, সেই আশায় কি বসে থাকবো? না মশাই, আমি জানি আমি কি করবো। আমি এখানে অপেক্ষা করবো, তারপর তিনি যদি ফিরে এসে বলেন, আবার তাঁকে সেখানে যেতে হবে, তাহলে আমি সাঁতরে হলেও সেখানে যাব, এবং তাঁকে নিয়েই যাবো; নিয়ে গিয়ে বেঁধে রেখে দেব এবং নদীতে ভাটি দেব; তারপর টমের কাজ শেষ হলে তাঁর যা পাওনা হয় সেটা, কিংবা আমাদের কাছে যা থাকে তা তাঁকে দিয়ে, তাঁকে কোনখানে পারে নামিয়ে দেব।

সুতরাং আমি গাদা মারা কাঠগুলোর ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম, ইচ্ছে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব। পরে যখন জাগলাম তখন দেখি সূর্য মাথার উপরে। আমি হুট করে বেরিয়ে একেবারে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম, তারা

বললো, ডাক্তার রাত্রিতে কোন এক সময়ে যে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেন নাই। আমি মনে মনে বললাম, এতে দেখা যাচ্ছে টমের সাংঘাতিক কিছু হয়েছে; আমি ঠিক করলাম তক্ষুনি ছুটে দ্বীপটিতে যাব। আমি ছুটলামও। মোড় ঘুরতেই দেখি আমার মাথাটি প্রায় সাইলাস খালুর পেট বরাবর ঢুঁসা মারতে যাচ্ছে! তিনি বললেন :

"এই টম! শয়তান, সারাক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?"

"আমি তো কোথাও ছিলাম না", আমি বললাম", শুধু মাত্তর পলাতক নিগ্রোকে ধরার জন্যে বেরিয়েছিলাম—আমি আর সীড, আমরা দুজনেই।"

"যেখানেই গিয়ে থাক, তোমাদের খালা ভয়ানক অস্থির রয়েছেন।"

"না, তাঁর তো অস্থির হওয়ার দরকার ছিল না", আমি বললাম, "কারণ আমরা ভালই ছিলাম। আমরা ঐ লোকজন ও কুকুরগুলোর পিছনে পিছনে ছুটেছিলাম, কিন্তু তারা আমাদের ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেল, সুতরাং আমরা তাদেরকে হারিয়ে ফেললাম; তখন আমরা মনে করলাম, হয়তো নদীর মধ্যে তাদের খবর পাব; তাই একটা ডোঙা নিয়ে তাদেরকে ধরতে নদী পার হয়ে গেলাম, কিন্তু তাদের কোন পাত্তাই পেলাম না; তারপর আমরা ওপার ধরে এগিয়ে গেলাম; ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষটায় হার মানলাম; এবং ডোঙাটি বেঁধে ঘুমিয়ে পড়লাম। এই ঘন্টাখানেক মাত্র হবে ঘুম থেকে উঠে এপারে জানতে এলাম কি খবর; সীড পোস্টাফিসে গেছে; কোন সংবাদ পায় কিনা তাই জানতে গেছে। আর আমি ঘুরে দেখছি কোন খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিনা; তারপর আমরা বাড়ি যাব।

সুতরাং আমরা পোস্টাফিসে সীড-এর খোঁজে গেলাম; কিন্তু আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক দেখলাম তাই—সীড সেখানে নাই। বুড়ো ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে একখানা চিঠি সংগ্রহ করলেন; এবং আমরা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম; কিন্তু সীড আর এলো না; বুড়ো ভদ্রলোকটি তখন বললেন, "চল আমরা বাড়ি যাই, সীড হেঁটে কিংবা ডোঙায় যে রকমে ইচ্ছে আসুক—আমরা তো গাড়িতে চড়ে যাই।" সীডের জন্যে অপেক্ষা করবো বলে আমি যে থাকবো তা তাকে দিয়ে রাজী করানো গেল না; তিনি বললেন ওতে কোন লাভ নাই; আমি তার সঙ্গেই যাব তাহলে স্যালি খালাম্মা অন্ততঃ বুঝবেন আমরা নিরাপদেই ছিলাম।

আমরা যখন বাড়ি এলাম, স্যালি খালাম্মা খুব খুশী হলেন, হাসলেন, কাঁদলেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পালকের ছড়ি দিয়ে কয়েক ঘা মারলেনও; তাতে ঘোড়ার ডিম, আমার কিছুই হোল না। তিনি বললেন, সীড এলেও তার জন্যে এই ব্যবস্থা করবেন।

জায়গাটি দেখলাম, চাষীগণ ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে সরগরম, তাদেরকে রাত্রে খাবার দাওয়াত করা হয়েছে; বকবকানির এমন হাট মিলিয়েছে তারা, যা

www.boiRboi.blogspot.com

আমি জন্মে শুনি নাই। বুড়ো হচকিস্-এর বিবিই ছিল এ বিষয়ে সব চাইতে বদ, তার জিহবা সমানে চলেছিল। সে বললো :

"দেখহে ফেলপস বুয়া, আমি ঐ নিগ্রো চাকরটির ঘরটি দেখলাম, আমি বিশ্বাস করি সে পাগল ছিল। আমি ড্যামরেল বুজানকে বলেছি—কি ড্যামরেল বুজান, বলিনি?—আমি বলেছি : সে একটা পাগল—ঠিক এই কথাই বলেছি, তোমরা শুনলে তো আমি বললাম সে পাগল ছিল—হাঁ আমি তাই বলি; সব কিছুতে তাই প্রমাণ হয়; আমি বলি কি শান পাথরটাই ধরো—তোমরা কি বলতে চাও; যার মাথা ঠিক আছে এমন লোক ঐ সব পাগলামির কথা শান-পাথরের উপর লিখবে? কে নাকি এখানে তার হৃদয় চূর্ণ করেছিল, কে নাকি সাতত্রিশ বৎসর বন্দী ছিল—এই কথা; লুইয়ের জারজ সন্তান—যত সব বাজে পাগলামির কথা। বলছি কি, ও বদ্ধ পাগল ছিল; সেই কথা আমি প্রথমে বলেছি, মধ্যখানে বলেছি, শেষে বলেছি, সব সময়েই বলেছি—নিগ্রোটি পাগল ছিল—বদ্ধ পাগল, বলছি কি নেবেকুদনে জারের মতোই পাগল ছিল।"

"আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে দড়ির সিঁড়ি তৈরি করাটাই দেখো, হচকিস বুবু", বুড়ো ড্যামরেল—এর বিবি বললো, "আল্লা জানেন, ও দিয়ে সে কি করতে চাচ্ছিল—"

"এই কথাই তো আমি একটু আগে বোন উতরবেককে বলেছিলাম; সে-ই এখন আপনাদেরকে বলবে। বলেছিলাম, আচ্ছা দেখতো ঐ দড়ির মই—ঐ দেখো—সে ও দিয়ে কি করতে চাইছিল?—হচকিস বুবু—সে—"

"কিন্তু অবাক কাণ্ড, কি করে তারা শান-পাথরটাকে ওখানে দিয়ে গেল? আর সেখানে ওই সুড়ুঙ্গই বা কে করলো? আর কেই-বা—"

"আমারও তো ওই কথা, পেনরত ভাইজান। আমি বলছিলাম কি—এখানে গুড়ের তস্তরিটা চালান করে দাও তো—হাঁ আমি এই মাত্তর ডানলাপ বুবুকে বলছিলাম তারা কি করে ঐ শান-পাথরটা ওখানে নিয়ে এলো? বলছি কি, কোন রকম সাহায্য না পেয়ে!—মনে রেখো কোন রকম সাহায্য পায় নাই!

"ঐ তো ঐ হোল ব্যাপার, আমাকে আর বলো না; সাহায্য নিশ্চয়ই কেউ করেছে। আমি বলছি কি খুব সাহায্য করেছে; বললাম তো কি হোল প্রায় এক ডজন লোক ঐ নিগ্রোটিকে সাহায্য করেছে; আমি যদি একবার জানতে পারি কোন নিগ্রোটি করেছে,—তাহলে এখানে যতগুলো নিগ্রো রয়েছে তাদের ছাল তুলে ফেলবো, বলছি কি—এর উপরও—বললাম তো কি হোল—"

"এক ডজন কি বলছো, যে কাজ সব করা হয়েছে চল্লিশ জন হলেও তা পারতো না। একবার খাপের ছুরি, করাত, সব কিছুই দেখ না কেন—কি রকম ধীরে সুস্থে কাজগুলো করা হয়েছে; খাটের পায়াটার কথাই ধরো না কেন, যেভাবে ওগুলো দিয়ে ওটা কাটা হয়েছে তাতে মনে হয় তা অন্ততঃ ছ'টি লোকের

এক সপ্তাহের কাজের মতো; আর বিছানার উপর খড় দিয়ে তৈরি করা নিগ্রোটিকে দেখ—"

"এ কথা তুমি বলতে পার বটে, হাইটাওয়ার ভাইয়া! ঠিক এই কথাই ফেলপস ভাইজানকে বলছিলাম, স্বয়ং তাকেই বলছিলাম। হচকিস বুবু কি বলো, তাই না; একবার চিন্তা করে দেখুন ফেলপস ভাইজান, ঠিক বলছি কিনা। পায়াটা তো আর নিজেকে নিজে কাটতে পারে না—নিশ্চয়ই কেউ কেটেছে, দেখুন ঠিক বলছি কিনা। আমি এই বললাম, এখন ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুন, ইচ্ছা হয় না করুন, তাতে কিছু যায় আসে না; তবে এই আমার মত; যদি কেউ এর চাইতে ভাল কোন ব্যাখ্যা এর করতে পারে, তবে বলছি কি, করুক না—এই হোল গিয়ে কথা। ডাললাপ বুবুকেও আমি এ কথা বলছি, বললাম তো কি হোল—"

"বিড়ালকে বরং কুকুর মনে করা কঠিন, কিন্তু ঐ কাজগুলো করার জন্যে চার সপ্তাহ থেকে এ বাড়িটা নিগ্রোতে ভর্তি ছিল তা মনে করা কঠিন নয়, ফেলপস বুবুজান ঐ পাটিটা দেখুন—ওটার প্রত্যেক ইঞ্চিতে রক্ত দিয়ে আফ্রিকার ভাষায় কি হিজিবিজি লেখা হয়েছে, দেখেছেন আগাগোড়া ওটার উপর লেখা হয়েছে; কেউ যদি লেখাটা কি তা আমাকে শোনাতে পারে, তবে তাকে আমি দু-ডলার দেব আর যে নিগ্রোটি তা লিখেছিল তাকে পেলে আমি বেতিয়ে—"

"লোকেরা যে তাকে সাহায্য করেছে, মারপেল ভাই, তা বুঝতে পারতেন যদি এখানে কিছুকাল আগের থেকে থাকতেন। কেন দেখুন, তারা তাদের হাতের কাছে যা পেয়েছে— তাই চুরি করেছে; অথচ আমরা সব সময়ে পাহারা দিচ্ছিলাম। এবার চিন্তা করে দেখুন, ব্যাপারটা, শার্টটাকে রোদে শুকানোর দড়ির উপর থেকে চুরি করেছে, আর যে চাদরটাকে শেষ পর্যন্ত চুরি করে তা দিয়ে দড়ির মই তৈরি করেছে, সেটাকেই আবার কতবার চুরি না করেই রেখে যেত, সেও এক অবাক কাণ্ড! তারপর ময়দা, মোমবাতি, বাতিদান, চামচ, গরম করার একটি পুরানো পাত্র—এমনি হাজারো জিনিস! অত আমার মনেও পড়ছে না—ও হ্যাঁ, আমার নতুন সুতি গাউনটাও তারা চুরি করেছে। আমি, সাইলাস, টম ও সীড দিনরাত্রি পাহারা দিচ্ছিলাম। আর আমি আপনাদের বলছি, আমরা তাদের স্পর্শ করা দূরে থাকুক, টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাই নাই, এমন কি তাদের শব্দও পর্যন্ত শুনতে পাই নাই। আর এখন? আপনারা তো দেখলেন আমাদের নাকের ডগার সমুখ দিয়ে আমাদেরকে আহাম্মক বানিয়ে স্বচ্ছন্দে, সুস্থ শরীরে তাকে নিয়ে চলে গেল, এমন কি ডাকাতগুলোকে পর্যন্ত ধোকা দিয়ে গেল; আর এদিকে ষোলটি লোক, বাইশটি কুকুর নিয়ে তাদের পিছনে দৌড়ে আমরা কিছুই করতে পারলাম না। আমি আপনাদের বলছি, জীবনে যা-কিছু শুনেছি, এ তার সব কিছুকে হার মানায়। এমন কি ভূতপ্রেতও তার চেয়ে ভালো রকম চালাকীর সাথে কাজ করতে পারতো না। আমার মনে হয়, এরা ভূত-প্রেতই হবে—কারণ আপনারা জানেন, আমাদের কুকুরগুলো কোন সুবিধে করতে পারলো না,

www.boiRboi.blogspot.com

একবারও তাদেরকে দেখতে পেল না। আপনারা আমাকে এ কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারেন কেউ? পারলে বলুন না!"

"হাঁ, চিন্তাকে অবশ্য হার মানায়।"

"খোদা খায়ের, এমন কাণ্ড কখনো—"

"খোদা না করুন আর যেন দেখতে না হয়—"

"এরা আবার ঘরে এসেও চুরি করে—"

"অ-আল্লা, আমার এমন জায়গায় থাকতে খুব ভয়—"

"ভয় করবেই তো!—কেন আমি নিজেই কি কম ভয় পেয়েছিলাম; বসতে পারি নাই, উঠতে পার নাই, শুতে পারি নাই, ঘুমাতে পারি নাই; রিজওয়ে বুয়া— তারা কি না চুরি করতে পারতো—কাল রাতদুপুর যখন হয়ে এলো, তখন আমি এমন হয়রান হয়ে উঠলাম যে কি বলবো। আল্লার শুকুর, আমি যদি কাল রাত্রে এত ভয় না পেতাম, তবে হয়তো পরিবারের কাউকেই তারা চুরি করে নিতো। আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে বুদ্ধিবিবেচনা সব হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন দিনের বেলা বলে হয়তো ব্যাপারটাকে বোকামি মনে হবে; কিন্তু আমি রাতে মনে মনে বলেছি, এই তো উপর তলায় ঐ ঘরটায় দুটো নিরীহ বাচ্চা একলাটি শুয়ে আছে, তাদের যদি কিছু হয়, তা হলে? হলে তাদের বন্ধ করে রাখা উচিত। আমি তাই করলাম। যে কেউ অবশ্য তা করতো। কারণ, আপনারা জানেন যখন এই রকম ভয় পেয়ে যান, আর এভাবে চলতে চলতে ক্রমেই যখন খারাপ হতে থাকে, আপনার বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যায়, আপনাকে পাগলের মতো নানা কাজ করতে হয়, তখন আস্তে আস্তে আপনার মাথায় এভাবে চিন্তা আসবে, ধরো আমি যদি একটি ছেলে হতাম, এবং একাকী ওখানে থাকতাম, আর দরজা যদি বন্ধ না থাকতো আর—" এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন এবং কি যেন বিস্মিতভাবে চিন্তা করলেন, তারপর তাঁর মাথাটি আমার দিকে ধীরে ধীরে ফেরালেন; তখন চোখ দুটো দুর্দান্তভাবে আমার উপর এসে পড়লো—আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম; এবং হাঁটতে শুরু করলাম।

মনে মনে বললাম, আমি যদি একদিকে গিয়ে চিন্তা করি কি করে আমাদেরকে কাল সকালে কামরায় পাওয়া গেল না, তাহলে বলার মতো কিছু একটা ঠিক করে ফেলতে পারবো। সুতরাং আমি বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু বেশিদূর গেলাম না; তাহলে আমাকে তিনি ডেকে পাঠাবেন। যখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো, লোকজন চলে গেল, তখন আমি ভিতরে এলাম। তাঁকে বললাম যে, বন্দুকের গুলীর আওয়াজে ও গোলমালে আমার ও সীডের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমরা কি হচ্ছে দেখতে চাচ্ছিলাম কিন্তু দেখলাম দরজা বন্ধ, সুতরাং আমরা বিদ্যুতের আলোর থামটি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম; তার জন্যে দুজনেই কিছুটা ব্যথা পেলাম। তাই ঠিক করেছি যে, আর কোন দিন এ কাজ করবো না। তারপর আমি আগে সাইলাস খালুকে যা যা বলেছিলাম সেই সব কথা তাঁকেও

বললাম। তাতে তিনি বললেন যে তিনি আমাদের মাফ করে দেবেন। হয়তো আমাদের পক্ষে যা করেছি, সেটা করা ঠিকই হয়েছে। লোকে ছেলেমানুষদের কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারে। তিনি যতদূর দেখতে পাচ্ছেন তাতে মনে করেন, ছেলেরা বেপরোয়া হবেই, তবে কোন ক্ষতি না হলেই হোল। তিনি মনে করেন, আমরা বেঁচে রয়েছি, তাঁর কাছে রয়েছি, এতেই তিনি যথেষ্ট খুশী। আমরা কি করেছি না করেছি তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে কি লাভ। সুতরাং তিনি আমাকে চুমো দিলেন। মাথায় হাত দিয়ে একটু চাপড়ে দিলেন এবং কোন পুরোনো স্মৃতির মধ্যে যেন ডুবে গেলেন; খানিক পরেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন :

"হায়, হায়, প্রায় রাত হয়ে এল, এখনো তো সীড এলো না, ছেলেটার কি হোল, কে জানে?"

আমি দেখলাম, এই সুযোগ; সুতরাং আমিও লাফিয়ে উঠে বললাম :

"আমি শহর পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে আসি?"

"না তোমাকে যেতে হবে না"—তিনি বললেন, "তুমি ঠিক যেখানে আছ সেখানেই থাক; একবারে একজন করে হারানোই যথেষ্ট। যদি সে রাতের খানা খাওয়ার সময় পর্যন্ত না আসে, তবে তোমার খালুই যাবে।"

সে রাত্রের খানার সময় পর্যন্ত এলো না; সুতরাং খালুই গেলেন।

তিনি রাত দশটায় ফিরে এলেন বেশ একটু অস্থির হয়ে। টমের কোন খোঁজ পান নাই। স্যালি খালাম্মা খুবই অধীর হয়ে পড়লেন; কিন্তু সাইলাস খালু বললেন, ব্যস্ত হওয়ার কোন দরকার নাই। ছেলেপুলেরা ছেলেপুলেদের মতো তো ব্যবহার করবে! দেখো সে সকালে বহাল তবিয়তে এসে পড়বে। সুতরাং তিনি কিছুটাক শান্ত হলেন বটে, তবে বললেন, যা হোক, সীডের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যাতে সে এসে দেখতে পায় সে জন্যে একটি বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

যখন আমি উপরে উঠে শুতে গেলাম, তখন তিনি আমার সঙ্গে এলেন। একটি বাতি নিয়ে এলেন। তারপর আমাকে শুইয়ে গায়ের চাদরগুলো ভাল করে গুঁজে দিলেন; এমন মায়ের মতো ব্যবহার করলেন যে, আমার নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হতে লাগলো। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। তিনি আমার বিছানার উপর বসে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করলেন। বললেন, সীড কত ভাল ছেলে। সীডের সম্বন্ধে তার কথা যেন ফুরাতে চাচ্ছিল না; আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তোমার কি মনে হয়, সে হারিয়ে গেছে; কিংবা কোন রকম আঘাত পেয়েছে, কিংবা ডুবেই মারা গেছে; আর এই মুহূর্তে যখন আমি তার কাছে নাই সে হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে! এ কথা বলার সময় দরদর করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমি বারবার বলতে থাকলাম, সীড নিশ্চয় ভাল আছে, সে

www.boiRboi.blogspot.com

সকালে ফিরে আসবে। তিনি তা শুনে বারবার আমাকে চেপে ধরতে লাগলেন, চুমো খেতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, আবার বলো এ রকম শুনলে মনটা সান্ত্বনা লাভ করে। বেরিয়ে যাবার সময় তিনি আমার চোখের উপর স্থির ও নম্র দৃষ্টি ফেললেন ও বললেন :

"যখন জানালা ও বিদ্যুতের আলোর থাম রয়েছে, তখন দরজা আর বন্ধ করবো না টম; কিন্তু তুমি ভাল হয়ে থেকো, আমার খাতিরে অন্তত : আর বাইরে যেয়ো না, কেমন?"

খোদা জানেন, আমি বেরিয়ে গিয়ে টমকে দেখার জন্যে কেমন আকুলি-বিকুলি করছিলাম; বেরিয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষাও আমার ছিল, কিন্তু এরপর হাজার রাজ্য পেলেও বেরিয়ে যাওয়ার আর সামর্থ্য থাকলো না।

তাঁর কথাও আমি মনে করেছিলাম, টমকেও ভুলতে পারছিলাম না, সুতরাং রাতভর শান্তির সঙ্গে ঘুম হোল না। দুবার আমি থাম বেয়ে নিচে নেমে গেলাম, বাড়িটার সামনে দিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে গেলাম, দেখলাম জানালায় মোমবাতি জ্বালানো রয়েছে, আর তিনি রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছেন, তাঁর চোখে পানি; আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আহা! আমি যদি তাঁর জন্যে কিছু করতে পারতাম তবে কতো ভালো হোত; কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না; শুধু মনে মনে কসম খেলাম যে, তাঁর মনে কষ্ট লাগে এমন কিছুই আর কখনো করবো না। তৃতীয়বার অতি ভোরে আবার যখন নেমে গেলাম, দেখি তিনি তেমনিভাবেই সেখানে রয়েছেন; তাঁর মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর পাকাচুল মাথাটি হাতের উপর রেখে তিনি অকাতরে ঘুমুচ্ছেন।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তারা জিমকে ফাঁসি দেয় নাই কেন

বুড়ো ভদ্রলোকটি সকালে নাস্তার আগে আবার শহরে গেলেন, কিন্তু টমের কোন হদিস পেলেন না; দুজনই টেবিলে বসে চিন্তা করতে লাগলেন, কেউ কিছু বললেন না; দুজনের মুখই চিন্তাক্লিষ্ট। কেউ কিছু খাচ্ছিলেন না; কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

শেষে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন : "তোমাকে কি আমি চিঠিটা দিয়েছি?"

"কোন্ চিঠি?"

"কাল যেটা পোস্টাফিস থেকে আনলাম।"

"না তুমি আমাকে কোন চিঠি দাও নাই"।

"আমি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলাম।"

তিনি তাঁর পকেট হাতড়ালেন, পরে যেখানে রেখেছিলেন সেখানে গিয়ে নিয়ে আসলেন, এবং স্যালি খালাম্মাকে দিলেন।

স্যালি খালাম্মা বললেন : "আরে এ দেখি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে এসেছে—আপা লিখেছেন।"

আমার মনে হচ্ছিল, আর একবার বাইরে পাক দিয়ে এলে আমার সুবিধা হোত। তবে উঠতে পারছিলাম না। তিনি কিন্তু সেটা খুলে ফেলার আগেই, সেটা ফেলে রেখে দৌড়লেন—কারণ তিনি কিছু দেখেছিলেন। আমিও দেখেছিলাম। টম সয়্যারকে একখানি গাদলার উপরে বয়ে আনা হচ্ছে, সঙ্গে সেই বুড়ো ডাক্তারটি; আর জিম—তার পরনে সেই সুতি গাউন, হাত দুটো পিছে বাঁধা, সঙ্গে বহু লোক। আমি প্রথমেই চিঠিখানাকে হাতের কাছে পেয়ে সামলিয়ে ফেললাম, এবং সেদিকে দৌড়ে গেলাম। তিনি টমের গাদলার পাশে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন : "ওহ, সে মরে গেছে, সে মরে গেছে, আমি জানি সে মরে গেছে।"

টম তার মাথাটা একটুখানি ফিরালো, এবং যেন কি বললো। তাতে বোঝা গেল তার মাথার ঠিক নাই। তারপর তিনি হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বললেন :

"সে বেঁচে আছে, খোদার শোকর। এই যথেষ্ট!" তিনি তার মুখে চুমো খেলেন, এবং টমের বিছানা তৈরি করার জন্যে বাড়ির মধ্যে ছুটে চললেন। যাওয়ার মুখে নিগ্রোদের এবং অন্য যাদেরকে সামনে পেলেন, তাদের উপর সমানে মুখ চালিয়ে হুকুম দিয়ে চললেন।

আমি লোকগুলোর সঙ্গে গেলাম, তারা জিমকে নিয়ে কি করে তা দেখার জন্যে। বুড়ো ডাক্তার এবং সাইলাস খালু টমের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর গেলেন। লোকগুলো দেখলাম ক্রুদ্ধ—খুব তর্জন-গর্জন করছিল, তাদের কেউ কেউ বলছিল, ব্যাটা যেভাবে হুলুস্থুল ঘটিয়েছে, যেভাবে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে কয়েকদিন থেকে দিন-রাত্রি মৃত্যুর মতো ভয়ের মধ্য দিয়ে কাটাতে বাধ্য করেছে—তাতে তাকে ফাঁসি দেয়া উচিত। তাহলে অন্য নিগ্রো চাকরগুলোকে শিক্ষা দেয়া হবে। তারা আর জিমের মতো পালানোর চেষ্টা করবে না। আবার অন্য লোকেরা বলছিল, এ নিগ্রো চাকরটি তো আমাদের না; সুতরাং ও-কর্মটি করো না, ওতে কোন ফল পাওয়া যাবে না; তার মনিব এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের কাছ থেকে ওর দাম আদায় করে নেবে। এ শুনে সবাই ঠাণ্ডা মেরে গেল; কারণ অন্যের নিগ্রো চাকরকে ফাঁসি দেয়ার জন্যে যারা সব চাইতে উৎসাহী হয়, তারাই আবার তাদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথায় সব চাইতে পিছপাও হয়।

যাক, তারা জিমকে নিয়ে খুব জটলা করলো। কেউ কেউ থেকে থেকে অবসর মতো তার মাথার উপর দু'-একটি করে ঘুষি মারতে লাগলো। কিন্তু জিম কিছুই বললো না, আমাকে যে সে জানে তাও জানতে দিল না। তারা তাকে ঘরে নিয়ে গেল আর তার নিজের কাপড় তাকে পরিয়ে দিয়ে, আবার শিকল দিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

বাঁধলো। এবার আর খাটের পায়ার সঙ্গে নয়, ঘোড়ার খুরের মতো একটা লোহা ঘরের গুঁড়ির পোস্তার মধ্যে খুব ঠুকে লাগিলে দিয়ে তার সঙ্গে বেঁধে দিল। তার হাত, এবং পা দু'টিও শিকল দিয়ে বাঁধা হোল। একজন বললো, যে পর্যন্ত তার মালিক এসে তাকে নিয়ে না যায়, কিংবা তার আসার জন্যে কিছুকাল অপেক্ষা করে, সে পর্যন্ত তাকে নিলামে বিক্রী করা যেন না হয়। সে পর্যন্ত তাকে খাওয়ার জন্যে শুধুমাত্র রুটি ও পানি দেয়া হবে। তারপর আমরা যে সুড়ং করেছিলাম তা ভরে দেয়া হোল। একজন বললো যে দুটো চাষী বন্দুক নিয়ে রোজ রাত্রে ঘরটি পাহারা দেব, এবং একটি বুলডগ দিনের বেলায় ঘরটির দরজায় বেঁধে রাখতে হবে। এই সময়ের মধ্যে তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল এবং তারা জিমকে সাধারণভাবে বিদায়ী গালিগালাজ করে বেরিয়ে আসতে লাগলো। বুড়ো ডাক্তারটি তখন সেখানে এলেন এবং বললেন : "যতটুকু না হলেই নয় তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার ওর সঙ্গে আপনারা করবেন না, কারণ সে খারাপ নিগ্রো নয়। ছেলেটি যেখানে ছিল সেখানে যখন আমি গেলাম, তখন দেখলাম যে কারো সাহায্য ছাড়া আমি তার পা থেকে বন্ধুকের গুলীটি বের করতে পারবো না। আর তাকে ছেড়ে সাহায্যের জন্য যে লোক আনতে যাব এমন অবস্থাও তার তখন ছিল না। ক্রমে ছেলেটির অবস্থা খারাপ হতে লাগলো; অনেকক্ষণ পরে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল, আমাকে তার কাছে আসতে দিতে চাইলো না; বললো আমি যদি তার ভেলা খড়িমাটি দিয়ে চিহ্নিত করতে চাই তবে আমাকে সে খুন করবে। এমনি ধারা নানা রকম পাগলামির কথা সে বলতে লাগলো; আমি দেখলাম তাকে নিয়ে আমি একা কিছুই করতে পারবো না। সুতরাং আমি বললাম, আমার কোন লোকের সাহায্য চাই-ই চাই; ঠিক যে মুহূর্তে আমি এ কথা বললাম, সেই মুহূর্তে দেখলাম এই নিগ্রোটি কোনখান থেকে যেন গুটিশুটি মেরে বেরিয়ে এলো এবং বললো সে সাহায্য করবে। সে সাহায্য করলোও,—ভালভাবেই করলো। অবশ্য আমি মনে করলাম সে নিশ্চয় পলাতক নিগ্রো, এবং দেখলাম ঠিকই। সুতরাং দিনরাত্রি আমার সেখানেই থাকতে হোল; আমি এক মহাসঙ্কটে পড়লাম। আমি আপনাদের বলছি, দুটো রোগী সর্দ্দি জ্বরে ভুগছিল। একবার শহরে গিয়ে তাদেরকে দেখার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি সাহস করছিলাম না; কারণ তাহলে নিগ্রোটি পালিয়ে যাবে। সকলে আমাকে দোষারোপ করবে; এদিকে এমন কোন নৌকাও কাছ দিয়ে যাচ্ছিল না যে, আমি ডেকে সাহায্য চাইবো। সুতরাং আমাকে সেখানে আজ সকাল পর্যন্ত গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে হোল। আমি জীবনে এমন কোন নিগ্রোকে দেখি নাই যে এর চেয়ে ভালো সেবা করতে পারে, এবং এর চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত। নিজের স্বাধীনতা বিপন্ন করে সে সেবা করেছে। তাছাড়া এই নিগ্রোটি খুব ক্লান্তও ছিল, মনে হচ্ছিল কিছু দিন আগের থেকে খুব খাটুনির কাজে সে নিযুক্ত ছিল। এসব কারণে আমি একে খুব পছন্দ করি। আমি আপনাদের বলছি, ভদ্র মহোদয়গণ, এমন একটি নিগ্রোর দাম

হাজার ডলার। আমার যা সাহায্যের দরকার তা ও করেছে; বাড়িতে যেমন হোত তেমনি করেই ছেলেটির উন্নতি হচ্ছিল—বরং বাড়ির চেয়েও ভালো বলা যায়, বরং বাড়িতে হট্টগোল হোত। যাক, দুটো লোক আমার হাতে নিয়ে আমি আজ সকাল পর্যন্ত সেখানে ঠায় বসেছিলাম। আজ সকালে দেখি একটা নৌকা বেয়ে কয়েকটি লোক আসছে। ভাগ্যক্রমে তখন নিগ্রোটি তার বিছানার উপর হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিল, আমি লোকদেরকে চুপি চুপি ইশারা করে দেখালাম, তারা চট করে তাকে ধরে, কি হচ্ছে তা বোঝার আগেই, তাকে বেঁধে ফেললো। সে কোন গোলমালই করলো না। আর ছেলেটিও নেশার মতো পড়ে ঘুমাচ্ছিল। সুতরাং দাঁড় না বেয়ে গুণ টেনে ভেলাটিকে নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে নিয়ে আসা হোল। নিগ্রোটি গোড়া থেকেই চুপচাপ রইলো, টু শব্দটিও করলো না। ভদ্র মহোদয়গণ, সে কোন খারাপ নিগ্রো নয়, আমি তার সম্বন্ধে এই মনে করি।"

একজন তখন বললো : 'সত্যি বলছি ডাক্তার সাহেব, আমি বলতে বাধ্য যে আপনি যা বললেন, তাতে ওকে ভালোই মনে হয়।"

তারপর অন্যেরাও অনেক নরম হয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব জিমের যে উপকার করলেন তার জন্যে তার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে লাগলাম; এবং ডাক্তারের সম্বন্ধে আমি যা ধারণা করেছিলাম, তা সত্য হওয়ায় খুবই খুশী হলাম; কারণ প্রথমে দেখেই আমার মনে হয়েছিল ডাক্তারটির মন ভালো। সকলেই এবার একমত হোল যে জিম খুব ভাল কাজই করেছে, এবং সে জন্যে তার ভাল ব্যবহারও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই অন্তর থেকে বললো যে জিমকে আর তারা গালিগালাজ করবে না।

তারপর তারা বেরিয়ে এলো। তাকে তালাবদ্ধ করে রাখলো। আমি মনে করলাম তারা অতিরিক্ত যে-দু'একটি শিকল পরানো হয়েছে তা খুলে দিতে বলবে, কারণ সেগুলো সাংঘাতিক ভারী ছিল; তাছাড়া শুধু রুটি ও পানির বদলে কিছু শাকসব্জি ও মাংস তাকে দিতে বলবে। কিন্তু তারা তা কিছু বললো না, আমিও তা নিয়ে আর ঘাটানো ভালো মনে করলাম না। মনে করলাম আমার সামনে যে বিরাট ঢেউ রয়েছে, সেটা পার হতে পারলেই ডাক্তারের গল্পটি স্যালি খালাম্মাকে শোনাতে হবে। বিরাট ঢেউ হোল কৈফিয়ত—সেদিন রাতে পলাতক নিগ্রোর পিছনে ডোঙা নিয়ে দৌড়াদৌড়ির কথাটা যে বললাম, তার মধ্যে সীডের পায়ে গুলী লেগেছিল, সে কথাটি বলি নাই কেন—এই কৈফিয়ত।

যাক, স্যালি খালাম্মা দিনরাত রোগীর ঘরে পড়েছিলেন। সুতরাং হাতে যথেষ্ট সময় ছিল কৈফিয়ত করার—এই যা ভরসা।

আর একদিকে যখন সাইলাস খালু আনমনাভাবে চারদিকে ঘুরছিলেন, তখন আমি তাঁকে এড়িয়ে চলছিলাম।

পরদিন সকালে শুনলাম টম অনেকটা ভালো; সকলে বললো স্যালি খালাম্মা একটু ঘুমাতে গেছেন। সুতরাং আমি সুড়ুৎ করে টম যে ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেখানে গেলাম; ইচ্ছে ছিল টম যদি জেগে থাকে তাহলে আমরা দুজনে মিলে

www.boiRboi.blogspot.com

পরিবারের জন্যে এমন একটি গল্প তৈরি করে ফেলবো যা আমাদের দোষ ধুয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু গিয়ে দেখি সে ঘুমুচ্ছে এবং খুব শান্তভাবেই ঘুমুচ্ছে। যখন তাকে আনা হয়েছিল তখন আগুনের মতো লাল যে চেহারা ছিল, তা আর নাই; তাকে কিছুটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। সুতরাং সে কখন জাগে সেই অপেক্ষায় বসে রইলাম। প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে স্যালি খালাম্মা সুড়সুড় করে এসে গেলেন, আবার আমার কুপোকাত হওয়ার অবস্থা হোল। তিনি আমাকে ইশারা করে চুপচাপ বসে থাকতে বললেন, এবং আমার পাশে বসলেন। ফিসফিস করে বললেন, আমরা সকলেই এখন খুশী হতে পারি, কারণ রোগীর অবস্থা এখন ভালো—প্রথম শ্রেণীর, সে অনেকক্ষণ ধরে এমনিভাবে ঘুমাচ্ছে। তিনি মনে করেন যে, এবার সে সুস্থ দখতে লাগলাম, আস্তে আস্তে সে একটু নড়লো, তারপর চোখ খুললো, বেশ স্বাভাবিক ভাবেই, চারদিকে একবার চেয়ে দেখলো এবং বললো :

"কি ব্যাপার!—আমি দেখছি বাড়িতে! সে কি? ভেলাটা কোথায়?"

"সব ঠিক আছে", আমি বললাম।

"আর জিম?"

"সেও ঠিক আছে", আমি বললাম; তবে খুব উল্লসিত হয়ে বললাম না। কিন্তু সে তা লক্ষ্য করলো না, সে বললো :

"ভালো, খুব ভালো! এখন আমরা সব ঠিকমতো রয়েছি এবং নিরাপদে আছি। তুমি কি খালাম্মাকে কিছু বলেছ?"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাঁ। কিন্তু খালাম্মা কথার মধ্যেই বললেন,

"কি কথা বলবে সীড?"

"কেন সমস্ত ঘটনাটা।"

"সমস্ত ঘটনাটা, সেটা কি?"

"সমস্ত ঘটনা তো একটা ছাড়া আর নাই, কি করে আমরা পলাতক নিগ্রোটিকে স্বাধীন করে দিয়েছি—আমি আর টম।"

"হায় আল্লা, ছেলেটা বলে কি? পলাতক নিগ্রোকে—হায়, হায়, এর মাথাটা আবার খারাপ হয়ে গেল।"

"না, আমার মাথাটা মোটেই খারাপ হয়ে যায় নাই। আমি যা বলছি বুঝে শুনেই বলছি। আমরা তাকে স্বাধীন করে দিয়েছি—আমি এবং টম। আমরা তা করার জন্যে যে মতলব ঠিক করেছিলাম, সেইভাবে কাজও করেছিলাম, এবং জাঁকজমকের সঙ্গেই তা করেছিলাম। সে আরম্ভ করলো এইভাবে এবং চুটিয়ে বলে চললো। খালাম্মা তাকে বাধা দিলেন না, বলে যেতে দিলেন। আর আমি দেখলাম আমারও বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। সুতরাং সে বলে চললো, "কেন খালাম্মা, আমাদের যথেষ্ট শক্তি খরচ করে কাজটি উদ্ধার করতে হয়েছিল—সপ্তাহ ধরে—ঘন্টার পর ঘন্টা আপনারা যখন ঘুমিয়ে থাকতেন, তখন কাজ করতে হয়েছিল। আর এর জন্যে আমাদেরকে মোমবাতি, চাদর, শার্ট, আপনার

গাউন, চামচ, টিনের বাসন, খাপের ছুরি, গরম করার পাত্র, শান-পাথর, ময়দা, আর হিসাব নাই এমন বহু জিনিস চুরি করতে হয়েছিল; আর চিন্তা করে দেখুন খালাম্মা, করাত, কলম তৈরি এবং লেখার কর্মটি এবং এমন বহু এটা-ওটা করা কি কঠিন ব্যাপার ছিল; এর অর্ধেক করতে যে মজাটা টের পাওয়া যায়, এমন কি তাও আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। তাছাড়া আমাদেরকে কফিন এবং অন্যান্য জিনিসের ছবি তৈরি করতে হয়েছিলো, ডাকাতের হয়ে বেনামী চিঠি লিখতে হয়েছিল, থাম বেয়ে উঠা-নামা করতে হয়েছিল, গর্ত করে জিমের ঘরে যেতে হয়েছিল, দড়ির মই করে, পিঠা বানিয়ে তার মধ্যে ভরে সেটা পাঠাতে হয়েছিল, আপনার গাউনের উপরে পরার পোশাকটির পকেটে চামচ এবং অন্যান্য জিনিস পাঠাতে হয়েছিল—"

"খোদা রক্ষে করুন।"

"—এ ছাড়া জিমের ঘরটিতে জিমকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে ইঁদুর, সাপ ইত্যাকার জীব দিতে ভর্তি করা হয়েছিল। তাছাড়া বাধাও কম পাচ্ছিলাম না। আপনি যখন টমকে তার হ্যাটের মধ্যে মাখনশুদ্ধ আটকে রেখেছিলেন, তখন সম্পূর্ণ কাজটি প্রায় নষ্ট হবার যোগাড় হয়েছিল, কারণ আমরা ঐ ঘরটি থেকে বের হওয়ার আগেই লোকগুলো ঢুকে পড়েছিল। সুতরাং আমাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হয়েছিল; তারা তখন আমাদের আওয়াজ শুনে আমাদেরকে ধরতে চেষ্টা করেছিল; এবং তা না পেরে আমার অংশ মতো যা পাওনা তা দিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু তবুও তাদেরকে এড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলে গিয়েছিলাম। রক্ষে ছিলো যে কুকুরগুলো আমাদেরকে দেখে বেশি কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। বরং হট্টগোল শুনে সেদিকে ছুটে গিয়েছিল, আমরা আমাদের ডোঙায় চড়ে ভেলায় গিয়ে উঠেছিলাম। সব কিছু নিরাপদে ঘটেছিল, যার ফলে জিম স্বাধীন হয়ে গেল। আমরা এসব নিজেরাই করেছে। বলুন খালাম্মা এ কি কম বাহাদুরীর কাণ্ড!"

"দেখ আমি জন্মেও এমন কাণ্ড শুনি নাই! তাহলে, তোমরাই দু'টো শয়তান মিলে এই সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছ; প্রত্যেকের বুদ্ধিকে ভিতর থেকে টেনে উল্টো করে বার করে ফেলেছো, সবাইকে মৃত্যুর মতো ভয় দেখিয়ে ছেড়েছো।

"তোমাদের সম্বন্ধে জীবনে আমি যদি কখনো ভাল ধারণা পোষণ করতে ইচ্ছা রেখে থাকি তাহলে এই মুহূর্তে সেটাকে মন থেকে মুছে ফেলছি। একবার চিন্তা করে দেখ! এদিকে আমি রাতের পর রাত—আচ্ছা, একবার ভাল হয়ে ওঠো, ফাজিল ছেলে, আমি তোমাদেরকে পিঠের চামড়া তোলার মতো শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।"

কিন্তু টম এতদূর গর্বিত ও আনন্দ অনুভব করছিল যে সে নিজেকে আর মানাতে পারছিল না—তার জিহবা অবিরাম চলছিল —আবার খালাম্মা কখনো কখনো বাধা দিয়ে তুবড়ী ছুটাচ্ছিলেন। মোটের উপর দুপক্ষ হতে এমন ভাবে চালানো হচ্ছিল যেন বিড়ালে বিড়ালে ঝগড়া হচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

শেষে খালাম্মা বললেন : "ওকে নিয়ে যত ফূর্তি পাওয়ার তা এইবারের মতো পেয়ে নাও; এর পর বলছি যদি ওকে নিয়ে আবার গড়বড় করেছো দেখতে পাই তাহলে—"

"কাকে নিয়ে গড়বড়ের কথা বললেন?" টম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো; তার মুখের হাসি মিটে গেল।

"পলাতক নিগ্রোটিকে নিয়ে, আবার কাকে নিয়ে? তুমি কাকে মনে করেছ।"

টম, খুব গম্ভীর হয়ে গেল এবং আমাকে বললো :

"টম তুমি কি এইমাত্র বল নাই যে সে ঠিক আছে? তাহলে কি সে পালাতে পারে নাই?"

"সে পালাবে?" স্যালি খালাম্মা বললেন, "সেই পলাতক নিগ্রোটি পালাবে? তাকে ধরে নিরাপদে সুস্থভাবে নিয়ে আসা হয়েছে; এবং তাকে সেই ঘরটিতেই শিকলের বোঝা পরিয়ে রাখা হয়েছে; আর যে পর্যন্ত তাঁর মনিব না আসে কিংবা তাকে নিলামে বিক্রী করা না হয়, সেপর্যন্ত শুধু রুটি ও পানি তাকে খেতে দেয়া হচ্ছে, বুঝলে?"

টম উঠে সিধে হয়ে তার বিছানায় বসলো, তার চোখ দুটো লাল হয়ে গেল, তার নাসারন্ধ্র দুটো মাছের ফুলকার মতো বন্ধ হতে আর খুলতে লাগলো; তারপর সে চিৎকার করে বললো :

"তাকে বন্দী করে রাখার অধিকার কারো নাই। এক্ষুনি তাকে ছেড়ে দিন—আপনারা আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। তাকে ছেড়ে দিন! সে কারো গোলাম নয়; সে স্বাধীন—ধরার বুকে যে-সব স্বাধীন লোক হেঁটে বেড়োচ্ছে, সে তাদের মতোই স্বাধীন।"

"এই ছেলেটা বলছে কি?"

আমি যে বলছি ঠিকই বলছি, স্যালি খালাম্মা, যদি কেউ তাকে মুক্তি দিতে না যায় তবে আমিই যাব। আমি সারাজীবন ধরে তাকে জানি, এবং এই যে টম রয়েছে, এও জানে। বুড়ো মিস ওয়াটসন দুমাস আগে মারা গিয়েছেন; তিনি ওকে নদীর ভাটিতে যে বিক্রী করতে চেয়েছিলেন, তার জন্যে তিনি খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তা বলেছেনও; এবং তিনি তার উইলে তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন।"

"তাহলে যে আগের থেকেই স্বাধীন তাকে ধরার চেষ্টা করতে যাওয়া কেন?"

"হাঁ, এটা একটা করার মতোই প্রশ্ন বটে; এবং মেয়েদের এটা সাজেও। দেখুন, আমি এটা দিয়ে একটা দুঃসাহসের কাজ আঞ্জাম করতে চাচ্ছিলাম এবং গলা পর্যন্ত রক্তের মধ্য দিয়ে পথ বেয়ে যাচ্ছিলামও—ওরে বাবা, দেখছি পলি খালাম্মা এসে পড়েছেন।"

সত্যিই পলি খালাম্মা সেই মুহূর্তে ঠিক দরজার মধ্যে অর্ধস্ফুর্ত একটি স্বর্গীয় দূতের মতো খুশী ও তৃপ্তির সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। বেশ খানিকটা হতবুদ্ধির ভাটা মনে করলাম, যদি জীবনে আর তাকে না দেখতাম তো সেটাই ভালো হোত।

স্যালি খালাম্মা লাফ দিয়ে তার কাছে গেলেন এবং এমনভাবে তাকে জড়িয়ে বুকের কাছে টানতে লাগলেন যে মনে হোল তার মাথাটা খুলে ফেলবেন। এই অছিলায় কাঁদলেনও। আমি মনে করলাম, আমাদের জন্যে, বিশেষ করে আমার জন্যে, আবহাওয়াটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে; সুতরাং খাটের নিচটা আমার পক্ষে যে অনেকটা নিরাপদ, এ খেয়াল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাছির করলো। আমি সেখান থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম; ক্ষণকাল পরেই টমের পলি খালাম্মা নিজেকে স্যালি খালাম্মা আলিঙ্গন-মুক্ত করলেন এবং তার চশমার উপর দিয়ে টমকে দেখতে লাগলেন, অর্থাৎ আপনি বুঝতে পারলেন তো, মাটিতে পুঁতে ফেলতে লাগলেন। তারপর বললেন :

"সুতরাং তোমার মুখ ওদিকে ঘুরিয়ে রাখ—আমি যদি তুমি হতাম, তবে তাই করতাম, টম।"

"হায় আল্লা, তুমি বলছো কি?" স্যালি খালাম্মা বললেন, "ও কি এতই বদলে গেল? কেন ও তো সীড; আর সেই হোল টম—টম কই, টম কোথায় গেল? এক মুহূর্ত আগেও তো সে এখানে ছিল।"

"তুমি বলতে চাও হাকফিন কোথায় গেল—সেটাই তুমি মনে করছ। আমার দুষ্ট টমকে আমি এমন করে মানুষ করি নাই, যাতে তাকে দেখামাত্রই আমি চিনবো না। তা যদি করতাম তাহলে সেটা প্রথম দেখায় যে বলে কি কেমন আছ, সেইভাবে হোত। ওহে হাকফিন, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসো তো, বাপু।"

সুতরাং আমি বেরিয়ে এলাম, কিন্তু খুব উল্লাস অনুভব করলাম না।

জীবনে যত লোককে এ যাবৎ আমি হকচকিয়ে যেতে দেখেছি তার মধ্যে স্যালি খালাম্মার অবস্থাই সেরা মনে হোল। কিন্তু সাইলাস খালু তার ব্যতিক্রম দেখলাম। তাঁকে সব কথা বলা হলে তিনি কিছুই করলেন না। শুধুমাত্র আপনি বলতে পারেন, একটু নেশাগ্রস্তের মতো যেমন হোল; সারাদিন তিনি যেন আর অন্য কিছু চিন্তা করলেন না। এবং সেই রাত্রিতে তিনি যখন একটি প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা দিলেন তখন তার জয় জয়কার পড়ে গেল। সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকগুলোও তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলো না। এদিকে টমের পলি খালাম্মা আমি কে এবং কি চীজ সে সম্বন্ধে বললেন। এবং আমার সে-সব স্বীকার করে নিতে হোল। আমি বললাম যখন মিসেস ফেলপ্‌স আমাকে টম বলে ভুল করলেন। আমি তখন এমন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলাম যে অমনি স্যালি খালাম্মা বাধা দিয়ে বললেন, "হাক তোমাকে আর মিসেস ফেলপ্‌স বলতে হবে না; স্যালি খালাম্মাই বলো, আমি এ ডাকে এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তোমার আর তা বদলাতে হবে না"—হাঁ, স্যালি খালাম্মার কাছে স্বীকার করলাম যে, আমি টম—এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমি জানতাম যে টম এতে কিছু মনে করবে না। কারণ আজগুবি কিছু ঘটলেই টম বরং উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, এবং তার মধ্য থেকে দুঃসাহসিক কোন ঘটনা ঘটিয়ে খুশী হয়ে যাবে। সুতরাং ব্যবস্থা হোল

যে, সে সীড হয়ে থাকবে এবং আমার জন্যে সব কিছু যতদূর সুবিধে মতো করতে হয় তা করবে।

তারপর টমের পলি খালাম্মা বললেন যে, টম ঠিকই বলেছে। বুড়ো মিস ওয়াটসন জিমকে তাঁর উইলে স্বাধীন করে দিয়েছেন; সুতরাং নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে টম সয়্যার এই দুঃখকষ্ট ও বিপদ একজন ইতিপূর্বে স্বাধীন নিগ্রোকেই স্বাধীন করার জন্যে গ্রহণ করেছিল। আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এবং এই কথা শোনার আগে কল্পনাই করতে পারি নাই, তাঁর পারিবারিক যে পরিবেশ, তাতে পালিত হয়ে টম কি করে একটি নিগ্রোকে চুরি করে স্বাধীন করার চেষ্টা করতে পারে।

যাক, পলি খালাম্মা এবার বললেন যে, যখন স্যালি খালাম্মা তাকে লিখলেন টম ও সীড নিরাপদে পৌঁছেছে এবং ভাল আছে, তখন মনে মনে বললেন :

"এই দ্যাখো, ঠিক যা মনে করেছিলাম তাই, টমের সঙ্গে কাউকে না পাঠানোর এই ফল হয়েছে। সুতরাং মনে করলাম আমাকেই নদীপথ বেয়ে এই এগারশ মাইল ভাটি দিতে হবে, এবং গিয়ে দেখতে হবে এবার আবার কি কাণ্ড সে করলো, তুমি তো আমার কোন চিঠিই পাও নাই।" স্যালি খালাম্মা বললেন :

"বা-রে, আমি তোমাকে দু'দুটো চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছি সীডও তোমাদের এখানে রয়েছে, তা দিয়ে তুমি কি বলতে চাও!"

"তোমার সে চিঠি তো আমি পাই নাই, আপা।"

পলি খালাম্মা তাঁর মাথাটি ঘুরালেন, এবং তীক্ষ্ণভাবে চাইলেন; তারপর বললেন :

"কি, টম, তুমি কি বল?"

"এ্যাঁ—কি?" সে বে-মেজাজী ভাবে বললো।

"আমাকে আর কি করো না। আহাম্মক কোথাকার—চিঠি বের করে দাও।"

"কোন চিঠি?"

"ঐ চিঠিগুলো। দেখ বলছি, যদি দরকার হয় তবে তোমাকে ধরে আচ্ছা করে—"

"সেগুলো বাক্সে রয়েছে।"

"ঐ তো ওখানে। ঠিক যেভাবে সেগুলো পোস্টাফিস থেকে নিয়েছিলাম; সেভাবেই রয়েছে। আমি তা খুলে দেখি নাই, ছুঁইও নাই। কিন্তু জানতাম ওগুলো গণ্ডগোল করবে। তাছাড়া মনে করলাম আপনার এমন কোন তাড়াহুড়া নাই, সুতরাং—"

"তোমার ছাল তুলে ফেলা দরকার, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। স্যালি, তোমাকে আর একটা চিঠি দিয়েছিলাম, আমি আসছি তাই জানিয়ে—আমার মনে হয় উনি সেটাও—"

"না, সেটা কাল এসেছিল; আমি সেটা এখনো পড়ি নাই; না ঠিক আছে; সেটা আমার কাছে আছে।"

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, দু'ডলার বাজী ধরি, সেটা ওর কাছে নেই, কিন্তু মনে করলাম বাজী না ধরাটাই নিরাপদ, সুতরাং আর কিছু বললাম না।

শেষ পরিচ্ছেদ

আর কিছু লিখিবার নাই

সর্বপ্রথম যখনই আমি টমকে একাকী পেলাম, তখনই জিজ্ঞাসা করলাম এই-যদি ব্যাপারটা হয়, তাহলে কৌশল পরিহার করার মতলবটি সে কেন করেছিল?—আর কৌশল পরিহারের ব্যাপারটি যদি কার্যকরীই হতো, তাহলে একটি স্বাধীন নিগ্রোকে স্বাধীন করায় লাভটা কি হোত? সুতরাং তার মাথায় যে মতলবটা এসেছিল, সে তা প্রথম থেকেই বললো : যদি আমরা জিমকে নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে নানা রকম সাহসের কাজ করতে করতে নদীর মোহনা পর্যন্ত চলে যেতাম; এবং সেখানে নিয়ে তাকে বলতাম যে সে স্বাধীন হয়েছে। তারপর পুরো কায়দায় তাকে স্টিমারে চড়িয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিতাম। তার যে সময়টা এতে নষ্ট হোত তার জন্য তাকে খেসারত দিতাম। আগে থেকেই তার যাওয়ার সংবাদ রটিয়ে দেয়া হোত, সুতরাং সব নিগ্রো এসে তার চারপাশে জড়ো হোত এবং তাকে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে কাঁসার ব্যাণ্ড বাজিয়ে তারা সারা শহর ঘুরতো। তখন সে বিখ্যাত হয়ে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিখ্যাত হতাম। কিন্তু যাক যা হোল তাও মন্দ হোল না।

আমরা সময় নষ্ট না করে জিমের শিকল খুলে দিলাম এবং যখন পলি খালাম্মা, সাইলাস খালু ও স্যালি খালাম্মা জানলেন যে, জিম টমকে সেবা করার জন্যে ডাক্তারকে অতদূর সাহায্য করেছিল, তখন তাকে নিয়ে তারা মহাকাণ্ড করে তুললেন। তার সব কিছু সুবিধে করে দিলেন, যা খেতে চাচ্ছিল তা খেতে দিলেন, তার আর কোন কাজ করতে হোল না, সে শুধু ফূর্তি করে বেড়াতে লাগলো। তারপর যে কামরায় টম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে কামরায় তাকে নিয়ে গেলাম এবং আমরা সব উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা বলতে লাগলাম। যথা—জিম যে ধৈর্য সহকারে বন্দীর অবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং সুন্দরভাবে উপদেশ মতো কাজ করে যাচ্ছিল—এই সব কথা। সে জন্যে টম জিমকে চল্লিশটি ডলার উপহার দিল। জিম খুশীতে এমন ফেটে পড়লো যে মারা যায় আর কি!

সে বললো : "এই দ্যাহো, হাক, তোমারে কি কইছিলাম?—সেই জ্যাকসন দ্বিপি কি কইছিলাম? আমি কইছিলাম না যে দ্যাহো আমার বুকি লোম আছে, এডা ভালো চিনহো, আমি একবার দনী অইছিলাম আবার অতি যাতিছি। আর সেডা আইজ দ্যাহো ঠিক অলো কিনা। এই তো অলো। এহন আর আমারে আর কইও না যে চিনহো কিছুই ন্যা, চিনহো চিনহোই; হ, এ কথা তোমারে আমি কতিছি। আর তোমারে এডাও কই, এই যে আমি খাড়াইয়া রইছি সেডা য্যামন সত্যি, আবার আমি যে দনী অবো সেডাও তেমনি সত্যি। এডা তুমি দেইহা নিও।"

তারপর টম; সে কথা বলে চললো, তো চললোই, এবং বললো, চলো আমরা তিনজন মিলে পোশাক-আশাক আর অন্যান্য জিনিস যোগাড় করে অসভ্য জাতি ও দৈত্য দানবের মধ্য দিয়ে সপ্তাহ দুইয়ের জন্যে একটা সাংঘাতিক দুঃসাহসের কাজ করতে বেরিয়ে পড়ি। আমি বললাম, আমিও তার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু ঐ পোশাক-আশাক করার মতো তো আমার টাকা-পয়সা নাই। আমি মনে করি বাড়ি থেকে তার জন্যে কিছু পাওয়াও যাবে না; হয়তো বাপজী এর মধ্যেই এসে গেছে এবং সব টাকা-পয়সা থ্যাচার সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

"না, উড়োয় নাই," টম্ বললো, "সবই রয়েছে—ছ'হাজার ডলার, এবং তারও বেশি রয়েছে। তোমার বাপজী ওর পর আর ফেরে নাই। অন্ততঃ আমি রওয়ানা হয়ে আসার আগে তো নয়ই।"

জিম বেশ এক রকম গম্ভীরভাবেই বললো :

"তানি আর কোন দিনই ফির‍্যা আসপেন না, হাক।"

আমি বললাম : "কেন জিম?"

"কেন দ্যা দরকার কি—হাক? তানি আর কোন দিনই ফির‍্যা আসপেন না।"

কিন্তু আমি তাকে খোঁচাতে থাকলাম; সুতরাং শেষে সে বললো :

"তোমার মনে আছে না সেই যে বাড়িডা নদী দ্যা ভাইসা আইছিল, আর তার মদ্দি একটা মানুষ ন্যাংটা পইর‍্যা ছিল, যারে আমি কাপড়দ্যা ঢাকছিলাম, আর যার কাছে তোমারে আসতি দেই নাই? তাই কই তোমার টাকা যহনই চাবা, তহনই পাবা—কারণ তানিই তোমার বাপ ছেলো।"

টম এখন বেশ ভালো হয়েই গিয়েছে, কিন্তু তার মাথাটা আগের মতোই উদ্ভট খেয়ালে পোরা এবং সেগুলো কাজে লাগানোর জন্যে সময় গুণছে। সুতরাং কখন যে কোন প্রহরীর গুলীর তাকের মধ্যে এসে সে পড়বে তা কে জানে। যাক, আর কিছু লিখিবার নাই দেখছি; এবং এর জন্যে আমি খুব খুশী, কারণ এই লেখা জিনিসটা যে কি কষ্টকর তা যদি আগে জানতাম তবে এ কর্মটিই আর করতাম না। সুতরাং এখানেই শেষ করছি। তবে একথা বলি যে, এ স্থান থেকে সকলের আগেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে, কারণ স্যালি খালাম্মা আমাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করছেন, এবং আমাকে ভদ্র করার ভার নিচ্ছেন। আমি এটা মোটেই সহ্য করতে পারি না, আগেও এ কাণ্ড ঘটেছে, সুতরাং ওপথে আর নয়!

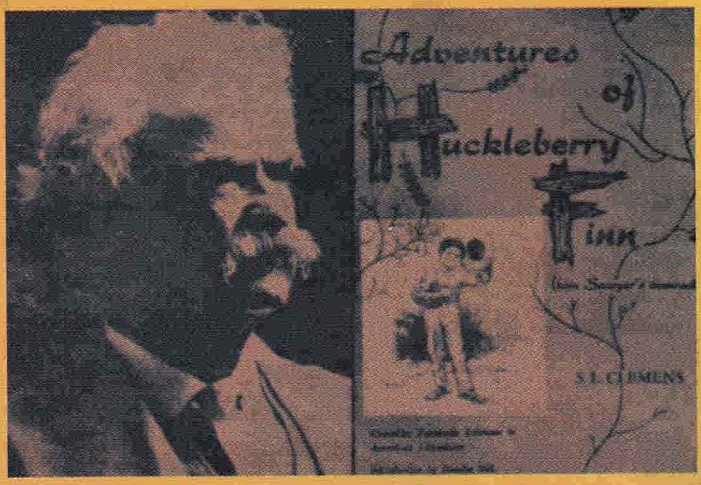

আমরা মার্ক টোয়েন নামে যে বিশ্বখ্যাত লেখকের কথা জানি তার মূল নাম কিন্তু সবাই জানিনা– তার বাবার দেয়া নাম স্যামুয়েল ল্যাংহোর্ন ক্লিমেন্স। মহান এই লেখক ১৮৩৫ সালের ৩০ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তার বয়স চার তখন তার পরিবার মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের হ্যানিবাল শহরে স্থায়ী নিবাস গড়েন। ঐ শহরে তিন ১৮ বছর বসবাস করেন। লেখালেখি শুরুর আগে তিনি নানাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নানা পেশায় কাজ করেছেন। এরই মধ্যে ৭ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি লেখেন কালজীয় গ্রন্থ "দি অ্যাডভেঞ্চার অব হাক্‌ল্‌বেরি ফিন", এটি ১৮৮৩ সালের কথা। এই গ্রন্থটি হলো এক কিশোরের দুঃসাহসিক অভিযান, ভ্রমণ ও মুক্তির চমকপ্রদ কাহিনী।

কাহিনীর পটভূমি মিসিসিপি নদীর পাড়ের মানুষদের নিয়ে- যারা প্রকৃতি ও মনষ্যসৃষ্ট অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াইরত।

শেষ জীবনে মার্ক টোয়েন টাকার বিনিময়ে নানা স্থানে বিতর্ক ও বক্তৃতা দিয়ে জীবননির্বাহ করেছেন। তিনি আমেরিকার মাটি আর স্মৃতিময় জীবনযাত্রাকে পেছনে ফেলে ১৯১০ সালে কানেক্‌টিকাট্‌ রাজ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

সূচীপত্র